ষ্টালিন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

অগ্রণী বুক ক্লাব

প্রকাশক

প্রফুল্ল রায়

অগ্রণী বুক ক্লাব

১৬ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট

শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক নির্মাণ, প্রচ্ছদপট ও আর্টপ্লেট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৪৪

তৃতীয় সংস্করণ—জুন, ১৯৪৭

মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

১৪।১১।৪৬

গ্রন্থকারের নিবেদন

তৃতীয় সংস্করণে আমি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিয়াছি। স্বদেশ ও বিদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনচরিত শক্তিমান লেখকেরা রচনা করিয়াছেন। আমরা অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান সেই সকল কবি, সম্রাট, সেনাপতি, ধর্ম্মবীরের জীবনের সহিত ষ্টালিনের জীবনের পার্থক্য এই, ইহা আপনার স্বকীয় গৌরবে কখনও জনসাধারণের ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করে নাই। স্বীয় ব্যক্তিত্বকে তিনি প্রথম যৌবনেই মার্কসীয় বৈপ্লবিক পার্টির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার জীবনচরিত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত কথা নহে,—ইহা একটা রাজনৈতিক আদর্শের সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাস। অর্থাৎ রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির ইতিহাসের ইহা অচ্ছেদ্য অংশ। লেনিনের পর কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারূপে, তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নকে সৃষ্টি ও পালন করিয়াছেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসের এক প্রলয়ঙ্কর সঙ্কট হইতে সোভিয়েটভূমিকে রক্ষা করিয়াছেন।

যখন সোভিয়েটভূমি কৃতঘ্ন নাৎসী আক্রমণের সম্মুখীন হইল, তখন আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত লোকেরাও সোভিয়েট রাশিয়া ও তাহার নেতাদের বিষয় অতি অল্পই জানিতেন। যে মানুষটি সেদিন লাল পল্টনের সর্ব্বাধিনায়করূপে পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ পরিচালনের ভার লইলেন, আমাদের দেশের তরুণদের সম্মুখে তাঁহার সত্য পরিচয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই আমি ষ্টালিনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখি এবং দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করি। কিন্তু মহাযুদ্ধের প্রায়াবসানের মুহূর্ত্তে আমি লক্ষ্য করিলাম, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা নূতন করিয়া ষ্টালিন ও সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৌশলময় প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সমসাময়িক ইতিহাসের এই বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ হইতেই আমি দেশবাসীর

সম্মুখে ষ্টালিনের অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের যথাসম্ভব বিশদ পরিচয় উপস্থিত করিলাম। মানব ইতিহাসের অতি দ্রুত ধাবমান ঘটনাপুঞ্জকে সম্যকভাবে বিচার করিতে পারিয়াছি, এমন অভিমান আমার নাই। আমার একমাত্র আশঙ্কা এই, আমার স্বদেশবাসী এটম বোমা-প্রমত্ত মাকিন ডলারতন্ত্রের কমিউনিষ্ট ও সোভিয়েট-বিদ্বেষী প্রচারকার্য্য দ্বারা অভিভূত হইতেছেন। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইতে চলিয়াছে, আমাদের জাতীয় জননায়কগণ আন্তর্জ্জাতিক প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া এবং ষ্টালিন ভারতবর্ষের কল্যাণকামী। সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব আমাদের কাম্য—অতএব যুদ্ধোত্তর জগতে ষ্টালিন ও সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সম্যক বিশ্লেষণ আমি এই গ্রন্থে সাধ্যমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার মতের সহিত যাঁহারা একমত না হইবেন, তাঁহাদিগকে আমি এই আশ্বাস দিতেছি যে আমি কোথাও জ্ঞাতসারে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত কবি নাই। কেননা, আমি জানি যে-মহামানব বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদ্বংশধরদেব চিন্তা ও চরিত্রের উপর অসামান্য প্রভাব রাখিয়া যাইবেন, তাঁহাকে লইয়া লঘুভাবে আলোচনা চলে না। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি রাজনৈতিক মতবাদ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ষ্টালিনের জীবনই মুখ্যতঃ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এই কারণেই বহু বিভিন্ন মতাবলম্বী লেখকের রচনা হইতে স্বাধীন ভাবে উপাদান সংগ্রহ কবিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে মানবমিত্র ষ্টালিন আজিও সুস্থ, কর্ম্মঠ,—মাকিন ডলারতন্ত্রের লুব্ধ ও উত্তেজনাময় আক্রমণকে তিনি অনুদ্বিগ্ন চিত্তে অবজ্ঞা করিয়া নবসৃষ্টির সাধনায় সমাসীন। ফরাসী সাহিত্যিক আঁরি বারবুসেব ভাষায় তিনি সেই শ্রেণীর মহামানব, যিনি ঘটনার গতি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারেন এবং তাহার অনুসরণ না করিয়া পুরোভাগে থাকেন, এবং তাহার অনুকূলে কি প্রতিকূলে কার্য্য করিতে হইবে, পূর্ব্বাহ্নেই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

"অ র ণি"
কলিকাতা
জুন, ১৯৪৭

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—ষ্টালিনের বাল্যকাল ও শিক্ষা	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—রাশিয়ায় ধনতান্ত্রিক যন্ত্রযুগ	...	১৪
তৃতীয় অধ্যায়—গুরু-শিষ্য সংবাদ	..	২৫
চতুর্থ অধ্যায়—বিপ্লবের শিক্ষানবিসী	...	৩৬
পঞ্চম অধ্যায়—বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর	...	৬৩
ষষ্ঠ অধ্যায়—কারাগার নির্ব্বাসন পলায়ন	...	৮৩
সপ্তম অধ্যায়—ইযোরোপের মহাযুদ্ধে বলশেভিক বিপ্লবীর ভূমিকা		৯৭
অষ্টম অধ্যায়—প্রতিবিপ্লবেব বিরুদ্ধে অভিযান	...	১১৬
নবম অধ্যায়—ক্ষমতা অধিকাব—সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন		১৩১
দশম অধ্যায়—"কাণ্ডারী হুঁসিযার"		১৪৪
একাদশ অধ্যায়—গৃহযুদ্ধ—প্রতিবিপ্লব	...	১৫৮
দ্বাদশ অধ্যায়—মার্কসীয় আদর্শে নূতন সমাজ গঠন	...	১৭৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়—নবীন সভ্যতার বনিয়াদ	...	২০৬
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—বিশ্ব-বিপ্লব ও ষ্টালিন		২২৫
পঞ্চদশ অধ্যায়—ফাশিজম্-এর প্রভাব ও প্রসার		২৩৭
ষোড়শ অধ্যায়—সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি ও ষ্টালিন	...	২৪৬
সপ্তদশ অধ্যায়—সোভিয়েটের নূতন শাসনতন্ত্র ও বিশ্ব-সংগ্রামের পটভূমিকা	...	২৬১
অষ্টাদশ অধ্যায়—ষ্টালিন ও মহাযুদ্ধ		২৯৩
উনবিংশ অধ্যায়—মহান ষ্টালিন	...	৩২৪

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের

করকমলে

ভূমিকা

ষ্টালিনের জীবন রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ষ্টালিনের কর্ম্মবহুল জীবনে নাটকীয় ঘটনার অত্যন্ত অভাব। সেই কারণে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাশিয়ার কৃষক শ্রমিকের অভ্যুত্থানের ইতিহাসের সহিত জড়িত করিয়াই এই জীবন আমাকে আলোচনা করিতে হইয়াছে। সমসাময়িক জগতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ষ্টালিন এক বিরাট বিগ্রহ। অথচ তাঁহার সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। এই শ্রেণীর মানুষের জীবনের একটা স্বচ্ছ পরিচয় লেখনীমুখে ফুটাইয়া তোলা কঠিন ব্যাপার। আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি যে এই গ্রন্থ তাঁহার সম্যক পরিচয় নহে। আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিপথে নাৎসী জার্ম্মানী সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করার পর এই প্রশ্নই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ কি? মানব মুক্তির উপাসকগণের আত্মবলিদান কি কোন নূতন আশা ও সান্ত্বনা বহিয়া আনিবে, না, নৈরাশ্যের অন্ধকারে মনুষ্য-সভ্যতা বহুযুগ আবৃত থাকিবে? সোভিয়েট রাশিয়ার বিশকোটী নরনারী কি রুধিরস্রোতে ভাসিয়া যাইবে? না, শোণিতস্নাত হইয়া পুনরায় তাহারা নব নির্ম্মাণশালায় মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে?

এই প্রশ্ন আসিতেছে সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে। সমাজের উপরের দিকের পাণ্ডিত্যাভিমানী মৃত জগতের স্তাবকগণ এই প্রশ্ন শুনিয়া সচকিত ও উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর সকল দেশের বুদ্ধিজীবীরা এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতেছেন, কূটনীতিকগণ কৌশলপূর্ণ ভাষার আবরণে সংকীর্ণতর অর্থে এক নয়া ব্যবস্থার ইঙ্গিত ও আশ্বাস দিতেছেন। আর একদল লোক আছেন যাঁহারা উদ্বিগ্ন নহেন, ভূমিকম্পের মত প্রচণ্ড আলোড়নে যাঁহারা ধ্বংস অপেক্ষা নবসৃষ্টির বার্ত্তা পাঠ করেন। ষ্টালিন হইলেন এই দলের প্রতিনিধি।

"অ র ণি"
কলিকাতা
১৩।৯।৪১

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

COL
garfala.

প্রথম অধ্যায়*

ষ্টালিনের বাল্যকাল ও শিক্ষা

সোভিয়েট রাশিয়ার "লৌহমানব" ষ্টালিন আধুনিক জগতের পরম বিস্ময়। সমসাময়িক ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত দেশের রাষ্ট্রবীরগণের মধ্যে তাঁহার শির সমধিক গৌরবে উন্নত। ইনি একদিকে নির্ম্মমহস্তে অতীত ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়াছেন, অন্যদিকে কল্যাণ-স্নিগ্ধ করে নবীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গড়িয়াছেন। রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবের ইতিহাস তাঁহার জীবন-চরিতের একটা প্রধান অংশ। এই মনুষ্যটির অনন্য সাধারণ কর্ম্মজীবন যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া যে প্রভাব, যে প্রতিপত্তি, যে আলোক ও উত্তাপ বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তীকালে রাখিয়া যাইবে, তাহা পরিমাপ করা কঠিন। সোভিয়েট রাশিয়ার শোষক ও শোষিতের ব্যবধান মুক্ত শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকে যিনি পৃথিবীর ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধতা পরাহত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনিই নাৎসী-প্লাবনের প্রলয় তরঙ্গ হইতে সোভিয়েট ভূমি ও ইয়োরোপকে রক্ষা করিয়াছেন। ধ্বংসের মহাশ্মশানে আবার তিনি অনুদ্বিগ্নচিত্তে নবসৃষ্টির সাধনায় নিযুক্ত। রাশিয়ায় তাঁহার প্রয়োজন আছে; নূতনরূপে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকলুষিত ষড়যন্ত্রের অভিযানে ভীত, সন্দিগ্ধ মানব সমাজেও একটা ষ্টালিনের প্রয়োজন আছে।

একলক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের বিশকোটী নরনারীর নেতা ষ্টালিন। গান্ধিজীকে ভারতের লক্ষ কোটি নরনারী যে ভাবে শ্রদ্ধা করে, রাশিয়ার নরনারীরা ষ্টালিনকে তেমনি গভীরভাবে ভালবাসে। রাশিয়ার বাহিরেও পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানবমুক্তিকামীরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই নবযুগ প্রবর্ত্তককে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন; মার্কস্‌-মতবাদের তত্ত্বব্যাখ্যাতারূপে তাঁহার

চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে সকল দেশের মার্কস্‌পন্থীরা, লেনিনের সিদ্ধান্তের সহিত সমান মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। অন্যদিকে আতঙ্কগ্রস্ত ধনতন্ত্রের দালালেরা দীর্ঘকাল ধরিয়া 'ডিক্টেটর' ও "সর্ব্বজনত্রাস" ষ্টালিনকে চেঙ্গিসখাঁ, তৈমুরলঙের ছাঁচে ঢালাই করিবার চেষ্টা করিতেছে। ষ্টালিন-চরিত আলোচনায় আমার লক্ষ্য নিন্দা বা স্তুতি নহে—নিরপেক্ষ বিদেশী লেখক এবং তাঁহার বিশ্বস্ত সহকর্ম্মীদের রচনা হইতে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন নরকেশরীর সত্য ও সম্যক পরিচয় স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব।

জোসেফ ভিসারিয়ান যুগাশ্‌ভিলির,—জগতে জোসেফ্‌ ষ্টালিন নামে পরিচিত—পিতৃমাতৃ পরিচয় অতি সাধারণ। তাঁহার পিতা ভিসারিয়ান দরিদ্র চর্ম্মকার; তাঁহার মাতা ক্যাথারিনা কৃষক দুহিতা। জর্জ্জিয়ার গোরী সহরে এক ক্ষুদ্র সামান্য কুটিরে চর্ম্মকার-দম্পতী জুতা তৈয়ারী করিয়া কোনমতে জীবিকার্জ্জন করিতেন। তখন নূতন যন্ত্রযুগের সূচনা হইয়াছে; স্বাধীনবৃত্তি ছাড়িয়া ভিসারিয়ান টিফ্‌লিসে এক জুতার কারখানার শ্রমিক হইলেন, সামান্য মজুরীর জন্য তাঁহাকে দশ বার ঘণ্টা খাটিতে হইত। ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর, বিশ বৎসর বয়সে ক্যাথারিনা তাঁহার চতুর্থ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। পূর্ব্বের তিনটি শিশুর সূতিকাগারেই মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু এটি বাঁচিল, জননী হৃষ্টা হইলেন। মৃদু স্বভাবা ধর্ম্মভীরু ক্যাথেরিনার ঈশ্বরের নিকট একমাত্র প্রার্থনা ছিল, তাঁহার পুত্র যেন পিতার মতই দরিদ্র চর্ম্মকার না হয়। স্বীয় গৃহকর্ম্মের বাহিরে যিনি গীর্জ্জা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নাই, যাঁহার জাগতিক জ্ঞান ৫ হাজার অধিবাসীপূর্ণ গোরী সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্র একজন পাদ্রী বা ধর্ম্মযাজক হইবে ইহার অধিক কল্পনা করিতে পারিতেন না। ভিসারিয়ান পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত সহকর্ম্মীদের নিকট শপথ করিয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে একজন উত্তম চর্ম্মকাররূপে গড়িয়া তুলিবেন।

সাত বৎসর বয়সে ষ্টালিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন, এখনো তাঁহার অঙ্গে

সে চিহ্ন বিগুমান। তাঁহার শৈশব জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ষ্টালিন প্রায় কিছুই বলেন নাই। দরিদ্র পরিবার ও পল্লীর রূঢ় ইতর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই তাঁহার শৈশব কাটিয়াছে। এক জননীর গভীর স্নেহ ছাড়া তাঁহার বাল্যজীবনকে মধুময় করিবার মত আর কোন কল্যাণময় কোমলতা ছিল না। আট বৎসর বয়সে "সোশো"কে জননী গোরীর গির্জ্জা-সংলগ্ন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এইখানে তিনি ছয় বৎসর ছাত্রজীবন যাপন করিয়াছেন। রাশিয়ার অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতই এখানে রুষ ভাষাতেই সর্ব্ববিধ শিক্ষা দেওয়া হইত। মাতৃভাষা জর্জ্জিয়ান তিনি শিখিতেন মাতার নিকট। কেবল এই শিক্ষা ব্যবস্থা নহে, বয়স্কদের কথাবার্ত্তা, রুশ কর্ম্মচারীদের সদম্ভ বিচরণ, মাঝে মাঝে কশাক সৈন্যের উপস্থিতি হইতে বুদ্ধিমান বালক তরুণ বয়সেই বুঝিয়াছিলেন, তিনি পরাধীন জর্জ্জিয়ান জাতির সন্তান।

বহু উপজাতি অধ্যুষিত উত্তর পশ্চিম এশিয়ায় জর্জ্জিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। ১৮ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতশিখর সমন্বিত ককেশাস পর্ব্বতমালার সানুদেশে অপূর্ব্ব শোভাময় উপত্যকাপূর্ণ জর্জ্জিয়ার উর্ব্বর ভূমি কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাকুর তৈলের খনি বিশ্ববিখ্যাত হইবার পূর্ব্বেও এখানে ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র ও লৌহের খনি ও আঙ্গুরের চাষ ছিল। নাতিশীতোষ্ণ দেশের সকল ফসলই এখানে উৎপন্ন হয়। জর্জ্জিয়ার অরণ্যে হিংস্র প্রাণীর অভাব নাই। পর্ব্বত শিখরবাসী পার্ব্বত্য ঈগলের গরিমাময় ভঙ্গী শিশু ষ্টালিনের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে লেনিনের মহত্ত্বের উপমা দিতে গিয়া তিনি "পার্ব্বত্য ঈগল" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

সাহসী, সুগঠিত দেহ, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান জর্জ্জিয়ান জাতির দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস—রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়ার ইতিহাস। সম্রাট্ সেকেন্দার শাহ, চেঙ্গিসখাঁ, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সম্রাট্গণের চতুরঙ্গবাহিনী এই ক্ষুদ্র দেশের উপর ধ্বংস ও হত্যার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তথাপি এই ক্ষুদ্র দেশের আর্য্যবংশসম্ভূত অধিবাসীরা অকুতোভয়ে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে এবং স্বাধীনতা বারম্বার উদ্ধার করিয়াছে। লোক-সঙ্গীত ও গাঁথার

মধ্য দিয়া পূর্ব্বপিতৃগণের বীরত্ব স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া তাহারা গর্ব্ব বোধ করিয়াছে। বহু পরিবর্ত্তনের পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জর্জ্জিয়া রুষ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় জর্জ্জিয়ানরা বিদ্রোহ করিয়াছিল কিন্তু নিষ্ঠুর অত্যাচারে জার-গভর্ণমেণ্ট সে বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা-লাভের অনির্ব্বান অনল শিখা একেবারে নিভিয়া না গেলেও, তাহারা জারের শাসনদণ্ডের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। গোরী সহরেও প্রাচীন যুদ্ধবিগ্রহের অনেক নিদর্শন রহিয়াছে; পর্ব্বত শিখরের প্রাচীন বাইজানটাইন দুর্গ—জর্জ্জিয়ানদের সহিত গ্রীক এবং তুর্কী, মোগল এবং পারসিক, ফিন এবং রাশিয়ানদের সহিত যুদ্ধে বহুবার হাত বদল হইয়াছে। প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এই পরাধীন জাতির মধ্যেই মানব-মুক্তির পুরোধা ষ্টালিনের আবির্ভাব।

গোরী স্কুলের ছাত্র বালক ষ্টালিনের দেহের গড়ন শীর্ণ, ঘন এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশে ললাট আচ্ছন্ন, চক্ষু উজ্জ্বল ও দৃষ্টি প্রখর, চিবুক দৃঢ়গঠিত, নাসিকা উন্নত। তাঁহার যুবাবয়সের প্রতিকৃতির দিকে একবার চাহিলেই দেখা যাইবে তাঁহার মুখের প্রত্যেকটি রেখায় অনমনীয় দৃঢ় চরিত্রের আভাস ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাত্র ষ্টালিন কথা কম বলেন; বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহী ও পরিশ্রমী—কৃতী ছাত্ররূপে শিক্ষকদের প্রিয়। ছয় বৎসর পর স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তিলাভ করিলেন। ইহার ফলে টিফ্‌লিস সহরে পাদ্রীদের পরিচালিত কলেজে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইল—এই কলেজ-জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপাদানে সৃষ্টি হইল লৌহ মানব ষ্টালিন।

গোরীতে ষ্টালিনের ছাত্রজীবন এমন কিছু অসাধারণ ছিল না—আর দশ জন বালকের মতই পড়াশুনা, খেলাধূলা, গিরি-অরণ্যে বিপদ সঙ্কুল ভ্রমণ প্রভৃতিতে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। এগার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর জননী প্রতিবেশিনীদের বস্ত্র ধৌত করিয়া এবং সূচীকার্য্যের দ্বারা যৎসামান্য যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই কায়ক্লেশে মাতাপুত্রের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। দারিদ্র্য আরও বাড়িল, বিধবা মাতার বিষাদময় জীবন, আনন্দহীন মলিন কুটির।

বালক 'সোশো' চিন্তা করে পৃথিবী এত সুন্দর ··পশু পক্ষীও আনন্দে জীবন যাপন করে, মানুষের এত দুর্গতি এত দুঃখ কেন? মন বলিয়া উঠে ইহা অন্যায়। কিন্তু এই অন্যায় ও বৈষম্য কেন এ প্রশ্নের কোন সদুত্তরই তিনি পাদ্রী বা শিক্ষকদের নিকট পান না। তাঁহার সহপাঠীরা পিতামাতার নিকট শোনা কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলে, ঘৃণ্য রাশিয়ানরাই ইহা করিয়াছে। কিন্তু সোশোর চিত্ত ইহা শুনিয়া শান্ত হয় না।

তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন তিনি ঘটনাক্রমে ডারউইনের "বিবর্ত্তন বাদ" এবং "মানবের উৎপত্তি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করেন। চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক একজন বালকের পক্ষে ইহা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁহার জ্ঞানপিপাসা স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই পুস্তক তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার শিক্ষক অথবা সহপাঠীদের নিকট পান নাই। হয়তো গোরীর কোন পুস্তকাগারে বৃহত্তর জগতের সন্ধানে গিয়া বালক ষ্টালিন পশ্চিম ইয়োরোপের নূতন চিন্তাধারার সলিল অঞ্জলী ভরিয়া পান করিয়াছেন। ডারুইনের মতবাদ তাঁহার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। মাতার নিকট প্রাপ্ত এবং স্কুলের শিক্ষায় যে ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। ফরোশ্লেভেস্কী তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, "তুমি জান ওরা আমাদের বোকা বানাইতেছে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই"—বালক ষ্টালিনের মুখে একথা শুনিয়া তাহার সহপাঠী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, —"সোশো তুমি এসব কথা কেমন করিয়া বল?"

"আমি তোমাকে একখানা বই পড়িতে দিব। পড়িলেই বুঝিবে যে জগত ও জীবজন্তু সম্বন্ধে তোমার কল্পনা ভ্রান্ত এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধে যত কথা শুনিয়াছ সবই আজগুবী।"—এই কথা বলিয়া সোশো তাহাকে ডারুইন পড়িতে অনুরোধ করিল।

অধিকারবঞ্চিত পরাধীন জাতিকে দমন করিয়া রাখিবার সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যে নিষিদ্ধ পুস্তকপাঠের এমন কি গোপনে নিষিদ্ধ কাজ করিবার ইচ্ছা ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে কেমন অদম্য হইয়া উঠে, সে অভিজ্ঞতা আমরাও বাঙ্গলাদেশে

ছাত্রজীবনে লাভ করিয়াছি। কাজেই বালক ষ্টালিনের মনোভাব আমরা বুঝিতে পারি। পিতা মাতার নিকট গোপন করিয়া বাঙ্গলার বহু ছাত্র পুলিশ-নিষিদ্ধ পুস্তকাদি পাঠ করে এবং গোপন বা প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়। তেমনি ভাবে ষ্টালিনও ভাল ছেলের মত স্কুলে পড়েন এবং কলেজে প্রবেশ করিয়া পাদ্রী হইবার পাঠ গ্রহণেও তিনি প্রস্তুত। মাতার নিকট তিনি নিজের পরিবর্ত্তিত নূতন মতবাদ প্রকাশ করেন না, পাছে তিনি মনোবেদনা পান। আমাদের দেশেও আমরা অশিক্ষিতা, স্নেহদুর্ব্বলা এবং প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারে আচ্ছন্নবুদ্ধি জননীদের সহিত ঘরকন্না মানসিক সুখ দুঃখের কথা ছাড়া রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য লইয়া আলোচনা করি না। হয়তো এই কারণেই নিরর্থক জ্ঞানে তিনি জননীর নিকট কিছু বলিতেন না। আমরা অনেকে যেমন মাতার নিকট অফুরন্ত স্নেহ-মমতা ও সাধারণ নীতিবাক্য ছাড়া মানসিক গঠনের কোন উপাদান পাই নাই, ষ্টালিনের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে পাদ্রী হইবার "দুরাশা" যখন তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, তখনও তিনি জননীর দৃষ্টিতে ভাল ছেলেই ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ায় কোন নূতন ভাব বা আদর্শ প্রচার করা রাজদ্রোহের অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং গোপনে উহা প্রচারিত হইত। জারীয় শাসনের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গুপ্ত সভাসমিতি এবং পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার ছিল স্বাভাবিক অবস্থা। রুষ সাম্রাজ্যের মধ্যে জর্জ্জিয়াই ছিল বিপ্লবী গুপ্ত দলগুলিব প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। বাহিরে ভাল মানুষের মত আচরণ করা এবং সময় বুঝিয়া আঘাত করা জর্জ্জিয়ান স্বাধীনতাকামীদের চবিত্রকে গোপনতা এবং সদাসতর্ক থাকিবার বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। এই জর্জ্জিয়ান পারম্পর্য্যকেই ষ্টালিন অনুসরণ করিয়াছেন। পশ্চিম ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত নাস্তিক্যবাদের কণামাত্র আস্বাদন করিয়াই বালক ষ্টালিন বলিলেন,— "ইহারা আমাদের প্রতারণা করিতেছে, ঈশ্বর নাই।" তখনও তিনি জানিতেন না, এই সিদ্ধান্ত তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবে। প্রত্যেক সিদ্ধান্তই মানুষের জীবনে একটা নূতন প্রারম্ভ। রুশীয় চার্চ্চের খৃষ্টধর্ম্মের উপর তাঁহার

আর কোন অনুরাগ রহিল না। তাঁহার স্বদেশে রুশ শাসনের বিভীষিকা জারের বিরুদ্ধে তাঁহার মন ঘৃণায় ভরিয়া তুলিল। জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্য অসম্মানে তাঁহাব চিত্ত বেদনায় ভরিয়া উঠে—কিন্তু কারণ ও প্রতিকারের পথ তাঁহার সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় অতি অস্পষ্ট।

এইকালে অন্যান্য অনেক তরুণের মতই তিনি জানিতেন না যে যন্ত্রযুগ ও বানিজ্যের বাজার লইয়া সাম্রাজ্যের সহিত সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ ঘনাইয়া আসিতেছে, জারের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অনিবার্য্যবেগে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। তিনি তখনও মার্কস বা লেনিনের নাম শোনেন নাই। ইয়োরোপের শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বার্ত্তাও তিনি শোনেন নাই। আধুনিক ধনতন্ত্র তখন সবেমাত্র ককেশাসের বুকে হলধর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। কর্ষণের পর কর্ষণে বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেব ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে আর বিলম্ব নাই। এই সময় বালক ষ্টালিন গোরী সহব ছাড়িযা (১৮৯৪) পাদ্রীর পাঠ গ্রহণ করিবার জন্য টিফ্‌লিস সেমিনারিতে প্রবেশ করিলেন। জীবনে এক ঘটনাবহুল নূতন অধ্যায়েব সূচনা হইল।

চতুর্দ্দশ বর্ষেব বালক ধীরতা বুদ্ধিবিবেচনার দিক দিয়া সতর বৎসরের যুবক। তিনি অনেকবার টিফ্‌লিসে আসিয়াছেন। এইখানেই এক গ্রন্থাগারে তিনি ডারুইনের পুঁথি সংগ্রহ করেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে বাস স্বতন্ত্র কথা। টিফ্‌লিস জর্জ্জিয়ার রাজধানী; লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। পুস্তকালয়, মিউজিয়ম, ও বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বিত টিফ্‌লিস সহর জর্জ্জিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র। অন্যদিকে ককেশাসের বিভিন্ন দেশের জর্জ্জিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান প্রভৃতির বৈপ্লবিক সমিতিগুলিও এই সহরে ছিল। ষ্টালিনের নূতন ছাত্রজীবনের প্রথম বর্ষেই তুর্কী কর্ত্তৃক ১লক্ষ আরমেনিয়ানের হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সমগ্র জগতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ইংলণ্ডের সহিত তুর্কীর যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। গৃহত্যাগী হাজার হাজার আর্ম্মেনিয়ান আসিয়া টিফ্‌লিস সহরে আশ্রয় লয। জাতিবিদ্বেষ ও বহুলোকের দুর্গতি ষ্টালিনের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

টিফ্‌লিস সেমিনারি কেবল নিরীহ ছাত্রগণকে পাদ্রী তৈয়ার করিবার কারখানা ছিল না। এই কেন্দ্র হইতে বৈপ্লবিক নিষিদ্ধ চিন্তাধারাও অপ্রকাশ্য পথে প্রচারিত হইত। খৃষ্টান সাধু শিক্ষকেরা অবশ্য অতি-নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বিশাল জগতের চিন্তাপ্রবাহ লইয়া মাথা ঘামাইতেন না। তাঁহারা রুষ গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত অত্যাচারী এবং নৃশংস চার্চ্চের শিক্ষক এবং পুলিশ। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার অপরাধে ছাত্রদিগকে গ্রেফ্‌তার করিয়া রাখিবার জন্য কলেজে সেল পর্য্যন্ত ছিল। কোন সাধারণ পাঠাগারে গমন, সভা করা বা সভায় যোগদান করা নিষিদ্ধ ছিল। শিক্ষকেরা গোয়েন্দাগিরি করিত, মাঝে মাঝে ছাত্রদের বাক্স-পেটরা নিষিদ্ধ পুস্তকের জন্য খানাতল্লাস করা হইত, তাহাদের গতিবিধি গোপনে লক্ষ্য করিয়া রিপোর্ট করা হইত। ষ্টালিন আসিবার এক বৎসর পূর্ব্বে ছাত্ররা রুশীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় কিছুদিন কলেজ বন্ধ ছিল। এইখানেই জর্জ্জিয়ানদের প্রতি প্রায়ই ঘৃণাসূচক কটুকথা বলিবার জন্য একজন ছাত্র উত্তেজিত হইয়া রেক্টরকে হত্যা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বেচ্ছাচারী জারীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র রাশিয়ায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় এবং জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা-কামীদের প্রজা-বিদ্রোহ দমনের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতিও উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে থাকে। পরাধীন জাতিগুলিকে স্বকীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ভুলাইয়া বৈদেশিক রুশভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিশেষভাবে এশিয়াখণ্ডে জারসাম্রাজ্যবাদের পীড়ন এত প্রবল ছিল যে, "ককেসিয়ান জনসাধারণের আদালতে অভিযুক্ত হইবার অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকার নাই," ইহা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তস্কর ও দুর্বৃত্ত রাজকর্ম্মচারীদের পীড়নে অস্ফুট আর্ত্তনাদ এবং মৃদু আপত্তি করিবার অধিকার তাহাদের ছিল বটে, কিন্তু তাহা করিতে হইলে রাশিয়ান ভাষাতেই করিতে হইত। অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় অসন্তোষ বাড়িল, জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু পরাধীন ছত্রভঙ্গ গোষ্ঠীগুলির এক

জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাধা প্রচুর। ট্রান্স ককেসিয়ায় (জর্জিয়া, আর্মেনীয়া এবং আজারবাইজান) বহু বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান, তুর্কী, ইহুদী, কুর্দ্দ এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য শ্রেণীগুলির মধ্যে এক রুশিয়ার পীডন ও দাসত্বের সার্ব্বজনিক চাপ ছাড়া আর কোন ঐক্য ছিল না। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের ফলে নিজেদের মধ্যেও কলহের অন্ত ছিল না। এই অবস্থার মধ্যেই জাতীয় ঐক্য ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হইল।

শিক্ষা সংস্কৃতির উপর পুলিশী দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের সংবেদনশীল মন সহজেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। প্রকাশ্যে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকার হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিলে গোপন বৈপ্লবিকদল গড়িয়া উঠে এবং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ঐ সকল দল প্রভাব বিস্তার করে। বাঙ্গলাদেশের ১৯০৪-৩৪ সালের ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে। রাশিয়াতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বহু বিপ্লবী ছাত্রযুবক তাহাদের আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করিয়াছে। টিফ্‌লিস সেমিনারিতেও এমন যুবকের অভাব ছিল না। ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত কলকারখানার প্রসার হওয়ার ফলে টিফ্‌লিস সহরে বহু জাতির বিভিন্ন স্তরের লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল—তাহাদের সহিত আসিল অসন্তোষ ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। টিফ্‌লিসে আসিবামাত্রই ষ্টালিন কোন বৈপ্লবিক দলে যোগ দেন নাই। স্থির মস্তিষ্কে সকলদিক বিবেচনা করিয়া কাজ করা তাঁহার আবাল্যের অভ্যাস। তিনি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। উহার অর্থ যে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হওয়া তাহা তিনি জানিতেন। কলেজের সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হওয়ার অধিক কোন লক্ষ্য তাঁহার ছিল না। পাদ্রী না হইবার সিদ্ধান্ত স্থির হইলেও অন্য কোন বিশেষ বৃত্তির কথা তিনি ভাবিতেন না। তিনি সাহিত্য, ইতিহাস ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। জাতীয় কবিতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। রবিবার

দিন বন্ধুদের লইয়া তিনি সহরের বাহিরে পর্ব্বতের সানুদেশে বসিয়া আবেগের সহিত কবিতা পাঠ করিতেন।

চেরনিসেভেস্কী, পিসারেভ, টলষ্টয়, শেখভ, গোগল প্রভৃতির রুশ সাহিত্য ছাড়াও, তখন পশ্চিম ইয়োরোপের বহু গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ষ্টালিন ও অন্যান্য মেধাবী ছাত্ররা নানা উপায়ে এই সকল বই সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে কলেজের ছাত্রাবাসে নিষিদ্ধ পুস্তিকা ও ইস্তাহারাদি প্রবেশ করিতেছে, সংবাদ পাইয়া কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইলেন। মাঝে মাঝে পুলিশ আসিয়া খানাতল্লাসী করিতে লাগিল।

এক বৎসর পরের কথা। একদিন কলেজের রেক্টর ষ্টালিনকে তলব করিলেন। লেখাপড়া ছাড়াও তিনি বাহিরের অনেক ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়াছেন এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রেক্টর তাঁহাকে শাসাইয়া দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই ছাত্রদের আচরণ সম্পর্কে কলেজের রোজনামচায় লিখিত হইল :—

"মনে হইতেছে, যুগাশ্‌ভিলির স্থলভ লাইব্রেরীর একখানা টিকেট আছে, সেখান হইতে সে বই ধার করে। আজ আমি ভিক্টর হুগোর "টয়লার্স অফ্ দি সি" বইখানা বাজেয়াপ্ত করিলাম। উহার মধ্যে টিকেটখানা ছিল।"

(স্বাঃ) মুরাখোভস্কী, সহঃ তত্ত্বাবধায়ক, ফাদার জার মোজেন, তত্ত্বাবধায়ক।

এই অপরাধের দণ্ডস্বরূপ ষ্টালিনকে কিছুকালের জন্য 'সেলে' থাকিতে হইল। নিষিদ্ধ পুস্তক রাখা ও পড়ার অপরাধে ছাত্রজীবনে তিনি তেরবার দণ্ড লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ যদি নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে তিনি হয়তো কলেজের পাঠ শেষ করিতে পারিতেন। কিন্তু আরো গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। তিনি সহপাঠীদের মধ্যে নূতন ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। ছাত্রজীবনের দ্বিতীয়বর্ষে তিনি টিফ্‌লিসের নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল মার্কস-পন্থীদের সংস্রবে আসিলেন। মার্কস ও প্লেখানভ এবং অন্যান্য রুশ সমাজতন্ত্রী লেখকদের রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল।

তখনও মার্কস্-পন্থীরূপে কোন দল দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। পশ্চিম

ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও তথ্যের সহিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বৈঠকী আলোচনা মাত্র চলে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের উপর ধনতন্ত্রেব চাকা ক্রমেই চাপিয়া বসিতেছে।

মার্কসপন্থীরা তরুণ। তাহাদের দলের কোন পারম্পর্য্য অর্থাৎ পূর্ব্ব ইতিহাস নাই। রাশিয়ার শ্রমিকগণও শ্রেণী হিসাবে সচেতন হইয়া উঠে নাই। স্বদেশী ও বিদেশী মূলধনীদের দ্বারা পরিচালিত কলকারখানা, ধাতু ও তৈলের খনিতে গ্রাম হইতে কৃষি ও কুটিরশিল্প ছাড়িয়া সহরে আসিয়া মজুর হওয়া সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী গুপ্ত দলগুলির চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর অসন্তুষ্ট অংশের উপর তাহাদেরই প্রভাব বেশী। রাশিয়ান মার্কস-পন্থীরা তখন সংগঠন সুরু করিয়াছেন এবং ভাবিতেছেন, কে এই আন্দোলন পরিচালনা করিবেন, কি ভাবে ইহা পরিচালিত হইবে, ইহার লক্ষ্য কি? সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি যখন ভবিষ্যতের গর্ভে, সেই সময় টিফ্‌লিসের দলে ষ্টালিন যোগ দিলেন।

দলের সদস্য হইয়া তিনি মার্কস, এঙ্গেলস্, প্লেখানভ, কাউট্‌স্কীর লেখার সহিত পরিচিত হইলেন। এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ ও রক্ষা করা সহজ ছিল না। সমগ্র সহরে মাত্র একখানি মার্কসের "ক্যাপিটাল" ছিল; উৎসাহী সদস্যরা উহা নকল করিয়া এক দল হইতে অন্য দলের হাতে দিতেন। ষ্টালিন ছাত্রদের মধ্যে একটা পাঠচক্র গড়িয়া তুলিলেন এবং কলেজের অভ্যন্তরে এই দলের নেতা হইয়া পড়িলেন। জীবনের একটা লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইবার আবেগে অভিভূত ষ্টালিন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের জন্য একখানি হাতে লেখা সাময়িক পত্র বাহির করেন। এই উপলক্ষ্যেই সুদূর সেণ্টপিটার্সবার্গে অবস্থিত লেনিনের রচনার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়।

ষ্টালিনের এই নূতন উদ্যমের প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা দিল। একদিন পুলিশ আসিয়া কলেজের ছাত্রাবাসের দুইজন ছাত্রকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া গেল। ১৮৯৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলেজের অধ্যক্ষ রিপোর্ট পাইলেন, "রাত্রি ৯টার সময় একদল ছাত্র খাবার ঘরে জোসেফ্‌ যুগাশভিলিকে

ঘিরিয়া বসিয়াছিল, সেখানে সে কলেজ কর্তৃপক্ষের অননুমোদিত পুস্তক পাঠ করিয়াছে, এজন্য রাত্রে খানাতল্লাসী করা হয়। ১৮৯৯-এর ২৭শে মার্চ্চ কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সভায় ফাদার ডিমিট্রি প্রস্তাব করেন,—"রাজনীতির দিক দিয়া অবিশ্বাসের পাত্র জোসেফ্ যুগাশভিলিকে বহিষ্কৃত করা হউক।" ষ্টালিন ছাত্রাবাস হইতে বিতাড়িত হইলেন।

পরবর্ত্তীকালে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর লেখকেরা এই ঘটনাটির উপব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বিজ্ঞের মত মন্তব্য করিয়াছেন, এই ঘটনাটিই যুবক ষ্টালিনকে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী করিয়া তোলে। অনেক জীবন-চরিত লেখক মানুষ অত্যাচার পীড়িত হইয়া বিপ্লবী হয়, এই বাজারচলন মতবাদের দিক হইতে বৈপ্লবিক জীবন আলোচনা করেন। গান্ধিজী সম্বন্ধেও অনেকে বলিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় জনৈক শ্বেতাঙ্গেব নির্দ্দেশে গান্ধিজীকে গভীর নিশায় রেল-কর্ম্মচারীরা যদি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে নামাইয়া না দিত তাহা হইলে তিনি ব্যারিষ্টার মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীই থাকিতেন, মহাত্মা গান্ধী হইতেন না। জীবনের কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিপ্লবী বা রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারক গড়িয়া উঠে না। অধিকাংশ মানুষই অত্যাচার, পীড়ন ও দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ষ্টালিন বিপ্লবী হইয়াছেন, কেননা তিনি টিফ্লিসের মার্কস-পন্থীদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কোন ব্যক্তিগত ঈর্ষা, অসূয়া বা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হইয়া তিনি বিপ্লবী হন নাই। ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া যে বিরুদ্ধতা সমাজ ও রাষ্ট্র বহন করিতেছে, সেই অসামঞ্জস্য হইতে পীড়িত মানব সমাজের মুক্তির পথ তিনি মার্কসীর মতবাদেব মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

বিখ্যাত জার্ম্মান সাহিত্যিক এমিল লুড়উইক বিংশ দশকে এক সাক্ষাৎকাবের সময় ষ্টালিনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সম্ভবতঃ আপনি বাল্যকালে পিতা মাতার নিকট অত্যন্ত দুর্ব্যবহার পাইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ বিপ্লবী হইয়াছেন?" বিপ্লবীর জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বনায় তিক্ত অথবা কিশোর বয়সে নির্দ্দয় পিতামাতা কর্ত্তৃক পীড়িত হওয়ার ইতিহাস থাকা আবশ্যক, প্রশ্নকর্ত্তার এই মনোভাব

বুঝিয়া ষ্টালিন শান্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আপনার ধারণা ভুল, আমার পিতামাতা কখনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই। আমি যে বিপ্লবী হইয়াছিলাম, তাহার কারণ অতি সরল—আমার মনে হইয়াছিল মার্কসপন্থীরাই ঠিক পথ বাছিয়া লইয়াছে।"

পরবর্ত্তীকালে কোন ছাত্রসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ষ্টালিন বলিয়াছেন,—"আমি যে মার্কসপন্থী হইয়াছিলাম, সে জন্য আমার সামাজিক অবস্থাকে ধন্যবাদ। আমার পিতা ছিলেন এক জুতার কারখানার মিস্ত্রী, আমার মা'ও ছিলেন মজুর। আমার চারিদিকে তখন বিদ্রোহের আবহাওয়া, আমি যাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতাম, তাহারা ছিল আমার পিতার সমপর্য্যায়ের লোক। যে রক্ষণশীল চার্চ্চ-চালিত কলেজে আমি কয়েক বৎসর কাটাইয়াছি, সেখানেও পরমত অসহিষ্ণুতা এবং জেস্যুইট-সুলভ জুলুমবাজী চলিত। আমার চারিদিকের আবহাওয়া জারীয় পীড়ন-নীতির বিরুদ্ধে ঘৃণায় পরিপূর্ণ ছিল, অতএব আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিলাম।"

আঠার বৎসর বয়সে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত ষ্টালিন, সাবাক্ষণের কর্ম্মীরূপে শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করিলেন। চার বৎসর পূর্ব্বে তিনি মার্কসপন্থীদলে যোগ দিয়াছিলেন এবং দুই বৎসর হইল নবগঠিত শ্রমিকসঙ্ঘকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালে টিফ্‌লিসে সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টিরও তিনি ছিলেন (বহিষ্কৃত হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাশিয়ায় ধনতান্ত্রিক যন্ত্রযুগ

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি ও আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসপন্থীদল ও ষ্টালিন শ্রেণীর বিপ্লবীদের অভ্যুদয় একটা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। অন্য কোন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এরূপ যোগাযোগ ঘটে নাই। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তির উপর বিশাল রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের গতি প্রথমে মন্থর ছিল। কিন্তু বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পশ্চিম ইয়োরোপের যৌবনমদগর্ব্বিত ধনতন্ত্র প্রচণ্ড বেগে রাশিয়ার উপর আসিয়া পড়িল। রাশিয়া ষ্টীম এঞ্জিন আবিষ্কার করে নাই, তাহার কলকারখানা, যন্ত্রপাতি পশ্চিমের মত বহু বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় নাই। নূতন নূতন আবিষ্কার সত্ত্বেও পুরাতন কলকারখানার উৎপাদন লইয়া তাহাকে দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হয় নাই। পাশ্চাত্যের পরিস্ফীত কলকারখানা এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরিচালন নৈপুণ্য বিদেশী ইঞ্জিনিয়র ও যন্ত্রবিদেরা লইয়া আসিল—রাশিয়ায় গোড়াতেই উন্নততর কলকারখানা বৃহত্তর হইয়া দেখা দিল। বহু ছোট ছোট কলকারখানার মধ্যে ছড়াইয়া না পড়িয়া রাশিয়ায় ধনতন্ত্র প্রথমেই কেন্দ্র সংহত হইল। ১৮৮৫ সালে দেখা যায়, মস্কোর নিকটবর্ত্তী মোরোজভ মিলে ৮০০০ শ্রমিক ছিল। ১৮৯০-১৯০০ এই কয়বৎসরে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫ লক্ষ হইয়াছিল। সমসাময়িক পশ্চিম ইয়োরোপের কোন দেশে এমন কি আমেরিকায়ও তখন কারখানার মজুরের সংখ্যা এত বেশী ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৯-এও ভারতের কারখানার মজুর সংখ্যা ৩০।৩২ লক্ষের অধিক ছিল না।

ঐ কালে খনি ও কলকারখানার শ্রমিকদের অবাধ শোষণের কোন বাধা ছিল না। ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা খাটুনী—বেতন মাসে ৭।৮ রুবল (৯।১০ টাকা)

মাত্র। ধাতু ও ঢালাইএর কাজে দক্ষ শিল্পীরাও মাসে ৩০ রুবলের বেশী বেতন পাইত না। কোন কারখানা-আইন্ ছিল না—মালিকের মর্জ্জিই ছিল আইন; অন্যদিকে শ্রমিক সঙ্ঘ (ট্রেড্ ইউনিয়ন) গঠন নিষিদ্ধ ছিল এবং সেরূপ চেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা হইত। বড় বড় কারখানার শ্রমিকেরা নোংরা, অস্বাস্থ্যকর শ্রেণীবদ্ধ খোয়াড়ে থাকিত। ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে সর্ব্বত্রই এই অবস্থা ছিল; কিন্তু রাশিয়ায় কলকারখানার উন্নতি হইলেও শ্রমিকদের অবস্থা ছিল এক শতাব্দী পূর্ব্বের মত।

কলকারখানার শ্রমিক সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থাতেও অনুরূপ দ্রুততার সহিত ধনতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসারিত হইল। ১৮৬১ সালে আইন করিয়া ভূমিদাস প্রথা রহিত করা হইল, কিন্তু কৃষক মুক্তি পাইল না। মুক্তির অর্থ দাঁড়াইল দুইশত কোটি রুবল "মুক্তি মূল্য", উৎপন্ন দ্রব্যে খাজনা দান এবং নিজেদের হাল বলদ লইয়া মালিকের জমী বর্গাদাররূপে চাষ। ভূমিদাস প্রথা বিলোপের পর কৃষকেরা যে তথাকথিত স্বাধীনতা পাইল, তাহা আর একপ্রকার দাসত্ব মাত্র, ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কারখানার কুলী হইবার জন্য তাহারা সহরে আসিয়া ভীড় করিল। যাহারা গ্রামে রহিল, তাহাদের অবস্থা হইল আমাদের দেশের মত অর্থাৎ জমীদার ও ভূমিশূন্য ক্ষেতমজুরের মধ্যে নানাশ্রেণীর স্বচ্ছল স্বল্পবিত্ত এবং নিঃস্ব কৃষক দেখা দিল। আমাদের দেশে যাহারা জোতদার, রাশিয়াতে তাহাদের বলা হইত 'কুলাক'। পরস্পরকে বঞ্চনা, শোষণ করিবার চেষ্টায় যাহারা সফলকাম হয় তাহারাই জোতদার বা কুলাক অর্থাৎ কৃষিব্যবস্থার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী।

আমাদের দেশের মতই রাশিয়ার এই যন্ত্রযুগের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন কোন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন গভর্ণমেণ্টের শাসকশ্রেণীর অভিপ্রেত পথে সংঘটিত হয় নাই। জার স্বেচ্ছাচারী নরপতি, জার-গভর্ণমেণ্ট বিগত শতাব্দীতে জমিদার ও ভূমিদাসের মালিকদের স্বত্ব স্বামীত্বের স্বার্থরক্ষার দিক হইতে চালিত হইয়াছে। রুশ-সাম্রাজ্য বিশাল, বল্টিক সাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইয়োরোপ ও এশিয়ার এই মিলিত সাম্রাজ্যের ১৬ কোটি অধিবাসীর

মধ্যে ৬০ লক্ষ ছিল অ-রাশিয়ান। স্বৈরশাসনতন্ত্রের ভীতির রাজত্বের জন্য জার এবং রুশ শাসকশ্রেণী গর্ব্ববোধ করিতেন—জাতীয় জীবনের অবরুদ্ধ গতি ও গতানুগতিকতাকেই তাঁহারা শাসনের সাফল্য মনে করিতেন। সঙ্ঘবদ্ধ আমলাতন্ত্রের গোলামরূপে খৃষ্টীয় চার্চ্চের দুইলক্ষ পাদ্রী পুরোহিত, পুলিশ, সৈন্যদলের মতই ছিল একটা সরকারী বিভাগ। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইতে ইয়োরোপ যে সমস্ত স্তর অতিক্রম করিয়াছে, সেরূপ কোন সংস্কার রাশিয়ায় হয় নাই। কুটিরশিল্পী বা বিশেষ কোন বৃত্তিজীবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন স্বার্থরক্ষার সুযোগ পায় নাই। আদিম যুগের যন্ত্রপাতি লইয়া কৃষি ব্যবস্থা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইযাছে মাত্র, জার গভর্ণমেণ্ট উহা উন্নত করিবার কোন চেষ্টা করে নাই।

এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে রাশিয়ার জনসাধারণের জীবনযাত্রা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত একই মন্থর প্রবাহে চলিয়াছে। আশাহীন উদ্যমহীন দৈবনির্ভর লক্ষ কোটি দরিদ্র কৃষক জার-গভর্ণমেণ্টের অত্যাচাব ও শোষণে শিক্ষাহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। প্রায় পশুতে পরিণত এই মানুষগুলি মাঝে মাঝে অত্যাচারের ও শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলিত; কিন্তু এই স্থানীয় প্রজাবিদ্রোহ লেশমাত্র দয়া প্রদর্শন না করিয়া সশস্ত্র সৈন্যদল দ্বারা দমন করা হইত। পোল, জর্জ্জিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান প্রভৃতি পরাধীন জাতিগুলির জাতীয় আন্দোলন দলনে কোন নিষ্ঠুরতা বা দুর্নীতিই অন্যায় বিবেচিত হইত না।

১৯১৭-র নভেম্বর বিপ্লবের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ইতিহাস কেবল নির্ব্বোধ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর সহিত অজ্ঞ মূর্খ জনসাধাবণের সহিত সাময়িক সংঘর্ষের ইতিহাস নহে। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেই মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্ম্মধারা দেখা গিয়াছিল। অতিমাত্রায় প্রভুত্বপ্রবণ জারীয় শাসনের প্রতিক্রিয়া হইতেই ইহার উদ্ভব। রাশিয়ায় যাহা সম্ভব হইয়াছে, পশ্চিম ইয়োরোপে তাহা হয় নাই। কেননা, সেখানে শ্রমিকগণ শ্রেণীস্বার্থ সচেতন হইবার পূর্ব্বে এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা আসিবার পূর্ব্বেই ধনতন্ত্রবাদ,

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়াছিল। ধনতন্ত্রের জয়যাত্রার সহিত গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত উদারনৈতিক মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ জীবনে কোন বৈপ্লবিক ভূমিকায় অভিনয় করেন নাই। মার্কস, এঙ্গেলস্ এবং মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী বৈপ্লবিক চিন্তার অগ্রদূত হইলেও অধিকাংশই ছিলেন রক্ষণশীল, ধনতন্ত্রের বিস্ময়কর সৃষ্টির অনুরাগী, বড়জোর উদারনৈতিক ধনতন্ত্রনিষ্ঠ। ইহার কারণ পশ্চিম ইয়োরোপে এবং (বৃটেন সহ) আমেরিকায় ধনতন্ত্র বুদ্ধিজীবীদের পীড়ন করে নাই। যন্ত্রশিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি, জলে স্থলে যানবাহনের দ্রুত চলাচলে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। রেল, পোষ্টাফিসের সস্তা মাশুল, টেলীগ্রাফ, বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের স্বাধীন মত, জনশিক্ষা বিস্তার এবং প্রসারিত ভোটাধিকারের সুবিধার ফলে মধ্যশ্রেণীর জীবন যাত্রা স্বচ্ছন্দ এবং দৃষ্টিভঙ্গী উদার হইয়াছে, অন্যদিকে শ্রমিকেরাও স্বাধীনভাবে সঙ্ঘ গড়িবার সুযোগ পাইয়াছে।

বৃটেনের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের একটা সামান্য অংশ শ্রমিকসমাজের হিতসাধনের জন্য অগ্রসর হন। তাঁহারা শ্রমিকদের সম্মুখে কোন বৈপ্লবিক কার্য্যক্রম স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদের দু'চারটা মুখরোচক কথা বলিতেন, লাল টাই পরিতেন; কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখে তাঁহারা বেতন ভাতা ছুটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল ছাড়া কোন সমাজ-বিপ্লবের কথা বলিতেন না। এমন কি মার্কসবাদের পতাকাবাহী জার্ম্মানির সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক লেবার পার্টিও মার্কসবাদ সংস্কার করিয়া "বিপ্লবদ্বারা ক্ষমতা গ্রহণের" পরিবর্ত্তে ক্রম-সংস্কারপন্থী একটা পার্লামেণ্টারী দলে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বৃটেনে যখন ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন মার্কস এঙ্গেলস্ ইংলণ্ডেই ছিলেন, কিন্তু বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অতি অল্পলোকই মার্কসবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তখন মার্কসের অল্প কয়েকখানি গ্রন্থই ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। শ্রমিকদলের তখনও জন্ম হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তিতে গঠিত 'সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক ফেডারেশান', 'ফেবিয়ান সোসাইটি', 'ইণ্ডিপেনডেণ্ট লেবার পার্টি' প্রভৃতির

কোনটাই মার্কসবাদী ছিল না। ফেবিয়ান দল মার্কসবাদ সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছিল। তাহাদের মতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ক্রমে ধনতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রকে অনুপ্রাণিত করিবে এবং ক্রমে একদিন বিবর্ত্তনের পথে ধনতন্ত্রই সমাজতন্ত্ররূপে দেখা দিবে। শিক্ষা প্রচার এবং নানাবিধ সমাজ সংস্কার ও জনমত গঠনের ফলে একদিন পার্লামেণ্টে সমাজতন্ত্রীদের আধিক্য ঘটিলেই সহজে ধীরে সুস্থে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তন করা যাইবে। কেহ কেহ মার্কসের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি মানিতেন বটে; কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে হইলে শ্রমিকশ্রেণীকে যে ঐতিহাসিক ভূমিকায় অভিনয় করিবার কথা মার্কস বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কেহ টু-শব্দটি করিতেন না। শিল্পবাণিজ্যে অগ্রসর বৃটেন ও জার্ম্মানি ছাড়া, অনগ্রসর অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশেও এই শ্রেণীর বৈঠকখানা-বিলাসী সমাজতন্ত্রবাদীরা ঐ ভাবেই শ্রমিক আন্দোলন করিতেন।

কিন্তু রাশিয়ার বৈপ্লবিক বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও স্বতন্ত্র। মার্কসবাদের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই ইঁহারা বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। জার পিটার দি গ্রেটের সময় ইহার সূচনা—ইনিই ইয়োরোপের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের আলোকের জন্য রাশিয়ার দ্বারবাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দেন। ইঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জার্ম্মান রাজকুমারী রুষ-সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করেন। এই মনস্বিনী মহিলা ছিলেন মণ্টেস্কুর শিষ্যা এবং ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত ভলতেয়ার ও দিদেরোর সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় চলিত। ফরাসী-বিপ্লব এবং নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক রুশ অভিযানের ফলে নবীন ধনতন্ত্রবাদের উদারনৈতিক চিন্তাধারা রাশিয়াতেও প্রবেশ করে।

নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় রুশীয় অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক অভিনব স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইয়াছিল। সম্রাটের দেহরক্ষী সৈন্যদলের কতিপয় কর্ম্মচারী নবীন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং কৃষকদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদানের জন্য রাজপ্রাসাদে আকস্মিক বিদ্রোহ করিবার ষড়যন্ত্র করিল। জার প্রথম নিকোলাসকে

হত্যা করার সঙ্কল্পও তাহাদের ছিল। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই তাঁহারা ধরা পড়িল। ইতিহাসে ইহারা "ডিসেম্বরিষ্ট" বিপ্লবী বলিয়া খ্যাত। পাঁচজনের প্রাণদণ্ড এবং বহুলোক সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইল। রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবীদের দমন করিয়া জার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। নূতন ভাব ও নূতন আদর্শ গোপন পথে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মনের গহিনে শিকড চালাইল। সংস্কারপন্থী বা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রকাশ্য আলোচনা বন্ধ হওয়ায় সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন আন্দোলন দেখা দিল। প্রতিভাশালী সাহিত্যিকগণ একের পর আর দেখা দিতে লাগিলেন। পুশ্‌কিন, লারমোনটোভ, গোগল, টলষ্টয়, শেখভ, তুর্গেনিভ বাশিয়াব নিজস্ব সংস্কৃতি দ্বারা মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত অংশে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিলেন। তাবপর আসিলেন ডষ্টয়েভস্কী, খোসিয়াকোভ, আলেকজাণ্ডাব হারজেন, বেলীনস্কী এবং বিখ্যাত এনার্কিষ্ট বাকুনিন। পুশ্‌কিন এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হইলেন, লারমোনটোভেরও ঐ দশা হইল। হারজেন নির্ব্বাসিত হইলেন। ডষ্টয়েভস্কী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত যখন বধ্যভূমিতে সৈনিকদের উদ্যত বন্দুকের সম্মুখীন, সেই চরম মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড মকুব করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। বাকুনিন কারারুদ্ধ এবং পরে নির্ব্বাসিত হইলেন। বেলিনস্কী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

এই সকল বড বড প্রতিভার পার্শ্বে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিভাশালী সমাজতান্ত্রিক চারনিশেভস্কী ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা মার্কসের নিকটবর্ত্তী। ইনি এবং অন্যান্য লেখকেরা সমাজতান্ত্রিক, উদারনৈতিক এবং মানবতার বাণী প্রচার করেন এবং ইঁহাদের ভাবধারার অনুসরণ করিয়াই নারোডনিক (জনগণের) আন্দোলন নিহিলিষ্ট, এনারকিষ্ট এবং পরে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশিনারী দলের উদ্ভব। এই সকল দল চরমপন্থীই হউক, আর নরমপন্থী হউক—জারীয় দমননীতি সকলকেই সমান আঘাত করিতে লাগিল এবং ইহার প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবাদ অনিবার্য্যরূপেই দেখা দিল।

শিক্ষিতশ্রেণীর এই আন্দোলন অকুতোভয় আত্মোৎসর্গের মহিমামণ্ডিত

হইলেও, ইহার মূলগত দৌর্ব্বল্য ছিল এই যে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন ছিল না। অবশ্য ইহার কারণ ইহা নহে যে, হিংসামূলক কার্য্যে জনগণের অনুমোদন ছিল না। দৈনন্দিন জীবনে প্রবলের হিংসার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আসল কারণ, ইহারা কি করিতেছে, কেন করিতেছে, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গের নির্ভীক বীরত্বের দ্বারা জনসাধারণকে সচেতন করিতে চাহিয়াছিল। এককথায় তাহারা জনসাধারণের 'জন্য' বিপ্লব করিতে উদ্যত হইয়াছিল, জনসাধারণকে 'সঙ্গে' না লইয়া। বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে আদর্শবাদী যুবকদের এইরূপ একান্ত ভাবে আত্মোৎসর্গের ইতিহাস রাশিয়া ও বাঙ্গলা ছাড়া আর কোন দেশেই ঘটে নাই।

রাশিয়ার বিপ্লবী দলগুলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বহু পার্থক্য সত্ত্বেও এক সাধারণ লক্ষ্য ছিল, জনগণের সর্ব্বপ্রধান শত্রু স্বেচ্ছাচারী শাসনের উচ্ছেদ। এই আদর্শের জন্য সকলেই যুদ্ধ করিয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর যুবক যুবতীরা দলে দলে কারাগারে গিয়াছে, সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে দীর্ঘকাল তিলে তিলে জীবন নিঃশেষ করিয়াছে এবং উন্নত শিরে বক্ষপট বিস্তৃত করিয়া জারীয় জল্লাদদের গুলীর আঘাতে প্রাণ দিয়াছে। এই মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অংশ—কলেজের ছাত্র, সাহিত্যিক, শিক্ষক, স্কুল-পরিদর্শক, সাংবাদিকদের মধ্য হইতেই প্লেখানভ, গোর্কী, চিচেরিন, লিটভিনভ শ্রেণীর বিপ্লবীরা বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর এইরূপ একটি পরিবারেই লেনিনের জন্ম। তাঁহার পিতা ইলিয়া নিকোলাইভিচ উলিয়ানভ ছিলেন সিমব্রিস্ক প্রদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ইনেস্পেক্টর। তাঁহার মাতা মারিয়া আলেকসান্দ্রোভনা কাজান প্রদেশের এক ভদ্র ভূস্বামীর কন্যা। ইঁহাদের ছয়টি সন্তান,—আলেকজেণ্ডার, ভ্লাডিমির, ডিমিট্রি, আনা, ওলগা এবং মারিয়া। ইহারা সকলেই বিপ্লবী। জ্যেষ্ঠ আলেকজাণ্ডার, জার তৃতীয় নিকোলাসকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একদল পপুলিষ্ট যুবকের নেতা ছিলেন। ইহারা সকলেই ধরা পড়েন এবং ১৮৮৭

সালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। লেনিনের ভগ্নী মারিয়া উলিয়ানভ্ লিখিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের সংবাদ শুনিয়া সপ্তদশবর্ষীয় বালক ভ্লাডিমির ইলিচ (লেনিন) দূর দিগ্বলয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন,—"না, আমাদিগকে স্বতন্ত্রপথ বাছিয়া লইতে হইবে।"

হয়তো এই স্বতন্ত্রপথের আভাস তিনি পাইয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালেই প্লেখানভ্ সর্ব্বপ্রথম রাশিয়ায় মার্কস্‌বাদ প্রচার করেন। অবশ্য প্রথম দিকে ইহা রাজনীতি ঘেঁষা বুদ্ধিজীবী অংশকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কিন্তু ২।৩ বৎসরের মধ্যেই যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদের অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারা মার্কস্-ব্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা কমিউনিজম্-এর নূতন শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। এই নবীন বিপ্লবী দলের অভ্যুদয়ের আসল কারণ—কলকারখানার মজুর শ্রেণীর উদ্ভব। এ কথাটা মনে রাখা আবশ্যক যে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ ও তত্ত্ব প্রলেটারিয়েট বা সর্ব্বহারা শ্রেণী হইতে আইসে নাই। কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, কেহই মজুর শ্রেণীর ছিলেন না। অন্যান্য দেশের স্যর টমাস মুর, গড্‌উইন, রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি বহু সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তানায়কদের কেহই মজুর ছিলেন না। সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম হইয়াছে মধ্যশ্রেণীর একদল বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্কে। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় সমৃদ্ধ যন্ত্রযুগের জটিল ধনতন্ত্রবাদ একদিকে সৃষ্টি করিয়াছে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল শিক্ষিত স্বাধীন চিন্তাশীল মধ্যশ্রেণী, অন্যদিকে সৃষ্টি করিয়াছে শিক্ষা সংস্কৃতিহীন ভারবাহী পশুবৎ যন্ত্রদাস মজুরশ্রেণী। সমাজের এই আত্যন্তিক বৈষম্যের প্রতিকার অন্বেষণ করিতে গিয়াই প্রথমে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিকশিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে—মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ তাহারই পরিণতি। ইহা বিরক্তবিকৃত চিত্তের অসুস্থ উত্তেজনাপ্রসূত নহে; সামাজিক বিবর্ত্তনের ইহা স্বাভাবিক বিকাশ। সর্ব্বহারাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার চিররুদ্ধ—ইহারা নিরক্ষর। যন্ত্রের ক্রমোন্নতিতে সূক্ষ্মযন্ত্র পরিচালনে যখন অধিক নৈপুণ্যের প্রয়োজন হইল, তখন (অনেক বিলম্বে) বুর্জ্জোয়া শাসকেরা শ্রমিকদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিলেন। পক্ষান্তরে জীবিকার্জ্জনের জন্য

সারাদিন মধ্যশ্রেণীকে যন্ত্রের দাসত্ব করিতে হয় না। অবিরত শ্রমে তাঁহাদের মন বুদ্ধি ক্লান্ত অবসন্ন নয়। মজুরদের অপেক্ষা তাঁহাদের চিন্তা করিবার পর্য্যবেক্ষণ করিবার ও জ্ঞানান্বেষণ করিবার অবসর বেশী বলিয়াই মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বেই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা পরবর্ত্তী কালে শ্রমিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাশিয়ার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধনতন্ত্র অতি দ্রুত কলকারখানার শ্রমিক সৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ পশ্চিম ইয়োরোপের মত সংস্কারকে গ্রহণ করিল না। বিপ্লব ছাড়া জনগণের মৌলিক অধিকার অর্জ্জনের কোন পথ খোলা ছিল না। ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থানও জগতে একটা বিপ্লব। ১৭৮৯-৯৩ এর ফরাসী বিপ্লব ইহা সম্ভব করিয়াছিল। জারের স্বেচ্ছাচারী শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৯১৭র বিপ্লবের অগ্রদূতেরা, মার্কসবাদ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। রাশিয়ায় সংস্কারের চেষ্টা নাই, গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির বালাই নাই। রুশীয় সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত শ্রেণীর প্রবল প্রতাপে মেষবৎ ভীরু দাসভাবাপন্ন কৃষকশ্রেণী অধঃপতনের চরমে পৌঁছিয়াছে। রোমানভ্ বংশের পাশবিক শাসনে সমগ্র রাশিয়া সন্ত্রস্ত। আরামে আয়াসে থাকিয়া যাঁহারা রাজনীতির বিলাস করেন তাঁহারা অধিকাংশই প্রতারক ও প্রবঞ্চক। মডারেট শ্রেণীর কি নেতা কি কর্ম্মী সকলেই জনসাধারণের চাঁদা লুটিতে ব্যস্ত। সোনার ঘড়ী চেন ঝুলাইয়া সখের রাজনৈতিক নেতারা সরকারী ক্ষমতার পদ পাইবার জন্য লোলুপ। গোয়েন্দাবিভাগের অনেক গুপ্তচর সভায় কড়া বুলি আওড়াইয়া জনসাধারণকে ধাপ্পা দেয়। এই অবস্থার মধ্যে, রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক লেবার পার্টির আন্দোলন ও সংগঠন মার্কসবাদের পথ ধরিয়া যাত্রা করিল সর্ব্বপ্রথম, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে।

মার্কসবাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায়, রাশিয়ার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীতে তিনটি প্রধান্ রাজনৈতিক দল দানা বাঁধিয়া উঠিল। প্লেখানভের অনুগামী এবং কতকগুলি শ্রমিক সঙ্ঘ সম্পূর্ণভাবে মার্কস্‌বাদকে গ্রহণ করিল। পি, স্ট্রুভ

চালিত আর একটি দল ("আইনসঙ্গত" মার্কসপন্থী বলিয়া পরিচিত) ঘোষণা করিলেন, সমাজতন্ত্রবাদের পূর্ব্বে ধনতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এবং ধনিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসিলেই তাহারা পাশ্চাত্য দেশগুলির মত রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অনায়াসেই করিতে পারিবে। তৃতীয় দল, মার্কসবাদবিরোধী কিন্তু বিপ্লবে বিশ্বাসী। এই সোশ্যালিষ্ট রিভলিউসনারী দলের মূলনীতি হইল কৃষকদের উপর আস্থা স্থাপন।

এই রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে লেনিন, কার্ল মার্কসের রচনার সহিত পরিচিত হইলেন। ১৮৮৮ সালে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক লেনিন প্রথম "ক্যাপিটাল" অধ্যয়ন করেন। ইতিমধ্যেই এই মেধাবী যুবক রাশিয়ার ইতিহাসের ছাত্ররূপে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভের সম্মান পাইয়াছিলেন। ইয়োরোপের ইতিহাস এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের অনেক তথ্যও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। বিপ্লবের অপরিহার্য্য প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন, কিন্তু কখনও সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা এবং সহকর্ম্মীদের অকাল মৃত্যু তাঁহার জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তরুণ বয়সেই তিনি সন্ত্রাসবাদ বা গুপ্তহত্যামূলক ভীতি প্রদর্শনে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত অন্ধ হিংসা আবেগের প্রাচুর্য্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং সর্ব্বদাই ভুল করিয়া বসে।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী সর্ব্বসংশয়মুক্ত মন লইয়া ১৮৯৩ সালে লেনিন সেণ্ট পিটার্সবার্গে উপস্থিত হইলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনার মধ্যে তিনি জীবনের মহোচ্চ কামনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার উপস্থিতি রাজধানীর বিপ্লবী মহলে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিল। সকলেই বুঝিতে পারিলেন ইনি অসামান্য সৃজনী প্রতিভার অধিকারী একজন জননায়ক।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মার্কসবাদীদের কাজে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। লেনিন, প্লেখানভ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের প্রচার কার্য্যে যোগ দিলেন। নারোড্‌নিক্‌স্ (পপুলিষ্ট) ও "আইনসঙ্গত" মার্কসপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তরুণ বিপ্লবীদের শিক্ষা দিবার জন্য পাঠচক্র রচিত হইল। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার কার্য্য চলিতে

লাগিল। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য একটি 'লীগ' গঠন করিলেন। কি ভাবে অর্থনৈতিক দাবীর সহিত রাজনৈতিক সংস্কারের দাবী লইয়া যুগপৎ ধনিকশ্রেণী ও জারের সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইবে তাহা কর্ম্মী ও শ্রমিকদের শিখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মঘটে নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন।

রাশিয়ার ইতিহাসেব এই এক সন্ধিক্ষণে যখন নূতন নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী উঠিয়া দাঁড়াইতেছে, তখন অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক ষ্টালিন কলেজ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং নূতন বৈপ্লবিক স্রোতে ঝাঁপ দিলেন। লেনিন ও ষ্টালিনের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান বিশাল! একজন উত্তরে সেণ্টপিটার্সবার্গে অন্যজন দক্ষিণে সুদূর ককেসিয়ায। উভয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য মার্কসীয় পন্থায় ভাবী গণবিপ্লব।

তৃতীয় অধ্যায়

গুরুশিষ্য সংবাদ

"আমি লেনিনের শিষ্য মাত্র, আমার জীবনের একমাত্র উচ্চাশা এই যে আমি তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্য থাকিব"—উত্তর কালে যিনি একথা বলিয়াছিলেন, সেই যোসেফ ষ্টালিন যখন মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন, তখন লেনিনের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না। ১৮৯৮ সালে তিনি যখন বেআইনী গুপ্ত বিপ্লবীদলের সদস্য, তখন হঠাৎ একদিন লেনিনের একটি প্রবন্ধ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিক লীগ হইতে প্রকাশিত একখানি পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অপরিচিত লেখকের নিপুণ বিশ্লেষণ দেখিয়া ষ্টালিন মুগ্ধ হইলেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল, "জনগণের বন্ধু কে এবং তাহারা কি ভাবে সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের সহিত যুদ্ধ করে"। "জনগণের বন্ধু" অর্থাৎ পপুলিষ্ট দলকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধে লেনিন রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারা বিবৃত করিয়াছিলেন। মার্কস্বাদ যে একটা যুক্তিহীন মতবাদ নহে, ইহা একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদ্য তত্ত্ব ইহা প্রতিপন্ন করিয়া উপসংহারে লেনিন লিখিয়াছেন, "কলকারখানার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের কার্য্যক্ষেত্র এবং ইহাদের প্রতিই তাহারা সর্ব্বদাই মনোযোগী। এই শ্রেণীর অগ্রগামী সদস্যেরা যখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে ইতিহাসে রাশিয়ার শ্রমিকদের ভূমিকা ধারণা করিতে পারিবে, যখন তাহাদের ভাবধারা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে এবং তাহাদের সঙ্ঘশক্তি প্রবল হইবে, তখন অন্ধকার খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত সংগ্রামকে তাহারা এক সচেতন শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত করিবে। তখন সর্ব্ববিধ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পুরোভাগে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাচারী শাসনকে দূরে নিক্ষেপ করিবে এবং রাশিয়ান সর্ব্বহারাদের (সকল দেশের সর্ব্বহারাদের

সহিত মিলিত ভাবে) নেতারূপে কমিউনিষ্ট বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সোজাসুজি প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবে।”

প্রবন্ধটি পড়িয়াই ষ্টালিনের মনে হইল, ইনি রাশিয়া ও শ্রমিকদের সত্য পরিচয় পাইয়াছেন। ইনি জানেন কি চাহিতে হয় এবং কেমন করিয়া তাহা পাইতে হয়—ইনিই জননায়ক। ইহার পর হইতেই ষ্টালিন, এই নূতন লেখকের প্রত্যেকটি রচনা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। ক্রমে তাঁহার মানসলোকে কল্পনার বেদীতে লেনিন মহান নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লেনিন জানিতেন না যে তিনি এমন একজন ভক্তশিষ্য পাইয়াছেন, যিনি সুদূর জর্জ্জিয়ায় থাকিয়া তাঁহার বাণীর ছন্দে জীবনবীণার প্রত্যেকটি তন্ত্রী বাঁধিয়া লইতেছেন। ষ্টালিন তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অধীর হইলেন। কিন্তু তাহা শীঘ্র সম্ভবপর নহে দেখিয়া ষ্টালিন তাঁহার নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর উভয়ের মধ্যে পত্র বিনিময়ের পর ১৯০৫ সালে ষ্টালিন, লেনিনের সহিত প্রথম সাক্ষাতের কথা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

“১৯০৫ সালে আমার সহিত প্রথম লেনিনের পরিচয় ঘটে। আমি তাঁহাকে না দেখিলেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে পত্রালাপ হইত। লেনিনের প্রথম পত্র যেদিন আমার হাতে আসে সেই চিরস্মরণীয় ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমি তখন সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত। লেনিনের বৈপ্লবিক কার্য্য এবং তাঁহার মতবাদের সহিত আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। ১৯০১ সাল হইতে আমি তাঁহার “ইস্ক্রা” সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলাম। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে লেনিন সামান্য মানব নহেন। আমি তাঁহাকে কেবল দলের নেতা হিসাবে দেখিতাম না, দেখিতাম তাঁহার অসামান্য সৃজনী প্রতিভা; কেননা তিনিই আমাদের দলের আশু প্রয়োজন ও প্রকৃতি সর্ব্বদাই সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেন। দলের অন্যান্য নেতাদের সহিত লেনিনের তুলনা করিয়া আমি দেখিয়াছিলাম যে তাঁহার মস্তক সকলের উর্দ্ধে স্থাপিত, ইহাদের মধ্যে লেনিন যেন এক স্বতন্ত্র মানুষ, বহু সৈনিকের মধ্যে তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেনাপতি,—পর্ব্বত চূড়ায় উপবিষ্ট বাজপাখী,—যিনি নির্ভীক যোদ্ধার মত

আমাদের দলকে রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলনের এক নূতন পথে পরিচালিত করিতেছেন। এই ধারণা আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং এই সময় আমার এক বন্ধুর (তখন তিনি রাশিয়ার বাহিরে ছিলেন) নিকট আমার মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখি এবং লেনিন সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাই। কিছুদিন পরে সাইবেরিয়ায় আমি বন্ধুর নিকট হইতে একখানি উৎসাহপূর্ণ পত্র পাই এবং ঠিক সেই সময়েই লেনিনের একখানি সরল অথচ গভীর ভাবপূর্ণ পত্র আমার হস্তগত হয। আমি বুঝিলাম আমার বন্ধু পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। লেনিনের পত্র যদিও সংক্ষিপ্ত তথাপি তিনি উহাতে আমাদের দলের কার্য্যপ্রণালী সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং আমাদের দলের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

"১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ট্যামারফোর্সে (ফিন্‌ল্যাণ্ডে) বলশেভিক সম্মেলনে আমি প্রথম তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করি। আমাদের দলের নভোচারী শ্যেনপক্ষী মহান নেতার সাক্ষাতের জন্য আমি উদগ্রীব। আমার মানসপটে তখন লেনিন কেবল মহান রাজনীতিক নহেন, বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সৌম্যকান্তি এক মহাপুরুষ। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার সম্মুখে একজন খর্ব্বকায় সাধারণ মানুষ দাঁড়াইয়া আছেন যাঁহার অবয়ব একান্ত বিশেষত্বহীন, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

"সাধারণতঃ নেতারা অনেক বিলম্ব করিয়া সভায় আসেন যাহাতে জনমণ্ডলী তাঁহার আগমনের আশায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তিনি আসিবামাত্র চারিদিক হইতে রব উঠে, 'আসিয়াছেন, তিনি আসিয়াছেন, চুপ করুন'। কিন্তু আমি দেখিলাম লেনিন অনেকের আগেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং এক কোণে একজন অতি সাধারণ প্রতিনিধির সহিত আলাপ করিতেছেন। নেতারা যে ভাবে সভায় গম্ভীরভাবে থাকেন তিনি নেতাসুলভ সেই সকল নিয়ম মোটেই মানিতেছেন না। লেনিনের এই সারল্য ও বিনয় দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম এবং দেখিলাম তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত ভঙ্গী দেখাইতেছেন না অথবা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিবার চেষ্টাও করিতেছেন না। নবীন মানব

সমাজের তরুণ নেতার এই অনুপম অভিনবত্ব আমার দৃষ্টিতে মহান বলিয়া প্রতিভাত হইল।"

লেনিন-চরিত্রের অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতায় ষ্টালিন মুগ্ধ হইলেন। লেনিনের বক্তৃতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"তাঁহার বক্তৃতার যুক্তির অপ্রতিরোধ্য শক্তি আমাকে অভিভূত করিল। যদিও তিনি বাগ্‌বিভূতি বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে বলিতেছিলেন, তথাপি শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিল। আমার মনে আছে, একজন প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন,—"লেনিনের বক্তৃতার যুক্তিজাল চারিদিক হইতে লতার মত মনকে জড়াইয়া ধরে,—উহার বজ্রবন্ধন এড়ান অসম্ভব হয়—তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে নয় সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।"

এইভাবে রাশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের এক যুবা বিপ্লবী উত্তর রাশিয়ার বহু বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা লেনিনের সহিত প্রথম পরিচিত হইল। গুরু ও শিষ্যে প্রথম সাক্ষাৎ। বার বৎসর পরে যে দুই কর্ম্মবীর ইউরোপের খণ্ডপ্রলয় হইতে মুমূর্ষু রাশিয়াকে উদ্ধার করিয়া নব সৃষ্টিতে সঞ্জীবিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রথম মিলন রাশিয়ার ইতিহাসে, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসেও এক চিরস্মরণীয় ঘটনা।

কেবল ষ্টালিন নহেন, লেনিন যখন প্লেখানভ এক্সেলরড এবং অন্যান্য মার্কসীয় বিপ্লবীদের সহিত পরিচিত হন তখন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, ইনি সাধারণ শ্রেণীর নেতা নহেন। কথিত আছে প্লেখানভ তাঁহাকে ভাবী রোবেস্‌পীয়ের বলিয়া বর্ণনা করিতেন এবং এক্সেলরড জেনেভায় তাঁহাকে দেখিয়া ভাবী রুশবিপ্লবের নেতা বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। মার্কস্‌পন্থী যুবা-বিপ্লবীদের তো কথাই নাই, প্রবীনদের মনেও লেনিন পার্টিতে যোগ দিয়া শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করিয়াছিলেন। কেননা তিনি মার্কসের—"এ পর্য্যন্ত দার্শনিকেরা জগদ্ব্যাপার নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখন আমাদের উপস্থিত দায়িত্ব ইহার পরিবর্ত্তন করা,"—এই বাণীর জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। জাগতিক ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই লেনিন অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু

তিনি ব্যাখ্যা করিতেন, পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। যে সকল নিয়ম ও কারণ দ্বারা সমাজে বিবর্ত্তন আসে, মার্কসের সেই শিক্ষা তিনি তাঁহার সমসাময়িক কালের মনুষ্য সমাজে প্রয়োগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, তাহার অভিপ্রেত পথে সমাজে পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য বাস্তবক্ষেত্রে মার্কসীয় নীতির প্রয়োগকৌশলের তিনিই আবিষ্কারক।

মার্কস ও এঙ্গেলসের ব্যাখ্যাত সমাজের বিকাশ ও পবিপুষ্টির নিয়মগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া এবং বর্ত্তমান সমাজ বিবর্ত্তনের সহিত তুলনামূলক বিচার করিয়া লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি যেরূপ তাহাতে স্বাভাবিক ভাবে অপরিহার্য্য-রূপে ইহা সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবে না। তবে আগামী ১০।১২ বৎসরের মধ্যে এমন একটা সুযোগ সৃষ্টি হইতে পারে যে পশ্চিম ইয়োরোপের দীর্ঘকাল-ব্যাপী পার্লামেণ্টি গণতন্ত্রের সংস্কারযুগকে অতিক্রম করিয়া রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের নেতৃত্বে সে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে।

প্লেখানভ ও অন্যান্য অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীও এইরূপ ছিল। কিন্তু নবীন ও প্রবীণ মার্কসবাদীদের সহিত লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হইল শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীতে পবিণত করিবার উপায় লইয়া। প্লেখানভ এক্সেলরড্ প্রভৃতি ছিলেন প্রচারক এবং মার্কসীয় রচনার তত্ত্বব্যাখ্যাতা। মার্কস-এঙ্গেলসের লিপিবদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে লেনিন গভীরভাবেই পরিচিত ছিলেন কিন্তু তাঁহাব মতে পুঁথিপুস্তক, পুঁথিপুস্তক মাত্র এবং তাহাই থাকে। কিন্তু জীবন অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি মার্কসবাদের আলোকে এই পরিবর্ত্তনকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ইতিহাস পাঠ করিতেন পণ্ডিত হইবার জন্য নহে—মানুষ, রাষ্ট্র ও সমাজের গতি প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নূতন ইতিহাস রচনার জন্য।

মার্কস ও এঙ্গেলস্ অভ্রান্ত, দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসের শেষ কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন অতএব নূতন কিছু না ভাবিয়া 'ক্যাপিটলে'র তত্ত্বগুলি শ্রমিকদের মগজে পুরিয়া দিলেই তাহারা রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী

হইবে, এমন গোঁড়ামি লেনিনের ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি মার্কসবাদ বিচার করিয়া যুগোপযোগীভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন। সেণ্ট পিটাসবার্গে তাঁহার উপস্থিতির পর হইতেই অন্যান্য কেতাবী মার্কসবাদীদের সহিত তাঁহার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে সর্ব্বাগ্রে "সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি" গঠন করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল ইহা কিরূপ পার্টি হইবে? কাহারা সদস্য হইবে? কি নিয়মে ইহা পরিচালিত হইবে? ইহার উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি?

লেনিনের সঙ্কল্প, ইহা এমন একটি পার্টি হইবে, যেমন কোন রাজনৈতিক দল ইতিপূর্ব্বে গঠিত হয় নাই। এই পার্টির সদস্যরা হইবেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে অভিজ্ঞ দৃঢ়সঙ্কল্প বিপ্লবী—চিন্তায় চরিত্রে আচরণে ইঁহারা হইবেন সাহসী ও নির্ভীক। এই দলের ভিত্তি হইবে শ্রমিকশ্রেণী। ইহারা বিপ্লবের মর্ম্ম-কথা এবং তাহার পরিণাম সম্পর্কে মনে কোন মোহ রাখিবেন না। শ্রমিকশ্রেণী এখনও পিছনে পড়িয়া আছে ভাবিয়া ম্রিয়মান হইবেন না, ববং তাহাদিগকে ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য গৃহযুদ্ধ এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিচালনা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। রাজনৈতিক দল গড়িবার ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন ও পৃথক পদ্ধতি।

অতীতের রাজনৈতিক দলগুলির সহিত এই নূতন দলের পার্থক্য এই যে ইহা কোন সীমাবদ্ধ স্বার্থরক্ষার জন্য নহে, সমাজের কাঠামো বজায় রাখিয়া কতকগুলি দাবী পূরণের জন্য নহে, অথবা কোন ক্ষুদ্র দলের হাতে ক্ষমতা আনিবার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্রও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় বৃটেনের রক্ষণশীল দল চাহে পুরাতন প্রচলিত ব্যবস্থা কায়েম রাখিতে, শ্রমিকদল চাহে যুক্তি তর্ক দ্বারা ভদ্রভাবে বুঝাইয়া কিছু কিছু সংস্কার করিতে, ফাসিস্ত দল চাহে বাহুবল প্রয়োগ করিয়া সমাজকে অচল অবস্থার মধ্যে সায়েস্তা রাখিতে. রাশিয়ার সোশ্যাল রিভলিউসনারিরা চাহে সন্ত্রাসবাদ দ্বারা কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার করিতে। কিন্তু লেনিনের পার্টির কর্ম্মকৌশল স্বতন্ত্র, সমাজ ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও পৃথক। এই দলের সদস্য যাঁহারা হইবেন তাঁহারা সমাজের বর্ত্তমান বিন্যাসকে

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিশ্লেষণ করিবেন এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরুদ্ধতা ও সংঘর্ষের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। এই পার্টি সদস্যদের সংখ্যার উপর জোর না দিয়া তাহাদেব চারিত্রিক গুণের উপর জোর দিবেন। হুজুগপ্রিয় লঘুচিত্ত লোকের এই দলে স্থান নাই। এই পার্টি প্রগতিশীল শক্তিগুলির সহিত একাত্ম হইয়া সংগ্রামশীল আন্দোলন পরিচালনা করিবে। লক্ষ্য থাকিবে—সমাজবিপ্লবের প্রাথমিক প্রয়োজনস্বরূপ সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী কর্ত্তৃক বাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার।

মার্কস এরূপ পার্টি কল্পনা করেন নাই। একমাত্র জার্ম্মানীর সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি কাগজে কলমে অনেকটা এইরূপ ছিল। এই পার্টি মার্কস্-বাদের ভিত্তিতে 'ডিক্টেটবসিপ্ অফ দি প্রলেটারিয়েট' লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করিযাছিল এবং গৃহযুদ্ধ দ্বারা ক্ষমতা আধিকারও দলের কার্য্যসূচীতে ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ এই দল বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক কর্ম্মধারার পরিবর্ত্তে পার্লামেন্টি রাজনীতির দিকে ঝুঁকিয়া পডিল। এই দলের অধঃপতন দেখিয়া, মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁহাদের বহুযত্নে গঠিত দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সূচনা হইতেই লেনিন দেখিলেন, কত লোক পার্টিব কার্য্যতালিকা সমর্থন করে তাহা বড কথা নয। তাঁহার পবিকল্পিত পার্টির সদস্যরা সর্ব্বদা কাজ করিবেন এবং কাজের মধ্য দিয়া বিপ্লবীর দৃঢ চরিত্র গডিয়া তুলিবেন।

বাস্তববাদী লেনিনেব দৃষ্টিতে বিপ্লব কল্পনালোকের চিন্তার বিলাস নহে। তিনি রাশিয়ার নাডীতে নাডীতে বিপ্লবের স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিদাসের মালিকগণ ও অভিজাত সম্প্রদায় ছাডা সকলেই প্রাচীন স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে। ধনিকশ্রেণী, কৃষক শ্রমিক, পরাধীন জাতিগুলি এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সকলেই অসন্তুষ্ট। কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে কোন এক শ্রেণীর বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা নাই। রুশ সাম্রাজ্যের পরাধীন জাতিগুলির একক চেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার মত শক্তি নাই। কৃষক প্রজারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিতে পারে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করিতে

পারে না। ধনিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে বিপ্লব চাহে, কিন্তু তাহাদের ভয় ১৭৮৯এর ফরাসীবিপ্লবের মত রাশিয়ার 'জেকোবিন বিপ্লবীরা' তাহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। রাজনৈতিক সংঘর্ষে কোন মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করিবার মত শক্তিও অবশ্য রাশিয়ার ধনিকশ্রেণী অর্জ্জন করিতে পারে নাই। মধ্যশ্রেণী ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দাবী প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে, শ্রমিকশ্রেণীর বিষতিক্ত দৈনন্দিন জীবন যাত্রা তাহাদিগকে সংঘর্ষের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, শ্রমিক ও ধনিকশ্রেণীর আগামী সংঘর্ষের চিত্র লেনিনের সূক্ষ্মদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত। অতএব শ্রমিকশ্রেণীকে সুশিক্ষিত সমাজতন্ত্রী নেতাদের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। নেতারা এবং শ্রমিকদের মধ্যে বুদ্ধিমান দৃঢ় চরিত্র ব্যক্তিদিগকে বৈপ্লবিক সংগ্রাম কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। নিরস্ত্র শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্র শ্রমিক বাহিনীতে পরিণত করিবার আয়োজন করিতে হইবে। রাশিয়ার তৎকালীন অবস্থায় পার্টির দায়িত্ব সম্বন্ধে লেনিন লিখিয়াছিলেন :

"ইতিহাস আমাদিগকে এমন একটি কর্ত্তব্যের সম্মুখীন করিয়াছে, যাহা অন্যান্য দেশের সর্ব্বহারাদের মুখ্য কর্ত্তব্য অপেক্ষাও অধিকতর বৈপ্লবিক, এই কর্ত্তব্য সাধিত হইলে ইয়োরোপ এবং এশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া-শীলতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার সর্ব্বহারারা হইবে আন্তর্জ্জাতিক গণবিপ্লবের অগ্রদূত। আমরা এই সম্মান অর্জ্জন করিব এ বিশ্বাস করিবার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের পূর্ব্বগামী ৭০ দশকের বিপ্লবীরাও এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। আমরাও তাহাদেরই মত অবিমুক্ত দুঃসাহস ও বীর্য্য দেখাইব।"

কার্য্যক্রম সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া সমর্থকদের আহ্বান দ্বারা এমন দল গঠন করা যায় না। লেনিন জানিতেন কেবলমাত্র সংঘর্ষের মধ্যেই এমন পার্টির উন্মেষ ঘটে এবং সংগ্রামের মধ্যেই ইহার বিকাশ ও পরিপুষ্টি ঘটে। লেনিন সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। বৈপ্লবিক বুদ্ধিজীবীদের সহিত চলিল মতবাদের যুদ্ধ এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকদের লইয়া চলিল, সংগ্রামশীল

গণআন্দোলনের প্রস্তুতি। মতবাদকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। ১৯০২ সালে লেনিন, "কর্ত্তব্য কি" শীর্ষক পুস্তিকায় লিখিয়াছিলেন,—"রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্রেসীর ইতিহাসকে তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম স্তর মোটামুটি ১৮৮৪ হইতে ১৮৯৪ এই দশ বৎসর। এই কালের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্রেসীর মতবাদ ও কার্য্যধারার বীজ অঙ্কুরিত হয়। ইহার সমর্থক ছিল মুষ্টিমেয় লোক এবং ইহার কোন শ্রমিক আন্দোলন ছিল না।

"দ্বিতীয়স্তর তিন চার বৎসর—১৮৯৪-১৮৯৮। এই জনজাগরণের সহিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পৃথিবীতে সোশ্যাল ডিমোক্রেসী একটি রাজনৈতিক দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা তাহার শৈশব ও কৈশোর কাল। সোশ্যাল ডিমোক্রেসীর আদর্শ সংক্রামক ব্যাধির মত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহারা পপুলিষ্ট মতবাদের (গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী দল) বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার কার্য্য করিতে থাকেন এবং শ্রমিকদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করেন। শ্রমিকেরাও ধর্ম্মঘট করিতে থাকে। আন্দোলন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইল।

"কিন্তু তৃতীয় স্তরে আমরা দেখিলাম ১৮৯৭-এ আরম্ভ হইয়া ১৮৯৮-তেই দ্বিতীয় স্তর শেষ হইয়া গেল। এই স্তরে দেখা দিল বুদ্ধিভ্রম, দলাদলি এবং সংশয়াচ্ছন্নতা। কিশোরের কণ্ঠে যৌবনের গর্জ্জন শোনা গেল—বিপথগামী হইবার আহ্বান সোশ্যাল ডিমোক্রেসীর নামে উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা নেতাদের লক্ষ্যবিচ্যুতি মাত্র—আন্দোলন প্রবল হইতে লাগিল এবং দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল * * * চতুর্থ স্তরে দেখা যাইবে সংগ্রামশীল মার্কসবাদ আত্ম সংহত * * * আমরা এক চরমপন্থী বৈপ্লবিক শ্রেণীর পতাকাবাহী হইব।"

অগ্র পশ্চাৎ বিচার করিয়া লেনিন সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছেন। ঐ পুস্তিকায় দেখা যায় তরুণ বয়সেই লেনিন সর্ব্বপ্রথম বৈপ্লবিক সোশ্যাল ডিমোক্রাট পার্টি গড়িবার পথে প্রত্যেকটি সংশয় সঙ্কুল প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিয়াছেন। এই প্রথম মার্কসবাদের লৌহ গলাইয়া লেনিন সংগ্রামের জন্য ইস্পাতের তরবারী নির্ম্মাণ্ করিলেন। লেনিন কখনও তাঁহার নিজের মৌলিক রচনাগুলিকে "লেনিনিজম্" নামে অভিহিত করেন নাই, উহা করিয়াছেন

পরবর্ত্তীরা। কিন্তু ইহার পর হইতেই রাশিয়ায় মার্কসবাদের তত্ত্ব ও সাধনার যাহা কিছু অভ্রান্ত নির্দ্দেশ তাহার অধিকাংশই লেনিন-প্রতিভার দান।

"কর্ত্তব্য কি?" প্রবন্ধের উপসংহারে লেনিনের সিদ্ধান্ত অনন্যসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। আদর্শবাদ দিয়া লোককে সাময়িকভাবে মত্ত করা যায়, ক্ষণিক উত্তেজনায় জনতা ভূমিকম্প বা ঝঞ্চার মত জাগিতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই উহা শান্ত হইয়া যায়। প্রবলতম বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার জন্য লেনিনের সিদ্ধান্ত এই:

"আমি জোরের সহিত দাবী করি—(১) সঙ্ঘবদ্ধ নেতৃত্বের ধারা অব্যাহত না রাখিলে কোন আন্দোলনই স্থায়ী হইতে পাবে না। (২) জনসাধারণ যতই ব্যাপকভাবে সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আন্দোলনে যোগ দিবে—ততই নেতৃসঙ্ঘকে অধিকতর দৃঢ় করিতে হইবে। (কেননা তাহা হইলে দায়িত্বজ্ঞানহীন বাচাল গলাবাজদের পক্ষে জনসাধারণের ও অনুন্নত অংশকে বিভ্রান্ত করা ততই কঠিন হইবে।) (৩) আমাদের সঙ্ঘে প্রধানতঃ তাঁহারাই থাকিবেন, যাঁহারা বিপ্লবকে বৃত্তি বা পেশারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। (৪) যে দেশে স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্ট রহিয়াছে, সে দেশে পার্টির সদস্যসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা ভাল। যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বিপ্লব এবং যাহারা পুলিশের ষড়যন্ত্র ভেদ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিলে, পুলিশের পক্ষে পার্টিকে ধরিয়া ফেলা অধিক কঠিন হইবে। এবং (৫) পার্টিকে কেন্দ্র করিয়া বৃহত্তম ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীর নরনারীরা আন্দোলনে যোগ দিবে এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে।

ইহার পরে লেনিন প্রস্তাব করিলেন, সমগ্র রাশিয়াবাসীর জন্য একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা—যাহা একাধারে প্রচারকার্য্য ও সংগঠন দুইএরই সহায়ক হইবে। ইহা দ্বারা নেতৃত্ব কেন্দ্রসংহত হইবে এবং জনসাধারণের চিন্তাকে জাগ্রত করিয়া বৈপ্লবিক প্রেরণা জোগাইবে।

বৈপ্লবিক দল গঠনে আমি লেনিনের সিদ্ধান্ত এত বিশদভাবে আলোচনা করিলাম, কেননা এই মনুষ্যটির কর্ম্মপদ্ধতি ও চিন্তাপ্রবাহ অনুসরণ করিয়াই,

তাঁহার উত্তরাধিকারী জোসেফ ষ্টালিনকে বুঝিতে হইবে। পার্টি-রূপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কেবল বিপ্লবের বাণী প্রচার করিয়া জগতে পরিবর্ত্তন আনা যায় না। কিন্তু পার্টি প্রাণহীন নিয়ম কানুনের যন্ত্র নহে, ইহা জীবন্ত শক্তিশালী মানবীয় যন্ত্র—যাহা বন্ধনমুক্তির সর্ব্ববিধ প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির ধারাগুলিকে একত্র করিয়া দামোদরের দুর্দ্দম বন্যার মত সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করিবে। "কর্ত্তব্য কি ?"—তাহারই নির্দ্দেশ। পার্টির প্রথম সংগ্রাম হইল তাহাদের বিরুদ্ধে, যাহারা শ্রমিক আন্দোলনকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহে, যাহারা ট্রেড্ ইউনিয়ন পদ্ধতির রাজনীতি অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র "শ্রমিকদের জীবন যাত্রার উন্নতি"তেই সন্তুষ্ট, যাহারা "স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিপ্লবের" জন্য প্রতীক্ষা পরায়ণ—এবং যাহারা কেন্দ্রসংহত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্থানীয় আন্দোলনের পক্ষপাতী। আন্দোলনের এই বিপরীত ধারাগুলিকে বৈপ্লবিক স্রোতে ভাসাইয়া লওয়াই হইল লেনিনের পার্টির লক্ষ্য।

সেদিনের স্বপ্নবিলাসী লেনিন সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার স্বপ্ন ছিল, অত্যাচারী শোষক ও শাসকের বহু বন্ধন জর্জ্জর সমাজের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে —বিপ্লবের নির্ম্মল স্রোতে অতীতের আবর্জ্জনা ভাসিয়া যাইবে—সমাজে দেখা দিবে নূতন মানুষ, যাহারা প্রতিবেশী মানুষকে শোষণ করা অপরাধ মনে করিবে। অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য লইয়া নূতন নরনারী মানব-ঘর সুন্দরতর করিয়া তুলিবে—বিজ্ঞানের দান বিদ্যুতালোক, অন্ন বস্ত্র, গৃহ, ঔষধ প্রভৃতি জল ও বায়ুর মত সর্ব্বজনভোগ্য হইবে। তিনি স্বপ্ন দেখিতেন সেই দিনের, যেদিন সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী শক্তি, অনুন্নত অংশের রাজনৈতিক বন্ধন এবং মানসিক কুসংস্কারের বন্ধন মোচন করিয়া বিশ্ব-মানবের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে।

এই মহামানবের প্রভাব যখন রাশিয়ার তরুণ মার্কসীয় আন্দোলনকে গড়িতেছে, সেই সময় তরুণ ষ্টালিন বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা লইলেন। একলব্যের মত গুরুর মানসমূর্ত্তি গড়িয়া সাধনা চলিল। গুরুশিষ্য সাক্ষাতের পর কেবল দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলী নহে—সমগ্র জীবন অঞ্জলি দিয়া তিনি গুরুর সাধনাকে সিদ্ধির বেদীর উপর প্রতিষ্ঠা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিপ্লবের শিক্ষানবিসী

"গৃহহীন, পারিবারিক জীবনহীন" যুবক ষ্টালিন ১৮৯৮এ কলেজ ছাড়িয়া সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক শ্রমিক দলের টিফ্‌লিস্ শাখায় যোগদান করিলেন। ১৮৯৪ হইতে ১৯০৫ সাল—এই এগার বৎসর শিক্ষানবিস বিপ্লবী ষ্টালিন কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে ভাবী রুষ বিপ্লবের নেতৃত্বের শিক্ষালাভ করিয়াছেন। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, ছোটোখাট ধর্ম্মঘট বা প্রতিবাদ সভা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টালিন গভীরভাবে সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস অধ্যয়ন কবিতে লাগিলেন। টিফ্‌লিসে তাঁহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল।

শতাব্দীর শেষভাগে ককেসাসে যন্ত্রযুগের বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। স্বেচ্ছাচারী জার-তন্ত্রের আনুকূল্যে আন্তর্জ্জাতিক ধনতন্ত্র ককেসাস শোষণের জন্য উপস্থিত। রেলওয়ে ও কারখানা নির্ম্মাণের কাজ দ্রুত বিস্তৃত হইতেছে। বহু জাতি ও উপজাতির শ্রমজীবীরা গ্রাম হইতে কারখানায় আসিতে লাগিল। তাহাদের জীবনযাত্রার মান অতি শোচনীয়। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে স্বাধীন ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন নিষিদ্ধ—মালিক ও পুলিশের অনুমোদিত সঙ্ঘের কোন গুরুত্ব নাই। মানুষ পশুতে পরিণত হইতেছে, অত্যাচার, কঠিন শাসন, সুদীর্ঘকাল শ্রমের ক্লান্তির অন্ধকারময় জীবনের সম্মুখে আশাব আলোকবর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিবার কেহ নাই। ক্ষীণ প্রতিবাদের কণ্ঠও মুহূর্ত্তে চাপিয়া ধরিবার জন্য জারীয় পুলিশের কঠিন বাহু সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া আছে। ভয়াবহ শোষণে নির্য্যাতিত এই মানুষগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় কত জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে ষ্টালিন কাজ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উৎসাহে গুপ্ত মার্কসীয় দল গড়িয়া উঠিল। ষ্টালিনের কর্ম্মকৌশল দেখিয়া পার্টি তাঁহার হস্তে একদল টিফ্‌লিসের রেল শ্রমিকের ভার অর্পণ করিলেন। ইহারা সকলেই

বাছা বাছা কর্ম্মী এবং নূতন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব, ইহাদের সহিত আলোচনায় তিনি বিশেষ অসুবিধা বোধ করিলেন না, কেননা, তাঁহার পিতামাতাও সমাজের ঐ স্তরের মানুষ—কলেজের শিক্ষায় তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদা উন্নত হয় নাই, তিনিও ইহাদের মতই দারিদ্র্যপীড়িত ও পোষাক পরিচ্ছদও একই প্রকার। একমাত্র পার্থক্য শিক্ষা সংস্কৃতির। তাঁহার চিন্তাধারা সুসম্বদ্ধ—সরলভাবে শ্রমিকদের বুঝাইবার যোগ্যতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রমিকদের শিক্ষা দিতে তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহশীল। তাহারা কোন নূতনভাব বুঝিলে সন্তোষের আনন্দে তাহাদের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত—ষ্টালিন আত্মতৃপ্তির সন্তোষে ডুবিয়া যাইতেন।

পার্টির নির্দ্দেশে ষ্টালিন কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ইস্তাহার ইত্যাদি প্রচার করার সংগঠনের ভার লইলেন। কাজটি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেননা, তখন রাশিয়ায় সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যই নিষিদ্ধ ছিল। ঐ সকল ইস্তাহার গুপ্ত ছাপাখানায় ছাপাইতে হইত। ছাপা ও কাগজের ব্যয় পার্টির সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা বহন করিতেন। সদাসতর্ক পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া এই শ্রেণীর কাজ করিতে হইলে যে কৌশল ও উপস্থিতবুদ্ধির প্রয়োজন তাহা ষ্টালিনের প্রচুর পরিমাণে ছিল। এই রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যের সহিত ধর্ম্মঘট পরিচালনা এবং শ্রমিক শোভাযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য গড়িবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। আন্দোলনের এই অগ্রগতির ফলে সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। লেনিন সেণ্ট পিটার্সবার্গে আসিয়া শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের জন্য 'লীগ' প্রতিষ্ঠা করায়ও এমনি মতভেদ দেখা দিয়াছিল। রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক আন্দোলনের তৎকালীন অবস্থায়, শ্রমিকেরা ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবে কিনা, এমনই একট সংশয় জাগিল, এই সংশয় হইতেই দলের মধ্যে মেনশেভিক ও বলশেভিক দুই পৃথক সুস্পষ্ট চিন্তাধারার সূচনা। বলশেভিক মতবাদ সমর্থন করিয়া লেনিন বলিলেন, ধর্ম্মঘটগুলি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিতে হইবে, পরিচালনা করিবে সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি। যাঁহারা

পরবর্ত্তীকালে মেনশেভিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মত ছিল, সোশ্যাল ডিমোক্রাটরা ধর্ম্মঘটে নেতৃত্ব করিবে না, তাহারা অধ্যয়ন অনুশীলনের পাঠচক্র এবং সাধারণ প্রচারকার্য্য করিবে। এই মতবাদ অনেকটা বৃটিশ শ্রমিকদলের মত। বৃটেনে ধর্ম্মঘট পরিচালনা করে ট্রেড্ ইউনিয়ন নেতারা, আর রাজনৈতিক প্রশ্ন বৃটিশ পার্লামেণ্টে আলোচনা করেন শ্রমিকদলের সদস্যরা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ঊষায় রাশিয়ায় পার্লামেণ্ট বলিয়া কিছু ছিল না, তবুও মেনশেভিকেরা মনে করিতেন, ধর্ম্মঘটের উপর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে; আর্থিক উন্নতিক্ষেত্রেই উহা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের মতভেদ যখন তীব্র হইয়া উঠিল, তখন ষ্টালিন লেনিনকেই অনুসরণ করিলেন। ১৯০০—১৭ সাল, এই আঠার বৎসর গৃহহীন, পুলিশতাড়িত, বহু নামে পরিচিত ছদ্মবেশী বিপ্লবী, পথে প্রান্তরে কারাগারে নির্ব্বাসনে কাটাইয়া অবশেষে ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে বলশেভিক দলের অন্যতম প্রধান নেতারূপে পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত হন।

১৯০০ সালে ষ্টালিন টিফ্লিস রেল-শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিলেন। এই সময় তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থল ছিল না। শ্রমিকদের বস্তীর মধ্যেই রাত কাটাইতেন। প্রতি সন্ধ্যায় সোশ্যাল ডিমোক্রাটরা নানা গুপ্ত বৈঠক করিত। প্রায় প্রত্যহই এইরূপ ৭।৮টি গুপ্ত বৈঠকে তিনি যোগ দিতেন। সভায় তিনি চুপ করিয়া বসিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলের কথা শুনিবার পর নিজের বক্তব্য বলিতেন। এইকালে গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়িয়াছিল। স্থানীয় জনৈক সঙ্গতিপন্ন রাজভক্তের এক প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল, সেইখানে যুবক-বিপ্লবীরা পড়িবার ভান করিয়া সম্মিলিত হইতেন এবং নিষিদ্ধ সংবাদাদি আদান প্রদান করিতেন। এইখানে বসিয়াই ষ্টালিন জাল পাসপোর্ট দিয়া দুইজন সহকর্ম্মীর পলায়নের সহায়তা করেন এবং তাঁহারা পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করেন।

১৯০০ সালের প্রথম 'মে' দিবস। ৫০০ শ্রমিকের সভায় ষ্টালিন বক্তৃতা

করিলেন। "বেশী কিছু নয়,—আরম্ভ মাত্র"—ষ্টালিনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। এই সময় অসন্তুষ্ট শ্রমিকেরা পর পর কতকগুলি ধর্ম্মঘট করে। ১৯০১ সালের ২২শে এপ্রিল দুইহাজার রেল-ধর্ম্মঘটী এক মিছিল বাহির করিল—ষ্টালিন তাঁহার সহকর্ম্মীদের লইয়া পুরোভাগে দাঁড়াইলেন। পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করিল। পুলিশ-নায়ক বলিলেন, এই মুহূর্ত্তেই ছত্রভঙ্গ হইতে হইবে। ধর্ম্মঘটিদের নেতারূপে ষ্টালিন বলিলেন, "আমাদিগকে ভয় দেখাইও না, আমাদের দাবী পূর্ণ হইলেই আমরা ছত্রভঙ্গ হইব।" বলাবাহুল্য পুলিশ শ্রমিকদের দাবীর তোয়াক্কা রাখে না; তাহারা বর্ব্বর আক্রমণ সুরু করিল; মার খাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ হইল। পতাকাহস্তে সম্মুখে থাকিয়াও ষ্টালিন বিশেষ জখম হন নাই। টিফ্লিসের শ্রমিকেরা এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিল। বেআইনী-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ মিছিল এই প্রথম। ষ্টালিন এবং তাঁহার বন্ধু সেণ্টপিটাসবার্গ হইতে আগত লেনিন-দলের কুরনাটোভস্কী; তাঁহার সতীর্থ জোডা কেটস্খোভেটি এবং সুলুকজ্বাইএর জীবনের এটি এক প্রধান ঘটনা।

ষ্টালিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের কার্য্যক্ষেত্র কেবল সহরের শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহারা দল বাঁধিয়া পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যেও প্রচারকার্য্য করিতেন। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ষ্টালিনের বক্তৃতার ভাষা ও ভঙ্গী সম্পর্কে তাঁহার সহকর্ম্মী ওরাখেলায় ভিলি লিখিয়াছেন:

"তাঁহার সহিত একত্র হইয়া আমরা এক প্রচারক দল গড়িয়াছিলাম। আমাদের মগজে ছিল পুঁথিগত বিদ্যা এবং তাহার বাঁধা বুলি, যখন আমরা কৃষক বা শ্রমিকদের মধ্যে বক্তৃতা করিতাম তখন ঐ সকল দুর্ব্বোধ্য বাঁধা বুলির মোহ কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতাম না; কিন্তু ষ্টালিনের বক্তৃতা প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র। তিনি বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ বাস্তব জীবনের দিক হইতে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে তিনি তুলনামূলক বিচারকালে দেখাইতেন, মধ্যশ্রেণীর গণতন্ত্রবাদ জারতন্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও কেন তাহা সমাজতন্ত্রবাদের তুলনায় মন্দ। শ্রোতাগণ সকলেই বুঝিত যে, গণতন্ত্রের আদর্শ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইলেও ইহা একদিন সমাজ-

তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে এবং উহাকেও ধ্বংস করিতে হইবে। তিনি কখনও প্রতিপক্ষকে গালাগালি করিতেন না। আমরা বক্তৃতা বা আলোচনাকালে মেনশেভিকদিগকে তীব্র ভাষায় প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করিয়া বসিতাম। ষ্টালিন ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। উগ্র ও হিংস্র ভাষা তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন। ধীরভাবে যুক্তি দ্বারাই তিনি প্রতিপক্ষকে নিরস্ত ও নিরুত্তর করিতেন।"

আন্দোলন আরও গভীরভাবে চালাইবার জন্য তাঁহারা একখানি সংবাদপত্রের প্রয়োজন বোধ করিলেন। এই শ্রেণীর গম্ভীর আলোচনার মধ্যেও ষ্টালিনের পরিহাস-রসিকতায় সকলে হাসিয়া উঠিতেন। এমনি একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সিলভেস্‌তিয়া তোত্রিয়া। ইনি মডারেট সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের চালিত সরকারী অনুমোদিত "সানডে্‌ স্কুলের" ছাত্র, এবং মাঝে মাঝে ষ্টালিনের পাঠচক্রে যোগ দিতেন। ষ্টালিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্কুলে কি শিখায়। যুবক বলিল, আমরা সূর্য্য কেমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট অক্ষপথে ঘোরে এমনি সব জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের তথ্য পড়ি। ষ্টালিন বলিলেন, "শোন বন্ধু, তুমি সূর্য্যের জন্য অত ভেবো না, ও কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। কিভাবে বিপ্লবের কাজ অগ্রসর হয়, তাই তোমার বেশী করে জানা উচিত এবং আমরা যে বেআইনী ছাপাখানা করছি, তার জন্য সাহায্য করা উচিত।"

১৯০১-এর সেপ্টেম্বর মাসেই ষ্টালিনের দল বাকুতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং জর্জ্জিয়ান পার্টির প্রথম মুখপত্র "ব্রড্‌জোনা" বা "সংঘর্ষ" প্রকাশিত হইল। ষ্টালিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে ২৫ জন প্রতিনিধি লইয়া সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টির প্রথম অধিবেশন টিফ্‌লিস সহরে হইল এবং সমগ্র ককেসাস অঞ্চলের জন্য যে পার্টি গঠিত হইল, ষ্টালিন তাহার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি বাটুমে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার সংগঠনশক্তির পরিচয় কাহারো অগোচর ছিল না। বাটুমে তিনি সাফল্যলাভ করিলেন। স্থানীয় পুলিশ বিপজ্জনক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিল। পুলিশের পুরাতন রোজনামচায় লেখা আছে,—"আর, এস,

ডি, এল পির টিফ্‌লিস কমিটির সদস্য, টিফ্‌লিস কলেজের ভূতপূর্ব্ব ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র জোসেফ্ জুগাসভিলি, বাটুমে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন চালাইবার জন্য আসার পর হইতে ১৯০১-এর শরৎকালে সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক আন্দোলন অত্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছে। জুগাসভিলির কর্ম্মতৎপরতার ফলে বাটুমের সমস্ত কলকারখানাতেই সোশ্যাল ডিমোক্রাট সংগঠন সুরু হইয়াছে।"

বাটুম বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। রথচাইল্ডস্, নোবেলস্, সানটাসেভস্ প্রভৃতি মালিকদের তৈল পরিষ্কারের কারখানা। ষ্টালিন শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কাজ হাতে লইয়া প্রথমেই কয়েকটি পাঠচক্র স্থাপন করিলেন এবং এই সকল কেন্দ্রে শ্রমিকেরা নিষিদ্ধ ইস্তাহার, পুস্তক ও সংবাদপত্র হইতে বৈপ্লবিক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি ধর্ম্মঘট পরিচালনের জন্য কমিটি গঠন করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন কেবল নজর রাখিয়াছে। ১৯০২ সালের ৭ই মার্চ্চ ব্যাপকভাবে গ্রেফ্‌তার আরম্ভ হইল। পরদিন ধৃত ধর্ম্মঘটিদের মুক্তি দাবী করিয়া ষ্টালিন এক মিছিল বাহির করিলেন; পুলিশ ৩০০ জন শোভাযাত্রাকারীকে গ্রেফ্‌তার করিল। ষ্টালিন পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া গেলেন। পরদিন ডক ও রেলের শ্রমিকদিগকে আনিয়া ষ্টালিন এক বিরাট মিছিলের পুরোভাগে রক্তপতাকাহস্তে অগ্রসর হইলেন। শত শত কণ্ঠে গর্জ্জন উঠিল—আমাদের সহকর্ম্মীদের মুক্তি চাই। জনতা বন্দীশালার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, পুলিশ নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ জনতার উপর গুলী চালাইল। ঘটনাস্থলে ১৫ জন নিহত ও ৫৪ জন আহত হইল। ষ্টালিন পুরোভাগে থাকিলেও আহত হন নাই। জনতা অটল রহিল, পুলিশ বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ায় ষ্টালিন আহতদের সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া শান্ত জনতার সহিত ফিরিয়া গেলেন। তিন দিন পর পুনরায় মিছিল করিয়া মৃত শহীদদিগকে সমাধিস্থ করা হইল। শহীদদিগকে অভিনন্দিত করিয়া ষ্টালিন সমস্ত বাটুম জেলায় এক ইস্তাহার প্রচার করিলেন। এই ইস্তাহারের ভাষায় আমরা ষ্টালিনের যৌবন-সুলভ উচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখিতে পাই। পরিণত বয়সের ষ্টালিনের ভাবাবেগহীন রচনার সহিত ইহার পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। "সত্যের জন্য যাহারা জীবন দান করিল, তাহাদের

উদ্দেশ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য বর্ষিত হউক। যে বক্ষ তোমাদের স্তন্যপান করাইয়াছে তাহা ধন্য হউক, শহীদের মুকুট যাহাদের ললাটে শোভিত, মৃত্যুর পূর্ব্বেও যাহাদের নীলাভ কম্পিত অধরোষ্ঠে সংগ্রামের বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, মহৎ সম্মান তাহাদেরই প্রাপ্য। "আমাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ কর," এই বাণী যাহাদের বিদেহী ছায়ামূর্ত্তি আমাদের কর্ণে বর্ষণ করিতেছে, তাহারা ধন্য।"

পুলিশ বহুদিন হইতেই ষ্টালিনের খোঁজ করিতেছিল। বারম্বার নানা কৌশলে তিনি পুলিশকে ফাঁকী দিয়াছিলেন। একদিন কসাক্ সৈন্য সহ তাঁহার অনুসন্ধানরত পুলিশের হাতে ষ্টালিনের ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে পার্শ্বে এক ভুট্টার ক্ষেত ছিল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ষ্টালিন কোনমতে বাঁচিয়া যান। এই সময় কাসিম নামক জনৈক সবলহৃদয় মুসলমান কৃষকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই বৃদ্ধ কৃষক এবং তাঁহার পুত্র ক্ষুদ্র ছাপা-খানাটী ও কয়েক ভাঁড় সিসার অক্ষর তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং ষ্টালিনকে আশ্রয় দিলেন। ক্রমে বোর্খা পরিহিত কয়েকজন মুসলমান মহিলা গ্রামে দেখা দিলেন। ইহারা আসলে স্ত্রীলোক নহেন, স্ত্রীলোকের বেশে ছাপাখানায় কাজ করিতেন।' কাসিম ক্রমে ষ্টালিনের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতেন, "আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি বীর, বজ্র ও বিদ্যুতের সহযোগে তোমার জন্ম। তুমি যেমন হৃদয়বান তেমনি কর্ম্মী।" ইহার পরেই দেখা গেল কাসিম সকাল বেলায় পাগড়িটী মাথায় পরিয়া বাহির হইয়া যান, তাঁহার মাথায় শাকসব্জী ও ফলের ঝুড়ি'। ঝুড়ির ভিতর ফলের নীচেই থাকিত গুপ্ত ইস্তাহার এবং প্রচার পুস্তিকা। তিনি সহরের কারখানার দরজায় গিয়া ফল ও সব্জী বিক্রয় করেন এবং বাছা বাছা লোকের হাতে নিষিদ্ধ কাগজে মোড়া ফল তুলিয়া দেন। কাসিমের বাড়ীর যে ঘরে ছাপাখানা চলিত তাহার শব্দ ক্রমে গ্রাম্য কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল কাসিমের ঘরে বসিয়া সোনা টাকা জাল করিতেছে। জাল টাকা তৈয়ারী করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, সহজেই কৃষকেরা চমৎকৃত হইল। একদিন সন্ধ্যায় তাহারা আসিয়া ষ্টালিনকে বলিল, "তুমি জাল টাকা তৈয়ারি করিতেছ, অবশ্য

আমাদের মত গরীবের পক্ষে কাজটা একেবারে মন্দ নহে। ইহাতে আমাদেরও কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তুমি টাকা চালাইবার কি ব্যবস্থা করিতেছ ?"

ষ্টালিন উত্তর দিলেন, "আমি জাল টাকা তৈয়ারি করি না, একটা ছোট ছাপাখানায় তোমাদেরই দুঃখ দুর্দ্দশার কথা লেখা বই ছাপাই।"

কৃষকেরা আনন্দিত হইয়া বলিল, "বড় আনন্দের সংবাদ, টাকা তৈয়ারীর ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন সাহায্যই করিতে পারিতাম না, আমরা উহা জানিও না, কিন্তু আমাদের দুঃখের কথা আমরা বুঝি। আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতার সহিত সাহায্য করিব।"

এইখানে ১৯১৭ সালের একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাসিম তাঁহার বাগানে সেই গুপ্ত ছাপাখানাটি পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯১৭ নভেম্বর বিপ্লব অবসানে তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, যে সৈনিকেরা তাঁহার গৃহ অধিকার করিয়াছিল তাহারা ছাপাখানাটী বাহির করিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কাসিম সযত্নে খণ্ডগুলি একত্র করিয়া সগর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ বাবা, এই ছোট যন্ত্রটা দিয়াই বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল।

ষ্টালিন বুঝিতে পারিলেন, পুলিশ ব্যাপকভাবে বেড়াজাল ফেলিয়াছে। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিবেই। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ছাপাখানা ও কাগজপত্র লুকাইয়া রাখিয়া বারম্বার ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া পুলিশকে এড়াইতে লাগিলেন। ১৯০২ সালের ৫ই এপ্রিল এক বন্ধুর আলয়ে যখন পার্টির বিশিষ্ট সদস্যদের আলোচনা সভা চলিতেছিল, তখন পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিয়া ষ্টালিনকে বন্দী করিল। "প্রধান নেতা এবং বাটুমের বৈপ্লবিক আন্দোলনের শিক্ষকরূপে" তিনি দণ্ডিত হইয়া বাটুম জেলে নীত হইলেন। সেখান হইতে তাঁহাকে কুটাই জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

রাশিয়ার কারাব্যবস্থা বৃটিশ পদ্ধতির মত নিখুঁত ছিল না। কোন

কোন দিক দিয়া ইহা অধিক বর্ব্বর আবার কোনদিক দিয়া অনেকটা শিথিল। বৃটিশ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিতদিগকে স্বতন্ত্রশ্রেণী বলিয়া গণ্য করা হয় না। ভারতেও রাজনৈতিক দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে চোর, বদমাইস, ব্যভিচারী এবং নিকৃষ্ট চরিত্রের কয়েদীদের সহিত একত্র রাখা কিম্বা স্বতন্ত্র সেলে রাখা হয়। বিনাবিচারে পাইকারী গ্রেফ্‌তার ও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পর অবশ্য বক্সা, বহরমপুর, দেউলী প্রভৃতি বন্দীশালায় কেবল রাজনৈতিক আটক বন্দীদেরই রাখা হইত। জার-গভর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিত এবং অধিকতর দুর্ব্যবহার করিত। কিন্তু কাহাকেও স্বতন্ত্র সেলে আবদ্ধ করিয়া রাখার রীতি ছিল না। তাঁহাদের বড বড ব্যারাকে রাখা হইত এবং তাঁহারা স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন, পুঁথি পুস্তকও নিষিদ্ধ ছিল না।

ষ্টালিনের চিরশত্রু "বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রী" সাইমন ভেরশচাক ১৯০৩ সালে তাঁহার রোজ-নামচায় লিখিয়াছেন, "আমি ১৯০৩ সালে ষ্টালিনের সহিত বাকু জেলে ছিলাম। চারিশত কয়েদীর জন্য তৈয়ারী ঐ জেলে পনরশত কয়েদীকে খোঁয়াড়ের পশুর মত আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। একদিন বলশেভিকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেলে একটি নূতন মুখ দেখা দিল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল 'কোবা' আসিয়াছে। ষ্টালিন জেলে আসিয়াই কতকগুলি পাঠচক্র স্থাপন করিলেন এবং বন্দীদিগকে মার্কসবাদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বক্তৃতা করা অপেক্ষা ব্যক্তিগত আলোচনা করাই তিনি অধিক পছন্দ করিতেন। বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের লোকেরা প্রায়ই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া হাতাহাতি করিয়া বসিত। ইহাদের পারস্পরিক কলহ ভঞ্জন করিতে গিয়া ষ্টালিন যুক্তি-তর্ক দ্বারা অনেককেই বলশেভিকদলে ভিড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

যাহা করিতে হইবে, তাহা শৃঙ্খলার সহিত একটা উদ্দেশ্য লইয়া করিতে হইবে—ইহাই ছিল ষ্টালিনের নীতি। জেলে আসিয়া তিনি গাল-গল্পের বৈঠকে যোগ দিতেন না। রাজনৈতিক বন্দীরা উৎসাহের সহিত আলোচনা করেন—আলোচনা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গড়াইয়া চলে। কখনো কলহ বাধিয়া

উঠে। অনেকে নিছক সময় কাটাইবার জন্যই আলোচনায় যোগ দেয়। ষ্টালিন এভাবে সময় নষ্ট করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "আলোচনা নিশ্চয়ই করিব, কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত তাহা করিতে হইবে। প্রথমতঃ আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করিতে হইবে। একজন নির্ব্বাচিত মুখপাত্র থাকিবেন। তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসিবার জন্য বিতর্ক সুরু হইবে।" কুটাই জেলে এইভাবে কাজ আরম্ভ হওয়ায়, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিলেন। জারের আমলে গিরি-অরণ্য-নদী ও হ্রদে পূর্ণ বিশাল সাইবেরিয়ায় কোন অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা হয় নাই। জনবিরল কয়েকটি নগর ও পল্লীতে জারতন্ত্র কেবল কতকগুলি বন্দীনিবাস (আন্দামানের মত) স্থাপন করিয়াছিল। এখানে জারীয় পুলিশ ও কারা-রক্ষীরা বন্দীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। শত শত মাইল লোকালয়হীন অরণ্যবেষ্টিত বন্দীশিবির হইতে পলায়ন করা আর মৃত্যুবরণ করা একই কথা ছিল।

সাইবেরিয়ার ইরখুটাস্ক প্রদেশের নোভায়া উদা গ্রামে ষ্টালিন অন্তরীণ হইলেন। ককেসাস হইতে তিন সহস্র মাইল দূরে, সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত আবহাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নিরানন্দময়। ভাগ্যক্রমে তখন গ্রীষ্মকাল ছিল। বন্দীদলের সহিত রেলে, নৌকায় এবং অধিকাংশ সময় পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ষ্টালিন উদাগ্রামে আসিলেন। ২৪ বৎসর বয়সের যুবক ষ্টালিন এই প্রথম তাঁহার মাতৃভূমি জর্জ্জিয়ার বাহিরে আসিলেন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হইতে বহুদূরে আসিয়া ষ্টালিন দেখিলেন, ক্ষুদ্র গ্রামেও সামাজিক জীবন আছে। বন্দীদের পলায়ন অসম্ভব বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত থাকিলেও পুলিশ মাঝে মাঝে খোঁজ খবর লইত। রাজনৈতিক আলোচনার সুযোগ খুব বেশী ছিল। 'পপুলিষ্ট', সোশ্যাল রিভলিউসনারী এবং নানামতের সোশ্যাল ডিমোক্রাট বন্দীর অভাব ছিল না। সাইবেরিয়ার বন্দীশালাগুলি কমিউনিজমের শিক্ষাগারে পরিণত হইয়াছিল। এইখানেই অনেক বিপ্লবী লেনিনের অনুগামী হইয়াছিলেন। এই গ্রামেই ষ্টালিন,

লেনিনের নিকট হইতে প্রথম পত্র পান। এই পত্র পড়িয়া তাঁহার কত আনন্দ হইয়াছিল, সেকথা বলিতে গিয়া, তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, বিপ্লবী-স্বভাবের জন্য তিনি উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

এই সময় সুদূর লণ্ডনে বসিয়া এক সম্মেলনে রাশিয়ার প্রতিনিধিদের সহিত লেনিন তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত। যে ভাবধারা অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়ার ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবে, তাহা সহকর্ম্মীদের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিবার দুরন্ত প্রয়াস। ঠিক এই সময়েই রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের. ককেসাসে জিলা সম্মেলন হয়। সম্মেলনে অনুপস্থিত ষ্টালিন কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

বন্দীজীবনের দুর্ভাগ্যকে নিরুপায় নৈরাশ্যে বহন করিবাব মত প্রকৃতি ষ্টালিনের নহে। তিনি শ্যেনদৃষ্টি মেলিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৯০৪-এর ৪ঠা জানুয়ারী ষ্টালিন পলায়ন করিলেন। তুষারাচ্ছন্ন বন্য প্রকৃতির সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া উরাল পর্ব্বতমালা পার হইয়া ভল্গা নদী ধরিয়া তিনি বাটুমে ছয় সপ্তাহ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধ্যরাত্রিতে, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বাসস্থানের দ্বারে করাঘাত শুনিয়া নাতালিয়া ফিস্‌তাজ জিজ্ঞাসা করিল 'কে?' "আমি আসিয়াছি, দরজা খোল।" সৈনিকের পোষাক পরিহিত ষ্টালিনকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। বন্ধুরা আশ্চর্য্য পলায়নকাহিনী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব; ষ্টালিন তাঁহার অনুপস্থিতিতে কি ঘটিয়াছে, জানিবার জন্য ব্যাকুল। উত্তেজিত আলোচনার পর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম।

ষ্টালিনের পলায়নের একমাস পরেই, জরাজীর্ণ জার সাম্রাজ্যবাদের দৌর্ব্বল্য উদ্‌ঘাটিত হইল। জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হুবহু বহু বর্ষ পরের "পার্ল হারবার ষ্ট্রাটেজী"। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া পূর্ব্বাহ্নে তাহাদের অভিপ্রায় না জানাইয়া জাপানীরা পোর্ট আরথার বন্দর অবরোধ করিল এবং অনায়াসে রাশিয়ান নৌবহরকে পরাজিত করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিল। অবশ্য অনেক 'ঘটনা' পূর্ব্ব হইতেই জমিয়াছিল। এইকালে রাশিয়ার

স্বরাষ্ট্রসচীব প্লেভ, জেনারেল ক্রোপটকিনকে বলিয়াছিলেন, রাশিয়ায় বিদ্রোহানল জ্বলিতে পারে, ইহা নিবারণের জন্য একটা "যুদ্ধে জয়লাভ করা আবশ্যক।" জাপান যুদ্ধের সুযোগ দিল, কিন্তু জয় হইল না। জারের লুব্ধ-হস্ত পূর্ব্ব এশিয়ায় ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়াছিল। সমগ্র মাঞ্চুরিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন। জাপানীরা কোরিয়া গ্রাস করিবার জন্য দীর্ঘকাল হইতে চেষ্টা করিতেছিল। জাপানের ইচ্ছা, রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া (সাময়িকভাবে) লইয়া থাকুক কিন্তু আমাদের কোরিয়া ছাড়িয়া দিলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব। কিন্তু জার নিকোলাসের নিকট ইহা উদ্ধত দাবী বলিয়া মনে হইল। জাপদূত রাশিয়ায় গিয়া চুক্তির প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। জাপান তলে তলে ইংরেজের সহিত সন্ধি করিল। যদি জার্ম্মানী ও ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয় তাহা হইলে ইংলণ্ড জাপানকে সমর্থন করিবে বলিয়া বৃটেন রাজী হইল।

এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া জাপান অতর্কিতভাবে অপ্রস্তুত রাশিয়াকে আক্রমণ করিল। রাশিয়ার রণনীতি বিশৃঙ্খল। সেনাপতিরা সৈন্যদল লইয়া 'সিঙ্গল লাইন' রেলপথে মন্দগতিতে রণক্ষেত্রে চলিলেন। জার নিকোলাস কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। একবার ভাবেন, সৈন্যদলের মধ্যে থাকিয়া উৎসাহ দেই, আবার ভাবেন, আমি রাজধানী ছাড়িলে সিংহাসন বিপন্ন হইতে পারে। রুশসৈন্য পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিতে লাগিল; দলে দলে নিহত হইল। পোর্ট আর্থারের নৌবহর বিনষ্ট হওয়ায় জার বল্টিক নৌবহরকে অর্দ্ধ পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এড্‌মিরাল টোগোর নৌবহরের সম্মুখীন হইবার হুকুম দিলেন। ১৯০৫এর ২৭শে মে বল্টিক নৌবহর জাপ-দরিয়ায় প্রবেশ করিয়া সুসিমায় সলিল-সমাধি লাভ করিল। ৪৫ মিনিটের মধ্যে টোগোর নৌবাহিনী রাশিয়ার তেরখানি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করিল এবং ৪ খানি দখল করিল। অন্যদিকে রাশিয়ার মূলবাহিনী রাশিয়াতেই রহিয়া গেল, ক্রুপটকিনের সৈন্যবাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় পিছু হটিতে লাগিল। এক মুকদেনের যুদ্ধেই তিন লক্ষ রুশসৈন্যের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার হতাহত ও বন্দী হইল।

এই সময় ককেসাসে আসিয়া ষ্টালিন দেখিলেন সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ। এই শ্রেণীর যুদ্ধে কোন জাতীয় উন্মাদনা হয় না। বরং এই যুদ্ধ, শাসকশ্রেণীর অকর্ম্মণ্যতা, অক্ষমতা, যুদ্ধের বাজারে প্রচুর লাভ করিবার ছল-কৌশল জনকল্যাণের প্রতি ঔদাসীন্য উলঙ্গ করিয়া দেখাইল। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা হইতে লোকের মন বিক্ষিপ্ত করিবার 'যুদ্ধ' বিদ্রোহের অনলে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিল। যিনি যুদ্ধ দ্বারা বিপ্লবের গতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই স্বরাষ্ট্রসচীব প্লেভ, সাজনভ নামে একজন এনার্কিষ্টের (বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী) বোমায় নিহত হইলেন। তাঁহার পদে জার, উদারনৈতিক প্রিন্স মৃস্কীকে নিযুক্ত করিলেন এবং স্থানীয় বোর্ডের (জেমস্ট্‌ভো) প্রতিনিধিদের লইয়া এক সম্মেলন আহুত হইল। এই সম্মেলন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ বিবেক, বক্তৃতা, সংবাদপত্র এবং সভাসমিতি অবাধে গঠনের অধিকার দাবী করিল। বিনা বিচারে আটক রহিত এবং একটি জাতীয় পরিষদ দাবী করিল। সরকারপক্ষ উত্তরে বলিলেন, ভাল মানুষের মত কাজকর্ম্ম কর, রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইও না। এই অবস্থার মধ্যে লেনিন ও ষ্টালিন দেখিলেন, শ্রমিকশ্রেণী যদি প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে, উহা সাফল্যের পথে পরিচালিত করিবার নেতৃত্বের অভাব ঘটিবে।

অধীর উৎসাহ লইয়া ষ্টালিন টিফ্‌লিসে আসিয়া তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার প্রায় দুই বৎসর অনুপস্থিতিতে অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক আন্দোলন বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে, বিস্তৃতির সঙ্গে সংগঠন হইয়াছে দুর্ব্বল ও শিথিল। লেনিন লিখিত "কর্ত্তব্য কি?" পুস্তকের নির্দ্দেশের প্রতি অনেকেই অমনোযোগী। এইকালে সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক দলের আভ্যন্তরীন অবস্থা দুই দিক দিয়া বিচার করা যাইতে পারে। দলাদলি, মতবাদের চুলচেরা বিচার এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা-দ্বেষের কথাও যেমন উল্লেখ করা যায়, তেমনি আর একদিক দিয়া বলা যায়, ইহা সম্পূর্ণরূপে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই; নির্য্যাতিত জাতির বহুবিধ বেদনা হইতে সঞ্জাত নানা বিভিন্নশ্রেণীর আন্দোলন যেন অন্ধকারে অগ্রসর হইবার পথ

খুঁজিতেছে। ষ্টালিন ছিলেন শেষোক্ত মতাবলম্বী। দলের মধ্যে মতভেদকে তিনি কলেজের বিতর্ক সভার মত বিচার করা অপেক্ষা ঘটনার দিক হইতে বিচার করিতেন।

ষ্টালিন যখন সাইবেরিয়ায় তখন লণ্ডনে সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনেই বলশেভিক ও মেনশেভিক এই দুই দলের পার্থক্য পার্টির মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সম্মেলনের বহু পূর্ব্বেই ষ্টালিন বলশেভিকদলের নেতা লেনিনের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। লেনিনকে সমর্থন করিয়া ষ্টালিন ককেসাসে সর্ব্বাধিক দৃঢ়তার সহিত মেনশেভিকদলের ভুল ত্রুটি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। লণ্ডন সম্মেলনের পর পার্টির চিন্তাধারায় দুইটি বিশিষ্ট কর্ম্ম ও চিন্তাধারা—বলশেভিক ও মেনশেভিক এই সংজ্ঞায় অভিহিত। একই আন্দোলন দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল, পরিণামে একটি ধ্বংস হইয়া গেল। 'বলশেভিক' শব্দটি আসিয়াছে "বলসিনস্‌ৎভো" (Bolshinstvo) শব্দ হইতে; উহার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'মেনশেভিক' শব্দটি আসিয়াছে—মেনসিনস্‌ৎভো (Menshinstvo) অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ এই শব্দ হইতে। ১৯০৩-এর লণ্ডন সম্মেলনে যাঁহারা লেনিনের রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্রাট লেবর (শ্রমিক) পার্টি গঠিত হওয়া উচিত, এই মত সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর যাঁহারা প্লেখানভ, এক্সেলরড্‌, মারটভ ও ট্রট্‌স্কির মত সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সংখ্যালঘিষ্ঠ মেনশেভিক। এই মতভেদকে ষ্টালিন তাঁহার বন্ধু সুলুকিড্‌জের নিকট পরিহাস করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, ইহা 'চায়ের পাত্রে তুফান'। ষ্টালিন এরূপ ব্যঙ্গবিদ্রূপে অভ্যস্ত। যে বিষয় লইয়া প্রথম মতভেদ হয়, তাহা অতি তুচ্ছ সাধারণ ঘটনা এবং যে তর্কের তুফান উঠে তাহা 'চায়ের পাত্রে তুফানের' সহিতই তুলনীয়। পার্টির সদস্যপদের যোগ্যতা লইয়া আলোচনায়, লেনিনের প্রস্তাব ছিল,—"যে পার্টির কার্য্যপদ্ধতি মানিয়া লইবে, আর্থিক সাহায্য করিবে এবং পার্টির সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য সেই পার্টির সদস্য হইবার যোগ্য।" ইহার পরিবর্ত্তে মারটভ্‌ বলিয়াছিলেন, "যে

পার্টির কার্য্যপদ্ধতি মানিয়া লইবে এবং আর্থিক সাহায্য করিবে, সে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্য না হইয়াও পার্টির সদস্য হইতে পারিবে।"

লেনিনের যুক্তি এই, প্রত্যেক পার্টি সদস্যের দলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইয়া পার্টির শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবার বিধান না থাকিলে, যত্ন মধুরা আসিয়া পার্টির সদস্য হইবে, যাহাদের উপর পার্টির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। মারটভ্ ও তাঁহার সমর্থকরা বলিলেন, ব্যাপকভাবে সদস্যসংখ্যা বাড়াইতে হইলে ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি বিচারের আবশ্যক নাই। ব্যক্তিগত গুণাগুণের বিষয় অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে পার্টি ও বিপ্লবের ক্ষতি হইতে পারে। লেনিনের এই আশঙ্কার তাৎপর্য্য তাঁহার সমর্থকেরাও তখন সম্যকভাবে বুঝিয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহজনক। যদিও সম্মেলনের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হইল মার্কসীয় কর্ম্মধারা অনুসরণ করিতে হইবে, তথাপি ভেদ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

টিফ্লিসে ফিরিয়া আসিয়া ষ্টালিন দেখিলেন, ১৯০৩-এর লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত লইয়া পার্টির মধ্যে তীব্র আলোচনা চলিতেছে এবং দলের বিশিষ্ট নেতাদের নাম ও মত লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদল সৃষ্টি হইয়াছে। একই আদর্শের নামে ভেদ ও বিরোধ দেখিয়া বাস্তববাদীরা বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ষ্টালিন সংশয়মুক্ত মন লইয়া, ককেসাসের নগরে বন্দরে লেনিনের মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবাবেগহীন যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝাইতে লাগিলেন, চরমপন্থী বলশেভিকরা আপোষহীন শ্রেণীসংগ্রামের অপরাহত যোদ্ধা, পক্ষান্তরে মেনশেভিকেরা সংস্কার-পন্থী, নিয়মতান্ত্রিক পথে সামাজিক সামঞ্জস্যের অনুরাগী এবং সুবিধাবাদীদের মত অন্যান্য দলের সহিত আপোষ করিয়া চলিতে ওস্তাদ। মেনশেভিকদের মতবাদে বিজ্ঞজনোচিত সতর্ক সাবধানতা আছে এবং মনে হয় কিছু বিলম্ব হইলেও রক্তপাত ব্যতীতই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি—যাঁহাদের সমাজবিবর্ত্তনের সহিত পরিচয় আছে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা জানেন যে পরনির্ভরশীল সুবিধাবাদ ও আত্মপ্রত্যয়হীন সংস্কার-পন্থা মরীচিকা

মাত্র। এই মায়াজালে আটকাইয়া অনেকেই রাজনীতিক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়াছে। স্তরে স্তরে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার মনোবৃত্তি প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই শ্রেণীর মতবাদ প্রচারকালে ষ্টালিনকে প্রায়ই উত্তেজিত তর্কযুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইত। তিনি কখনো উত্তেজিত হইতেন না, চীৎকার করিয়া কথা কহিতেন না, ধীর ও সংযত ভাষায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রশ্নকর্ত্তা নিরস্ত হইতেন। এইরূপ এক আলোচনা সভায় একদিন একজন শ্রমিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমরেড্ সোশো, তুমি যাই বল দলের মধ্যে মেনশেভিকরাই সংখ্যায় বেশী।" ষ্টালিন উত্তর দিলেন, "সংখ্যায় বেশী? আয়তন অপেক্ষা গুণ অনেক বড়। কয়েক বৎসর অপেক্ষা কর, দেখিবে কাহারা ভুল পথে চলিয়াছে আব কাহারা সত্যপথ বাছিয়া লইয়াছে।" জনৈক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "রাশিয়ান বলশেভিকদের সৌভাগ্য যে পনর বৎসরকাল তাঁহারা একই ভাবে নৈষ্টিক শৃঙ্খলা বক্ষা করিয়া মত ও পথ পরিবর্ত্তনকারীদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাফল্যের মর্ম্মকথা ইহাই।"

পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া বারম্বার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এইকালে ষ্টালিন কেবল প্রচার কার্য্যই করিতেন না। একটি বেআইনী ছাপাখানা স্থাপন এই কালে তাঁহার বৈপ্লবিক কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নিষিদ্ধ পুস্তক, প্রচার-পত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য, "আলভাবার প্রেস" রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসে এক বৃহত্তম পরিকল্পনা। দুই বৎসর কাল পুলিশ পাগলের মত এই ছাপাখানাটি খুঁজিয়াছে, ইতিমধ্যে এই ছাপাখানা হইতে রাশিয়ান, জর্জ্জিয়ান, আর্মেনিয়ান এবং আজার-বাইজান ভাষায় যথেষ্ট পুঁথি পুস্তকাদি ছাপা হইয়া চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই ষ্টালিনের রচনা। অবশেষে পুলিশ একদিন ইহা আবিষ্কার করিল। ১৯০৬ সালের ১৬ই এপ্রিল টিফ্লিসের আইনানুমোদিত সংবাদপত্র "ককেসাসে" প্রকাশিত বিবৃতি হইতে নিষিদ্ধ ছাপাখানার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

গুপ্ত ছাপাখানা—১৫ই এপ্রিল শনিবার, আলভাবারের ডি, রোস্তমাথিভিলির

পড়ো বাড়ীতে সংক্রামক ব্যাধির সিটি হাসপাতাল হইতে মাত্র ৫০।৬০ হাত দূরে একটি কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কূপটি প্রায় সত্তর ফিট গভীর। উহার পঞ্চাশ ফিট নীচে এক প্রশস্ত পথে উহা আর একটি কূপের সহিত মিলিত হইয়াছে। দড়ীর পুলি মৈএর সাহায্যে এই গুপ্ত পথ দিয়া বাড়ীটার তলায় এক গর্ভগৃহে পৌছান যায়। এই গর্ভগৃহে বিশ কেস রাশিয়ান জর্জ্জিয়ান ও আরমেনিয়ান হরপসহ প্রায় দুই হাজার রুবল মূল্যের একটি হস্তচালিত ছাপাখানা পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জামসহ নানাবিধ এসিড, বহু বস্তা বেআইনী পুঁথি, বিভিন্ন সেনাদল ও গভর্ণমেণ্ট আপিসের শীলমোহর এবং পনর পাউণ্ড ডিনামাইট পূর্ণ একটা যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। এই ছাপাখানা এসিটিলিন গ্যাস দ্বারা আলোকিত হইত এবং সংবাদ আদান প্রদানের বৈদ্যুতিক সঙ্কেত যন্ত্র ছিল। বাড়ীর উঠানের একটি চালায় তিনটি তাজা বোমা, বোমার খোল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। "এল্‌ভা" (বিদ্যুৎ) সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় আপিস গৃহে এক সভায় এই ব্যাপারে লিপ্ত সন্দেহে ২৪ জনকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। 'এল্‌ভা' কার্য্যালয় খানাতল্লাস করিয়া বহু বেআইনী পুস্তিকা, প্রচারপত্রসহ ২০খানা পাসপোর্টের সাদা ফরম্‌ পাওয়া গিয়াছে। সংবাদপত্র আপিস তালাবন্ধ রাখা হইয়াছে। ছাপাখানা হইতে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত ইলেকট্রিকের তার আবিষ্কৃত হওয়ায় মাটির নীচে আরও ঘর আছে সন্দেহে খনন কার্য্য চলিতেছে। ছাপাখানায় প্রাপ্ত সাজসরঞ্জাম ৫টি গাড়ী বোঝাই করিয়া স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় আরও তিন জনকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে জেলখানায় প্রেরণ করিবার পথে তাহারা "লা মার্সাই" (ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গীত) গাহিতেছিল।"

বিপ্লবীরা যে ছাপা কাগজ ছাড়াও আরো কিছু বেশী দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছিল, এই বিবরণে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যে বিপ্লব সমগ্র রাশিয়া আলোড়িত করিয়াছিল, এই বিবরণ তাহার একবৎসর পরে লেখা। ১৯০৬-এর পরিবর্ত্তে ১৯০৫-এ পুলিশ যদি ছাপাখানাটি আবিষ্কার করিতে পারিত—তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা সীসার হরপ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র পাইত।

১৯০৪ সালে ছাপাখানার কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে। নভেম্বর মাসে টিফ্লিসের বলশেভিক সম্মেলনে ষ্টালিন, সকল শ্রেণীর সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের মধ্যে চিন্তা ও কার্য্যের ঐক্যের উপর জোর দিয়া সকলকে "জারীয় স্বেচ্ছাচারের উপর চরমতম আঘাত" হানিবার আবেদন করিলেন। ইহার একমাস পরেই বাকুতে বিরাট শৃঙ্খলাবদ্ধ ধর্ম্মঘট হইল। বলশেভিক দলের সহিত ষ্টালিন এই ধর্ম্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তির দাবী মানিয়া লইয়া মালিকেরা চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। রাশিয়ার ইতিহাসে শ্রমিকদের বিজয় গৌরব লাভ এই প্রথম। এই সংবাদ রাশিয়ার সর্ব্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যখন শ্রমিকশ্রেণীর এই উল্লাস চলিতেছে, তখন সেণ্ট পিটার্স্বার্গের পুটিলভ কারখানায় চারজন শ্রমিককে অন্যায়ভাবে কর্ম্মচ্যুত করার প্রতিবাদে বিরাট ধর্ম্মঘট হইল, বৃহৎ নগরের অন্যান্য মিল ও কারখানায় ধর্ম্মঘট ছড়াইয়া পড়িল।

বাকু অপেক্ষাও এই ধর্ম্মঘট স্বতঃস্ফূর্ত্ত। ইহার পশ্চাতে সোশ্যাল ডিমোক্রাটরা ছিল না। শ্রমিকেরা ফাদার গাপেন নামক এক ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই লোকটি ছিল পুলিশের গুপ্তচর এবং তাহার গঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন পুলিশই নিয়ন্ত্রিত করিত। এই ইউনিয়নের নাম ছিল, "রাশিয়ার কারখানা শ্রমিকদের পরিষদ" এবং সেণ্ট পিটার্স্বার্গ জিলায় ইহার কতকগুলি শাখা ছিল। ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবামাত্র গাপেন নেতা হইয়া বসিল এবং প্রস্তাব করিল, শ্রমিকদের প্রতি অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্তসহ মিছিল করিয়া জারের দরবারে পেশ করিতে হইবে। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক গাপেনের নেতৃত্বে "উইণ্টার প্যালেস" অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদের হাতে ক্রুশদণ্ড, গীর্জ্জার পতাকা এবং দরখাস্ত। দরখাস্তের ভাষা ও দাসসুলভ দৈন্য দেখিলেই বুঝা যায়, ইহার রচয়িতা কোন বিপ্লবী নহে, একজন চতুর পুলিশের গুপ্তচর।

"সেণ্টপিটার্স্বার্গের অধিবাসী শ্রমিক আমরা আপনার সমীপে আসিয়াছি। আমরা দুর্ভাগা, বহু নিন্দিত ক্রীতদাস। স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারে আমরা

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছি। অবশেষে আমাদের ধৈর্য্য যখন নিঃশেষিত হইল, তখন আমরা কাজ বন্ধ করিয়াছি এবং আমাদের প্রভুদের নিকট আমাদের এই ভিক্ষা, যতটুকু না হইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তাহার বেশী আমরা চাহি না। কিন্তু ইহাও আমাদের দেওয়া হইল না। মালিকদের দৃষ্টিতে ইহার সমস্তই বেআইনী। আমাদের, এই কয়েক সহস্র ব্যক্তির রাশিযার সমগ্র জনসাধারণের মতই কোন মানবীয় অধিকার নাই। আপনার কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে দাস করিয়া ফেলিয়াছে। * * * প্রভো, সাহায্যের আশায় সমবেত আপনার প্রজাবৃন্দকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। আপনার ও আপনার প্রজাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর দূর করুন। আদেশ ও প্রতিশ্রুতি দিন যে আমাদের আবেদন মঞ্জুর হইবে এবং আপনি রাশিয়াকে সুখী করিবেন। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে আমরা এইখানেই মরিতে প্রস্তুত। আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ—সুখ ও স্বাধীনতা অথবা সমাধিভূমি।"

কিন্তু তাহারা রাশিয়ার দয়ালু "লিটল ফাদার" জারের দর্শন পাইল না। মেসিনগান, রাইফেলের বুলেট এবং কশাক সৈন্যের অশ্বপদতলে তাহারা বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিল। রক্তের নদী বহিয়া গেল। পুলিশের বিবরণে প্রকাশ এক হাজার নিহত ও দুই হাজার আহত হইয়াছিল। এই দিবস "রক্তাক্ত রবিবার"রূপে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

নিরস্ত্র জনতার উপর এই নির্ম্মম গুলীবর্ষণের সংবাদে সমগ্র ইয়োরোপের হৃদয়বান ব্যক্তিরা শিহরিয়া উঠিলেন। তখন অবশ্যই অনেকে ইহা জানিতেন না, সমগ্র শ্রমিক-আন্দোলনকে পিষিয়া মারিবার জন্য দমননীতি প্রয়োগ করিবার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পুলিশ প্ররোচকদের দিয়া এই নির্ম্মম ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছে। ফ্রান্সের প্রগতিশীল অংশের তীব্র প্রতিবাদ নানা সভা সমিতিতে ব্যক্ত হইতে লাগিল। ৩০শে জানুয়ারী পারীর জনসভায় বিখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী আনাতোল ফ্রান্স বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন, "জার ক্ষুধিত নরনারীকে হত্যা করিয়াছেন, তাহারা চাহিয়াছিল খাদ্য, বিনিময়ে পাইয়াছে বুলেট; জার জারকেই হত্যা করিয়াছেন। যে নির্দ্দোষীর শোণিতে নাভা নদীর জল

লোহিতবর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি শোণিত বিন্দু হইতে লক্ষ শির তুলিয়া মানুষ জাগিবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবে। জার যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জলিত করিলেন তাহা অত্যাচারীকে ধ্বংস করিবে। নিকোলাস আলেকজাণ্ডারের দিন ফুরাইয়াছে, জগতে তাঁহার স্মৃতি থাকিবে মাত্র। পাঁচ দিন ধরিয়া জারের গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকদিগকে হত্যা করিতেছে এবং তাহাদের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী নেতাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, যে বিপ্লব আরম্ভ হইল তাহা আর থামিবে না। দুঃখ এই ইহার রক্তাক্ত পথ যে দীর্ঘ হইবে না তাহা কে বলিবে? এ দৃশ্য ভয়াল, চমকপ্রদ; স্কুল কলেজ হইতে ছাত্ররা শিক্ষক সহ বাহির হইয়া আসিয়া জনসাধারণের সহিত জয় অথবা মৃত্যুর পথে যাত্রা করিতেছে। একটা জাতির মর্ম্মক্রন্দন বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে উঠিয়া আকাশে আঘাত করিতেছে। রুশিয়াবাসীদের সংযত সাহস, প্রশংসনীয় সাবল্য এবং মজ্জাগত সততা আজ জারের নৃশংস পাশবিকতার সম্মুখীন।"

"রক্তাক্ত রবিবারের" প্রতিক্রিয়ায়, জনসাধারণের রোষ মুক্তবন্ধ বন্যাবারির মত সমগ্র রাশিয়াকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। 'লিটিল ফাদার' বা ঈশ্বরের প্রতিভূরূপী জার সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর মন কুসংস্কারের মোহমুক্ত হইল। শ্রমিকদের প্রতিবাদ সভায়, মিছিলে, ধর্ম্মঘটে; "স্বেচ্ছাচারের পতন ঘটুক" এই ধ্বনি সহস্র সহস্র কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিতে লাগিল। প্রচারকার্য্য ও সংগঠন দ্বারা লেনিন ও বলশেভিক পার্টি যাহা কয়েক বৎসরের মধ্যে করিতে পারেন নাই, 'রক্তাক্ত রবিবার' একদিনেই তাহা সম্ভব করিল। ধর্ম্মঘট, মিছিল, প্রতিবাদ-সভা দেশব্যাপী হইয়া উঠিল। ১৯০৫-এর ফেব্রুয়ারী মাসে জারের খুল্লতাত এবং ভায়রাভাই গ্র্যাণ্ড ডিউক সেরজিয়াস মস্কোএ নিহত হইলেন। সেণ্ট-পিটার্স্‌বার্গ, মস্কো, ওয়ারসা, রিগা, বাকু, লজ্, ওডেসা সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট ছড়াইয়া পড়িল। বসন্তকালে কৃষকদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিল; প্রায় এক সপ্তমাংশ পল্লী অঞ্চল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। জুন মাসে লজ্ সহরে রাজপথে অবরোধ করিয়া শ্রমিকেরা তিন দিন সৈনিকদের সহিত যুদ্ধ করিল।

ইভানোভোভজনেসেনস্কে ৭০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া আড়াই মাস কাজ বন্ধ রাখিল। বিদ্রোহের অনল নৌবহরেও ছড়াইয়া পড়িল। নাবিকেরা পরাজিত হইল বটে, কিন্তু রাশিয়ার শাসকশ্রেণী বিপ্লবের বিভীষিকা দেখিয়া বিহ্বল হইল।

কেবল শ্রমিক কৃষক নহে, সকল শ্রেণীর মধ্যেই সাড়া পড়িয়া গেল। দূর হইতে লেনিনের শ্যেনদৃষ্টি সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল, তিনি দেখিলেন, "সর্ব্বহারারা যুদ্ধ করিতেছে এবং বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।" সত্য কথা। ঘটনার পর ঘটনায় ভয়ত্রস্ত বুর্জ্জোয়ারা, কিছু ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার জন্য জারের উপর চাপ দিতে লাগিল। আগষ্ট মাসে জার গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন, একটি পরামর্শ-পরিষদ গঠিত হইবে (বুলিজিন শাসনতন্ত্র নামে অভিহিত), ঐ পরিষদে জমিদারেরা প্রাধান্য লাভ করিলেন। এই ঘোষণায় জনসাধারণ শান্ত হওয়া দূরের কথা, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রতিবাদস্বরূপ কৃষকেরা জমিদারদের দুই হাজার খামার বাড়ী ধ্বংস করিল। বিভিন্ন জিলার এক তৃতীয়াংশে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিল।

সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোএ ছাপাখানার শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিল। রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। অক্টোবর মাসে মস্কো-কাজান রেলপথের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই ধর্ম্মঘট টেলীগ্রাফ্ বিভাগ, কারখানা এবং খনি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। ছাত্র, উকীল, ইঞ্জিনিয়র সকলেই ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মঘটে সমগ্র দেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। গভর্ণমেণ্ট পঙ্গু হইয়া পড়িল।

১৯০৫-এর ৩০শে অক্টোবর ভীতি-বিহ্বল জার এক ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রতিশ্রুতি দিলেন,—"সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, বিবেক, বক্তৃতা ও সভাসমিতির স্বাধীনতা" এবং একটি আইন-পরিষদ (ডুমা)। অবশ্য ইহার মধ্যেও বহু রক্ষাকবচ ছিল। আইন-পরিষদ নিজেদের ইচ্ছামত আইনের পাণ্ডুলিপি পরিষদে পেশ করিতে পারিবে কিনা, সরকারী চাকুরীয়াদের উপর পরিষদের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে কিনা,

এ সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রে কিছু উল্লেখ করা হইল না। আসলে ইহা ভাষার মারপ্যাচে জমিদার-নিয়ন্ত্রিত বুলিজিন-শাসনতন্ত্রের একটা রকমফের সংস্করণ মাত্র।

এই কালে জার স্বয়ং কি ভাবে চিন্তা করিতেন তাহা বুঝিবার জন্ম আমি স্তর বার্ণাড্ পারিসের "রুশ রাজতন্ত্রের পতন" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে, ঘোষণার দুই দিন পূর্ব্বে জার তাঁহার মাতার নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন,—সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমরা যখন জারস্কোতে একত্র ছিলাম, জানুয়ারীর সেই দিনগুলির কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। কি নিরানন্দের দিনগুলি! কিন্তু এখন যাহা ঘটিতেছে, তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। * * মস্কৌতে কত সভাসমিতি হইতেছে,—ডুরনোভো অনুমতি দিতেছে, আমি জানিনা কেন সে অনুমতি দিতেছে। * * ঈশ্বর জানেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কি ঘটিতেছে। সকল রকম ভবঘুরে ও বদমাইসের দল রাস্তায় জড়ো হইতেছে, দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছে, কেহ ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। * * * সংবাদগুলি পড়িলে আমার গায়ে যেন জর আসে। * * * কিন্তু মন্ত্রীরা দ্রুত সিদ্ধান্তের সহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিবর্ত্তে, ভয়ার্ত্ত মুরগীর মত কাউন্সিলে জমা হয় এবং কক্ কক্ করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলের ঐক্যবদ্ধ নীতির বুলি কপচায়। * * ট্রিপভ তাহার ঘোষণায় জনসাধারণকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছে যে, অশান্তি সৃষ্টির প্রত্যেকটি চেষ্টা নির্ম্মমভাবে দলন করা হইবে। * * * গ্রীষ্মকালের ঝটিকার পূর্ব্বাহ্নে মানুষের মনে ঐ ভাবেরই উদয় হয়।

"এই ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার মধ্যে আমি সর্ব্বদাই উইটির (witte) সহিত মিলিত হই। আমরা প্রায়ই প্রত্যুষে মিলিত হই, সন্ধ্যার পর পরস্পরের নিকট বিদায় লই। * * * এখন কেবল মাত্র দুইটি পথ। একজন শক্তিমান সেনাপতি খুঁজিয়া বাহির করা, যে নিছক বাহুবলে বিদ্রোহ বিচূর্ণ করিবে···ইহার অর্থ হইল রক্তগঙ্গা বহাইয়া দেওয়া এবং পরিণামে আমরা যেখানে আছি, সেইখানেই থাকিব। অন্যপথ হইল জনসাধারণকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা দেওয়া, আইন-পরিষদ মারফৎ আইন প্রণয়ন—এক কথায় শাসনতন্ত্র প্রদান। উইটি এই শেষোক্ত পথ জোরের সহিত সমর্থন করে। * * আমি যত লোকের সহিত পরামর্শ করি, তাহাদের প্রায় সকলেরই ঐ মত। উইটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, তাহার কাজে যদি হস্তক্ষেপ না করা হয় এবং তাহার কর্ম্মতালিকা যদি অনুমোদন করা হয়, তাহা হইলে সে মন্ত্রীমণ্ডলীর সভাপতি হইতে রাজী আছে। * আমরা দুইদিন আলোচনার পর ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আমি স্বাক্ষর করিয়াছি। * * কি অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আমি এই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছি (অবশ্য সচেতন মন লইয়াই করিয়াছি) তাহা তারে বিশদভাবে জানাইতে পারি নাই। একান্ত অনুগত ট্রিপভ ব্যতীত আমি আর কাহারও উপর ভরসা রাখিতে পারি না। লোকে যাহা চাহিতেছে, তাহা না দিয়া উপায় নাই। * * সমস্ত মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতেছে। আমাদের নূতন মন্ত্রী খুঁজিতে হইবে কিন্তু উইটি তাহা দেখিবে। আমাদের চারিদিকে বিপ্লব, শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িয়াছে,—প্রধান বিপদ ইহাই।"

২৬শে অক্টোবর সেণ্টপিটার্স্‌বার্গে সোভিয়েট শ্রমিক ডেপুটিরা প্রথম এক সভায় সমবেত হইলেন। ইহা এক অভিনব দৃশ্য। এই সম্মেলন বেআইনী এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত; নিয়মতান্ত্রিক ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন দমনের প্রত্যক্ষ ফল। দমননীতির ফলে আন্দোলন গোপন পথে সমস্ত কলকারখানায় প্রবেশ করিয়াছে। সেখান হইতে প্রতি এক হাজার শ্রমিকের একজন করিয়া প্রতিনিধি আসিয়াছে। এই সম্মেলন বলশেভিকেরা আহ্বান করে নাই, নেতৃত্বও তাহাদের হাতে ছিল না। আইনজীবী চৌথ্‌টালেভ লোসাব ইহার সভাপতি এবং লিও ট্রট্‌স্কী ইহার সহকারী সভাপতি। ট্রট্‌স্কী সভার দিনই সেণ্টপিটার্স্‌বার্গে আসিয়াছিলেন। একশত কারখানা হইতে ২২৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল। সম্মেলনে যে সকল সোশ্যাল ডিমোক্রাট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মেনশেভিক। সম্মেলনে আট ঘণ্টা কাজের সময়, গণপরিষদ এবং জনসাধারণকে সশস্ত্র করার প্রস্তাব গৃহীত হইল। সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ বা ক্ষমতা অধিকারের জন্য এই কালে ব্যগ্র ছিল না। সোভিয়েট জনসাধারণকে

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা সশস্ত্র মিলিসিয়ার গঠনের দাবী ছিল, কিন্তু এই কালে সোভিয়েট কেবল রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট পরিচালনের সংগঠন ছিল।

জারের ঘোষণাপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টপিটাসবার্গের ধর্ম্মঘট দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই উহার অবসান ঘটিল। কিন্তু ১৩ই নভেম্বর সংবাদ আসিল ক্রোনস্টাডের নাবিকেরা বিদ্রোহ করিয়াছে এবং পোলাণ্ডে সামরিক আইন জারী হইয়াছে। এক লক্ষ শ্রমিক কাজ বন্ধ করিল। ধর্ম্মঘট টেলীগ্রাফ শ্রমিকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিলেন, সোভিয়েটের সভাপতি ধৃত হইলেন এবং ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় সমস্ত সোভিয়েট সদস্যই গ্রেফ্‌তার হইলেন। গভর্ণমেণ্টের এই আচরণে মস্কৌ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ২০শে ডিসেম্বর মস্কৌ সোভিয়েট সাধারণ রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিল। এখানে সোভিয়েটের নেতৃত্ব, সোশ্যাল ডিমোক্রাট পার্টির বলশেভিক অংশের হাতেই ছিল। তাহারা সশস্ত্র প্রতিরোধের আয়োজন করিল। দুইদিন পরে রাজপথগুলিতে অবরোধ রচনা করিয়া আট সহস্র সশস্ত্র শ্রমিক জার সৈন্যদলকে বাধা দিল। বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিতে পারে এই আশঙ্কায় মস্কৌ গ্যারিসনের সৈন্যদলকে ব্যারাকে আটক রাখা হইল। গভর্ণমেণ্ট সেণ্টপিটাসবার্গ হইতে সেমেনোভস্কী সৈন্যদল আনিয়া এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমন করিয়া ফেলিল। ১৯০৫ সালের বিদ্রোহের ইতিহাসে মস্কৌএর অভ্যুত্থানই সর্ব্ববৃহৎ ঘটনা। এই বিদ্রোহ কেবল শত শত নগরেই আবদ্ধ ছিল না, কৃষক, সেনাদল এবং পরাধীন জাতিগুলির মধ্যেও ইহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই বিদ্রোহে ৪ সহস্র হত এবং দশ সহস্র আহত হইয়াছিল।

দেশব্যাপী বিদ্রোহের এই আলোড়নের মধ্যে ষ্টালিন কোথায় ছিলেন? ষ্টালিনের শত্রু এবং সমালোচকেরা পরবর্ত্তীকালে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে ষ্টালিন কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে লেনিন, ট্রট্স্কী এবং অন্যান্য অনেকে "১৯০৫" সালের কথা লিখিবার সময় বিশেষভাবে সেণ্টপিটাস্‌বার্গ ও মস্কৌ এবং সৈন্যদল ও নৌ-সেনাদের

কার্য্যকলাপের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। অন্যান্য বিপ্লব-কেন্দ্রগুলির কথা প্রসঙ্গত উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত সরকারী সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসেও এই ধারারই অনুসরণ করা হইয়াছে। একথা সত্য যে সেণ্টপিটার্স্‌বার্গ ও মস্কো রাশিয়ার এই দুই প্রধান নগরই বিদ্রোহে সর্ব্বাধিক অগ্রসর হইয়াছিল। কাজেই ব্যক্তিবিশেষ বিপ্লবীদের মধ্যে ঐ দুই সহরের নেতারাই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের কার্য্যকলাপ গুপ্ত এবং যাহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আন্দোলন পরিচালন করেন, সাধারণতঃ তাঁহাদের নাম প্রচারিত হয় না। প্রচারকার্য্য ও সংবাদ-পত্রের রটনার আলোকে ইঁহাদের দেখা যায় না। ইঁহারা সে আলোকের বাহিরে থাকেন।

ষ্টালিন রাজধানীতে ছিলেন না। জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবার মত বাগ্মিতাও তাঁহার ছিল না। ১৯০৪-০৫এ তিনি সেণ্টপিটার্স্‌বার্গ হইতে বহুদূরে ককেসাসেই ছিলেন। কিন্তু ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ককেসাসেই প্রধানতঃ সংঘর্ষের সূচনা হয় এবং এই ককেসাসেই ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সর্ব্বাধিক সাফল্য লাভ করে। নির্ব্বাসন হইতে ফিরিবার পর হইতেই পুলিশের চরদের বেড়াজাল এড়াইয়া ফেরারী আসামীর মত তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছে। সেণ্টপিটার্সবার্গের অক্টোবর ধর্ম্মঘটের বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি আলভাটারের গুপ্ত ছাপাখানা হইতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অবেদন করিয়া ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। ১৯০৫ সালের ১৫ই জুলাই পার্টির পত্রিকা "প্রোলেটারিয়েটিস্ ব্রডজোলা"য় তাঁহার "সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং আমাদের কর্ম্মকৌশল" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা মারফৎ তিনি মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারকার্য্য করিয়াছেন, কেননা, সুবিধাবাদী মেনশেভিক দলই ককেসাসে প্রবল ছিল।

১৯০৫ সালে ষ্টালিন ককেসাসের বৈপ্লবিক আন্দোলনে নেতার ভূমিকাতেই অভিনয় করিয়াছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ বলশেভিক দলকে তিনি বহু বিঘ্নের মধ্য দিয়া প্রশংসনীয় ভাবে পরিচালিত করিয়াছেন। অক্টোবর মাসে টিফ্‌লিসের

নাদজানাদেবীতে এক সভায় ষ্টালিনের বক্তৃতা সম্পর্কে সভায় উপস্থিত একজন দর্শক পরে লিখিয়াছেন,

"* * * এমন সময় কমরেড্ কোবা (ষ্টালিন) মঞ্চের উপর উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের একটি বদ্ অভ্যাস হইয়াছে, অতএব আমি স্পষ্ট ভাষায় তোমাদের সাবধান করিয়া দিতে চাহি। যে কেহ তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হউক আর যাহাই বলুক না কেন, তোমরা সকলকেই উৎসাহের সহিত আনন্দধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া থাক। যদি কেহ বলে "স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হউক"—তোমরা করতালি দাও। যদি কেহ বলে "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক"—তোমরা করতালি দাও। ভাল কথা। কিন্তু যখন কেহ আসিয়া বলে, "অস্ত্রশস্ত্র নিপাত যাউক"—তখনও তোমরা করতালি দাও। অস্ত্র ব্যতীত কোন বিপ্লবের সাফল্যের সম্ভাবনা কোথায়? যে বলে যে, "অস্ত্রশস্ত্র নিপাত যাউক" সেই বা কেমন বিপ্লবী? এমন কথা যে বক্তা বলে সে টলষ্টয়-পন্থী হইতে পারে, কিন্তু বিপ্লবী নহে। সে আর যাহাই হউক, সে বিপ্লবের শত্রু, সে জনসাধারণের শত্রু। * * জয়লাভ করিবার জন্য আমাদের আবশ্যক কি? আমরা তিনটি জিনিষ চাই, ইহা তোমরা ভাল করিয়া বোঝ এবং অনুধাবন কর—প্রথম অস্ত্রশস্ত্র, দ্বিতীয় অস্ত্র, তৃতীয় অস্ত্র এবং আরও অস্ত্র।"

ইহা অবশ্য শব্দঝঙ্কারপূর্ণ বড় রকমের বাগ্মিতা নহে; এই শ্রেণীর স্পষ্ট সরল কথা সহজেই শ্রোতাদের মধ্যে অতি স্বল্পবুদ্ধির লোকও সহজে বুঝিতে পারে। ১৯০৫এর নভেম্বর মাসে ষ্টালিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা ককেসিয়ান ফেডারেশনের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। বাকু, টিফ্লিস্, বাটুম, গুরিয়া প্রভৃতি স্থানের সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক লেবার পার্টির প্রতিনিধিরা যোগ দিলেন। গুরিয়া সোভিয়েট সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ছিল এবং ইহাকে দমন করিতে সর্ব্বাধিক সময় লাগিয়াছিল। এই সোভিয়েট কয়েক সপ্তাহ জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

ডিসেম্বর মাসে ষ্টালিন ফিনল্যাণ্ডের টামারফোর্সে নিখিল রাশিয়ান বলশেভিক সম্মেলনে যোগদান করিলেন। এইখানেই লেনিনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ

এবং সম্মেলনের রাজনৈতিক সমিতিতে তিনি অন্যতম পরামর্শদাতারূপে স্থান লাভ করেন। যাহাতে প্রতিনিধিরা অতি শীঘ্র স্ব স্ব অঞ্চলে ফিরিতে পারেন, সেইজন্য সম্মেলনের কাজ দ্রুত সমাধা করা হইল। লেনিন সেণ্টপিটার্সবার্গে ফিরিয়া গেলেন। ষ্টালিন ককেসাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সম্মেলনে পার্টির কেবল বলশেভিক সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন; এবং ষ্টালিন পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার পর হইতেই লেনিনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ষ্টালিন ককেসাস ত্যাগ করেন নাই, বিদেশে নির্ব্বাসিতের জীবনও যাপন করেন নাই। তিনি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা লইয়া লেনিনের নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯০৫এর বিদ্রোহের ব্যর্থতায় যাঁহারা ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই, ষ্টালিন তাঁহাদের অন্যতম। "গৃহহীন পারিবারিক জীবনহীন" ষ্টালিনেব একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য—ভাবী গণবিপ্লব।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর

মস্কোএর বিদ্রোহীদের পরাজয়েই ১৯০৫এর বিদ্রোহের অবসান হইল না। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যে বিপ্লব শত শিখা মেলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিভিতে ১৯০৭ সাল অতিবাহিত হইল। ইহা বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ দুইই। স্বেচ্ছাচারী আত্মম্ভরী জার এবং তাঁহার নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর কর্ম্মচারীদের পাশবিকতার বিরুদ্ধে বহু স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রজাবিদ্রোহের গতি, প্রকৃতি ও কারণ বুঝিবার মত হৃদয় ও মস্তিষ্ক জার এবং শাসকশ্রেণীর ছিল না।

বল্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের ষোল কোটি নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের মালিক স্বেচ্ছাচারী জারের ক্ষমতা অবাধ অপ্রতিহত। কিন্তু এই অতি সাধারণ মানুষটি যদি জার না হইয়া পশ্চিম ইয়োরোপের একজন মফঃস্বলের ভূস্বামী বা উচ্চমধ্যশ্রেণীর সঞ্চিত বিত্তের সুদ ও মুনাফা লইয়া স্বচ্ছল জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্ব্বোধ ও সুন্দরী স্ত্রীকে লইয়া একজন ভদ্র ব্যক্তিরূপে সুখেই থাকিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জার নিকোলাস হইলেন জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের পুত্র—বংশের ধারায় উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সম্রাট। স্থৈরন লোভী বিলাসী পারিষদমণ্ডলীবেষ্টিত জারের দ্রুত পরিবর্ত্তিত সমাজ-জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সমসাময়িক কালের প্রতি দায়িত্ব পালন করিবার মত যোগ্যতাও তাঁহার ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত কোন পরিচয় ছিল না। পশ্চিম ইয়োরোপের ভাঙ্গা-গড়ার প্রতি রাশিয়ান অভিজাত ও শাসকশ্রেণীও ছিলেন উদাসীন। জাগতিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীর যদি কিছুমাত্র ধারণা থাকিত, তাহা হইলে

পরম্পরাগত ক্ষমতা অন্ধের মত অক্ষম হস্তে পরিচালনা করিবার পরিবর্তে, নিকোলাস নিয়মতান্ত্রিক সম্রাট হইতেন এবং জমিদার ও উদীয়মান পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের সাহায্যে পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া, বৈধপ্রথায় কৃষক ও শ্রমিকের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন।

কিন্তু এভাবে চিন্তা করিবার মত মানসিক গঠন তাঁহার ছিল না। বিপাকে পড়িয়া তিনি কিছু অধিকার দিতেন, আবার চাপ কমিয়া গেলেই তাহা প্রত্যাহাব করিতেন। মন্ত্রীদের নিযুক্ত বা পদচ্যুত কবিবার ব্যাপারে তিনি কোন কৈফিয়ৎ বা যুক্তি দিতেন না। তাঁহার একমাত্র ভরসার নিরাপদ নির্ভরতার স্থল ছিল পুলিশের বড়কর্ত্তা ট্রিপভ। এই মানুষটি "পুরাতন প্রথায়" "বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবাঞ্ছিতদের সরাইতে" এবং জনসাধারণকে নতজানু রাখিবার বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিল। একজন স্বেচ্ছাচারী সম্রাট তাঁহার দুর্ব্বলতা ঢাকিবার আশ্রয় খুঁজিতেন এবং বিশ্বস্ত ট্রিপভ তাহা বুঝিয়া, সম্রাটকে বলিতেন, "কসাকসৈন্য থাকিতে শঙ্কা কি!" গভর্ণমেণ্ট পরিচালক উইটি বা তাহার মত চতুর রাজনীতিকদের উপর তাঁহাব কোন ভরসা ছিল না।

উইটি যেমন চতুর ছিলেন, তেমনি ছিলেন ছলনাপটু। তিনি এমন ভাব দেখাইতেন, যেন তিনি জনমতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রকৃত অধিকার দিতেছেন, কিন্তু আসলে তাহা ছায়া, কায়া নহে। ১৯০৫-এর অক্টোবরের জারের ঘোষণা উইটির রচনা। উহা শাসনতন্ত্রের শাঁসহীন খোসা মাত্র। কিন্তু জার ইহাও দিতে চাহিলেন না। তাঁহাব অভিপ্রায় এই, ট্রিপভের মত একদল লোক পাইলে তিনি পিতৃপুরুষের অব্যাহত শাসন বজায় রাখিতে পারিবেন। ট্রিপভ অবশ্য "ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড্স" নামক গুণ্ডার দল লইয়া সামাজিক আলোড়ন বন্ধ করিবাব চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সময়েব গতিরোধ করিবার সামর্থ্য কোন মানব বা দানবের নাই। জার চাপে পড়িয়া কিছু অধিকার দিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিকেই তিনি দুর্দ্দৈব বলিয়া মনে করেন।

এতৎসত্ত্বেও জারেব ঘোষণায় অনেকে উদারনীতির একটা নবযুগের সন্ধান পাইলেন এবং নূতন নূতন দল গজাইয়া উঠিল। জেমস্টভোস সম্মেলনেব পব

নিয়মতান্ত্রিক ডিমোক্রেটিক পার্টি (ক্যাডেট্ পার্টি নামে পরিচিত) গঠিত হইল। ইহা পুঁজিপতিদের উদারনৈতিক দল—ঘটনার সুযোগে দাঁও মারিবার জন্য ব্যাকুল। জারের ঘোষণা সমর্থন করিবার জন্য আর একটি দল "অক্টোবরিষ্ট পার্টি" নাম ধারণ করিল। যাহারা জারের ধাপ্পাবাজী উত্তমরূপে জানিত, তাহারা গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাসের নেতৃত্বে "ইউনিয়ন অফ্ রাশিয়ান পীপ্ল" দল করিয়া স্বৈরশাসন সমর্থন করিতে লাগিল। দলের নেতারা জারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। জার খুসী হইয়া মনের দুয়ার খুলিয়া দিলেন। তাঁহার স্বৈরশাসনদণ্ড ত্যাগের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, কেননা,—"ইহা ধর্ম্মের বিধান"। ডুমার অধিবেশনের পূর্বেই তিনি কতকগুলি মৌলিক আইন প্রণয়ন করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য প্রমাণ করিলেন। ঐ পীপলস্ পার্টি, ব্ল্যাক হ্যাণ্ড্‌স দল দিয়া অত্যাচার বিশেষ ভাবে ইহুদী পীড়ন সুরু করিল। পরবর্ত্তীকালের নাৎসী ফাসিষ্টদল, এই দলেরই জারজ সন্তান—উভয়ের কার্য্যপদ্ধতিতে বহু ঐক্য ছিল। এই দলের কার্য্যকলাপ সর্ব্বাংশে জারের রাজনৈতিক আদর্শের সহিত না মিলিলেও, ইহাদের কাজ ও দলের প্রতি তাঁহার প্রচুর সহানুভূতি ছিল। ঘোষণাপত্রও প্রচারিত হইবার দিন ইহারা একশত অত্যাচার করিবার পরোয়ানা (Pogroms) জারী করে এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করে।

প্রথম ডুমার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যে "মৌলিক আইন" প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছিল, সম্রাটের ক্ষমতা অব্যাহত ও অটুট থাকিবে এবং মন্ত্রীরা জারের নিকট দায়ী থাকিবেন, পার্লামেন্টের নিকট নহে। ৮৭ ধারা অনুসারে প্রয়োজনবোধে গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্ট বন্ধ থাকাকালেও স্বাধীন ভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন, তবে ডুমার পরবর্ত্তী অধিবেশনে দুই মাসের মধ্যে উহা অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হইবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি এবং মুদ্রা-নীতি থাকিবে জারের খাসবিভাগ। ডুমার অধিবেশনের পূর্ব্বে "অশান্তি" ঘটিতে পারে অনুমান করিয়া প্রধান মন্ত্রী উইটি ফ্রান্সে প্রচুর টাকা ধার করিলেন এবং জার যদি বিদ্রোহের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারেন

এই আশঙ্কায় জার্ম্মান-সম্রাট কয়েকখানি ক্রুজার এবং দুই স্কোয়াড্রন টর্পেডো বোট জারের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল, নিকোলাস, উইটিকে মোটেই বিশ্বাস করিতেছেন না; কোন সরকারী দলিল তাঁহাকে দেখাইবার পূর্ব্বে জার সর্ব্বাগ্রে ট্রিপভকে দেখাইতেন; অর্থাৎ ট্রিপভই কার্য্যত জারের মন্ত্রী ছিলেন।

পুলিশ ও মিলিটারীর জুলুমবাজীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দ্বারা ডুমার নির্ব্বাচন শেষ হইল। সেণ্ট পিটার্সবার্গে ১৯০৬-এর ১০ই মে ডুমার অধিবেশন হইল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে উইটি পদচ্যুত হইলেন এবং জারের মনমত গোরেমিয়েকিন হইলেন প্রধান মন্ত্রী। ইনি প্রতিনিধিদের খোলাখুলি ভাবে বলিলেন,—"সম্রাটের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম তো বটেই, আপনাদের পক্ষে বিপজ্জনকও হইতে পারে।" কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডুমার অপমৃত্যু ঘটিল।

ক্ষণস্থায়ী পার্লামেণ্টের পতনের পর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। রাশিয়ার রাজনৈতিক ভাগ্যগগনে ষ্টোলিপিন নামক এক নূতন ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল। প্রাদেশিক গভর্ণররূপে ইহার যোগ্যতার খ্যাতি ছিল। ষ্টোলিপিন মন্ত্রী হইয়াই "শৃঙ্খলা স্থাপনের" জন্য মহোৎসাহে দমননীতির ষ্টীম-রোলার চালাইয়া জারের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। অল্প দিনেই গোরেমিয়েকিনকে সরাইয়া ইনি প্রধান মন্ত্রী হইলেন—একদিকে বিপ্লবী ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার উচ্ছেদ ও অন্যদিকে সংস্কার ইহাই হইল তাঁহার নীতি। ডুমার অধিকাংশ সদস্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ইনি ব্যাপক ভাবে সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্রুত বিচারপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিলেন এবং ৮৭ ধারা অনুযায়ী কৃষকদের জন্য কিছু সংস্কার করিলেন।

যে ডুমার জন্য তিনি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত, ক্ষমতা রক্ষা করিতে হইলে সেই পার্লামেণ্টারী খেলাঘর প্রয়োজন। তিনি পূর্ব্বের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দ্বারা আর একটি ডুমা সৃষ্টি করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোটাধিকার আরও সঙ্কুচিত করিয়া একটি আইন প্রণয়ন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এই অসুবিধাজনক

দ্বিতীয় ডুমা শীঘ্র মরিতেছে না দেখিয়া তিনি পুলিশের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইলেন।

১৯০৭-এর ৫ই মার্চ্চ দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন হইল। এবার ৬৫ জন সোশ্যাল ডিমোক্রাট প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ; পুলিশের পক্ষে ইহা অসহ্য। জারকে হত্যা করিবার জন্য সোশ্যাল ডিমোক্রাট ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা ষড়যন্ত্র করিয়াছে, এমন একটা ভিত্তিহীন ব্যাপার পুলিশ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। পরে জানা গেল, পুলিশ হেড্ কোয়াটারেই এই বৃহৎ ধাপ্পাবাজী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ; কিন্তু তখন বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এই কৌশলময় শাঠ্যের ফল ফলিল। ডুমা সম্রাটকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে এই অপবাদ দিয়া জার এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন এবং ১৯০৭-এর ৩রা জুন ডুমা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ৬৫ জন সোশ্যাল ডিমোক্রাট ডেপুটিকে গ্রেফ্তার করিয়া সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইল। তারপর নূতন নির্ব্বাচনের আইন ঘোষিত হইল। সকল শ্রেণীর ভোটাধিকারের ছলনার আবরণ রহিল না। কেবল মাত্র পল্লী অঞ্চলের ভদ্রলোকেরাই ভোটার হইলেন। বহু নগরের কোন প্রতিনিধিই রহিল না। ১৯০৭ সালের শরৎকালে তৃতীয় ডুমা নির্ব্বাচিত হইল। ইহার ৪৪২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৮ জন ছিলেন সোশ্যাল ডিমোক্রাট। ইহা ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল। তারপর যে ৪র্থ ডুমা নির্ব্বাচিত হয়,—হইাতে ৬ বলশেভিক ও ৭ জন মেনশেভিক সদস্য ছিল ; ইহারা সকলেই সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন এবং এই ৪র্থ ডুমা ১৯১৭-র বিপ্লব-তরঙ্গে ভাসিয়া যায়।

এইভাবে জার, লম্পট রাসপুটিন সহ তাঁহার পরামর্শদাতাদের লইয়া পার্লামেণ্ট রাজনীতির স্বাভাবিক বিকাশকে বারম্বার অবরুদ্ধ করিয়াছেন। একদিকে রক্ষণশীল সুলভ রাজনীতিক পরিবর্ত্তনে অনিচ্ছা, অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন রোধ করিবার অক্ষমতা, পাশাপাশি চলিয়াছে। যে ষ্টোলিপিন দৃঢ়হস্তে রাজনৈতিক বিপ্লব দমনের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই আবার কৃষিব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিয়া সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস

করিয়াছেন। যে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা জারতন্ত্রের ভিত্তি, তিনি সেই ভিত্তিমূলে আঘাত করিলেন। ইহার ফলে পল্লীর ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন হইল। বৃহৎ জমিদারীর পরিবর্ত্তে জোতদার শ্রেণীর (কুলাক) আবির্ভাব ঘটিল এবং ইহারা অল্পদিনেই প্রায় দশলক্ষ কৃষককে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরে পরিণত করিল। জোতদার শ্রেণীর মধ্যে স্বচ্ছলতার ফলে, কলকারখানার পণ্যের চাহিদা বাড়িল, ক্রমবিস্তৃত কলকারখানা সস্তায় মজুর খাটাইয়া ঐ চাহিদা মিটাইতে লাগিল।

সহরে ধনতন্ত্র ফাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কলকারখানার বিস্তৃতির সঙ্গে বিদ্রোহের গোড়ার দিকে শ্রমিকেরা যেসব সুবিধা পাইয়াছিল, তাহাপেক্ষা বেশী কিছু করা হইল না। ১৯০৫এ শ্রমিকেরা দশ ঘণ্টা খাটুনী, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, বক্তৃতা সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। ১৯০৮ সালে দেখা গেল ১২ ঘণ্টা খাটুনী, শতকরা ১৫৲ টাকা মজুরী কম, কথায় কথায় জরিমানা এবং ট্রেড ইউনিয়ন দাবাইবার চেষ্টা। ১৯১২ সালের শ্রমিক ও মালিকের সংঘর্ষের সময় ১৯০৫এর সুবিধাগুলি প্রায় অন্তর্হিত হইল।

মস্কৌএর ডিসেম্বর উত্থানের পর বৈপ্লবিক শ্রমিক-শক্তি একদিনে পরাজিত হয় নাই। তাহারা প্রাণপণে লোভী পুঁজিপতি এবং জারের শাসকশক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। ১৯০৫ সালে ১৪ হাজার ধর্ম্মঘটে ২৯ লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়াছিল। ১৯০৬ সালে ৬,১০০ শত ধর্ম্মঘটে ২১ লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়াছিল। ১৯০৭ সালের ৩,৬০০ শত ধর্ম্মঘটে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক যোগ দিয়াছিল। এই বৎসর ১,৬৯২ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, এবং ৭৪০ জনের ফাঁসীর সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। ষ্টালিনের কর্ম্মক্ষেত্রে টিফ্‌লিস ও কুলতাই হইতে ৩,০৭৮ জনকে নির্ব্বাসিত করা হয়। ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমান সামরিক আদালতের বিচারে ও পিটুনী পুলিশের সফরে কত সহস্র ব্যক্তির জীবন গিয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। এক দিকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিপ্লবের আবর্ত্ত, অন্যদিকে জার গবর্ণমেণ্টের দমননীতি—

১৯০৫-০৯এর মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা ৮৫ হাজার হইতে দুই লক্ষে পৌঁছিল। পুলিশ গোয়েন্দা ও সৈন্যদলের পীড়ন নীতির সহিত একদল জারভক্ত কাল মুখোস পরিয়া (ব্ল্যাক্ হাণ্ড্রেড্স্) হত্যা ও দস্যুবৃত্তি অবাধে চালাইতে লাগিল। সাম্রাজ্ঞীর করধৃত পুত্তলিকা অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ জার খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ও অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঘোষণা করিলেন, কাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে না, তাঁহার নিকট যেন কেহ মুক্তিভিক্ষা করিতে না আসে।

সোশ্যাল ডিমোক্রাট শ্রমিক আন্দোলনের উপর যে আঘাত আসিল, তাহা প্রতিবোধ করিবার মত শক্তি নবীন বলশেভিক বিপ্লবীদের ছিল না। সংস্কারপন্থী ধনিকশ্রেণীব ক্যাডেট্‌দল ছাড়াও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদল এবং পপুলিষ্ট দল এই আলোড়নে দূরে সরিয়া গেল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব আসিল সোশ্যাল ডিমোক্রাটদেব হাতে। ইহারা দুইদলে বিভক্ত—বলশেভিক ও মেনশেভিক। দুই দলই পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস কবিতে লাগিল। বলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে পার্টির বনিয়াদ দৃঢ় কবিতে লাগিলেন। এই সংঘর্ষে মেনশেভিক দলেরও শত সহস্র কর্ম্মী কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত এবং হতাহত হইযাছিল। কয়েকজন মেনশেভিক নেতাব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু বিদ্রোহের পরাজয় ও তীব্র দমননীতিতে মেনশেভিকরা ডিসেম্বর বিদ্রোহকে "গুরুতর ভ্রম" এবং নৈরাশ্যেব প্রতিক্রিয়া বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। এবং ব্যর্থতার জন্য বলশেভিকদের দায়ী করিতে লাগিল।

পরাভব মানিব না, এই দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া লেনিন, ধ্বংসাবশিষ্ট দলকে পুনরায় কেন্দ্র-সংহত করিতে লাগিলেন। অনুরূপ মনোভাব লইয়া ষ্টালিনও ককেসিয়ায় মেনশেভিকদের সমালোচনার সম্মুখীন হইলেন। ব্যর্থ হইলেও বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতা অল্প নহে। ১৯০৫এর বিদ্রোহ ভাবী সর্ব্বগ্রাসী বিপ্লবের ভূমিকামাত্র—অতএব শ্রমিকশ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগ্রামশীল করিয়া তুলিবার জন্য বলশেভিকরা প্রস্তুত হইলেন। অন্যদিকে মেনশেভিকরা সশস্ত্র

বিদ্রোহের আয়োজনের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই সময় লেনিন রাশিয়ার বাহিরে ছিলেন। বলশেভিকদের মনোবল রক্ষার জন্য ষ্টালিন টিফ্‌লিসে এক ইস্তাহারে জানাইলেন, "মেনশেভিকরা বলিতেছে 'প্রলেটারিয়েট' পরাজিত, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারা শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন। আমাদের আন্দোলন পশ্চাতে হটিয়া আসিয়াছে, নূতন শক্তি সংগ্রহ করিয়া আর একবার অর্থাৎ সর্ব্বশেষবার জারের গভর্ণমেণ্টের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য।

কিন্তু মেনশেভিকদের প্রচারের ফলে সমস্ত রাশিয়া এবং ট্রান্সককেসিয়ার শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা দাবী করিতে লাগিল, বলশেভিক মেনশেভিক সকল শ্রেণীর 'সোশ্যাল ডিমোক্রাট' কর্ম্মীরা ঐক্যবদ্ধ হউক। প্রতি-বিপ্লবী মেনশেভিকদের দিক হইতেই ঐক্যের দাবীটা বেশী রকম আসিতে লাগিল। বলশেভিকরা যদিও এরূপ শিথিল ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবুও তাঁহারা মনে করিলেন, এই ঐক্য প্রচেষ্টার সুযোগ লইয়া তর্ক ও আলোচনা দ্বারা তাঁহারা অনেক মেনশেভিক-পন্থীকে দলে আনিতে সক্ষম হইবেন। রাশিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে এইরূপ কতকগুলি ঐক্য-সমিতির বৈঠক হইল। ট্রান্সককেসাসের বলশেভিকরা ষ্টালিনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালের শেষভাগে মেনশেভিকদের সহিত ঐক্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এক প্রস্তাবে ঐক্যের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন কিন্তু সর্ত্ত দিলেন, সঙ্ঘ ও সমিতি গঠনে লেনিনের নীতি অনুসারেই কার্য্য করিতে হইবে।

মেনশেভিকদের বিলাপে কর্ণপাত না করিয়া বলশেভিকরা মার্কসীয় দর্শনের আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে বাস্তব রাশিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, জারের সিংহাসনের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ধনিকশ্রেণী এই সুযোগে ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু তাহাদের শক্তি ও সাহস নাই। জনসাধারণের কিছুটা স্বার্থ সমর্থন করিয়া উদারনৈতিক রাজনীতির ভূমিকায় অভিনয় করিবার মত দূরদৃষ্টি বা যোগ্যতা রাশিয়ার ধনিকশ্রেণীর ছিল না। জনসাধারণের ভয়ে ভীত ধনিকশ্রেণী জমিদারদের

সহিত মিলিত হইয়া জারের স্বৈরশাসনই সমর্থন করিতে লাগিল এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিতে লাগিল। যখন কোন দেশের শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণীস্বার্থসচেতন হইয়া স্বকীয় নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখনই পুঁজিবাদীশ্রেণী বৈপ্লবিক ভূমিকা ত্যাগ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে। এই ঐতিহাসিক সত্য আর একবার প্রমাণিত হইল। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ফাদার গাপনশ্রেণীর নেতাদের পশ্চাতে ফেলিয়া তাহারা নিজেদের দলের পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ। ইহারা সোভিয়েট গড়িয়াছে, শ্রমিক কাউন্সিল গড়িয়াছে এবং চরম ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য সচেতন। সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষকে কেমনভাবে একত্র চালাইতে হয় তাহা শ্রমিক শক্তি দেখাইয়াছে বটে, তবে ইহা যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং ইহার পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্যও ছিল না। ইহা রোষের অভিব্যক্তি—ধীর স্থির পরিকল্পনা নহে। যেখানেই শ্রমিকরা অস্ত্রধারণ করিয়াছে, সেইখানেই তাহাদের যুদ্ধ হইয়াছে আত্মরক্ষামূলক; সামরিক দিক হইতে পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নহে। রণকৌশল এবং রাজপথে যুদ্ধ করিবার মত সঙ্ঘ-শক্তি তাহারা দেখাইতে পারে নাই। সহরের শ্রমিকেরা পল্লীর কৃষকের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, ফলে কৃষকেরাও খণ্ড ও বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত সৈন্যদলের মধ্যে বৈপ্লবিক শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে ষ্টালিন এই অবস্থার তুলনামূলক বিচার করিয়া 'দুইটি সংঘর্ষ' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"বিপ্লবকে জয়ী করিতে হইলে ঐক্যবদ্ধ পার্টি চাই এবং এই পার্টিই সশস্ত্র অভ্যুত্থান নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং আক্রমণের নির্দ্দেশ দিবে।"

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে ষ্টকহল্মে সোশ্যাল ডিমোক্রাট লেবার পার্টির এক অধিবেশন হইল। এই প্রথম ষ্টালিন নিখিল রাশিয়ান সম্মেলনে যোগ দিলেন। টিফ্‌লিস বলশেভিকদলের প্রতিনিধিরূপে ষ্টালিন, "ঈভানোভিচ" এই ছদ্মনামে ছাড়পত্র লইয়া সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই সম্মেলনের নাম দেওয়া হইল "ঐক্য সম্মেলন"। সম্মেলনে ঐক্য অল্পই ছিল। বলশেভিকদের

অনেক সমিতি বিনষ্ট হওয়ায় তাহাদের প্রতিনিধি ছিল কম। মতভেদ সত্ত্বেও মেনশেভিকেরা স্বতন্ত্র দল গঠন করিতে বিরত হওয়ায় কোনক্রমে ঐক্যের ঠাট বজায় রহিল। উভয়দলের মধ্যে মতবাদের দিক হইতে ব্যবধান এত বেশী যে মিটমাট সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু লেনিন এই মতভেদকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বলশেভিকদলকে স্বতন্ত্র স্বাধীন পার্টি বলিয়া ঘোষণা করিলেন না। তিনি অপেক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার মতবাদ ও পথ সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের বুঝাইতে হইবে। স্থানীয় সঙ্ঘগুলিতে, পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতিতে, পার্টির সংবাদপত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত বিচ্ছেদকে স্বীকার করা হইবেনা। তিনি সম্মেলনে বিপ্লবের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন এবং পার্টির মধ্যে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের পার্থক্য শ্রমিক-প্রতিনিধিদের বুঝাইয়া দিলেন।

মেনশেভিকরা নিজেদের মতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার আনন্দে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বিপ্লবের পরাজয়ে তাঁহারা মুষড়িয়া পড়িয়াছেন—ভাবী বিপ্লব আয়োজনে তাঁহারা ভীত। প্লেখানভ, এক্সেলরড, মার্টভ প্রভৃতি প্রভাবশালী মেনশেভিক নেতারা অপূর্ব বাগ্মিতা দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন, এখন সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের উচিত উদারনৈতিকদের সহিত মিলিতভাবে নিয়মতান্ত্রিক পথে কাজ করা। কেননা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রথম কাজ, পরে আসিবে সমাজতন্ত্র।

মেনশেভিকদের প্রস্তাবের প্রতিবাদে ষ্টালিন বলিলেন—"বিপ্লব শক্তি সঞ্চয় করিয়া মাথা তুলিতেছে, আমাদের কর্ত্তব্য ইহাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। কিন্তু কি অবস্থার মধ্যে আমরা উহা করিতে পারিব অথবা করা উচিত হইবে—গণশক্তির আধিপত্য মানিয়া, না মধ্যশ্রেণীর (বুর্জ্জোয়া) গণতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়া? এইখানেই আমাদের মূলনীতির পার্থক্যের আরম্ভ। কমরেড্ মারটিওনভ (মেনশেভিক) তাহার "দুই একনায়কত্ব" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, বর্ত্তমান মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবে প্রলেটারিয়েট বা গণশক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব বিপজ্জনক কল্পনা। গতকল্যের বক্তৃতায় তিনি এই কথাই বলিয়াছেন।

এই বক্তৃতা শুনিয়া যে সকল প্রতিনিধি হর্ষধ্বনি করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ মত পোষণ করেন ইহা আমি ধরিয়া লইতেছি। যদি তাহাই হয়, যদি আমাদের মেনশেভিক সহকর্ম্মীদের এই মত হয় যে, গণশক্তির আধিপত্যের পরিবর্ত্তে গণতন্ত্রী মধ্যশ্রেণীর প্রভুত্বেরই আমাদের এখন প্রয়োজন, তাহা হইলে, তাহার সরল অর্থ এই যে, আমরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে কোন প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিব না। ইহাই মেনশেভিকদের "কার্য্যক্রম"। অন্যদিকে প্রলেটারিয়েট যদি অনাগত বিপ্লবের পশ্চাতে না থাকিয়া সম্মুখের ভূমিকায় অভিনয় করে তাহা হইলে সে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনের সক্রিয় দায়িত্ব এবং ক্ষমতা হস্তগত করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে পারে না। ইহাই বলশেভিকদের "কার্য্যক্রম"। গণ-শক্তির কর্ত্তৃত্ব স্থাপন না গণতন্ত্রী মধ্যশ্রেণীর আধিপত্য—দলের সম্মুখে ইহাই প্রশ্ন এবং এইখানেই আমাদের পার্থক্য।"

কিন্তু ভোটগণনায় বলশেভিকরা পরাজিত হইলেন। ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থায় সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের কি মনোভাব হইবে? বিতর্ককালে লেনিন বলিলেন, কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য ১৮৬১ সালের তথাকথিত ভূমিদাস মুক্তির আইনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন সমস্ত জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার দাবী তুলিতে হইবে। জারতন্ত্রের উৎ-খাতের পরই ইহা সম্ভব; তখন শ্রমিকদের পক্ষে কৃষকদের সহিত মিলিত হইয়া সমজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তন সহজ হইবে। অতএব জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য শ্রমিকদের সহিত মিলিত হইতে কৃষকদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। মেনশেভিকরা এ প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, বৃহৎ জমিদারীগুলি, স্থানীয় সরকারী কাউন্সিলগুলি তদারক করিবে, কৃষকেরা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাজনা দিয়া জমি লইবে। যে যত বেশী খাজনা দিতে পারিবে, সে তত বেশী জমি পাইবে। বলশেভিকরা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, এই প্রস্তাবে কৃষকদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগিবে না। ইহাতে সমগ্রভাবে কৃষকদের ঐক্যবোধ জাগিবে না।

তাহাদের আন্দোলন, স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ হইবে এবং নগরের শ্রমিকদের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে। কিন্তু মেনশেভিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ডুমা (পার্লামেণ্ট) সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও দ্বিতীয় ডুমার নির্ব্বাচনে সোশ্যাল ডিমোক্রাটরা যোগ দিবেন, দুই দলই এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন কিন্তু পার্টির মধ্যে মূলনীতিগত ভেদ ঘটায় কোন বাস্তব ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইল না। মেনশেভিকরা, বলশেভিকদের বহু ভোটে পরাজিত করিয়া কার্য্যকরী সমিতির অধিকাংশ পদ দখল করিল, পার্টির মুখপত্র "ইস্ক্রা"র সম্পাদক মণ্ডলীতেও তাঁহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেন।

শ্রীমতী সেরাফিমা গোপ্‌নার (ইনি রুশবিপ্লবে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন) তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন,—"এই প্রথম আমি লেনিনকে পরাজিতের ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেখিলাম। কিন্তু তিনি মোটেই দমিয়া যান নাই। ভবিষ্যতের জয়ের কথাই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। বলশেভিকরা একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। লেনিন তাহাদের উৎসাহ দিলেন—বিলাপ করিও না, একদিন আমরা জয়লাভ করিবই, কেননা, আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। বুদ্ধিজীবীদের নৈরাশ্যগুঞ্জন ঘৃণা কর, আমাদের স্বকীয় শক্তির উপর বিশ্বাস রাখ, জয়াশা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও'—এই কথা বলিয়া লেনিন আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা সকলে ভাবিলাম, বলশেভিকদের এই ক্ষণিক পরাজয় পরিণামে সংশয়হীন জয়েরই সূচনা করিবে।"

এই সম্মেলনেই ক্লিম্ ভোরোশিলভের সহিত ষ্টালিনের প্রথম সাক্ষাৎ। ভোরোশিলভ ইউক্রাইন বলশেভিক পার্টির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছেন। এই সুদর্শন সুঠাম যুবক শ্রমিক আন্দোলনে ধর্ম্মঘটের নেতারূপে কিছু খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বয়স ও লেখাপড়ার দিক হইতে ভোরোশিলভ ষ্টালিনের সমকক্ষ না হইলেও উভয়েই শ্রমিক সন্তান এবং লেনিনের অনুরক্ত, দুইজনেই সমান কাজের মানুষ। এই সম্মেলনে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল। বহু বর্ষের গুপ্ত আন্দোলন, নির্ব্বাসন, বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ—কত বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহারা দুইজন আজ রুশিয়ার ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধে বিজয়গৌরবে মণ্ডিত।

ষ্টকহল্‌ম কংগ্রেসের পর ষ্টালিন, বার্লিনে লেনিনের সহিত কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ট্রান্সককেসিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকদিন পরেই বাকুতে ভোরোশিলভ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ষ্টালিন, তাঁহার বিশ্বস্ত জর্জিয়ান বন্ধু ওরজনিকিডজেকে লইয়া বাকুর তৈল-শ্রমিকদের মধ্যে বলশেভিক পার্টির সংগঠন দৃঢ় করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ষ্টালিন ফিরিয়া আসিবার পরই ট্রান্সককেসিয়ার বলশেভিক পার্টি তাঁহাকে নেতৃপদ দিয়া মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিল। "বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং শ্রমিকদলের ঐক্য সম্মেলন" শীর্ষক এক পুস্তিকায় ষ্টালিন ষ্টকহল্‌ম কংগ্রেসের ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। পার্টির কাগজ 'এলভায়' ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু আলভাবার ছাপাখানা আবিষ্কার এবং 'এলভা' পুলিশ বাজেয়াপ্ত করায়, উহা বন্ধ হইয়া যায়।

সোশ্যাল ডিমোক্রাটদিগকে বলশেভিক পার্টিতে আনিবার জন্য তিনি প্রায়ই গুপ্ত সভা আহ্বান করিতেন। এই সকল সভায় তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও বৈপ্লবিক নেতাসুলভ যোদ্ধভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। তাঁহার নিকট জারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। গণশক্তির গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানরূপে বলশেভিক পার্টিকে গড়িয়া তুলিতে ষ্টালিন কৃতকার্য্য হইলেন। সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের মধ্যে মেনশেভিকদের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। সোশ্যাল ডিমোক্রাট লেবার পার্টি শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তখন বলশেভিকরা আর একটি সর্ব্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিল।

১৯০৭ সালের মে মাসে লণ্ডনের ব্রাদারহুড্ চার্চ্চে সোশ্যাল ডিমোক্রাট-দলের পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। এবার ৩৩৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিক পার্টির প্রাধান্য দেখা গেল। এক বৎসরেই বলশেভিক কর্ম্মীদের শ্রমিক সংগঠনে কাজের ফলে চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। এই কংগ্রেস হইতে বাকুতে ফিরিয়াই ষ্টালিন, "জনৈক প্রতিনিধির অভিজ্ঞতা" শীর্ষক এক পুস্তিকা রচনা করেন। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, বিভিন্ন প্রস্তাবের আলোচনা ও ভোটদান-

প্রণালী, মেনশেভিক ও বলশেভিকদের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া ষ্টালিন মন্তব্য করিলেন,—"* * লণ্ডন কংগ্রেসের প্রধান সাফল্য সোশ্যাল ডিমোক্রাট লেবার পার্টির ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি। বলশেভিজম্‌-এর জয় হইয়াছে। আমাদের দলের মধ্যে সুবিধাবাদী মেনশেভিকদের পরাজয় ঘটিয়াছে। এখন হইতে পার্টি শ্রেণীস্বার্থসচেতন সমাজতান্ত্রিক সর্ব্বহারাদের অনুসরণ করিয়া চলিবে। সর্ব্বহারাদের লালপতাকা আর উদারনৈতিক আত্মসম্মোহকদের সম্মুখে নত হইবে না। বুদ্ধিজীবীসুলভ অস্থির চাপল্য যাহা সর্ব্বহারা শ্রেণী ঘৃণা করে—তাহার উপর মর্ম্মান্তিক আঘাত হানা হইয়াছে।"

এই বিবৃতিতে একটি ঘটনা ষ্টালিন যথেষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। পোলাণ্ডের প্রতিনিধি টয়েজ্‌কো বক্তৃতা মুখে বলিলেন, দুই পক্ষই "আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে তাঁহারা দৃঢ়ভাবে মার্কস্‌ পন্থার উপর দণ্ডায়মান। এখানে এমন অনেক আছেন যাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না, মেনশেভিক না বলশেভিক কোনদল মার্কসবাদের উপর দাঁড়াইয়াছেন।" তাঁহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া কতিপয় মেনশেভিক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"একমাত্র আমরাই মার্কসবাদের উপর দণ্ডায়মান।" "না, কমরেডগণ"—টয়েজ্‌কো শ্লেষ করিয়া বলিলেন—"আপনারা দাঁড়াইয়া নাই, আপনারা মার্কসবাদের উপর শুইয়া পরিয়াছেন। কেননা আপনারা সর্ব্বহারাদের শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনে অপারগ ও অক্ষম। আপনারা মহান মার্কসের মহাবাণীগুলি মুখস্ত করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিতে অক্ষম—ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল।"

এই লণ্ডন কংগ্রেসেই ষ্টালিন প্রথম ট্রট্স্কীকে দেখিলেন। উভয়ের মধ্যে কোন আলাপ আলোচনা হইল না, হইবার কথাও নহে। সুদূর ককেসিয়ার একজন স্বল্পপরিচিত কর্ম্মী সম্বন্ধে ট্রট্স্কীর কোন কৌতুহল হইবার কথা নহে। আরও কারণ এই যে তিনি লেনিনের সহিত তর্কযুদ্ধে মশগুল ছিলেন। লণ্ডন কংগ্রেসে তিনি বলশেভিক ও মেনশেভিক উভয়দলের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি একটি মধ্যপন্থীদল গড়িয়া ভেদ নিরসনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সফল হইলেন না।

শ্রীমতী গোপ্‌নার এই কংগ্রেসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,…"এই প্রথম আমি লেনিনকে বিজয়ীর ভূমিকায় দেখিলাম। কিন্তু জয়গর্ব্বে উন্মত্ত হইবার মত নেতা তিনি নহেন। এই জন্য তাঁহাকে অধিকতর সাবধানী ও সতর্ক করিয়া তুলিল। আমরা কতিপয় প্রতিনিধি যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম, তখন তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ আমরা যেন বিজয়ী হইয়াছি বলিয়া চীৎকার না করি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিতে হইবে। বলিলেন, 'মনে রাখিয়ো শত্রু পরাজিত হইয়াছে মাত্র, ধ্বংস হয় নাই।' যে সমস্ত উৎসাহী প্রতিনিধিরা বলিতেছিলেন, এইবার আমরা মেনশেভিকদের শেষ করিয়াছি তিনি তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিলেন, লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কাহারও গর্ব্ব করা উচিত নহে এবং লক্ষ্যে উপস্থিত হইলে গর্ব্ব করিবার কিছুই থাকে না।"

লণ্ডন কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইবার পর প্রতিনিধিরা রাশিয়ায় ফিরিবার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় ডুমা (পার্লামেণ্ট) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং ডুমার ৬৫টি জন সোশ্যাল ডিমোক্রাট সদস্যকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইল। ষ্টোলিপিনের প্রতিক্রিয়াশীল দমননীতি পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। ভ্রাম্যমান হত্যাকারী সৈনিকগণ দ্রুত বিচারাভিনয়ের পর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের গুলী করিয়া মারিতে লাগিল। সহরের শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর প্রত্যাশিত "উদারনীতির বসন্তকালের" পরিবর্ত্তে, বামপন্থী দলগুলির উপর বজ্র ও ঝটিকাসহ বর্ষার বারিধারা নামিয়া আসিল। এই প্রচণ্ড আঘাতে সোশ্যাল ডিমোক্রাট পার্টির অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িল। ১৯০৭এর প্রথমদিকে দেড়লক্ষ সদস্য ক্রমে কমিয়া কয়েক সহস্রে পৌঁছিল। তাহাদের বিষণ্ণ নেতারা মত ও পথ পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিপ্লবের নিন্দা করিয়া পার্টি ভাঙ্গিয়া দিয়া মার্কসবাদ সংস্কারের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিলেন।

দেশব্যাপী রাজনৈতিক নিরুৎসাহের আবহাওয়া জগতের আমূল পরিবর্ত্তন-কামী বিপ্লবীর অগ্নিপরীক্ষা। এরূপ সঙ্কটের মধ্যে বৈপ্লবিক লক্ষ্য অস্পষ্ট

হইয়া যায়, সংস্কারপন্থী নিয়মতান্ত্রিক মতবাদ হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। আমাদের দেশেও দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় বারম্বার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এই সময় বলশেভিক পার্টির মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা পরবর্ত্তীকালে বলশেভিক বিরোধী মেনশেভিক টি, ডান স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে—"পার্টির বলশেভিক অংশ যখন সংগ্রামশীল, দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সঙ্কল্প ও প্রস্তাব সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে অনুসরণ করিয়াছে, তখন মেনশেভিক অংশ আত্মকলহ ও ঔদাসীন্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল।"

পীড়ননীতির প্রতিক্রিয়াজনিত নৈরাশ্যে বিহ্বলের দলে ষ্টালিন নিশ্চয়ই ছিলেন না। বলশেভিক পার্টির নির্দ্দেশে তিনি বাকুতে পার্টি সংগঠনের জন্য ফিরিয়া আসিলেন; ফেরারী কয়েদী ষ্টালিন ১৮ মাস পুলিশ ও গোয়েন্দার চক্ষে ধূলা দিয়া পার্টি সংগঠন করিয়াছেন এবং শ্রমিক দলের সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহারই মত সংকল্পে অটুট সহকর্ম্মীদের লইয়া তিনি পার্টির নেতৃত্বে বাকুর শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে কতকগুলি আপোস রফায় শ্রমিকদের দাবী পূর্ণ করিলেন, ফলে তাহারা বলশেভিক নেতাদের অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ১৯০৭ সালের শেষভাগে যখন সমগ্র রাশিয়ায় রাজনৈতিক অবসাদ দেখা দিয়াছে, তখন বলশেভিক কর্ম্মীদের নেতৃত্বে খনির মজুরেরা কেবল যে তাহাদের কতকগুলি দাবী আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা নহে,—বলশেভিক পার্টির সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্ম্মধারার তাহারাই হইয়াছিল অগ্রদূত।

বাকুর শ্রমিককেন্দ্র, ভবিষ্যৎ রাশিয়ার কর্ণধার ষ্টালিনের শিক্ষাগার। ১৯২৬ সালে টিফ্‌লিসের রেলওয়ে শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন,—"তৈলের খনি মজুরদের মধ্যে দুই বৎসর বৈপ্লবিক কার্য্য আমাকে বাস্তববাদী যোদ্ধা ও নেতারূপে গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে বাকুর প্রগতিশীল শ্রমিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অন্যদিকে মালিকদের সহিত শ্রমিকদের সংঘর্ষ—এই দুই হইতে আমি শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম কি ভাবে বৃহৎ শ্রমিক সঙ্ঘকে পরিচালনা করিতে হয়। বাকুতেই আমি দ্বিতীয়বার

বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিলাম। এইখানেই আমি বিপ্লবের পথের যাত্রী হইয়াছিলাম।”

আঘাতের পর আঘাতে পার্টির কাজ করা নানাদিক দিয়া বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। তাহার মধ্যে প্রধান কথা, অর্থ সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। লিওনি ক্রাসিন নামক জৈনক ইঞ্জিনিয়র ছিলেন পার্টির কোষাধ্যক্ষ ও অর্থসংগ্রাহক। ইনি মধ্য শ্রেণীর স্বচ্ছল পার্টি-দরদীদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া পেশাদার বিপ্লবী, সারাক্ষণের কর্ম্মীদের ভরণপোষণ, বেআইনী ছাপাখানা পরিচালন, পুস্তিকা পত্রিকাদি প্রচার এমন কি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেব ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। মধ্যশ্রেণী “দরদীরা” অকাতরে অর্থ দিয়াছেন, ১৯০৫-৬এর বিদ্রোহের সময় অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য দিবার জন্য কোন কোন সশস্ত্র বিপ্লবী দল কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুট করিয়াছিল। কিন্তু এখন কি হইবে? পার্টির ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত। ‘দরদীরা’ পুলিশের ভয়ে আর দরদ দেখাইতে কুণ্ঠিত। চাঁদা আদায়ের সাধারণ পথ ছাড়া অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ না করিলে পার্টি পঙ্গু হইয়া পড়িবে। ক্রাসিন ষ্টালিনকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলেন। এই অবস্থা-বিপাকে পড়িয়া ষ্টালিন যাহা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া বুর্জ্জোয়া লেখকেরা সাহিত্যে অনেক আবর্জ্জনা সৃষ্টি এবং ঔপন্যাসিক রোমাঞ্চকর গল্প লিখিয়াছেন। ষ্টালিনকে ডাকাত প্রমাণ করিয়া দস্যুবৃত্তির লোমহর্ষণ কাহিনী গড়িয়া তুলিবার উপাদান অতি সামান্যই ছিল। যে সকল সমালোচক বলিয়াছেন, ঐ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ না করিয়া, বলশেভিক পার্টির বিলোপ সাধনই ভাল ছিল; তাহার উত্তরে বলশেভিকগণ বলিয়াছেন, আমাদের নীতি এই বৈপ্লবিকদলের কর্ত্তব্য পালনে যাহা সহায়ক, তাহাই ভাল, যাহা বাধা তাহা মন্দ।

আসল ঘটনা এই,—ককেসাস অঞ্চলে ষ্টালিন একটি সশস্ত্র দল গঠন করিয়াছিলেন। তাহার বাল্যবন্ধু টার পেট্রোসিয়ান এই ব্যাপারে ছিলেন· তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। ষ্টালিন আদর করিয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন “কামো”। কামো ছিলেন ককেসাসের রঘু ডাকাত। তিনি কতবার ধরা পড়িয়াছেন

কতবার পালাইয়াছেন—তাহার অনেক বিস্ময়কর কাহিনী আছে। কামো দুইবার ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিয়াছিলেন। একবার স্বহস্তে নিজের কবর খুঁড়িয়াছিলেন। বারম্বার কারাগার হইতে কৌশলে পালাইবার তাঁহার দক্ষতা ছিল অদ্ভুত। তিনি জর্জ্জিয়ান দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী জার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তিনি দুঃসাহসী বেপরোয়াদের লইয়া একটি দল গড়িয়াছিলেন। ইহারা কুচকাওয়াজ করিত এবং কামোর নিকট বিপ্লবী দীক্ষা গ্রহণ করিত। ইহারা ব্যক্তিগত ভরণপোষণের জন্য প্রত্যহ মাত্র ৫০ কোপেক (॥৵০ আনা) ব্যয় করিত। ইহাদেরই সহায়তায় ষ্টালিন টিফ্‌লিস পোষ্টাফিস হইতে ষ্টেট্‌ ব্যাঙ্কের পথে আড়াই লক্ষ রুবলবাহী গাড়ী আটক করিয়া লুট করিবার ব্যবস্থা করেন।

১৯০৭ সালের ২৩শে জুলাইর প্রভাতে দুইখানি গাড়ী খাজাঞ্চী, কেরাণী ও দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী এবং আড়াই লক্ষ রুবলসহ পাঁচজন কশাক সৈন্যের পাহারায়, টিফ্‌সিল পোষ্টাফিস্ হইতে সহরের অপর অংশে ষ্টেট্‌ ব্যাঙ্ক অভিমুখে যাত্রা করিল। ষড়যন্ত্রকারীরা পথের ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ী দেখিবামাত্র পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী পালসায়া গোলডাচা নামে একজন স্ত্রীলোক সঙ্কেত করিল; সেই সঙ্কেত আনাস্থলামলিড্‌জে এরিভিয়ান স্কোয়ারের পথে প্রতীক্ষমানদের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। ছয়জন স্কোয়ারের মধ্যে বেড়াইতে ছিল। সহসা পর পর দুইবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইল। দুইজন পুলিশ এবং একজন কশাক মাটিতে পড়িয়া গেল। ভয়ার্ত্ত ঘোড়াগুলি রক্ষীদল পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গেল—একজন দেখিল টাকাবাহী গাড়ী ভাঙ্গে নাই। সে ঘোড়ার পায়ের তলা দিয়া আর একটা বোমা মারিল, গাড়ী ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন টাকার থলি লইয়া চম্পট দিল। এই সময় কামো সরকারী কর্ম্মচারীর বেশে স্কোয়ারে বসিয়াছিলেন। গোলমাল দেখিয়া তিনি চীৎকার করিতে করিতে আগাইয়া আসিলেন এবং পিস্তল আওয়াজ করিতে করিতে চোর ধরিবার ভঙ্গীতে লুণ্ঠকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, সৈন্যরা আসিয়া যখন স্কোয়ার ঘিরিয়া ফেলিল, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। টাকাগুলি টিফ্‌লিস আবহ বিভাগের ডিরেক্টরের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হইল।

ঐ ঘটনার ছয়মাস পরে অন্যকার জগতে আন্তর্জ্জাতিক কূটনৈতিক প্রতিভার জন্য বিশ্ববিখ্যাত ম্যাক্সিম লিটভিনফ্ ঐ রুবল বিদেশী অর্থে ভাঙ্গাইতে গিয়া পারীতে ধরা পড়েন। আরও কয়েকজন অখ্যাতনামা নির্ব্বাসিত বলশেভিক বিভিন্ন দেশে ঐ অপরাধে ধৃত হইয়াছিলেন।

এই রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে ষ্টালিনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পাশ্চাত্যের নীতিবাগীশেরা অনেক চেঁচামেচি করিয়াছেন। রাজনীতি এবং খৃষ্টানী নীতিবাদ যে একবস্তু নহে এ শিক্ষা আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট দীর্ঘকাল শিক্ষা করিয়াছি। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমনে যখন শাসক, পুলিশ, আদালত, আইন, কারাগার, বন্দীশালা এবং ফাঁসিকাষ্ঠ একত্র হয়, তখন সর্ব্বস্ব উৎসর্গকারী স্বদেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা কি অসহায় অবস্থায় পড়িয়া ডাকাতি করিতে বাধ্য হয়, ভারতবাসী আমরা বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী আমরা উত্তমরূপেই জানি। যখন শত শত স্বাধীনতাকামী যূপকাষ্ঠে বদ্ধ বলির পশুর মত বধ্যভূমিতে গুলীর আঘাতে প্রতিদিন প্রাণ দিতেছে, শৃঙ্খলভার মন্থর চরণে শত সহস্র বিপ্লবী যুবা সহস্র সহস্র মাইল অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে, বলশেভিক পার্টির সেই জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে ষ্টালিন যদি স্বদেশপ্রেমিক দস্যু কামোর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাহা যদি নীতিশাস্ত্র সম্মত না হয়, তাহা হইলে সে দোষ জারের কুশাসনের, ষ্টালিনের নহে। এই ঘটনার সহিত ষ্টালিন কখনও বলশেভিক পার্টিকে জড়িত করেন নাই। আজ টিফ্‌লিস সহরে একটি হাসপাতাল, কয়েকটি শিশু পালনাগার 'কামোর' নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। দস্যু হইলেও, সে রুশ বিপ্লবে সাহসী সৈনিকের মত সহায়তা করিয়াছে।

এইকালে যখন ষ্টালিন বাকুর তৈল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ভোরোশিলভ ও অন্যান্য সহকর্ম্মীদের লইয়া একের পর আর ট্রেড্ ইউনিয়ন হইতে মেনশেভিক নেতৃত্ব উৎসাদন করিতেছিলেন তখন তিনি বলশেভিক পার্টির সদস্য জর্জিয়ান যুবতী ক্যাথেরাইন ভানিৎজেকে বিবাহ করেন। ইঁহার বিষয় অতি অল্পই জানা গিয়াছে, কেননা ষ্টালিন তাঁহার পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কথা বলিবার লোক নহেন। তবে বিবাহিত জীবনের আনন্দ, শান্তি তাঁহারা নিশ্চিন্তে

ভোগ করিতে পারেন নাই। উভয়েই বেআইনী দলের সদস্য; একস্থানে অধিক দিন বাস করা কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯০৮এর ১৫ই মার্চ্চ স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটিল।

ষ্টালিন পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বেইলভ জেলে নীত হইলেন। বিচারে তিনি আটমাস কারাদণ্ড এবং তিন বৎসরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি যখন জেলে গিয়াছিলেন, তখন জেলের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা তুলনায় অনেকটা ভাল ছিল। কিন্তু বিদ্রোহ ও গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের পর কারা কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ফলে রাজনৈতিক কয়েদিগণ জেলে বিদ্রোহ করিলেন। ১৯০৮এর ইষ্টার রবিবারে কর্ত্তৃপক্ষ বন্দীদিগকে "সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য" সৈন্যবাহিনী আমদানী করিলেন। জেলের উঠানে বন্দীদের সারিবদ্ধ করিয়া দাঁড় করান হইল। সৈন্যরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। শ্রেণীবদ্ধ বন্দীদের সৈন্যদলের মধ্য দিয়া চালনা করা হইল, সৈন্যরা বন্দুকের কুঁদা দিয়া নিবস্ত্র অসহায় বন্দীদের প্রহার করিতে লাগিল। ষ্টালিন বগলে একখানি পুস্তক লইয়া সমুন্নত শিরে প্রহার সহ্য করিয়া অকম্পিত পদে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারাগার-নির্ব্বাসন-পলায়ন

"একদিন বলশেভিক শিবিরে এক নূতন মানুষ দেখা গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই নূতন কমরেড্‌টি কে? অতি গোপনে আমাকে বলা হইল ইনি কোবা (ষ্টালিন) * * * অন্যান্য দলের লোকেরা কোবাকে মার্কসপন্থী ছাত্র বলিয়া জানিত। তাঁহাব গায়ে একটা গলাখোলা নীল সার্টিনের জামা, কোমরবন্ধহীন। তাঁহার মাথায় টুপী নাই। তাঁহার কাঁধের উপর একখানি অপ্রশস্ত চাদর। তাঁহার হাতে সর্ব্বদাই বই থাকে। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা লম্বায় একটু উঁচু; তিনি বিড়ালের মত লঘু মন্থর গতিতে চলেন। ছিপছিপে গড়ন, ডিম্বাকৃতি আয়ত মুখ, তীক্ষ্ণ নাসিকা, স্বল্পায়তন ললাটের নীচে ক্ষুদ্র চক্ষু। তিনি কথা কম বলেন, মানুষের সঙ্গলাভে আগ্রহহীন।

"এই সময় ষ্টালিন অত্যন্ত বেপরোয়া ছিলেন, তিনি কোন নিয়ম মানিতে চাহিতেন না। বাকু জেলে রাজনৈতিক কয়েদীরা সর্ব্বদাই সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেন, যুবকেরা এই অলিখিত আইন ভঙ্গ করিলে দণ্ড পাইত। কোবা এই নিয়ম প্রকাশ্য ভাবে অগ্রাহ্য করিতেন এবং তাঁহাকে প্রায়ই চোর ডাকাত প্রতারকদের সঙ্গে দেখা যাইত। তিনি তাঁহার সেলে মাক্‌ভাডেলিড্‌জে-ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের একজন মুদ্রা জালিয়াৎ আর একজন বিখ্যাত বলশেভিক। কাজের লোক, দুঃসাহসী কাজ করিতে পটু লোকদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল।·····

"একদিন রাত্রে একজনের ফাঁসী হইবে সংবাদে সমস্ত জেলের বন্দীরা যখন নিদ্রাহীন ও উত্তেজিত, তখন কোবা ধীর স্থিরভাবে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। * * * তিনি ককেসাসে দ্বিতীয় লেনিনরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সকলে তাঁহাকে মার্কস্‌বাদের একজন প্রধান বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনে করে। এই কারণেই হয়তো

তিনি মেনশেভিক্‌দের বিশেষ ভাবে ঘৃণা করেন”—ইহা ষ্টালিন-বিরোধী একজন সহবন্দীর উক্তি।

বাকু জেলে থাকার সময় ষ্টালিন-পত্নী একটি পুত্র প্রসব করেন। বালকের নাম রাখা হইয়াছিল জ্যাকোভ। কিন্তু এখন তিনি জনসাধারণে যাসা নামে সুপরিচিত। বৈমানিক বাহিনীর কাপ্তেন রূপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সমর বিভাগের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তিনি জার্ম্মানীতে বন্দী হইয়াছিলেন, যুদ্ধের পর মুক্তিলাভ করেন। বাল্যকালে যাসার পিতার সহিত থাকিবার সুযোগ বড় বেশী হয় নাই। ১৯১৭র বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই জেলে ও নির্ব্বাসনে কাটিয়াছে। আট মাস কারাদণ্ড ভোগের পর তাঁহাকে উত্তর রাশিয়ার ভোলোগ্‌দাতে নির্ব্বাসিত করা হইল। ১৯০৯এর জুন মাসে তিনি পলায়ন করিলেন এবং সেণ্টপিটাসবার্গ হইয়া পুনরায় বাকুতে বলশেভিক পার্টির সহিত মিলিত হইলেন এবং মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

ইহার কারণ ছিল। মেনশেভিকেরা কতক জ্ঞাতসারে কতক অজ্ঞাতসারে বিপ্লবের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারা মার্কসবাদের দোহাই দেন অথচ ক্রমোন্নতির নামে সংস্কারপন্থার পোষকতা করেন। কৃষক শ্রমিকের দ্বারা বিপ্লবে তাঁহারা অবিশ্বাসী। ১৯০৫এর বিদ্রোহের পরাজয়ের পর হইতেই তাঁহাদের মুখে এক কথা, “শ্রমিকদের অস্ত্রধারণ করা উচিত হয় নাই, শ্রমিকেরা কখনও বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। প্রথমে মধ্যশ্রেণীর (বুর্জ্জোয়া) বিপ্লব মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বেই চালিত হওয়া উচিত। বলশেভিকেরা বলে, “সত্য কথা, আমরা পরাজিত হইয়াছি। কিন্তু পরবর্ত্তী বিপ্লবে আমরা অধিক অস্ত্র সংগ্রহ করিব এবং আরও ভাল ভাবে লড়িব।” বলশেভিকদের বিশ্বাস অটল, তাহাদের আহ্বান, “প্রস্তুত হও, শ্রমিকরাই বিপ্লব পরিচালনা করিবে। শ্রমিকরা এবং তাহাদের মিত্র কৃষকদের হাতেই ভবিষ্যৎ।”

শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক মনোবল ভাঙ্গিবার জন্য মেনশেভিকদের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদ করিতে তিনি অক্টোবর মাসে ‘টিফ্‌লিসে’ আসিলেন। তাঁহার

প্রেরণায় স্থানীয় বলশেভিক পার্টি হইতে "টিফ্‌লিস্ প্রোলেটারিয়েট্" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যায় ষ্টালিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন :

"মহান রুশ বিপ্লব মরে নাই—ইহা জীবিত। ইহা সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বিপুল উদ্যমের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছে।

"বিপ্লবের প্রধান অগ্রদূত শ্রমিক ও কৃষক সচেতন ও অক্ষত; তাহাদের মুখ্য দাবীগুলি তাহারা ত্যাগ করে নাই, করিতে পারে না···

"আমরা এক অভিনব আলোড়নের সম্মুখীন হইয়াছি। জারীয় শাসন উৎখাত করিবার পুরাতন সমস্যা, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

"জনসাধারণের অধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আসন্ন গৌরবময় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদের এবং প্রগতিশীল শ্রমিকদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

"১৯০৫ সালের মতই এবারও প্রগতিশীল শ্রমিক শক্তিই বিপ্লবকে সম্পূর্ণ জয়ের পথে পরিচালিত করিবে······

"আসন্ন সংগ্রামের জন্য জনসাধারণের মূল শক্তিগুলিকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য চাই শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ পার্টি······

"অতএব কমরেড্ পাঠকগণ, আপনারা টিফ্‌লিসের গণশক্তিকে অনাগত চূড়ান্ত সংগ্রামে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য প্রযত্নশীল হউন।"

এই সময় তিনি নিয়মিতভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় পত্রিকায় "ককেসাসের পত্র" লিখিতে লাগিলেন। এই পত্রগুলি পড়িয়া লেনিন আনন্দিত হইলেন। এই পত্রগুলি মেনশেভিক ট্রট্স্কীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তিনি উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ট্রট্স্কীর সহিত ষ্টালিনের সংঘর্ষের এই আরম্ভ, বহুদিন পর প্রতিবিপ্লবী ট্রট্স্কীপন্থীদের বিচার এবং মৃত্যুদণ্ড, পরে সুদূর মেক্সিকোয় আততায়ীর হস্তে শোচনীয়ভাবে ট্রট্স্কীর জীবনাবসানে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহারা উভয়েই বেআইনী দলের সদস্য ছিলেন। ট্রট্স্কী অন্যান্য সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের সহিত ইয়োরোপে নির্ব্বাসনে ছিলেন। সোশ্যাল ডিমোক্রাট আন্দোলন পরিচালনের প্রথম উদ্যমেই তিনি ১৮৯৪ সালে ধৃত

হইয়া একবৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাচিত হন। সেখান হইতে ১৯০১ সালে তিনি পলায়ন করিয়া ইয়োরোপে আসেন এবং ১৯০৫ সালে সেণ্টপিটাসবার্গে সোভিয়েটের সভায় প্রথম দিন উপস্থিত হন। ডুমার সোভিয়েট ডেপুটিদেব সহিত গ্রেফ্‌তাব হইয়া তিনি পুনরায় সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন; কিন্তু পুনরায় পলায়ন করিয়া তিনি ইয়োরোপে আসেন। নির্ব্বাসিত ট্রট্‌স্কী একজন প্রতিভাশালী সাংবাদিক এবং অনন্যসাধারণ বাগ্মীরূপে ইয়োরোপে খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। ১৯১৭র পূর্ব্বে রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।

কিন্তু তাঁহাব হাতে ছিল শক্তিশালী লেখনী এবং তাঁহার অপূর্ব্ব শব্দ-ঝঙ্কারময় বাগ্মিতাবলে তিনি সহজেই সোশ্যাল ডিমোক্রাটদের প্রথম সারিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লেনিনের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই তিনি সাধারণভাবে বলশেভিক পার্টি এবং বিশেষভাবে লেনিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। প্রথমে তিনি একাগ্রভাবে মেনশেভিকদের সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু তাহাদেরও তিনি অধিকদিন সহ্য করিতে পারিলেন না। মেনশেভিকদেব ত্যাগ করিয়া তিনি মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন এবং যেখানে ঐক্য অসম্ভব সেইখানে ঐক্যের কলরব তুলিলেন। ঐক্যেব আববণে তিনি লেনিন ও বলশেভিক পার্টির উপর বিশেষভাবে বাছা বাছা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ১৯১৭র বিপ্লবের মন্থনের পর তিনি বিপ্লবীগুরু লেনিনের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন এই ভরসায় যে, কালক্রমে নেতৃত্বের পদে তিনিই অভিষিক্ত হইবেন।

১৯০৯ সালে ষ্টালিন যখন বাকুতে বলশেভিক সংগঠনে ব্যাপৃত তখন ট্রট্‌স্কী, আপোষবফায় অনিচ্ছুক বলশেভিকদের ইয়োরোপে বসিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ষ্টালিনেব "ককেসাসেব পত্র" বেশীদিন চলিল না। ১৯১০এর ২৩শে মার্চ্চ তিনি পুনরায় গ্রেফ্‌তার হইলেন এবং ছয়মাস বাকু জেলে বন্দীজীবন কাটাইয়া আর একবার সেলোভিসেগোডস্কে নির্ব্বাসিত হইলেন। ১৯১১ব গ্রীষ্মকালে তিনি তৃতীয়বার পলায়ন করিলেন এবং পার্টির

নেতৃত্বের নির্দ্দেশে সেণ্টপিটাসবার্গে গিয়া বলশেভিক সংগঠনের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন না, সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ভোলকুডায় প্রেরণ করিল। ষ্টালিন বিরক্ত হইলেন। নির্ব্বাসিত মেনশেভিকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাহীন বাদপ্রতিবাদের মধ্যেও তিনি আইন বাঁচাইয়া একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ এবং বেআইনীভাবে গোপন কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিপ্লবী দল রাশিয়ার অভ্যন্তরে গড়িতে হইবে, এসম্বন্ধে ষ্টালিন নিঃসন্দেহ ছিলেন।

কিন্তু বাধা ছিল প্রচুর। লেনিন প্রমুখ বলশেভিক নেতারা বাহিরে থাকিয়াও ১৯০৯-১১ সালে বলশেভিকদলকে বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু মেনশেভিকদের প্রতিবিপ্লবী কার্য্যকলাপে অনেক কর্ম্মীর বিশ্বাস টলিতে লাগিল। সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হইয়া নিয়মতান্ত্রিক কর্ম্মপন্থার কথা বলিতে লাগিলেন। তাহার উত্তরে বলশেভিক নেতারা বলিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র—এ যেন "জীবনধারণের উপায় পরিত্যাগ করিয়া জীবনরক্ষার চেষ্টা।" সোশ্যাল ডিমোক্রাট কেন্দ্রীয় দলের মধ্যে যে কোন মূল্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লেনিন তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। ১৯১০ সালের ১১ই এপ্রিল লেনিন গোর্কীর নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাতে এই কালে তাঁহার চিন্তার, তাঁহার মানসিক বল, নেতৃত্ব ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

"......এই সকল আত্মকলহ, কুৎসা, বিলাপ অনুতাপের মধ্যে বসিয়া আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু মানসিক বিকারের নিকট আত্মসমর্পণ করা গর্হিত। বিপ্লবের পূর্ব্বে অপেক্ষা বর্ত্তমানে নির্ব্বাসন আমার পক্ষে শত-গুণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বাসিতদের মধ্যে পরস্পর কলহ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আমি জানি এ শ্রেণীর কলহ দীর্ঘকাল থাকিবে না। .....দলের উন্নতি এবং সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক আন্দোলনের বিস্তার বর্ত্তমানের নারকীয় বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইতেছে। সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক দল হইতে

বিপথগামী প্রতিবিপ্লবী এবং তথাকথিত ঐক্যকামীদের বহিষ্কারের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। মতবাদের দিক হইতে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সমস্ত সংশয় ও অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত করিয়াছি। মেনশেভিকরা তাহাদের ঝুলির মধ্যে যে সাপ লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আমরা তাহা প্রকাশ্য দিবালোকে বাহির করিয়াছি—যাহাতে সকলে উহা দেখিতে পায়। এখন আমরা উহাকে হত্যা করিব।"

দুর্ভাগ্যের কথা ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাগ্ কংগ্রেসে ষ্টালিন উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না। এই সম্মেলনে মেনশেভিকদের সহিত আপোষরফার নামে কালহরণ করিতে লেনিন অস্বীকার করিলেন। সমগ্র রাশিয়ার নাড়ীতে নাড়ীতে তিনি অনুভব করিয়াছেন অনাগত বিপ্লবের চাঞ্চল্য ও স্পন্দন, এই সময় দুর্ব্বলচিত্ত বিহ্বল মস্তিষ্ক লোকদেব বিপ্লবেব পথে বাধা সৃষ্টি করার সুযোগ দিলে ফল সাংঘাতিক হইবে। অতএব এখন হইতে মেনশেভিক ও ট্রট্স্কীর মত ভণ্ড ঐক্যপন্থীদিগকে আব সহযাত্রী বিবেচনা করা হইবে না, তাহাদিগকে পার্টির শত্রু মনে কবা হইবে এবং মার্কসবাদী সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লবীদল হইতে দূরে রাখিতে হইবে। লেনিনের প্রস্তাব প্রাগ্ কংগ্রেসে গৃহীত হইল। মেনশেভিকরা বহিষ্কৃত হইলেন। লেনিনেব নির্দ্দেশ ও উপদেশ লইয়া সেগ্রী ওরজোনিকিড্জে গোপনে নির্ব্বাসিত ষ্টালিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, লেনিন, ষ্টালিনের উপর রাশিয়ার অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী পরিচালনের ভার দিয়াছেন।

এইভাবে বলশেভিকদলের দ্বিতীয় নেতা হইলেন ষ্টালিন। এতবড সংবাদের পর ষ্টালিন অধীর হইয়া উঠিলেন। যদিও তিনি অন্তরীণ মাত্র, তাঁহার অঙ্গে লৌহশৃঙ্খল নাই—তথাপি হিমমণ্ডলের দিগন্তবিস্তৃত তুষারপুঞ্জ তাঁহাকে ঘেরিয়া আছে। ১৯১২র ফেব্রুয়ারী মাসে দুঃসাহসী বলশেভিক বীর সেণ্টপিটাসবার্গে যাত্রা করিলেন। তীব্র শীতঋতুর বাধা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। সেণ্টপিটাসবার্গে উপস্থিত হইয়া প্রাগের নির্দ্দেশ পালন করিব, পার্টির আইনসঙ্গত সংবাদপত্র বাহির করিব, এই চিন্তায় তিনি তন্ময়। কিন্তু

সেণ্টপিটাসবার্গে আসিয়া তাঁহার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। পুলিশ তাঁহার পিছনে লাগিয়াছে টের পাইয়া তিনি কোন স্থানে একরাত্রির বেশী বাস করিতে সাহস পাইতেন না। তিনি জানিতেন না যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য রাশিয়ার গোয়েন্দা পুলিশের কর্ম্মচারী এবং এই ব্যক্তি সর্ব্বদাই পুলিশ ঘাঁটিতে ষ্টালিনের গতিবিধির সংবাদ দিত।

এই উদ্বেগজনক আবেষ্টনীর মধ্যে ষ্টালিন মাঝে মাঝে তাঁহার এক পুরাতন বন্ধুর গৃহে অতিথি হইতেন। ককেসাসে ইহার সহিত পরিচয়, তখন ইনি সেণ্টপিটাসবার্গেব একটি বিজলী ষ্টেশনের ফোরম্যান। ইহার নাম এলেলুয়েভ, ইহার স্ত্রী জর্জ্জিয়ান। লুরা (১২) ও নাদেয়া (১০) তাঁহাদের দুই কন্যা। এই নাদেয়াই উত্তরকালে ষ্টালিনেব দ্বিতীয়া পত্নী হইয়াছিলেন। তাঁহার বাকুতে বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকমাস পর প্রথমা স্ত্রীর সহিত অল্পই দেখা হইয়াছে। ষ্টালিন কারাগারে গেলে তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া যান, এই খানেই শিশু 'যাসা' ভূমিষ্ঠ হয়। ষ্টালিন যখন নির্ব্বাসনে তখন ক্ষয়রোগে তাঁহার পত্নীব মৃত্যু হয়। মাতামহ যাসাকে প্রতিপালন করেন। বলশেভিক নেতারা ক্রীমলিনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিশোর যাসা পিতার সহিত মিলিত হয়।

বলশেভিক পার্টির প্রথম আইনসঙ্গত সংবাদপত্র 'প্রাভ্দা' (সত্য) প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে এমন সময় সুদূর সাইবেরিয়ার লেনা স্বর্ণ খনিতে রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল। খনি ধর্ম্মঘটে শ্রমিকদের উপর জারসৈন্যদল গুলীবর্ষণ করিয়া ৫০০ লোককে (১৯১২) হত্যা করিয়াছে। এই সংবাদ ম্রিয়মান ও নিস্তেজ শ্রমিকমহলে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। ধর্ম্মঘটিদের প্রতি সহানুভূতিসূচক ধর্ম্মঘট প্রত্যেক নগরে ছড়াইয়া পড়িল—আবার সুরু হইল শ্রমিকদের অভিযান। লেনার গুলীবর্ষণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ষ্টালিন লিখিয়াছিলেন :

"স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন পর্য্যবেক্ষক মনে করিতে পারেন যে বিপ্লবের দিন চিরদিনের মত শেষ হইয়াছে, এবং এখন রাশিয়াকে প্রুসিয়ার অনুকরণে নিয়মতান্ত্রিক

অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কোন কোন বৃদ্ধ বলশেভিক এই শ্রেণীর প্রচারকার্য্য মনে মনে সমর্থন করিয়া পার্টি হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন। উদ্যত কশা এবং অন্ধকারের বিজয় সম্পূর্ণ।

"লেনার সংবাদ এই নক্কারজনক বদ্ধজলার মধ্যে আনিয়াছে ঝটিকা, লোকচক্ষুর সম্মুখে এক নূতন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ষ্টোলিপিন শাসনের বনিয়াদ খুব পাকা নহে। ডুমা জনসাধারণের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছে এবং নূতন বিপ্লবের যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য শ্রমিকেরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে।

"সাইবেরিয়ার সুদূর অঞ্চলে শ্রমিকদের হত্যা করার ফলে সমগ্র রাশিয়ায় ধর্ম্মঘটের বন্যা আসিযাছে। সেণ্টপিটার্সবার্গের শ্রমিকেরা বন্যাবারির মত রাজপথে বাহির হইযা আসিবে এবং আত্মম্ভরী মন্ত্রী ম্যাকারফের 'চিরদিন এমনি ছিল, এমনিই থাকিবে' এই উদ্ধত বাণী একটি আঘাতে মুছিয়া ফেলিবে।"

১৯১২র ১২ এপ্রিল 'প্রাভ্‌দা' বাহির হইল। ঠিক সেইদিনই ষ্টালিন পুনরায় গ্রেফ্‌তার হইলেন। জারের রক্ষীসৈন্যদল বেষ্টিত ষ্টালিন বিষণ্ণ হৃদয়ে আর একবার সাইবেরিয়ায় নারিম জিলায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে দেখা গেল, রক্ষীদের চক্ষে ধূলা দিয়া ষ্টালিন সেণ্টপিটার্সবার্গে পলাইয়া আসিয়াছেন এবং গোপনে থাকিয়া চতুর্থ ডুমার নির্ব্বাচনে বলশেভিকদিগকে নির্দ্দেশ দিতেছেন। ৬ জন বলশেভিক নির্ব্বাচিত হইলেন। মেনশেভিকেরা ৭টি পদ দখল করিল। বলশেভিকেরা সকলেই ছিলেন শ্রমিক। পক্ষান্তরে মেনশেভিকেরা ছিলেন সকলেই বুদ্ধিজীবী। কাজেই ষ্টালিন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, বলশেভিক ডেপুটিরা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ ও উপদেশ মত কাজ করিবেন। এই অবস্থায় লেনিন রাশিয়ার সীমান্তের ক্রাকাউএ আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন—যাহাতে তাঁহার পরামর্শ সহজলভ্য হয়। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ষ্টালিন লেনিনের সহিত মিলিত হইলেন।

বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ঘটনা। ক্রাকাউ ও

ভিয়েনাতে ষ্টালিন দুইমাস কাটাইলেন। এই প্রথম গুরুশিষ্যে ঘনিষ্ট পরিচয়। উপস্থিত সমস্যাগুলি লইয়া উভয়ে আলোচনা করিতেছেন, ভাব বিনিময় করিতেছেন। কেবল বিপ্লব-আন্দোলন পরিচালনা নহে, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁহারা উদাসীন নহেন। এই আলোচনায় মুখ্য বিষয় কি ছিল, তাহা গোর্কীর নিকট লিখিত লেনিনের একখানি পত্রে আমরা জানিতে পারি। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লেনিন লিখিয়াছিলেন : "জাতীয়তার সমস্যা সমাধানের জন্য এখনই কাজ আরম্ভ করা উচিত এবিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত। এখানে আমাদের মধ্যে এখন একজন প্রতিভাশালী জর্জ্জিয়ান রহিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই অষ্ট্রিয়ান ও অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এবিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।" এই প্রবন্ধটি তিনভাগে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা পরিবর্দ্ধিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯১৩ সালে ইহার গুরুত্ব হয়তো বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু রুশ-বিপ্লবের উপর ইহার প্রভাব দূরপ্রসারী—হয়তো একদিন জাতিগত সমস্যা সমাধানে ইহা সমগ্র জগতকে পথ দেখাইবে। "মার্কসবাদ এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন" এই গ্রন্থ রচনায় ষ্টালিন নিশ্চয়ই বারম্বার লেনিনের সহিত আলোচনা করিয়াছেন—কিন্তু ইহা সমগ্রভাবে ষ্টালিনেরই রচনা। ইহার প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। টামারফস্ ও লণ্ডন কংগ্রেসে তাঁহারা দুইজনে একত্রে রাজনৈতিক প্রস্তাবাদি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রথম ঘনিষ্ট পরিচয়ের ফলে লেনিন তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ষ্টালিনকেই জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানের ভার অর্পণ করিলেন। বিপ্লবের সাফল্যে লেনিন এত বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন যে, ভবিষ্যৎ সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনায় বিভিন্ন জাতির সমস্যাগুলি সমাধানের প্রয়োজনবোধ করিলেন।

তাঁহাদের সম্মুখের সমস্যা সহজ ছিল না। বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ছয় কোটি লোক "বিদেশী" বলিয়া অভিহিত। ইহাদের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির

স্তর ভেদ ছিল। বিভিন্ন জাতিগত শ্রেণীতে বিভক্ত, নির্য্যাতীত, শোষিত এই সকল জাতি নিজেদের ভাষা শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত, এবং অধিকাংশই রাজনৈতিক অধিকারহীন। রাশিয়ার বাহিরে ইয়োরোপেও দাবার ছকের মত বহু জাতি, ইহাদের স্বাধীনতা ও অধীনতাও নানা স্তরের। আর সমগ্র জগতে বড় বড় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে কোটি কোটি লোক জাতীয়সত্তাহীন পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ। এশিয়ায় অর্দ্ধস্বাধীন চীন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মূলনীতি ক্রমশঃ স্বীকৃত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মার্কস বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "কোন জাতিই অপরকে অধীন রাখিয়া স্বাধীন হইতে পারে না।" মার্কস্‌পন্থীরা প্রথম হইতেই "সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ান সমাজতন্ত্রীরা 'জাতিগত সমস্যা' সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহুদি, পোল, শ্লাভ প্রভৃতি উপজাতির "জাতীয় স্বাতন্ত্র্য" (autonomy), "সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য" প্রভৃতি কথা পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। রাশিয়ায়, জাতির দিক হইতে শ্রমিকদল গঠনের প্রচেষ্টায় এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক লেবার পার্টি রুশ সাম্রাজ্যের সমস্ত সোশ্যাল ডিমোক্রাটদিগকেই পার্টিতে গ্রহণ করিলেন বটে, তবুও শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে বিশিষ্ট জাতির মধ্যে গোষ্ঠীগত শ্রেণীভেদে স্বতন্ত্রভাবে গঠনের চেষ্টা চলিল। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার সমাধান করিবার ভার লইলেন ষ্টালিন।

ষ্টালিনের গবেষণা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাসের সম্পদ। তাঁহার বিশ্লেষণ-প্রণালী সরল। বিতর্ক মুখে যে সকল প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া তিনি কোথাও জটিলতা রাখেন নাই। "জাতি বলিতে কি বুঝায়?" এই প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর রচনার প্রারম্ভেই তিনি লিখিলেন, "একটা জাতি মূলতঃ একটা সম্প্রদায়—জনসাধারণের সুনির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বংশগত নহে, গোষ্ঠীগত নহে। ** আধুনিক ইতালীয়

জাতি রোমান, টিউটন, ইট্রস্কান, গ্রীক, আরব প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে গঠিত। ফরাসীজাতির সহিত গল, রোমান, বৃটন, টিউটন প্রভৃতি জাতি মিশ্রিত হইয়াছে। বৃটন, জার্ম্মান ও অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, সকলেই বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সহিত মিলিত হইয়া এক একটা জাতিতে পরিণত হইয়াছে।" অতএব ষ্টালিনের সিদ্ধান্ত এই, "জাতি বলিতে একটা গোষ্ঠী বা শ্রেণী বুঝায় না, ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনে মনুষ্যসমষ্টির একটা মিলিত সম্প্রদায় বুঝায়।" কিন্তু ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের একটা ধারা আছে। যেমন, "সাইরাস বা আলেকজাণ্ডারের বৃহৎ সাম্রাজ্যের জনগণকে একটা জাতি বলা যায় না, যদিও ঐতিহাসিক দিক হইতে বিভিন্ন বংশ ও গোষ্ঠী উহার মধ্যে স্থান পাইযাছিল। কিন্তু ইহারা এক জাতি হয় নাই। সাময়িক কারণে শিথিলভাবে বহু দলেব মধ্যে সম্পর্ক ঘটিয়াছিল, ইহাদের মিলন ও বিচ্ছেদ নির্ভর করিত বিভিন্ন দিগ্বিজয়ীর জয়পরাজয়ের উপর। * * * অতএব একটা জাতি সাময়িক ও স্বল্পস্থায়ী মিলন নহে, ইহা সুসম্বদ্ধ জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্প্রদায়। কিন্তু প্রত্যেক সুসম্বদ্ধ সম্প্রদায়ই জাতি নহে। অস্ট্রিয়ান ও রাশিয়ানরা সুসম্বদ্ধ সম্প্রদায় হইলেও কেহ তাহাদের জাতি বলিয়া স্বীকার করে না।"

নেশন বা জাতির কতকগুলি লক্ষণ আছে। জাতীয় সম্প্রদায়বদ্ধ মানুষ ও রাজনৈতিক সম্প্রদায় এক নহে। জাতীয় সম্প্রদায়ের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য— এক ভাষা, "কিন্তু কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্প্রদায় এক ভাষাভাষী নাও হইতে পারে। অস্ট্রিয়ার জেক্‌জাতি, রাশিয়ার পোলদের যদি পৃথক ভাষা না থাকিত তাহা হইলে তাহারা জাতিই হইতে পারিত না, পক্ষান্তরে এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু ভাষাভাষী লোক আছে বলিয়া সাম্রাজ্যের সীমার মধ্যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।" এক ভাষা নেশনের একটা প্রধান লক্ষণ।

"কিন্তু তাই বলিয়া বিভিন্ন জাতি সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, অথবা যাহারা একই ভাষায় কথা বলে তাহারাই একজাতি

এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। প্রত্যেক জাতির একটা সাধারণ ভাষা থাকা উচিত; কিন্তু বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থাকিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। এমন কোন জাতি নাই যাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু দুইটি পৃথক জাতিও এক ভাষা ব্যবহার করিতে পারে। ইংবাজ ও আমেরিকান একই ভাষায় কথা বলে, তবুও তাহারা একজাতি নহে।

"দেশগত পার্থক্যই বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র সম্প্রদায় অধ্যুষিত সীমাবদ্ধ অঞ্চল একটা জাতির অন্যতম লক্ষণ। তাহার উপর অবশ্য সমগ্র অঞ্চলের একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব প্রয়োজন, যাহা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া গড়িয়া তোলে।"

এই সকল বিচার করিয়া ষ্টালিন জাতির এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেন:

"একটা জাতি ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে, তাহার থাকে নিজস্ব ভাষা, দেশ, অর্থনৈতিক জীবন এবং সংস্কৃতির দ্যোতক বিশেষ মানসিক গঠন। * * অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যাপারের মত জাতিও পরিবর্ত্তনশীল। তাহার নিজস্ব ইতিহাস থাকে এবং তাহাব আরম্ভ ও শেষও আছে। ঐ সকল লক্ষণের কোন একটাই জাতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। পক্ষান্তবে উহার একটি লক্ষণের অভাব ঘটিলেই জাতি বিলুপ্ত হয়।"

এই সংজ্ঞার দিক হইতে ষ্টালিন ইয়োরোপ ও রাশিয়ার বিভিন্ন জাতি ও জাতীয়তাবাদ বিশ্লেষণ করিয়া, জারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীব বৈপ্লবিক সংঘর্ষের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাশিয়ার কোন জাতিকে যদি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার ফিরিয়া পাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে এই সংঘর্ষে যোগ দিতে হইবে। সোশ্যাল ডিমোক্রাট পার্টির আদর্শানুযায়ী জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর কি ভাবে বিভিন্ন জাতির সমস্যা সমাধান হইবে? ষ্টালিনের সুপরামর্শ এই, "জাতীয় সমস্যা সমাধানের মুখ্য কথা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। আরও কথা আছে। যে সকল জাতি একাধিক কারণে সাধারণ রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে সম্মত হইবে, তাহাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কিরূপ হইবে?……সেই সকল সুসম্বদ্ধ জাতিকে স্বাতন্ত্র্য (autonomy) অর্থাৎ তাহাদের অঞ্চলের

স্বাতন্ত্র্য দিতে হইবে— যেমন পোলাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রাইন, ককেসাস প্রভৃতি। এই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রথম সুবিধা হইল এই যে সুনির্দ্দিষ্ট অঞ্চল একটা সুসম্বদ্ধ জাতির আবাসভূমিতে পরিণত হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহা জাতিগতভাবে জনসাধারণকে বিভক্ত করিবে না কিম্বা ঐরূপ বিভাগে উৎসাহ দিবে না। বরং ভাগাভাগি বন্ধ করিয়া জনসাধারণকে এমন ভাবে ঐক্যবদ্ধ করিবে, যাহাতে আর এক প্রকার ভাগাভাগির পথ উন্মুক্ত হইবে—অর্থাৎ শ্রেণীগত ভাগ।······

"অবশ্য কোন অঞ্চলেই একই জাতির মানুষ বাস করে না, প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় আছে। যেমন পোলাণ্ডে ইহুদী, লিথুয়ানিয়ায় লাট, ককেসাসে রাশিয়ান এবং ইউক্রাইনে পোল প্রভৃতি। * * * জাতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভয় কি? জাতীয় ঐক্য নাই বলিয়া নহে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার নাই বলিয়াই তাহারা অসন্তুষ্ট। নিজেদের ভাষা ব্যবহার করিতে দিলেই তাহাদের অসন্তোষ দূর হইবে। সকল বিভাগে জাতীয় সমানাধিকার (ভাষা, বিদ্যালয় প্রভৃতি) জাতীয় সমস্যা সমাধানে অত্যাবশ্যক।

"শ্রমিকদিগকে জাতীয়তার দিক হইতে বিভক্ত করিলে কি ফল হইবে তাহা আমরা জানি। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদল ছত্রভঙ্গ হইবে, জাতিগতভাবে ট্রেড্ ইউনিয়নগুলি বিভক্ত হইবে, জাতিতে জাতিতে কলহ বৃদ্ধি পাইবে, জাতীয় ধর্ম্মঘট দেখা দিবে, সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক আন্দোলনের নৈতিক মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে—পৃথক পৃথক জাতিগত সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া যুক্তভাবে কাজ করিতে গেলে ফল দাঁড়াইবে ইহাই। * * ইহার প্রতিষেধক হইল আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতে সঙ্ঘ গড়িয়া তোলা। অতএব আমাদের লক্ষ্য হইবে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সমস্ত জাতির শ্রমিকদিগকে প্রত্যেক অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধ করা, সেই সঙ্ঘগুলিকে একটি পার্টির নেতৃত্বে চালিত করা। শ্রমিকদের আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যকে কেন্দ্রসংহত করা জাতীয়সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতর উপায়। ·····"

যে-গ্রন্থ হইতে আমি অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই ষ্টালিনের দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ষ্টালিনের এই সিদ্ধান্ত হইতে বহু জাতি অধ্যুষিত ভারতের অনেক কিছু শিখিবার আছে। লেখা শেষ করিয়াই ষ্টালিন সেণ্টপিটার্সবার্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রাগ্ কংগ্রেসের নির্দ্দেশে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু সেণ্টপিটার্সবার্গে আসিয়াই ষ্টালিন বুঝিলেন, তাহার প্রতি পুলিশের দৃষ্টি অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং সজাগ। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পুলিশের গুপ্তচর মালিনোভস্কীও ক্রাকাউএ ছিল; দলের ভিতরের ব্যাপার তাহার সবই জানা। সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক লেবার পার্টির আসল নেতাদের বন্দী করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত পুলিশকে সে সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করিতেছে। পুলিশ কেন্দ্রীয় কমিটির ষ্টালিন ও স্ভারডলভকে গ্রেফ্তার করিতে চায়—মালিনোভস্কী সহায় হইল। 'প্রাভ্দার' সাহায্যে অনুষ্ঠিত এক গীতবাদ্যের জলসায়, ১৯১৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ষ্টালিন পুনরায় গ্রেফ্তার হইলেন। এবং এইভাবে স্ভারডলভ, কামেনফ্, স্পানডারিয়ান, ডুমার বলশেভিক ডেপুটিরা ক্রমে ধৃত হইয়া সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলেন।

এবার ষ্টালিনের চার বৎসর নির্ব্বাসনের আদেশ হইল। তিনি প্রথমে কোষ্টাইন গ্রামে, পরে উত্তর হিমমণ্ডলের কারেইকা নামক গ্রামে প্রেরিত হইলেন। 'রহস্যময় ষ্টালিন' আর পালাইতে না পারে সেজন্য শাসকেরা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। এখানে মহাযুদ্ধ ও বিপ্লবের সংঘাতে জারের সিংহাসন চূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টালিন ছিলেন। এই সময়ে কয়েক মাসের মধ্যে লেনিন ষ্টালিন ও স্ভারডলভের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গুপ্তচর মালিনোভস্কী পুলিশকে খবর দিয়া তাহা ব্যর্থ করে, পুলিশ প্রহরীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়। ধৈর্য্যের সহিত ষ্টালিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বহির্জগত হইতে অতি অল্প সংবাদই বহুদিনের ব্যবধানে জনহীন হিমমণ্ডলে আসিত। ইয়োরোপের রঙ্গমঞ্চে নূতন ঘটনার সমাবেশ হইতেছে, মেঘে মেঘে সংঘর্ষে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিবে, তাহার আর বিলম্ব নাই। নিস্তব্ধ নিরানন্দ তুহিনাচ্ছন্ন বন্য প্রকৃতির হিমশীতল ক্রোড়ে বসিয়া বন্দী ষ্টালিন কি ভাবে মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কে বলিবে?

সপ্তম অধ্যায়

ইয়োরোপের মহাযুদ্ধে বলশেভিক বিপ্লবীর ভূমিকা

ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের অসামঞ্জস্য ও স্ববিরোধিতা সাম্রাজ্যভোগী ও সাম্রাজ্যলোভীর সংগ্রামকে আসন্ন করিয়া তুলিল। পণ্যের বাজার সীমাবদ্ধ—বণিকের লোভ সীমাহীন। মহাযুদ্ধের জুয়ায় সে স্বর্ণভাণ্ডার ভরিয়া তুলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। সংবাদপত্র, রাজনীতিক, কূটনীতিক তাহার সহায়। জাতিবিদ্বেষ ও রণহিংসার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, তলে তলে চলিল বহু গুপ্তসন্ধি এবং আঁতাত। বারুদ প্রস্তুত—অগ্নিশলাকার অপেক্ষা। এমন সময় সহসা সেরাজেভোতে রিভলবারের গুলীর আগুন বিশ্বের স্তূপীকৃত মারণাস্ত্রে বিস্ফোরণ আনিল। ১৯১৪ সালের ১লা আগষ্ট জার্ম্মান সম্রাট রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে, ৩রা আগষ্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, ৪ঠা আগষ্ট বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ৪ঠা আগষ্ট বৃটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ৬ই আগষ্ট অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, ১১ই আগষ্ট ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়া ও অন্যত্র শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইল। রণদামামা ধ্বনিতে উত্তেজিত জনতা সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিল। বিশ্বধনতন্ত্রের রাজা, সম্রাট, রাষ্ট্রপতিদের পতাকাতলে সুগঠিত বাহিনী যাত্রা আরম্ভ করিল। জাতির বিরুদ্ধে জাতির জিঘাংসা প্রবৃত্তি সহসা রণোন্মাদনায় রক্তপিপাসু হইয়া উঠিল। বলশেভিক নেতাদের আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দূরে সরিয়া গেল। যুক্তি ও পূর্ব্ব সঙ্কল্পের দীপশিখা স্তিমিত। আন্তর্জ্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যুদ্ধকালে শ্রমিকদের আচরণ সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিল, তাহা আকাশে মিলাইয়া গেল। রাশিয়া এবং পশ্চিম ইয়োরোপের সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রীরা স্বদেশপ্রেমের নামে জাতীয় যুদ্ধ সমর্থন করিতে লাগিলেন।

এই সময় লেনিন গ্যালেসিয়ার পোরোনিনো গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। স্থানীয় অস্ট্রিয়ান কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে রুশ গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফ্‌তার করিল। অস্ট্রিয়ার কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী সমাজতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইলেন যে লেনিন একজন আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবী এবং জারতন্ত্রের চিরশত্রু। তিনি কখনও রুশ সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচর হইতে পারেন না। দুই সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করিলেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে যাইবার অনুমতি লাভ করিলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দেড় বৎসর কাল তিনি সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণে গ্রামে ছিলেন। তাহার পর তিনি ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী (মার্চ্চ) বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জুরিকে ছিলেন।

অন্যদিকে সাইবেরিয়ার ক্ষুদ্র পল্লী কারেইকায় কুটিরে বসিয়া ষ্টালিন ঘটনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কারেইকা নদীতীরে ঐ নামের গ্রামখানিতে পঁচিশ ঘর কৃষক বাস করিত। ইহারই এক বাড়ীতে একখানি ঘরে ষ্টালিন থাকিতেন, স্‌ভারডলভ্‌ থাকিতেন অন্য বাড়ীতে। ইহার ৫ মাইল দূরে একটা সীসার খনি ছিল এবং দেড়শত মাইল পশ্চিমে তুরুখানাস্কে ছিল একটি বন্দীনিবাস, এখানে ৩০০ রাজনৈতিক বন্দী ছিল। উত্তর এশিয়ার উষর তুন্দ্রাভূমির অরণ্যবেষ্টিত এই গ্রামের নদীতে প্রচুর মাছ এবং অরণ্যে প্রচুর পশু—মৎস্যাশী ও শিকারীর লোভনীয় স্থান। রাজনৈতিক নেতা ষ্টালিন অবসর সময়ে মাছ ধরিয়া, শিকার করিয়া কাল কাটাইতেন।

নাতিশীতোষ্ণ ককেসাসের অধিবাসী জোসেফ ষ্টালিনকে এইখানে চারিটি শীতঋতু কাটাইতে হইয়াছে। বৎসরে ২।৩ মাস ব্যতীত এ অঞ্চল সর্ব্বদাই বরফে আচ্ছন্ন থাকে এবং তীব্র বায়ু ও তুষার ঝটিকা সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। শীতকাল চিররাত্রি বলিলেও চলে, চব্বিশ ঘণ্টায় দু' এক ঘণ্টার জন্য মাঝে সূর্য্য দেখা যায়।

এই একঘেঁয়ে নিরানন্দ অন্ধকারের মধ্যে-মাঝে দু'একজন কৃষকের মুখ দেখা যায়, কালেভদ্রে দু'একজন দুঃসাহসী রাজনৈতিক বন্দী তুরুখানস্ক উপনিবেশ হইতে ষ্টালিন, স্‌ভারডলভ্‌-এর সহিত দেখা করিতে আসেন।

একবার ভেরা স্থইজার, স্থরেন স্পানডারিয়ানকে সঙ্গে লইয়া কুরেইকায় ষ্টালিনের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"বৎসরের এই সময় হিম-মণ্ডলে দিবারাত্রির ব্যবধান বিলুপ্ত, সন্ধ্যা ও প্রভাতহীন রাত্রি—নিষ্ঠুর তুষার বৃষ্টিতে শীতার্ত্ত। আমরা কুকুরবাহিত স্লেজে ইনেসির উপর দিয়া যাত্রা করিলাম, দুই পাশে ঘন অরণ্য। আমরা দ্রুত চলিয়াছি, পশ্চাতে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘের গর্জ্জন। * * *

"আমাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে কমরেড ষ্টালিন আনন্দে অধীর হইলেন। 'হিম-মণ্ডলের ভ্রমণকারীদের' সেবাযত্নের কোন ক্রটি করিলেন না। প্রথমেই তিনি নদীতীরে ছুটিয়া গেলেন। বরফের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তিনি ছিপ ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি একটা বড় মাছ কাঁধে করিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি "অভিজ্ঞ ধীবরের" মত দেখাইয়া দিতে লাগিলেন; আমরা মাছটা কাটিয়া দুই পদ বান্না করিয়া ফেলিলাম। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির আলোচনাও চলিল। * * দেখিলাম ঘরের কোণে, তাঁহার নিজহাতে তৈয়ারী মাছ মারিবার ও শিকার করিবার যন্ত্রপাতি রহিয়াছে।"

ঘটনাচক্রে মার্কসবাদে অভিজ্ঞ নেতা আজ অভিজ্ঞ শিকারী ও ধীবর। শক্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন; ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বহির্জগত প্রায় বিচ্ছিন্ন। দীর্ঘকাল পর পত্র আসে। সেণ্ট-পিটসবার্গের বন্ধু শ্রমিক আলেলুইভ ও পুটিলফের পত্রে লেনিনের সংবাদ পান; বাকু হইতেও পত্র আসে; কিন্তু সংঘর্ষ পরিচালনায় নির্দ্দেশ দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। কিছু পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রকাশের কয়েক মাস পরে আসে। এত অস্থবিধার মধ্যেও তিনি মনোবল ঠিক রাখিয়া স্থদীর্ঘ নির্ব্বাসনের অবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের সংবাদ আসিল, তখন অন্যান্য বলশেভিক নেতার মতই ষ্টালিন বিস্মিত হইলেন না। প্রত্যেক দেশের সমাজতন্ত্রী নেতারা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই আগতপ্রায় সমরানলের আভাস দিতেছিলেন। অবশ্য কাহার সহিত কাহার যুদ্ধ হইবে সে সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু কাঁচা মাল ও বাজার

লইয়া প্রতিযোগী ধনতন্ত্রের ক্রুর প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন দেশে অস্ত্রনির্ম্মাণ ও সঞ্চয়ের ধূমধাম, মনুষ্যজাতিকে মহাসংগ্রামের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, এ কথা অনেকেই বলিয়াছেন।

এই অনিশ্চয়তার জন্য, যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে জগতের শ্রমিকশ্রেণীর কর্ত্তব্য কি, কেহই কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই। যুদ্ধ কি প্রকারে নিবারণ করা যায় তাহা লইয়াও বিশেষ আলোচনা হয় নাই। ১৮৮৯ সালে আন্তর্জ্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বুরো প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বাৎসরিক আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রত্যেক দেশের সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের কতকগুলি মূলনীতি আলোচিত হইত। প্রত্যেক সম্মেলনেই মতভেদ তীব্র হইত কিন্তু একটা দৃশ্যমান ঐক্য রাখিবার জন্য আপোষরফার পথে কতকগুলি প্রস্তাব পাস হইত। ১৯১২ সালের বাস্‌লে সম্মেলনে এক সুস্পষ্ট কর্ম্মনির্দ্দেশযুক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে এই প্রস্তাব ঘোষণাপত্ররূপে প্রচারিত হয়।

"যদি যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী এবং তাহাদের পার্লামেণ্টি প্রতিনিধিগণ, আন্তর্জ্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বুরোর যোগাযোগে পারস্পরিক সহযোগিতায় যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে স্ব স্ব ধারণামত চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা সর্ব্বত্র একই রকম হইবে এমন কোন কথা নাই। শ্রেণীসংঘর্ষের ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির রকমফেরের দিক হইতে যুদ্ধবিরোধী প্রচেষ্টা এক এক রূপ আকার ধারণ করিবে।

"যদি যুদ্ধ বাধিয়াই উঠে, তাহা হইলে উহার দ্রুত পরিসমাপ্তির জন্য চেষ্টা করাই তাহাদের কর্ত্তব্য হইবে। এবং যুদ্ধের দরুন উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের সুযোগ লইয়া ধনতান্ত্রিকশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য জনমত জাগ্রত করিতে হইবে।......

"এই কংগ্রেস লিপিবদ্ধ করিতেছে যে, সমগ্র 'সোশ্যালিষ্ট ইণ্টারনাশন্যাল' তাহার উপরোক্ত পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে একমত। ইহা সকল দেশের শ্রমিক-শ্রেণীকে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং সর্ব্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জ্জাতিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য আহ্বান করিতেছে। এতদ্বারা সমস্ত রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীকে

সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহারা যেন যুদ্ধের প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথায় জনসাধারণের ক্লেশ বর্দ্ধিত না করেন। এই কংগ্রেস জোরের সহিত শান্তি দাবী করিতেছে। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের মনে রাখা উচিত ইয়োরোপের বর্ত্তমান অবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব যেরূপ, তাহাতে নিজেদের বিপদাপন্ন না করিয়া তাঁহারা যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন না। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিৎ, ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধের পর ফ্রান্সে বিদ্রোহ হইয়াছিল, রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় রুশ সাম্রাজ্যে জনসাধারণের বৈপ্লবিক শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। নৌবহর নির্ম্মাণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর প্রতিযোগিতার ফলে ইংলণ্ডে ও ইয়োরোপে শ্রেণীসংঘর্ষ তীব্র হইয়াছে এবং বহু ধর্ম্মঘট হইতেছে। বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পৈশাচিক সম্ভাবনায় শ্রমিকশ্রেণী বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, ইহা বুঝিতে না পারা গভর্ণমেণ্টগুলির পক্ষে উন্মাদের কাজ হইবে। পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য, রাজবংশগুলির উচ্চাশার জন্য অথবা গুপ্ত কূটনৈতিক সন্ধির জন্য,—কৃষক-শ্রমিক-সর্ব্বহারা শ্রেণী পরস্পরকে গুলী করিয়া মারা অপরাধ বলিয়াই বিবেচনা করে।"

কিন্তু ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে যখন সত্যই যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন সর্ব্বহারা শ্রেণী বিদ্রোহ করিল না। সমাজতন্ত্রীরাও নীরব রহিলেন। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পৃথক হইয়া গেল। একটি মাত্র আন্তর্জ্জাতিক দল—রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি—বাসলে-কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট বৈপ্লবিক নীতির উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রত্যেক দেশের ট্রেড্ইউনিয়ন গুলি স্ব স্ব গভর্ণমেণ্টের অনুসরণ করিল। সমাজতন্ত্রী এবং শ্রমিকদলগুলিও দু'চারজন শান্তিবাদী ছাড়া ঐ পথেই গেল।

লেনিন চালিত বলশেভিকেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বলশেভিকেরা দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন না। অন্যান্য দল হইতে বলশেভিক পার্টির স্বাতন্ত্র্য লেনিনের দুইটি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল।—"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর।" "শ্রমিকদের শত্রু তাহাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট।" সুদূর কাবেইকা ও তুরুখানস্কে যখন লেনিনের এই সিদ্ধান্তের সংবাদ আসিল—তখন বিপ্লবীমহলে

আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সহবন্দীদের নিকট ষ্টালিন এই শ্রেণীর কথাই বলিয়াছিলেন। লেনিনের সিদ্ধান্ত যে তাঁহারই মনেব মত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে ভবিয়া উঠিল। পঁচিশ বৎসর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেও, লেনিনের উত্তবাধিকাবী ষ্টালিন বলিয়াছেন,—"আজও ১৯১৪ সালের সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত।"

বলশেভিক পার্টির ৫।৬ জন সদস্যসহ লেনিন ১৯১৪ সালেব ১লা নভেম্বব কেন্দ্রীয় বলশেভিক পার্টির পক্ষ হইতে "যুদ্ধ ও রুশীয় সোশ্যাল ডিমোক্রেসী" শীর্ষক বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। উহাতে বলা হইল

"ইয়োরোপের এবং বিশ্বের এই যুদ্ধে বুর্জ্জোয়া সাম্রাজ্যবাদ এবং বাজবংশীয় যুদ্ধের ছাপ সুস্পষ্ট, পণ্যের বাজাব ও পররাজ্য লুণ্ঠন, সর্ব্বহারাদের বৈপ্লবিক শক্তি বিনষ্ট করা, গণতন্ত্রকে ধ্বংস কবার জন্য এই যুদ্ধ। বেতনভুক ভৃত্যদিগকে উত্তেজিত কবিয়া, শ্রমিক শ্রেণীকে ধাপ্পা দিয়া, ভেদ অনৈক্যে দুর্ব্বল কবিয়া বধ্যভূমিতে প্রেরণ কবা—বুর্জ্জোয়া শ্রেণীব লাভ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি কবার জন্য প্রয়োজন। ইহাই যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপয্য।

"* * * সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনাতেই দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক ভাঙ্গিয়া পড়িল, মার্কসপন্থী বিপ্লবীরা দলেব আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া বুর্জ্জোয়াশ্রেণীব সহিত যোগ দিয়াছে। এই বিচ্ছেদকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিতে হইবে। সুবিধাবাদী ও যুদ্ধরত সমাজতন্ত্রীদের বাদ দিয়া আমাদিগকে এক নূতন বৈপ্লবিক আন্তর্জ্জাতিক গড়িতে হইবে।"

"* * * দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক মৃত, সুবিধাবাদীরা উহাকে হত্যা করিয়াছে। সুবিধাবাদ ভূলুণ্ঠিত হউক। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকেব পতাকা উত্তোলিত হউক।"

১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসেব এই ঘোষণার সাড়ে চার বৎসর পর লেনিনের প্রতিভাপ্রসূত তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে।

বাশিয়ার বলশেভিকেরা লেনিনের ঘোষণাবাণী অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পবিণত কর, জারতন্ত্রেব পরাজয়

কামনা কর—এই নির্দ্দেশের মধ্য দিয়া পার্টির প্রচারকার্য্য চলিল। রাশিয়ার বাহিরে লুবেনেক্ট এবং রোজা লুক্‌জেমবার্গ এই দুইজন মাত্র লেনিনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু রাশিয়া ছাড়া আর কোন দেশেই বৈপ্লবিক্ পরিবর্ত্তনের জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না। রাশিয়ার শাসকশ্রেণীর ভিতরের দৌর্ব্বল্য ১৯০৫ এর বিদ্রোহেই স্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছিল। স্টোলিপিনের প্রতিক্রিয়াশীল জবরদস্তীতে সহস্র সহস্র বিপ্লবীকে হত্যা, কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসনে প্রেরণ করিয়াও শাসনতান্ত্রিক কোন পরিবর্ত্তন হইল না। স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক-গভর্ণমেণ্ট দ্বারা চালিত হইতে লাগিল, ১৯০৫এর বিপ্লবের পর জার এবং তাঁহার পরামর্শদাতারা কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির যে খসড়া করিয়াছিলেন, তাহা যে সকল কারণে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

ফলে ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময়, জার-গভর্ণমেণ্টের এই দৌর্ব্বল্য বিপ্লবের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিল। প্রথমেই দেখা গেল, এত বড় বৃহৎ যুদ্ধ পরিচালনে জার-গভর্ণমেণ্ট অক্ষম ও অপটু, প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা চলচ্চিত্রের ছবির মত দ্রুত একের পর আর অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। মনোবিকারে ক্ষিপ্তা সম্রাজ্ঞী, তাঁহার দুর্ব্বলচিত্ত স্বামীকে দুশ্চরিত্র সন্ন্যাসী রাসপুটিনের উপর ভরসা রাখিয়া তাহারই পরামর্শে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। সমরোপকরণ ও পণ্য উৎপাদনের কারখানার মালিকেরা অবাধে প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। প্রথম রণোন্মাদনায় লক্ষ লক্ষ কৃষকসন্তান সৈন্যদলে যোগ দিল, প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহারা শৌর্য্য ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইতে লাগিল। বিভাগীয় ও মুনাফাশিকারীদের দুর্নীতিতে সমরবিভাগের বিশৃঙ্খলা সাংঘাতিক হইয়া দেখা দিল। সৈন্যদলগুলি রাইফেল, গুলী, বারুদ ও রসদের অভাবে অচল হইবার উপক্রম হইল। দেশের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মজুরী কমিতে লাগিল। ১৯১৩ সালে কারখানার শ্রমিকদের গড়পড়তা মাসিক মজুরী ছিল ৮৫'৫ রুবল, ১৯১৭র জানুয়ারীতে তাহা কমিয়া দাঁড়াইল ৩৮

রুবলে।' অথচ সহরে ১৯১৩ তুলনায় বাড়ীভাড়া দুই তিনগুণ বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের সূচনায় যে ধর্ম্মঘটের প্রায় অস্তিত্ব ছিল না—অসন্তুষ্ট শ্রমিকমহলে সেই ধর্ম্মঘট দেখা দিল। ১৯১৪ সালের আগষ্ট-ডিসেম্বরে ৬৮টি ধর্ম্মঘটে ৩৪,৭১৪ জন শ্রমিক যোগ দিয়াছিল। ১৯১৬ সালে ঐ পাঁচ মাসে ১,৪১০টি ধর্ম্মঘটে ১০,৮৬,৩৬৪ যোগ দিয়াছিল।

জয়াশাহীন নৈরাশ্য সমাজের সর্ব্বস্তরে দেখা দিল। অভিজাতসমাজ জার ও সম্রাজ্ঞীর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং একদিন রাত্রে রাসপুটিনকে হত্যা করিয়া তাহার দেহ নেভা নদীতে নিক্ষেপ করিল। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের তাড়নায় জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহ করিল এবং ডুমার ভদ্র-প্রতিনিধিগণের নিকট দাবী উপস্থিত করিল, জার সিংহাসন ত্যাগ করুন। ১৯১৭ সালের ৮ই মার্চ্চ প্রধান মন্ত্রী প্রটোপোপস্, জারের সহিত দেখা করিয়া দেশব্যাপী অসন্তোষ কত ব্যাপক তাহা বুঝাইলেন। জার সেই দিনই সেণ্টপিটাসবার্গ হইতে সামরিক হেড কোয়ার্টারে চলিয়া গেলেন। ঐ দিন রাত্রেই তিনি সম্রাজ্ঞীর নিকট এক পত্রে লিখিতেছেন, "আমি অবসর সময়ে তাস খেলিব। * * * আমার মন এখন শান্ত, এখানে মন্ত্রীরা নাই, বিরক্তিকর প্রশ্ন ও সমস্যা নাই। আমার পক্ষে ইহাই ভাল।" এই স্ত্রৈণ কাপুরুষ নির্ব্বোধ লোকটির—সাংঘাতিক সঙ্কটের মধ্যেও কি আত্মতৃপ্তি!

"তাস খেলিবার জন্য" জারের যাত্রার দিনই সেণ্টপিটাসবার্গে খাদ্য লইয়া দাঙ্গা হইল। দুই দিন পর জনারণ্য রাজপথ ছাইয়া ফেলিল, কশাকেরা লোকের বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। ঐ রাত্রে ৯টার সময় টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া জার নিকোলাস হুকুম দিলেন, "আমি দেখিতে চাহি রাজধানীর অশান্তি আগামী কাল প্রশমিত হইয়াছে।" তিনি একথাও বলিতে পারিতেন, সমুদ্রে যেন জোয়ার না আসে। ১১ই মার্চ্চ ভলিনস্কী সৈন্যদল জনতার উপর গুলি চালাইয়া ব্যারাকে ফিরিয়া গেল এবং বিদ্রোহ করিয়া একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে হত্যা করিল। আরম্ভ হইল বিপ্লব।

জার ডুমা ভাঙ্গিয়া দিবার নির্দ্দেশ দিলেন। রক্ষণশীল দল প্রভাবিত ডুমাকে

হয় বিপ্লবের দায়িত্ব লইতে হয়, নয় আত্মহত্যা করিতে হয়। রক্ষণশীলদের নেতা স্থলজিন ডুমার সভাপতি রড্‌জিয়াস্কোকে অনুরোধ করিলেন,—“অধিকতর বিপজ্জনক ব্যক্তিরা ক্ষমতা অধিকার করার পূর্ব্বে আমাদের ক্ষমতা হস্তগত করিতে হইবে।” জারের হুকুম মানা তো দূরের কথা, ডুমার সদস্যরা একটি “প্রগতিশীল ব্লক” গঠন করিয়া এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট খাড়া করিল। ইতিমধ্যে কারখানার শ্রমিকেরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে লাগিল। সোভিয়েট সঙ্ঘগুলি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সোভিয়েট নির্ব্বাচিত এক কার্য্যকরী সমিতি পার্লামেণ্ট (ডুমা) ভবনের বাজেট কক্ষে কাজ আরম্ভ করিলেন। এই কমিটির অন্যতম সহকারী সভাপতি, ডুমার সদস্য এবং সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা কেরেনেস্কী। যদিও প্রিন্স লোভফ্‌ নামে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তা হইলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ যুবক ব্যবহারজীবী কেরেনেস্কী হইলেন কর্ণধার। ইনি বক্তৃতায় পটু এবং চিন্তায় বৈপ্লবিক হইলেও, ইঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি ঘোষণা করিলেন,—“আমি রাশিয়াকে ইয়োরোপের মধ্যে স্বাধীনতম রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহি।” কিন্তু এই ইচ্ছা পূরণ করিবার মত প্রতিভা বা যোগ্যতা তাঁহার ছিল না।

জনতার মিছিল ও সভায় রাজধানীর রাজপথগুলি ভরিয়া উঠিল। কেরেনেস্কী এবং বৃদ্ধ রক্ষণশীল রডজিয়াস্কো জনতার সম্মুখে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহারাই জননায়ক। জনতা বক্তৃতা শোনে কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবী সঙ্গীত ‘মার্সাই’ সমবেত কণ্ঠে গান করে। প্রধান মন্ত্রী প্রোটপোপক ও অন্যান্য জারীয় মন্ত্রীরা গ্রেফ্‌তার হইলেন। কিন্তু অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট অশান্তি দমন করিতে পারিলেন না। ১৪ই মার্চ্চ জার রক্ষীদল বেষ্টিত হইয়া রাজধানী যাত্রা করিলেন। ১৫ই মার্চ্চ রাজধানীর সৈন্যেরা সোভিয়েট প্রতিনিধি নির্ব্বাচন আরম্ভ করিল। জার তাহাদের দমন করিয়া শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য নূতন সৈন্যদল আনিলেন। তাহারা আসিয়াই বিপ্লবী সৈন্যদের সহিত যোগ দিল। জারের প্রভুত্বের দণ্ড ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

জার আব সেণ্টপিটাসবার্গে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার গাড়ী পসকোভ অভিমুখে যাত্রা করিল। ইতিমধ্যে পুঁজিপতি, জমিদার, আইনজীবী প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর লোকেরা নবগঠিত গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতে লাগিল। ইহাদের চাপে ১৫ই মার্চ্চ জাব তাঁহার ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেলের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। বাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে জার অপেক্ষা মাইকেলের ধারণা ছিল স্পষ্ট। তিনি বলিলেন, প্রস্তাবিত গণপরিষদ হইতে আহ্বান না আসিলে তিনি সিংহাসনে বসিতে রাজী নহেন। অশান্তি নিবাবণকল্পে সকল শ্রেণীব বুর্জ্জোয়া রাজনীতিকেরা এই গণপরিষদের ধুয়া তুলিয়াছিলেন।

অবস্থা আয়ত্তে আনিবাব জন্য দুইটি নূতন শক্তিব আবির্ভাব হইল। প্রিন্স লভোভএর নেতৃত্বে ডুমা হইতে গঠিত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে এবং শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও নাবিকদের—জাগ্রত জনসাধারণের প্রতিনিধি সোভিয়েট। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক আলোডনের জঠরে জন্মলাভ করিলেও—ইহার মূল জনসাধারণের মধ্যে ছিল না। ইহা জারহীন জারতন্ত্রেব একটা জোডাতালি মাত্র—একান্ত ঘটনাচক্রে গভর্ণমেণ্ট পবিচালনের দায়িত্ব ইহাব স্কন্ধে আসিয়া পড়িলেও—ইহার মধ্যে কোন জীবন্ত আগ্রহ ছিল না। ইহার পররাষ্ট্র-নীতি জার-নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিল—যুদ্ধ চালাইযা যাওয়া এবং জাব-গভর্ণমেণ্টেব সন্ধিগুলির সর্ত্ত পূরণ করা। ইহার স্বরাষ্ট্র নীতি হইল, বিক্ষুব্ধ জনতাকে সংযত রাখা এবং গণপরিষদ গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সকল প্রকার আমূল পরিবর্ত্তন স্থগিত রাখা। কিন্তু গণপরিষদ লইয়াও সংশয় সন্দেহ ছিল, অনেকেই একমত হইতে পারিতেছিলেন না।

জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ফলেই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট জাবের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমও সঙ্ঘবদ্ধ সোভিয়েটের নূতন শক্তিদ্বারা পবিচালিত হইবে। সোভিয়েটের কার্য্যকরী সমিতি গঠন হইবামাত্র তাহার সহিত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের যোগাযোগ স্থাপিত হইল এবং এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন কেরেনেস্কী। এই যোগাযোগ যতদিন রক্ষা কবা যাইবে, ততদিন অস্থায়ী

গভর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রের কর্ত্তা থাকিবে এবং ইহা দ্বারা বিপ্লবকে সংযত ও সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হইবে। এই যোগাযোগ-কমিটির মারফৎ গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং গণপরিষদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সোভিয়েটেব আশু দাবীগুলি অনিশ্চিত ভবিষ্যতেব জন্য তুলিযা রাখিবার ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন।

এমন একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হইল—যাহার মধ্যে কোন স্থির বাস্তবভূমি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। জার নাই ইহা সত্য—কিন্তু তাহার স্থান গ্রহণ করিবার মত কোন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নাই। অথচ সকলেই নূতন স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে, সকলশ্রেণীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব মিলন—সর্ব্বত্র স্বাধীনতার সঙ্গীত—শৃঙ্খল মুক্তির আনন্দ অসংযত উচ্ছৃঙ্খল। কাবাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল, সুদূব সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিতদেব কর্ণে জনসমুদ্রের কল্লোলধ্বনি প্রবেশ করিল।

মার্চ্চ-বিদ্রোহ আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক বলশেভিক-পার্টিকে লঘুভাবে চিহ্নিত কবিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই বিপ্লবে বলশেভিকদের কোন হাত ছিল না, কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়াও তাহারা বিপ্লবকে অগ্রসর করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। বলশেভিকরা পূর্ব্ব হইতে গণবিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করে নাই ইহা সত্য, তাঁহারা কেহ এমন কথাও বলেন নাই যে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রম লইযা ইহা সৃষ্টি করা যায়। মুষ্টিমেয় লোক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করিতে পাবে, ক্ষমতাও হস্তগত করিতে পারে। কিন্তু বলশেভিকদের পরিকল্পিত বিপ্লব স্বতন্ত্র, উহা জনসাধারণেব অভ্যুত্থানের অপেক্ষা না করিলে ব্যর্থ হইবে। অ-বৈপ্লবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থাব মধ্যে বিপ্লব করা সম্ভব এবং নিছক প্রচার কার্য্য দ্বারা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আনয়ন করা সম্ভব,—কোন বলশেভিকই একথা বলিবে না। লেনিনও, "বৈপ্লবিক পরিস্থিতি" বলিতে কি বুঝায়, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহকর্ম্মীদেব কোন সংশযের মধ্যে রাখেন নাই। তিনি উহার তিনটি লক্ষণের উপর জোর দিয়াছেন,—

(১) যখন শাসকশ্রেণীর পক্ষে তাহাদেব ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে, একটি সঙ্কট ক্রমে নানা সঙ্কটরূপে দেখা দেয়, শাসকশ্রেণীর নিজস্ব

নীতির মধ্যে বিহ্বলতা উপস্থিত হয় এবং সেই ফাটল দিয়া নির্য্যাতীত শ্রেণীর অসন্তোষ ও বিদ্রোহ বাহির হইয়া আসে।

(২) নির্য্যাতীত শ্রেণীর দুঃখদুর্দ্দশার সাধারণ অবস্থা অপেক্ষাও যখন উহা আত্যন্তিক হইয়া উঠে।

(৩) পূর্ব্বকথিত পরিবর্ত্তন ব্যতীত যদি জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়, বিভিন্ন দল, এমন কি বিভিন্ন শ্রেণীর অভিপ্রায়ের সহিত যদি উহার যোগ না থাকে, তাহা হইলে নিয়মসঙ্গত বিপ্লব অসম্ভব। ঐ সকল অবস্থার একত্র সমাবেশ ঘটিলেই "বৈপ্লবিক পরিস্থিতি" উপস্থিত হয়।

অতএব ১৯১৭র মার্চ্চ-বিপ্লবের গৌরব ও দায়িত্ব কোন বলশেভিকই দাবী করেন নাই। কিন্তু গোঁড়া বিরোধী ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন, ঐ বিপ্লবের অগ্রদূত শ্রমিকশ্রেণীর উপর বলশেভিকদের প্রচুর প্রভাব ছিল। একথাও মনে রাখিতে হইবে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর হইতেই বলশেভিকেরা আগামী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই তাঁহারা মেনশেভিকদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে ষ্টকহোলম কংগ্রেসে ষ্টালিনের সেই পুরাতন সিদ্ধান্ত নূতন করিয়া দেখা দিল, "সর্ব্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব না গণতান্ত্রিক বুর্জ্জোয়াদের নেতৃত্ব—পার্টির সম্মুখে ইহাই প্রশ্ন এবং এখানেই আমাদের মতভেদ।"

বলশেভিক এবং মেনশেভিক উভয় দলই অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন—কিন্তু এতটা জটিল বিহ্বলতা কোন পক্ষই পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় সোভিয়েট কি ভূমিকায় অভিনয় করিবে সে সম্বন্ধে কোন পার্টিরই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু সোভিয়েটের শক্তি দ্রুত বাড়িতে লাগিল। বৈপ্লবিক প্রবাহে কেবল কৃষক শ্রমিক নহে, সৈনিক ও নাবিকেরাও দলে দলে সোভিয়েটে যোগ দিতে লাগিল। ইহারা লেখাপড়া জানে না, বলশেভিক ও মেনশেভিকদের পার্থক্য বুঝে না, কিন্তু ইহা জানে যে সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি জনগণের পার্টি। সোভিয়েট যতই শক্তিশালী হইতে লাগিল, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ততই উহার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিয়া "ডিক্টেটর-শিপ অফ্ দি প্রোলেটারিয়েট" প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সর্ব্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রের রূপ ও স্বরূপ কি হইবে, মার্কস তাহার গঠনপ্রণালী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। মার্কসের বিশ্লেষণ পদ্ধতি লইয়া লেনিন "এপ্রিল সিদ্ধান্ত" এবং "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" রচনা করিলেন। এই একটি মাত্র ব্যক্তি যাঁহার শ্যেনদৃষ্টিতে রাশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ভাসিত হইল। কিন্তু নেতাদের কেহ রাশিয়ায় নাই। লেনিন জেনেভায়—ষ্টালিন সাইবেরিয়ায়।

জারের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ সাইবেরিয়ায় পৌছিবামাত্র, বন্দীশালা ও অন্তরীনদের প্রহরীরা শূন্যে মিলাইয়া গেল। সহস্র সহস্র নির্ব্বাসিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ষ্টালিন ও স্ভাবডলভের, বহু বিপ্লবীর মত গৃহ নাই, পরিজন নাই। অবশ্য তাঁহারা গৃহের কথা চিন্তাও করেন নাই। সকলের লক্ষ্য সেণ্ট পিটাসবার্গ। ১৯১৭র ২৫শে মার্চ্চ ষ্টালিন আসিলেন, স্ভারডলভ, আসিলেন, কামেন্ফ্, কালিনিন আসিলেন—লেনিন জেনেভা হইতে যাত্রা করিতেছেন।

পেট্রোগার্ডে (সেণ্টপিটাসবার্গের পরিবর্ত্তিত নাম) আসিয়াই ষ্টালিন, কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সদস্যরূপে বলশেভিক শ্রমিকপার্টির বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা পরিচালনার ভার লইলেন। ষ্টালিন আসিয়া দেখিলেন, পার্টির পুরাতন সিদ্ধান্তের একটু রকমফের করিয়া, ১৮ই মার্চ্চ 'প্রাভদায়' ঘোষণা করা হইয়াছে :

"শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী সেনাদলকে অস্থায়ী বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টি করিতে হইবে। উহা নূতন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের নেতৃত্ব করিবে। অস্থায়ী বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাময়িক আইন প্রণয়ন করিবেন, জমিদার এবং মঠ ও গীর্জ্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবেন, জারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবেন, আট ঘণ্টা খাটুনীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন এবং জাতিধর্ম্ম নরনারী নির্ব্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে গণপরিষদ আহ্বান করিবেন।"

*'প্রাভদার' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উহা সমর্থন করিয়া বলা হইতেছে, 'অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দাও' অর্থাৎ উহা বলশেভিক নীতি ও কার্য্যক্রমের প্রতি অধিকতব অবহিত হউক। ষ্টালিন প্রভৃতি নবাগতেরা দেখিলেন, বলশেভিক পার্টির পক্ষ হইতে যে নীতি ঘোষণা করা হইতেছে—তাহা বিপ্লবের ফলে উত্থিত সমস্যাগুলির প্রকৃত উত্তর নহে। পুরাতন লিপিবদ্ধ প্রস্তাব অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহাবা বিভ্রান্ত হইয়াছেন। ষ্টালিন ও কামেনফের উপর 'প্রাভদা' পরিচালনাব ভার অর্পিত হইল। এক 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' জন্যই কি আমরা এতকাল শ্রমিকদিগকে পবিচালিত করিয়াছি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ক্ষমতা কাহার হাতে, ডুমার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের না সোভিয়েটের? অথবা গণপরিষদ না হওয়া পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে দ্বৈত নেতৃত্বই চলিবে?—ষ্টালিন দেখিলেন, এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে বলশেভিকদেব মন সংশয়মুক্ত নহে।

তাহারা যুদ্ধ-বিরোধী, এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট জার গভর্ণমেণ্টের আরব্ধ কর্ম্মের জের টানিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। সোভিয়েটের মধ্যে বলশেভিকেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, সংখ্যাগরিষ্ঠরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদলের এবং কেরেনেস্কীব অনুগামী অথবা মেনশেভিক। ইহারা যুদ্ধ চালাইতে চাহে।

বলশেভিকদলের নীতিব আমূল পরিবর্ত্তন সাধনে ষ্টালিন কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পেট্রোগার্ডে আসিবার দুইদিন পরে তিনি ২৭শে মার্চ্চ 'প্রাভ্দায়' লিখিলেন:

"পুরাতন শক্তিকে ধ্বংস করিতে বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকের সাময়িক ঐক্যই যথেষ্ট; কেননা, সৈনিকের পোষাক পবিহিত বাশিয়ান শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যই যে রুশ-বিপ্লবের ভিত্তি ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

"কিন্তু শ্রমিক এবং সৈনিকের অস্থায়ী মৈত্রী অর্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা অথবা বিপ্লবকে অধিকতর পবিণতির দিকে অগ্রসর করিবার পক্ষে আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে।

"ইহার জন্য প্রয়োজন—এই মৈত্রীকে সচেতন, নিরাপদ, স্থায়ী এবং দৃঢ করা। এমন দৃঢ করিতে হইবে যাহা প্রতিবিপ্লবীদের প্ররোচনাতেও অটল থাকিবে। ইহা সকলের সম্মুখেই স্পষ্ট যে, রাশিয়ার বিপ্লবকে চরম জয়যুক্ত

করিতে হইলে বিপ্লবী শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিকদের ঐক্যকে দৃঢ়তর করা প্রয়োজন।

"এই ঐক্যেব প্রতিভূ হইল শ্রমিকদের সোভিয়েট এবং সৈনিকদের ডেপুটিগণ।

"এই সোভিয়েটগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। বৈপ্লবিক জনগণের বৈপ্লবিক শক্তির ইহারা হইল প্রতীক এবং প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে বর্ম্মস্বরূপ।

"বৈপ্লবিক সোশ্যাল ডিমোক্রাটগণ সোভিয়েটগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ, ব্যাপক, সর্ব্বজনীন করিবার কাজে নিশ্চয়ই আত্মনিয়োগ করিবে। জনসাধারণের বৈপ্লবিক শক্তিব প্রতিষ্ঠান শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিগণের কেন্দ্রীয় সোভিয়েটের সহিত ঐগুলিকে যুক্ত করিতে হইবে।"

বলশেভিক বিপ্লবীদিগকে পরিবর্ত্তিত অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ করিবার জন্য ষ্টালিন প্রতিদিন প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। ২৯শে মার্চ্চ তিনি লিখিলেন:

"সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস খুলিয়া জনসাধারণকে দেখাইতে হইবে—বর্ত্তমান যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য কি? কিন্তু ইহার অর্থ হইল যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অর্থাৎ বর্ত্তমান যুদ্ধ অসম্ভব করিয়া তোলা।" এক সপ্তাহ পরেই ষ্টালিন "প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সমস্ত সচেতন শক্তিকে সংঘবদ্ধ করিতে" আহ্বান করিলেন। "এই কাজ কেবল শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক ডেপুটিদের দ্বারা গঠিত জাতীয় সোভিয়েট গ্রহণ করিতে পারে।" বলশেভিকদলের বিভ্রান্তি এবং মেনশেভিকদের বিপথগামী চিন্তার বিরুদ্ধে ষ্টালিনের অসন্তোষের ছাপ এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে রহিয়াছে। বলশেভিকদের সৌভাগ্য এই সময় মহান লেনিন স্বদেশে ফিরিতেছেন সংবাদ পাওয়া গেল।

লেনিনের জেনেভা ত্যাগের বাধা ছিল প্রচুর। বৃটিশ ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ রাশিয়ার আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবীদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাশিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টও প্রবাসী "জরাজীর্ণ" বলশেভিকদের উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় মনে করিতে লাগিলেন। লেনিন উপায়ান্তরহীন হইয়া সুইস

সোশ্যাল ডিমোক্রাট পার্টির সদস্য ফ্রিটজ প্লাটেনের মারফৎ জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে সুইজারল্যাণ্ডের জার্ম্মান রাষ্ট্রদূত ও প্ল্যাটেনের মধ্যে চুক্তি হইল,—(১) যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহার যে মতই হউক না কেন প্রবাসী রাশিয়ানদের স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। (২) যে রেলগাড়ীতে ইহারা যাইবে প্ল্যাটেনের অনুমতি ব্যতীত সেই গাড়ীতে আর কাহাকেও ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইবে না, ছাড়পত্র ও লগেজ পরীক্ষা করা হইবে না (৩) যাত্রীরা রাশিয়ায় গিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জার্ম্মান বন্দীর জন্য মুক্তির আবেদন করিবে।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। সস্ত্রীক লেনিন, জিনোভিফ্, রাডেক প্রভৃতি ৩০ জন সঙ্গীসহ যাত্রা করিলেন এবং বার্লিন হইয়া লেনিন সদলবলে স্টকহল্‌মে উপস্থিত হইলেন। ১৬ই এপ্রিল (১৯১৭) ষ্টালিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতারা বাইলো-অষ্ট্রোতে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং পেট্রোগার্ডে লইয়া আসিলেন। লেনিনের সময় নাই, অভ্যর্থনা সভা অভিনন্দন প্রভৃতিতে তাঁহার আগ্রহ নাই। ষ্টেশনে সহস্র সহস্র শ্রমিক নাবিক ও সৈনিকের বিপুল অভ্যর্থনা ও জয়ধ্বনির উত্তরে তিনি কেবল বলিলেন,—"জগদ্ব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।"

রুশবিপ্লবের সংবাদ পাইয়া লেনিন জেনেভা হইতে "বিদেশের পত্র" বলিয়া যে লেখাগুলি প্রাভ্‌দায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি তাহার বিখ্যাত "এপ্রিল থিসিস্" বা এপ্রিলের নির্দ্দেশ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি রেলষ্টেশন হইতে সোজা পার্টির দপ্তরখানায় গিয়া বলশেভিক নেতাদের সম্মুখে উহা পেশ করিলেন। উহা পাঠ করিয়া অধিকাংশ বলশেভিক নেতা চমকিত হইলেন। স্পষ্ট, সতেজ, তীক্ষ্ণ যুক্তিজালের সহিত কর্ম্মনির্দ্দেশ—ইহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে নয় বর্জ্জন করিতে হইবে। যাঁহারা সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারে হাতড়াইতেছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে লেনিনের নির্দ্দেশ সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি লইয়া উদ্ভাসিত হইল। লেনিন লিখিয়াছেন :

"বৈপ্লবিক সর্ব্বহারা শ্রেণী একটি মাত্র সর্ত্তে বৈপ্লবিক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সম্মতি দিতে পারে, (ক) সর্ব্বহারা শ্রেণী এবং তাহাদের মিত্র দরিদ্রতম কৃষকশ্রেণীর হস্তে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর (খ) কেবল কথায় নহে কাজে সমস্ত জবরদখলী স্বত্ব স্বামিত্ব ত্যাগ (গ) পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ।

"বর্ত্তমান অবস্থার তাৎপর্য্য এই যে বিপ্লব প্রথম স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরে অগ্রসর হইতেছে অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা সর্ব্বহারা শ্রেণী দরিদ্র কৃষকদের হাতে যাইবে·····অতএব অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে কোন সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে। * * সোভিয়েটের মধ্যে বলশেভিকরা সংখ্যালঘিষ্ঠ; তাহাদিগকে অবশ্যই অধিকাংশকে দলে আনিতে হইবে। * * আমাদের আর পার্লামেণ্টি প্রজাতন্ত্রের আবশ্যক নাই, উহা পশ্চাদপসরণ মাত্র। আমরা সর্ব্বতোভাবে অগ্রসর হইব শ্রমিক, কৃষি-শ্রমিক এবং কৃষক প্রতিনিধি সমন্বিত সোভিয়েট গণতন্ত্রের দিকে। আমরা সমস্ত জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিব এবং সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি একত্র করিয়া সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি বৃহত্তম জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিব। আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন নহে কিন্তু সমস্ত প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আয়ত্তে আনিতে হইবে। * * পার্টির মধ্যে যে দ্বিধাসংশয় দেখা দিয়াছে, তাহার অবসান ঘটাইবার জন্য একটি পার্টি সম্মেলন আহ্বান করিতে হইবে। এই সম্মেলন পার্টির কর্ম্মপন্থা পরিবর্ত্তন করিয়া বিপ্লবের উপযোগী করিবে।

বলশেভিক ও মেনশেভিক উভয় মহলেই আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লেনিনের অনমনীয় সঙ্কল্পে শত্রু ও মিত্র সকলেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একটা ঐতিহাসিক সঙ্কটের মধ্যে কোন নেতাই এত বড় দুঃসাহস দেখান নাই—হয় বলশেভিক পার্টি তাঁহাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করুক নয় তিনি পার্টিকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবেন, এ সঙ্কল্প বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইল না। অথচ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সদস্যরা কোন নিশ্চিত কর্ম্মপন্থার উপর বিশ্বাসের অভাবে তীব্র প্রতিবাদও করিতে পারিলেন না। সঙ্কটের সময় আসিলেই যিনি নিজেকে

বলশেভিক অপেক্ষা মেনশেভিক প্রতিপন্ন করিয়া বসেন, সেই কামেনফ্ তাঁহার সুপরিচিত ভঙ্গীতে সভায় প্রতিবাদ তুলিলেন। ষ্টালিন ধীরভাবে লেনিন-বিরোধী কামেনফ্, জিনোভিফ্, রয়কফ্, বুখারিন প্রভৃতির যুক্তি শুনিলেন। তুলমূল করিয়া দেখিলেন, লেনিনের নির্দ্দেশই সত্য। মনের কোণে যে সামান্য সন্দেহ ছিল তাহাও দূর হইল। লেনিনের সহিত তিনি তাঁহার দুই সপ্তাহের অভিজ্ঞতা আলোচনা করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার নেতা ও গুরু অভ্রান্ত। তিনি লেনিনকে সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"মধ্যশ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করিলে তাহাদের স্বার্থের অনুকূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবে, আমরা চাহি গণবিপ্লব দ্বারা পরিণামে সমাজতন্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে। মধ্যশ্রেণীর বিপ্লব রক্ষণশীল, অর্দ্ধবিপ্লব কার্য্যতঃ প্রতিবিপ্লব।"

যে কখনো সমুদ্র দেখে নাই, সে সহসা যদি কল্লোলিত মহাসমুদ্রের সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে বিহ্বলতা অনিবার্য্য। ধূলিলীন লক্ষ কোটি দাসবৎ মানুষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মানুষের স্বরে স্বাধিকার দাবী করিতেছে। এই দাবীর মর্ম্মকথা বহুদিন নির্ব্বাসিত বা দেশত্যাগী বলশেভিক নেতারা যদি বুঝিতে না পারিয়া লেনিনের সহিত ভিন্নমত অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সরল বুদ্ধিতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ক্ষমার্হ। লেনিনের নির্দ্দেশে তাঁহারা পার্টির কার্য্যপদ্ধতিকে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনে সহসা সম্মতি দেন নাই। শুভক্ষণেই লেনিন ঝটিকার মত আসিয়া আবিল চিন্তার আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিলেন।

প্রশ্ন উঠিবে, এই সময় ট্রট্স্কী কোথায়? উত্তর, ট্রট্স্কী বলশেভিক পার্টির সদস্য ছিলেন না এবং তাঁহার স্বয়ং নির্ব্বাচিত প্রবাসভূমি আমেরিকা হইতে তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। সেখান হইতে তিনি বাণী দিলেন,—"জারের পরিবর্ত্তে শ্রমিকদের গভর্ণমেণ্ট"—এই দাবীকে "ক্ষমতা হস্তগত করিবার খেলামাত্র" বলিয়া লেনিন উপহাস করিয়াছিলেন।

মধ্যশ্রেণীর সুবিধাবাদীরা এংলো-আমেরিকান শাসনতন্ত্রের অনুকরণে

জোড়াতালি দিয়া গণতান্ত্রিক প্রহসন রচনায় যখন ব্যস্ত, সেই সময় লেনিন তাঁহার এপ্রিল সিদ্ধান্তসহ উপস্থিত হইয়া বলশেভিক পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লাইয়া দিলেন। নভেম্বর বিপ্লবের পথ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে, কৃষক শ্রমিক প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রের ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার জন্য কি ভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে, সে সম্বন্ধে বিপ্লবীদের মনে কোন সন্দেহ রহিল না। মার্চ্চ-বিপ্লব রূপ হইতে রূপান্তরের পথে পদার্পণ করিল।

অষ্টম অধ্যায়

প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে অভিযান

বিপ্লব বন্যার মত ফেনিল তরঙ্গে অন্ধ আবেগে ছড়াইয়া পড়ে,—কিন্তু পুরাতনের বিরুদ্ধে নবীনের অভিযান ও অভ্যুত্থানের পশ্চাতে থাকে পরিকল্পনা, থাকে সঙ্ঘশক্তি। এই সুশৃঙ্খলিত শক্তিকে সুসম্বদ্ধ করিয়া "উপযুক্ত মুহূর্ত্তে" আঘাত হানিবার জন্য লেনিন প্রস্তুত হইলেন। পার্টির পশ্চাতে জনগণের দৃঢ়সংগঠন যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে, যখন শত্রুপক্ষ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া সংশয়সঙ্কুল, তখনই আসিবে উপযুক্ত মুহূর্ত্ত।

১৯১৭র মার্চ্চ-বিপ্লবের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছিল না। অন্যায় পীড়নে মথিত জনসমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে জারের সিংহাসন ও শাসনদণ্ড যখন ভাসিয়া গেল, তখন শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েটগুলির বৈপ্লবিক চাপে পুরাতন শাসকশ্রেণী ডুমার মারফৎ এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে বাধ্য হইল। ধনিকশ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করিল একথা না বলিয়া, তাহারা জারের উত্তরাধিকার অঙ্গীকার করিল, এই কথা বলিলেই আমরা সত্যের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইব। এবং এই দায়ও তাহারা হতবুদ্ধির মত গ্রহণ করিল। ইহারা এত বড় দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত ছিল না; কি করিবে ভাবিয়া উঠিতে পরিল না। জারতন্ত্রের শবযাত্রায় ইহারা শোকার্ত্ত শ্মশানযাত্রী।

অন্যদিকে সদ্যলব্ধ মুক্তির আবেগে জাতি আত্মহারা। অত্যাচারী নাই। গভর্ণমেণ্টের জরাজীর্ণ শাসনযন্ত্র বিকল। শাসক ও শাসিত, মালিক ও শ্রমিক প্রকাশ্য রাজপথে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গীত "লা মার্সাই" গাহিতেছে—ভাবাবেগবহুল উত্তেজনার মাদকতা। কিন্তু বিপ্লব গতিশীল। রাষ্ট্রের রশ্মি দুর্ব্বলহস্তে শিথিল। যাহার যাহা খুসী বলিতেছে, করিতেছে। জনগণের নামে, সংগ্রামের নামে, নানাপ্রকার সঙ্ঘ দেখা

দিতেছে। ১৭ই মার্চ্চ হইতে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত সময় পাইয়াও ধনিকশ্রেণী কিছুই করিতে পারিল না। এই আট মাসে ডুমার অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্ট কোন সুনির্দ্দিষ্ট গঠনমূলক কাজ করিল না। ইহা বিপ্লব পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল না, সে অভিপ্রায়ও ইহার ছিল না। বিপ্লবের আলোড়নে যখন সামাজিক শক্তিগুলি বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল—তখন কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পদে পদে হোচট খাইয়া কেহ বা পড়িয়া গেলেন, কেহ কায়ক্লেশে টিকিয়া রহিলেন।

আট মাস অর্থাৎ ১৯৭ দিন পরমায়ুর মধ্যে—গভর্ণমেণ্টের রূপ ও চালক ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার জন্মদিনেই গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেল জারের সিংহাসনে বসিতে অস্বীকার করিয়া সদস্যদিগকে হতাশ করিলেন। "মাতৃভূমি রাশিয়ার" পূজারী নূতন গভর্ণমেণ্টের "বিধিসঙ্গত" প্রধানমন্ত্রী রডজিয়াস্কো নিঃশব্দে সরিয়া গেলেন, ক্যাডেট্ পার্টি প্রিন্স লোভফ্‌কে তাঁহার স্থানে বসাইলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জনসাধারণের প্রতিবাদে পররাষ্ট্র-সচীব মিলিউকভ স্বরাষ্ট্র-সচীব গুট্‌সকভ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন—প্রায় ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে লভকও প্রধান মন্ত্রীর গদি কেরেনেস্কীকে দিয়া সরিয়া পড়িলেন। গভর্ণমেণ্টে ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ঘটনাবলীর শীর্ষে কেরেনেস্কী কোন মতে ভাসিয়া থাকিলেন—নভেম্বর বিপ্লবের জোয়ারে তিনিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেন।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রাথমিক উদারনীতির কারণ তখন বিপ্লবের সূচনা মাত্র। স্বৈরশাসন বিলুপ্তির পর জনগণের স্বাধীনতাবোধ সম্বন্ধে ইহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাসও শোচনীয়। প্রথম অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে দশজন মন্ত্রী ছিলেন ধনিকশ্রেণীর, একজন সোশ্যাল রিভলিউসনারী (কেরেনেস্কী)। এই গভর্ণমেণ্টের সমর্থক ছিল অক্টোবরিষ্ট ও ক্যাডেট্‌দল। মে মাসের সুরুতে পূর্ব্বকথিত পদত্যাগের পর, কেরেনেস্কী তাঁহার দলের কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। এই মন্ত্রীসভায় দুইজন মেনশেভিক স্থান পাইলেন। এই কোয়ালিশান গভর্ণমেণ্টেও

ধনিকশ্রেণীই সংখ্যাগরিষ্ঠ রহিল—মন্ত্রীদের মধ্যে দশজন ধনিক এবং ছয়জন শ্রমিক প্রতিনিধি।

এই কোয়ালিশান গভর্ণমেণ্ট নবোদ্যমে যুদ্ধ চালাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। 'জুলাই আক্রমণের' সূচনাতেই ১০জন ধনিক মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেন। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ও মেনশেভিকরা হাল ধরিয়া থাকিলেন। লেনিনের বিরুদ্ধে "জার্ম্মান স্পাই" বদনাম দিয়া জোর প্রচারকার্য্য চলিল, এবং রাজধানীতে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করার ব্যবস্থা হইল। ইহার ফলে দ্বিতীয় কোয়ালিশন গেল, আগষ্ট মাসে সভাপতি ও সমর-সচিব কেরেনেস্কীর নেতৃত্বে তৃতীয় কোয়ালিশান গঠিত হইল। সর্ত্ত থাকিল শ্রমিকদলের মন্ত্রীরা সোভিয়েটের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না। সোভিয়েটকে পৃথক করিয়া, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েটগুলি ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে "ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তি" স্থাপনের জন্য অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি দলের প্রতিনিধিদিগকে একটি রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে আহ্বান করিলেন। সোভিয়েট-কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিকেও যোগ দিতে আহ্বান করা হইল। সম্মেলনে দেখা গেল, সমরনায়ক, ধনী এবং তাহাদের সমর্থকদের সংখ্যাই অধিক। সম্মেলনের মনোভাবে বোঝা গেল, কি কেরেনেস্কী গভর্ণমেণ্ট কি সোভিয়েট দুই-ই সরাইয়া জেনারেল কর্ণিলফের নেতৃত্বে মিলিটারী ডিক্টেটরী শাসন প্রতিষ্ঠার দিকেই সকলে ঝুঁকিয়াছে। কিন্তু বলশেভিক প্রভাবিত পেট্রোগার্ড ও ক্রন্‌সডাটের সোভিয়েট, জেনারেল কর্ণিলফের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিল। কেরেনেস্কী নূতন চাল দিলেন। কর্ণিলফের পরিকল্পনাকে ঠিক রাখিয়া তিনি পাঁচজন সঙ্গী লইয়া "ডিরেক্টরবোর্ড" গঠন করিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের পরিবর্ত্তে গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। কিন্তু এই সম্মেলনের বক্তারা জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

লক্ষ লক্ষ লোকের বিভিন্নমুখী আন্দোলনের মধ্যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট অসহায় হইয়া পড়িল। ভূমিকম্পের মধ্যে নূতন বাসস্থান গড়া যায় না। নূতন শাসনতন্ত্র গড়িবার মত উপাদান তাহার হাতে নাই। নূতন পুলিশবাহিনী চাই, নূতন

আইন চাই, নূতন ভাবে সমাজবিন্যাস চাই। সমাজে শান্তি না থাকিলে নূতন রাষ্ট্রের কাঠামো গড়া যায় না—কিন্তু বিপ্লবের মধ্যে শান্তি কোথায়! বিপ্লবের গোড়ার কথাই হইল, যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক চাহিদা মিটাইতে পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের মিলিত মিশ্রিত জারতন্ত্রের শোচনীয় অক্ষমতা। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ যে চাহিদা মিটাইতে পারে, জারের অনগ্রসর রাশিয়া তাহা পারে না। প্রতি দিন, প্রতি মাসে দেখা যাইতে লাগিল রাশিয়ার কলকারখানার মালিকদের উৎপাদন প্রণালী চাহিদার তুলনায় অতি নগণ্য। খাদ্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র অভাবে প্রতিদিন সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। কৃষকেরা বাজারে উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় খাদ্যশস্য লুকাইতে লাগিল। চড়া দাম দিয়াও খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করিতে লাগিল; এই অবস্থার প্রতিকারের কোন ক্ষমতা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ছিল না, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে, পুরাতনের পরিবর্তে নূতন পথে পরিচালনা করিতে অক্ষম গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে সঙ্কট নানামূর্ত্তিতে দেখা দিল।

দেশের এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের চরম শক্তিহীনতার পরিচায়ক। ইহা ছাড়াও, জারের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তাহাদের পররাষ্ট্রনীতি গলার ফাঁসী হইয়া দাঁড়াইল। মিত্রশক্তিপুঞ্জের নিকট প্রতিশ্রুতি এবং গুপ্তসন্ধি অনুসারে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হয়। ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্যের ভরসাতেও যুদ্ধ চালাইতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা গণনার মধ্যে না আনিয়া জুলাই মাসে নূতন করিয়া যুদ্ধের তোড়জোড়—অর্থনৈতিক সঙ্কটকে চরম করিয়া তুলিল। সমাজের সর্ব্বস্তরে অসন্তোষ দেখা দিল; রণাঙ্গনে খাদ্য বস্ত্র না পাইয়া সৈন্যরা বিদ্রোহী হইল। অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্ট দৈবের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুর দিন গণিতে লাগিল।

এই অবস্থার মধ্যে বলশেভিক দল সচেতন এবং সক্রিয়। সংশয়ের পরিবর্তে, বিশ্বাস ও দৃঢ়প্রত্যয় লইয়া বহুদিনের অধীত ও আলোচিত মার্কস্‌বাদ হাতে কলমে প্রয়োগ করিবার শুভদিন আসিয়াছে। বলশেভিক দলের মধ্যেও সঙ্কট ছিল, দ্বিধা ছিল, অনেক বড় বড় বিপ্লবী সঙ্কটের বিশালতায় ঘূর্ণিতশির।

কিন্তু লেনিন তাঁহার প্রতিভার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সৃষ্ট বলশেভিক পার্টিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইলেন। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার লেখনী ও রসনা পেট্রোগার্ড ও মস্কোএর বলশেভিকদের জয় করিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যকে তিনি স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন। ৭ই হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত নিখিল রাশিয়া বলশেভিক পার্টির কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। আশী হাজার পার্টি সদস্যের ১৫১ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে আসিলেন। লেনিন তাঁহার 'এপ্রিল সিদ্ধান্তের' তীক্ষ্ণ তরবারী হস্তে অবতীর্ণ, কামেনফ্ রয়কফের দুর্ব্বল প্রতিবাদ ধূলিসাৎ হইল। বিজয়ী লেনিনেব 'এপ্রিল সিদ্ধান্ত' হইল পার্টির দিশারী—পার্টির কর্ম্মধারা।

বলশেভিক পার্টির পুনর্গঠন ও সুনিশ্চিত কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে গিয়া ষ্টালিনের জীবনে আব এক নূতন অধ্যায় আবম্ভ হইল। এই কংগ্রেসে দেখা গেল, দুইটি মানুষের মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দীর্ঘ নির্ব্বাসনের পব পেট্রোগার্ডে ফিবিয়া তিনি বৈপ্লবিক সংঘাতের মধ্যে কিছুটা আত্মহারা হইলেও, লেনিনেব অভ্রান্ত নীতির উপর আস্থা বাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন। লেনিন দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন, মার্কস্‌বাদের দিক হইতে বিপ্লবীর কর্ত্তব্য ষ্টালিন সম্যক্ ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি পার্টির কেন্দ্রীয কমিটিতে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইলেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক প্রথম গঠিত "পলিটিক্যাল বুরো"রও তিনি অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। কমিউনিষ্ট পার্টিব এই শক্তিশালী বুরোর তিনি আজ পর্য্যন্তও সদস্য রহিযাছেন। এই বুবোই কমিটিব তরফ হইতে বাজনৈতিক নির্দ্দেশ দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির তিনজন সম্পাদকের মধ্যে ষ্টালিন হইলেন অন্যতম। 'প্রাভ্‌দার' সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্যরূপেও তিনি পার্টির পত্রিকা পবিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বলশেভিক পার্টির ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে পার্টির পক্ষ হইতে এত অধিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব আর কোন ব্যক্তিব উপরই অর্পিত হয় নাই। লেনিন অবশ্য সর্ব্ববাদীসম্মত রাজনৈতিক নেতা এবং পার্টির সভাপতি রহিলেন। কিন্তু লেনিনের পরই পদাধিকার বলে ষ্টালিন তাঁহার দক্ষিণহস্তরূপে

দ্বিতীয় স্থল অধিকার করিলেন। আগতপ্রায় অভ্যুত্থানকে সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিয়া ষ্টালিন তাঁহার যোগ্যতা কুশলতা দ্বারা তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব প্রশংসার সহিত পালন করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির আরও দুইজন সদস্য স্‌ভারডল্‌ভ ও ঝেরঝিন্‌স্কির কর্ম্মনৈপুণ্য ও নেতৃত্বের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। লেনিন ও ষ্টালিনের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহারা বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়া বিপ্লব পরিচালিত করিয়াছেন। এই চারজনের মধ্যে নেতা ও "বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র" লেনিন; বয়স ৪৭ বৎসর, সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে তেজস্বী জীবনের বহ্নিজ্বালা, সদাসচেতন, নিরলস। স্‌ভারডলভের বয়স ৩২-এর কাছাকাছি, পাতলা একহারা গড়ন, চোখে চশমা, নিবিড় কৃষ্ণকেশ, তীব্র গম্ভীর কণ্ঠস্বর—উরাল পর্ব্বতের পাদদেশের সহরগুলিতে বলশেভিক নেতারূপে তাঁহার সংগঠন শক্তির খ্যাতি পূর্ব্বেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইনি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রথম কার্য্যকরী সমিতির সদস্য এবং ১৯১৩ সালে ষ্টালিনের সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ফেলিক্স ঝেরঝিন্‌স্কি জাতিতে পোল এবং পোলিশ সোশ্যাল ডিমোক্রাট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং লেনিনের প্রভাবে বলশেভিক পার্টিতে যোগদান করেন। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ দেহ, গ্রীক ভাস্কর্য্য অনুকারী মস্তক ও গ্রীবা ঝেরঝিন্‌স্কি লিথুয়ানিয়ায় এক পোল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যৌবন কারাগারেই অতিবাহিত হইয়াছে— বিপ্লবের সময় তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর। তিনিই বিপ্লবোত্তর যুগের পুলিশবিভাগের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বড়কর্ত্তা হইয়াছিলেন; "লাল আতঙ্কের জন্য" দায়ী করিয়া শত্রুরা তাঁহার অখ্যাতি রটনা করিলেও, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য দক্ষতার সহিত পালন করিয়াছেন। আত্মবিশ্বাস, পার্টির প্রতি আনুগত্য এবং কর্ম্মশক্তির সম্মেলনে তাঁহার চরিত্রে ছিল অনমনীয় দৃঢ়তা।

বলশেভিক পার্টি যখন চরম আঘাত হানিয়া 'ক্ষমতা গ্রহণের' জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন ৩৮ বৎসর বয়স্ক ষ্টালিন সুগঠিত দেহ ও সুস্থ মন লইয়া সংগ্রামের জন্য অস্ত্র ও বর্ম্মে সুসজ্জিত হইয়া প্রস্তুত। অবিচলিত ও তীক্ষ্ণধী ষ্টালিনের মানুষ চিনিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কেমন করিয়া জনতাকে

সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হয়, মানুষ বুঝিয়া দায়িত্ব প্রদান করিতে হয়, সে বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ষ্টালিন সহকর্ম্মীদের লইয়া বিপ্লবের সৈনিকদল গঠনে ডুবিয়া গেলেন। কোন কোন একদেশদর্শী ঐতিহাসিকের মতে যাঁহারা বক্তৃতামঞ্চে বাগবিস্তার করিয়া জনচিত্ত মোহিত করেন, যাঁহারা উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহারাই বিপ্লবের প্রধান নেতা। কিন্তু যাহাবা সভাসমিতির ব্যবস্থা করে, বক্তা নির্ব্বাচন করে, বিভিন্ন কেন্দ্রে তাহাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে, প্রত্যেক বিভাগ পবিচালনার জন্য কর্ম্মীসঙ্ঘ গড়িয়া তোলে, বিপ্লবের দল গঠন করে, তাহার সদস্যদিগকে শিক্ষা দেয়, কলকারখানায়, সৈন্য ও নৌ-বিভাগে, সরবরাহ ও যানবাহন বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগেব শ্রমিকদের সংগঠন করিবার জন্য তাহাদেব প্রেরণ কবে এবং সকলেব উপব লক্ষ্য রাখে, বিপ্লবে তাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকাব ঐতিহাসিক মূল্য সর্ব্বাধিক। এই বৃহৎ দায়িত্ব ষ্টালিন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাব কর্ম্মক্ষেত্র কেবল পেট্রোগার্ড ও মস্কোএ সীমাবদ্ধ ছিল না। বলশেভিক পার্টিব ৮০ হাজাব সদস্য সমগ্র রাশিয়ায় ছড়াইয়া ছিল। আট মাসের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ৩ লক্ষে পৌছায় এবং তাহারা সহস্র সহস্র শ্রমিক সৈনিককে বলশেভিক পার্টিতে লইয়া আসে।

কাজ সহজ ছিল না। ইহা সদস্য তালিকায় নাম লিখাইবার জন্য পাইকারী আহ্বান নয়। বলশেভিক কার্য্যক্রমে সম্মতিদানের প্রশ্নও নয়। তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে, তাহারা হইবে সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের নেতৃত্বের উপাদান। ষ্টালিনসহ তিনজন পার্টিসম্পাদক ইহার সংগঠক ও পরিচালক—ইঁহাদের আহার নিদ্রা অনিয়মিত—অতিশ্রমের ক্লান্তিতে হতচেতন না হইলে কেহ নিদ্রা যান না। ষ্টালিন অধিকাংশ সময়ই পেট্রোগার্ডে ছিলেন, তাঁহার জর্জ্জিয়ার পুরাতন বন্ধু আলেলুইভের গৃহে তাঁহার মাথা গুঁজিবার ঠাঁই ছিল। একদিকে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ, সংবাদপত্র পরিচালনা, পুস্তিকা ইস্তাহার প্রচার—অন্যদিকে কারখানায়, সৈন্যদের ব্যারাকে বহুতর সভায় বক্তৃতা—অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও শ্রমিকদিগকে সশস্ত্র করিয়া তোলা—অন্ধকার দিনে সে কর্ম্মপ্রচেষ্টা ধারণা করা কঠিন।

এই সময় বিবর্ত্তনের পথে বিপ্লব আর একটি সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। মে দিবস উপলক্ষ্যে পেট্রোগার্ডে বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হইল—এই সমাবেশে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিলিউকফ্ ও গুস্কফ্ ঘোষণা করিলেন, জারের যুদ্ধের লক্ষ্যই তাঁহারা অনুসরণ করিবেন। সকলশ্রেণীর সমান স্বাধীনতা ও মৈত্রীর উৎসাহপূর্ণ আনন্দ-কোলাহল থামিয়া গেল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইল। দলে দলে শ্রমিক ও সৈনিকেরা রাজপথে মিছিল করিয়া গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টার পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার সঙ্কল্পে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইল। তাহারা কারখানা ব্যারাক হইতে সরকারী দপ্তরখানার সম্মুখে প্রতিবাদ করিতে লাগিল, অপরদিকে ক্যাডেট্-পার্টির নেতৃত্বে মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা ও সামরিক কর্ম্মচারীরা গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিয়া মিছিল ও সভাসমিতি করিতে লাগিল। লেনিন যাহা পারিতে-ছিলেন না, গভর্ণমেণ্টের অদূরদর্শী নীতি এবং মধ্যশ্রেণীর কৃষক শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী মনোভাব তাহাই সম্ভব করিল।

সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ও মেনশেভিক প্রতিনিধিরা মুখরক্ষার জন্য মিলিউকফ্ ও গুস্কফ্কে পদত্যাগে বাধ্য করিল। যুদ্ধ সমর্থন ইহার কারণ নহে,—কেননা মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরাও যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল—আসল কারণ ঐ মন্ত্রীদ্বয়ের খোলাখুলিভাবে সাম্রাজ্যবাদের নীতি সমর্থন। গুস্কফের স্থলে কেরেনেস্কী নিজেই সমর-সচিব হইলেন এবং জুলাই মাসে নবোদ্যমে যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজনে প্রস্তুত হইলেন। খাদ্য সমস্যা, রসদ ও অস্ত্র-উৎপাদন সমস্যা কিছুই তিনি গণনার মধ্যে আনিলেন না—জারের ধারা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। প্রতিবাদ সভা ও মিছিলে রাজধানী উদ্বেলিত হইল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—"ধনিকশ্রেণীর দশজন মন্ত্রী ধ্বংস হউক! সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েটের শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকের ডেপুটিদের (ডুমার সদস্য) হাতে আসুক! রুটি চাই, শান্তি ও স্বাধীনতা চাই!!"

জনসাধারণ জাগিয়াছে। বলশেভিক পার্টি বিক্ষুব্ধ জনতার নেতৃত্ব গ্রহণ

করিয়া যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১লা জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে ষ্টালিন ঘোষণাপত্র ও আহ্বান প্রেরণ করিলেন :

"স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদিগকে বিষণ্ণ করিয়া তোমাদের জয় পতাকা ঊর্দ্ধে আন্দোলিত হউক,

"* * * তোমাদের আহ্বান—বিপ্লবের সৈনিকদিগের আহ্বান সমগ্র জগতে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিপীড়িত ও শৃঙ্খলিত জনগণকে আনন্দিত করুক।

"শ্রমিক! সৈনিক! বাহুতে বাহু বাঁধিয়া সমাজতন্ত্রের পতাকা উড়াইয়া যাত্রা কর।"

ধনিক ও মধ্যশ্রেণীর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজধানীতে জনসাধারণের রাজনৈতিক বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ দিনে দিনে তীব্র হইয়া উঠিল। ১৫ই জুলাই দশজন ধনিকশ্রেণীর মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেন। শ্রমিক ও সৈনিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব সমাজতন্ত্রী ও মেনশেভিক ডেপুটিদের হাতে দিয়া ধনিকশ্রেণী সরিয়া পড়িলেন। ভরসা রাখিলেন, গৃহযুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে এবং দুইপক্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেই—কিছু রক্তমোক্ষণ আবশ্যক।

এই অবস্থার মধ্যে বলশেভিক নেতারা অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। পেট্রোগার্ডের সৈনিক ও শ্রমিকেরা ক্রুদ্ধ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত। ক্যাডেট্ ও সামরিক কর্ম্মচারীদের হাতে তখনও প্রচুর সামরিক বল আছে, তাহা গভর্ণমেণ্টের দমননীতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা আরও প্রত্যাশা করিল, বলশেভিকরা জনসাধারণকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য আহ্বান করিবে। কিন্তু তখনও সোভিয়েটের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সরকার সমর্থক দলগুলির আয়ত্তাধীন এবং গভর্ণমেণ্টের উপরও সোভিয়েট কর্ম্ম-পরিষদের প্রভাব অধিক। ইহার মধ্যে বলশেভিকরা ক্ষমতা অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে যুগপৎ সোভিয়েট এবং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। সামরিক কর্ম্মচারীরা ও ক্যাডেট্দল ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। শ্রমিক ও সৈনিকদের নিজেদের গৃহযুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে, উপযুক্ত সময়ে, সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী দ্বারা শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া সামরিক ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা

করা যাইবে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ও মেনশেভিকেরা প্রতি-বিপ্লবের সূচনা করুক—আমরা (সামরিকদল) তাহা সম্পূর্ণ ও সুসম্পন্ন করিব।

পাঁচ লক্ষ সশস্ত্র সৈনিক, নাবিক ও শ্রমিক সহস্র সহস্র রক্তপতাকা আন্দোলিত করিয়া পেট্রোগার্ডের প্রধান রাজপথগুলি ভরিয়া ফেলিল। ১৬ই জুলাইর এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া ষ্টালিন লিখিয়াছেন :

"তখন নাগরিক-সম্মেলনে বলশেভিকরা মিউনিসিপাল সমস্যা আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় আলোচনায় বাধা দিয়া মেসিনগান রেজিমেণ্টের একজন সৈনিক আসিয়া বলিল, সৈনিক ও শ্রমিকেরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত, তাহারা সৈন্যদল ও কারখানায় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। বেলা ৪টার সময় কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের সভাপতিত্বে বলশেভিক পার্টির কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে বসিলেন। স্থির হইল, এখন কিছু করা হইবে না। সোভিয়েটের কর্ম্ম-পরিষদের অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত জানাইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হইল। আমি সমস্ত ঘটনা বলিয়া প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বনের অনুরোধ করিলাম। নাগরিক সম্মেলনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইল। সদস্যরা স্ব স্ব জিলায় এবং কারখানায় জনসাধারণকে নিরস্ত করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য পার্টির সদর আপিসের সম্মুখে আসিল, তাহাদের পতাকায় লেখা—"সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েট গ্রহণ করুক।" দুইজন কমরেড বাহিরে আসিয়া তাহাদের ব্যারাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন—তাঁহারা "নিপাত যাও" ধ্বনি দ্বারা ধিকৃত হইলেন। এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। কিছুক্ষণ পর এক শ্রমিক মিছিল আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের হাতের পতাকাতেও লেখা,—"সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতা চাই।"

রাজনৈতিক গগনে ঘনকৃষ্ণ মেঘোদয়—আসন্ন ঝটিকার প্রতীক্ষা করিতেছে। জনসাধারণ প্রস্তুত, তাহারা পার্টির নির্দ্দেশ ও নেতৃত্ব চাহে। বলশেভিক নেতৃত্বের উভয় সঙ্কট। লেনিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা বুঝিলেন, এই বিক্ষুব্ধ গণ-মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যদি আক্রমণ পরিচালনা না করেন, তাহা হইলে (সাময়িকভাবে) তাঁহারা জনসাধারণের আস্থা হারাইবেন।

কিন্তু সংগঠনের জন্য এই সময়টুকু প্রয়োজন, অন্যথা দুর্ব্বল অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের দমননীতির তীব্র চাপ তাঁহাদিগকেই সহিতে হইবে। কেননা, তখনও পট্রোগার্ড ও মস্কৌ সোভিয়েটে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারেন নাই এবং কৃষকদের উপর মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের প্রভাব অধিক।

ষ্টালিন বলশেভিক পার্টির পক্ষ হইতে সোভিয়েট কর্ম্ম পরিষদকে বুঝাইলেন, "আমরা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়িব না।" তিনি পিটার ও পল দুর্গে গিয়া বিদ্রোহী সৈনিকদিগকে বুঝাইয়া প্রতিরোধ ত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন। এই ভাবে বলশেভিকরা সশস্ত্র সংঘর্ষকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে পরিবর্ত্তিত করিতে বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেন। সতর্কতা সত্ত্বেও রাজপথে কিছু সশস্ত্র সংঘর্ষ হইল। আঘাত করিবার সময় আসিয়াছে ভাবিয়া গভর্ণমেণ্ট সামরিক আইন জারী করিলেন। ১৯শে জুলাইএর মধ্যে বলশেভিক পার্টি ও মিছিলকারী শ্রমিক ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে সরকারী দমননীতি প্রয়োগ করা হইল। বলশেভিকদের সব ব্যাপারের জন্য দায়ী করা হইল এবং গোপনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করার অপবাদ প্রচার করা হইল। লেনিনের বিরুদ্ধে "জার্ম্মানীর গুপ্তচর" অপবাদটি নবোদ্যমে প্রচারিত হইতে লাগিল। পার্টির সদর দপ্তরখানা খানাতল্লাসী হইল, প্রাভ্দা আপিস পুলিশ দখল করিল, ছাপাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। নেতাদের অনেকে বন্দী হইলেন, লেনিনকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য পুলিশ পেট্রোগার্ড চষিয়া ফেলিতে লাগিল।

পেট্রোগার্ডের বাহিরে বনের মধ্যে লেনিনের গোপনে থাকার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ২২শে জুলাই অপরাহ্নে ষ্টালিন ও আলুইলেভ সতর্ক পাহারা দিয়া লেনিন ও জিনোভিফ্কে ফিনল্যাণ্ডগামী ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দ্দেশ দিলেন, লেনিন ও জিনোভিফ্কে পুলিশ যাহাতে গ্রেফ্তার করিতে না পারে, প্রত্যেক পার্টি সদস্যকে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জার্ম্মান ভক্তির প্রচারকার্য্য সাময়িকভাবে নাগরিকগণকে

অভিভূত করিল। ভলিনস্কী সৈন্যদল যাহারা মার্চ্চ বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, তাহা উত্তেজিত হইয়া বলশেভিক নেতাদের গ্রেফ্‌তার করিবার শপথ গ্রহণ করিল।

বলশেভিক পার্টি পরিচালনার গুরুদায়িত্ব আর একবাব ষ্টালিনের স্কন্ধে পতিত হইল। তাঁহার পার্শ্বচর রহিলেন স্‌ভারডলভ্‌ ও ঝেরঝিন্‌স্কী। পার্টির সদর দপ্তরখানা ধ্বংস হইয়াছে, নূতন স্থান চাই। নূতন কাগজের জন্য নূতন ছাপাখানা চাই। প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকে প্রতিরোধ করিয়া বলশেভিক পার্টিকে শক্তিশালী করিতে হইবে। ষ্টালিন ক্ষিপ্রতার সহিত এই দায়িত্ব পালন করিলেন। পার্টির কার্য্যালয় হইল এবং নূতন গুপ্ত ছাপাখানা হইতে ভিন্ন নামে পার্টির কাগজ বাহির হইল।

এই সময় পর্য্যন্ত ট্রট্‌স্কী তাঁহার অনুগামীদিগকে লইয়া বলশেভিক পার্টিতে যোগদান করেন নাই। পার্টির "এপ্রিল সঙ্কট" এবং নূতন নীতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ট্রট্‌স্কীপন্থীরা লেনিনকে সমর্থন করিলেন। পেট্রোগার্ড সোভিয়েটের অধিবেশনগুলিতে ট্রট্‌স্কী বলশেভিক পার্টিকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করিলেন। কিন্তু অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট যখন বলশেভিক পার্টিকে আক্রমণ করিলেন তখন তাঁহারা ট্রট্‌স্কীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে লেনিনের নীতির সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করা হউক বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্ট সত্য সত্যই তাঁহাকে গ্রেফ্‌তাব করিয়া কারারুদ্ধ করিল। ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচারকার্য্যের সুবিধা হইল, তাঁহার জনপ্রিয়তাও বাড়িল। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইল। সরকারী দমন নীতির আঘাতের মধ্যে বলশেভিক পার্টিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার গুরু দায়িত্বের তিনি কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অবশ্য ট্রট্‌স্কী বলশেভিক পার্টির অন্যতম প্রধান নেতারূপে কাজ করিয়াছেন, প্রত্যেক সদস্যকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে তাঁহার দান অসামান্য, কিন্তু তাহা পরের কথা। জুলাই-আগষ্টে লেনিনের দক্ষিণহস্ত ষ্টালিনের হাতেই রহিল

ঘটনার সূত্র। বেআইনী অবস্থার মধ্যে গুপ্তভাবে পার্টি সংগঠনের কলা কৌশলে ষ্টালিনের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রচার কার্য্যের উজ্জ্বল আলোকে জনগণের নেতারূপে তিনি ফুটিয়া উঠেন নাই। আত্মঘোষণায় পরাঙ্মুখ ষ্টালিনের ক্ষমতা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা লঘু করিয়া দেখিতেন এবং এই কারণেই স্বকীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজে তাঁহার বেশী স্বাধীনতা ছিল।

লেনিনের বিশ্বস্ত ডেপুটি ষ্টালিনের বলশেভিক পার্টির মধ্যে এই কালে যে প্রতিষ্ঠা ছিল, যে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্তদের প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গভর্ণমেণ্টের আক্রমণ ও বহু কর্ম্মীর গ্রেফ্‌তারের একমাসের মধ্যে বেআইনী আবহাওয়ায় গুপ্তভাবে নিখিল রাশিয়া পার্টি কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, লেনিনের নির্দ্দেশানুসারে ষ্টালিনই তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় পার্টির অন্য দুইজন সম্পাদকসহ ষ্টালিনই রিপোর্ট প্রস্তুত করেন এবং উপস্থিত সমস্যাগুলি কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করেন।

যখন বলশেভিক পার্টির উপর সরকারী আক্রমণ আরম্ভ হইল, তখন পার্টির সদস্য সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ হইয়াছে। ইহার সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা একচল্লিশখানি। ২৯ খানি রুশীয় ভাষায়, ১২ খানি অন্যান্য ভাষায়। গভর্ণমেণ্টের উদ্দণ্ড দমননীতির মধ্যেই কংগ্রেসের অধিবেশনে (২৬ শে জুলাই হইতে ৩রা আগষ্ট) ১৫৭ জন ডেলিগেট যোগদান করিলেন। তখন বলশেভিক পার্টির দুর্দ্দিন—দমননীতির সাফল্যের প্রতীক্ষায় মধ্যশ্রেণী, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ও মেনশেভিকদের সমর্থিত গভর্ণমেণ্টের মারফৎ ক্ষমতা অধিকারের স্বপ্ন দেখিতেছে। জেনারেল কর্ণিলফ্‌ তাহার বাহিনী লইয়া সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ। অন্যদিকে কংগ্রেসে সমবেত বলশেভিক নেতারা আর ভীরুতা বা সংশয়ে আচ্ছন্ন নহেন।

কংগ্রেসের নেতা ও পরিচালকরূপে ষ্টালিন বলিলেন,—১০ই জুলাইএর মধ্যেই পার্টি "প্রাভ্‌দা"র পরিবর্ত্তে "শ্রমিক ও সৈনিক" নামে নূতন পত্রিকা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের দমননীতি ও অন্যান্য কার্য্য বলশেভিক পার্টি শক্তির পরিচায়ক বলিয়া মনে করে না। কেন্দ্রীয়

কমিটির পক্ষ হইতে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলিলেন :

"কেন্দ্রীয় কমিটির গত আড়াই মাসের কার্য্যপ্রণালী আলোচনার পূর্ব্বে আমি মনে করি, যে মূলনীতি লইয়া আমরা কাজ করিতেছি তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদের বিপ্লব বিকাশ ও পরিপুষ্টির পথে এই প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হইয়াছে—(১) অর্থনীতিক্ষেত্রে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, (২) কৃষকদিগকে জমির মালিকানা স্বত্ব দান, (৩) মধ্যশ্রেণীর হস্ত হইতে ক্ষমতা শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েটের হস্তে আনয়ন। আমাদের বিপ্লবের উপর এই প্রশ্নগুলির প্রভাব দূরপ্রসারী। শ্রমিকের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।"

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আলোচনায় ষ্টালিন বলিলেন,—"জুলাই মাস হইতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইযাছে; সোভিয়েটের আধিপত্য লোপ করিবার জন্য লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জরুরী আইন প্রয়োগ করা হইয়াছে, পেট্রোগ্রাডের বৈপ্লবিক সৈন্যদল ভাঙ্গিযা দেওয়া হইয়াছে এবং 'রেড গার্ড' দল বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। অতএব শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে জনসাধারণের হস্তে ক্ষমতা গ্রহণের অধ্যায় শেষ হইযাছে।"

ষ্টালিন দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"৩রা জুলাই-এর পূর্ব্বে শান্তিপূর্ণ জয়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোভিয়েটের ক্ষমতা গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল। যদি সোভিয়েট কংগ্রেস ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিত তাহা হইলে সৈন্যগণ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস পাইত না, কেননা তাহা ব্যর্থ হইত। কিন্তু এখন প্রতিবিপ্লবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোভিয়েট ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারে এখন একথা বলা মূঢ়তা মাত্র। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অধ্যায় শেষ এবং অশান্তিপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে—সংঘর্ষ অনিবার্য্য ও আসন্ন।

"এখন আমাদের সম্মুখে একমাত্র কাজ, বাহুবলে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিয়া ক্ষমতা অধিকার করা। এবং একমাত্র সর্ব্বহারা শ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই ক্ষমতা অধিকার করিতে পারে।"

ষ্টালিন ভুল করেন নাই। বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়াইয়া তিনি রাশিয়ার জনসাধারণের সত্য পরিচয় পাইয়াছিলেন। দেশের খাদ্য সমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, সৈনিকেরা গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে রণক্ষেত্রে অসম্ভবের সহিত যুদ্ধে অনিচ্ছুক—শ্রমিক ও জনসাধারণ বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব ও পরিচালনার মুখাপেক্ষী। ষ্টালিনের সঙ্কল্প পূর্ণ হইল, এই কংগ্রেসের অধিবেশনের সাড়ে তিন মাস পরে—বলশেভিক পার্টি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে সরাইয়া, সোভিয়েট সরকার কায়েম করিল।

নবম অধ্যায়

ক্ষমতা অধিকার—সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন

বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের দুইটি ঘটনা, ষ্টালিনের জীবনের দুইটি স্মরণীয় ঘটনা। দমননীতির মধ্যেও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে ব্যাপৃত আগষ্ট মাসে বলশেভিক পার্টির অনেকেই উহা অতি সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কংগ্রেসে ষ্টালিনের প্রস্তাবক্রমে (নিশ্চয়ই লেনিনের পূর্ব্ব সম্মতির ফলে) ট্রট্স্কী ও মেজরায়োনট্সি পার্টি সদস্যরূপে গৃহীত হন। লিওঁ ট্রট্স্কী ও অন্যান্যরা অনেকেই বলশেভিক বা মেনশেভিক ছিলেন, কিন্তু ১৯১৩ সাল হইতে ইহারা দুইদলের মধ্যপন্থী হইয়া দুইএরই সমালোচনা করিয়াছেন। কখনও একদলকে সমর্থন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী ব্যাপারে অপর দলকে সমর্থন করিয়াছেন, কখনও বা নিরপেক্ষ হইয়াছেন। এই কংগ্রেসে ইঁহারা বলশেভিক পার্টির কার্য্যক্রম ও নীতি সমগ্রভাবে মানিয়া লইয়া সদস্যপদের জন্য আবেদন করিলেন এবং তাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইল।

সাধারণভাবে দেখা গেল, ট্রট্স্কী নিজের ভুল স্বীকার করিয়া বলশেভিক পার্টির সহিত তাঁহার পনর বৎসরের কলহ মিটাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু ইহা সহজ ও সরলভাবে পার্টিকে সমগ্রভাবে মানিয়া লওয়া নহে, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ট্রট্স্কী শক্তিমান পুরুষ, প্রথম শ্রেণীর বাগ্মী ও সাংবাদিক। তিনি ষ্টালিনের সমবয়স্ক—দৈহিক অবয়বের দিক দিয়া তাঁহার ষ্টালিনের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পৃথক। ট্রট্স্কীর মুখমণ্ডল বুদ্ধিদীপ্ত, তাঁহার অঙ্গভঙ্গী উদ্দীপনাময়, মনোহর, তাঁহার রসনা তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী,—তাঁহার দৃষ্টিতে ইতিহাস এক মহানাট্য—তিনিই ইহার প্রযোজক, রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ এবং প্রধান অভিনেতা। ইতিহাস রচয়িতা ট্রট্স্কীর প্রতিপাদ্য বিষয়,—"আমি এবং

রুশ বিপ্লব"। তিনি যখন বলশেভিক পার্টিতে যোগ দিলেন, তখন একথা কখনো ভাবেন নাই, সমষ্টিগতভাবে পার্টির তাঁহার উপর কোন প্রভাব আছে। পক্ষান্তরে তিনি মনে করিলেন, পার্টিই তাঁহার প্রভাবাধীন হইল এবং তাঁহার স্থান লেনিনের পরেই। তিনি নিজেই নিজের চরিত্র উদ্ঘাটন করিয়া লিখিয়াছেন,—"ট্রট্স্কী লেনিনের নিকট আসিলেন, তাঁহাকে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার শক্তি ও গুরুত্ব অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা তিনিই লেনিনকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়াছিলেন।" অহমিকায় অন্ধ নহেন এমন ব্যক্তি এই মন্তব্য করিবার ভার অপরের জন্য রাখিয়া দিতেন। কিন্তু আত্মম্ভরীর ধৈর্য্য নাই।

যাহা হউক, ষ্টালিন ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিতে জানিতেন। তাঁহার এই ধৈর্য্য প্রায়ই শত্রু মিত্র সকলেরই বিরক্তির কারণ ঘটাইত। উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠা তাঁহার স্বভাবের বিপরীত। ট্রট্স্কীর সহিত তুলনায় তিনি ধীরগতি, বাগ্‌বিভূতি বিস্তার অথবা বুদ্ধির ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনে তিনি উদাসীন। সর্ব্বোপরি তিনি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার পক্ষপাতী, সংগঠনমূলক কাজে ব্যক্তিকে গড়িয়া তোলার নিঃশব্দ উদ্যমের মধ্যেই তাঁহার তৃপ্তি। কথায় কথায় লেনিনের সহিত সায় দিয়া তিনি নিশ্চয়ই চলিতেন না। শ্রদ্ধালু শিষ্যরূপে লেনিনের নীতি তিনি বিচার বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহণের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চরিত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার মামুলী শালীনতার পালিশ ছিল না। কেননা যখন অনেক প্রবাসী বিপ্লবীরা পশ্চিম ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবীদের সহিত বিশ্রম্ভালাপে কর্ম্মহীন কাল যাপন করিতেন, তখন ষ্টালিন ককেসিয়ার শ্রমিক বস্তিতে, গিরি-অরণ্য বেষ্টিত পল্লীতে সভ্যতার অধিকার বঞ্চিত সর্ব্বহারাদের লইয়া বিপ্লবের বনিয়াদ গড়িয়াছেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই অভিজ্ঞতায় তাঁহার শক্তি সংহত এবং জনসাধারণকে চালিত করিবার নিশ্চিত ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

তিনি যখন ট্রট্স্কী ও তাঁহার অনুগামীদের পার্টিতে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, তখন উভয়ের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, তাহা তিনি

চিন্তাও করেন নাই। মতভেদ তখনও দেখা দেয় নাই—সংবাদপত্রে কিছু কথা কাটাকাটি ছাড়া কিছুই হয় নাই। তিনি ভাবিলেন, নবাগতদের পার্টিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন, যিনি যত বড়ই হউন না কেন, পার্টি বিভেদপন্থীদের সংযত করিয়া অঙ্গীভূত করিবে।

দ্বিতীয় ঘটনা—ষ্টালিনের রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থী প্রেয়ব্রাঝেনেস্কীর সংশোধন প্রস্তাব। বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য পরবর্ত্তীকালে মীমাংসা হইতে বহুবর্ষ লাগিয়াছে। সংশোধিত প্রস্তাবে বলা হইল,—প্রতিনিধিগণ ঘোষণা করুন যে, পশ্চিম ইয়োরোপে গণ বিপ্লব না হইলে, একমাত্র রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা সম্ভবপর ও সঙ্গত নহে। ট্রট্স্কী এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না। যদি তিনি উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে এইখানেই বুঝা যাইত বলশেভিক পার্টির সহিত তাঁহার ঐক্য সাময়িক এবং অগভীর।

বিশ্ববিপ্লব ব্যতীত একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হইতে পারে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর লেনিন স্পষ্টভাবেই দিয়াছিলেন। তথাপি পরবর্ত্তীকালে এ প্রশ্নটি মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রেয়ব্রাঝেনেস্কীর মতবাদের দৌর্ব্বল্য ও অযৌক্তিকতা দেখাইয়া ষ্টালিন বলিলেন, "রাশিয়াই সর্ব্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদের পথ প্রস্তুত করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন দেশে বর্ত্তমানে রাশিয়ার মত স্বাধীনতা নাই, কোন দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয় নাই। অধিকন্তু ইয়োরোপ অপেক্ষাও আমাদের বিপ্লবের ভিত্তি প্রশস্ততর। সেখানে প্রলেটারিয়েট শ্রমিকরা একক বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর সম্মুখীন। এখানে শ্রমিকদের পশ্চাতে দরিদ্র কৃষকশ্রেণী রহিয়াছে। * * * একমাত্র ইয়োরোপই আমাদের পথ দেখাইতে পারে এই প্রাচীন ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। দুই রকম মার্কস্‌বাদ আছে—একটি গোঁড়া পুঁথিঘেষা আর একটি সৃজনীশক্তিসম্পন্ন। আমি শেষোক্তটির সমর্থক।"

এই সংশোধন প্রস্তাব লইয়া বড রকম আলোচনা হয় নাই। বুখারিন, ট্রট্স্কীপন্থীদের সমর্থন করিয়া আপত্তি তুলিলেন, কৃষকরা দেশরক্ষার যুদ্ধের

পক্ষপাতী, তাহারা বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর অনুরক্ত, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মানিবে না। ষ্টালিন বলিলেন, ধনী কৃষকেরা (জোতদার শ্রেণী) সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জোয়াদের সমর্থক, কিন্তু দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিজয়ী করিবার সংঘর্ষে যোগ দিয়াছে। বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেসে ষ্টালিনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। লেনিনের নির্দ্দেশানুসারে ষ্টালিন পার্টি কংগ্রেসকে মূল লক্ষ্যে সংহত করিলেন—বুর্জ্জোয়া গভর্ণমেণ্টের উৎখাত এবং কৃষক শ্রমিকের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

ষ্টালিন অবশ্যই কংগ্রেসের সম্মুখে ক্ষমতা অধিকার করিয়াই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নাই। তিনি সোজাসুজি বলিলেন, ক্ষমতা অধিকার করিয়া প্রথমে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিব। ব্যাঙ্কগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিব, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা শ্রমিকেরা নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ভূমির অধিকারী হইবে কৃষক। ২৮৫ জন প্রতিনিধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ষ্টালিন ধীর, অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "এখন একমাত্র কাজ, বাহুবলে ক্ষমতা অধিকার।"—কংগ্রেস ষ্টালিনকে সমর্থন করিল।

যুদ্ধের ব্যর্থতা এবং উৎকোচগ্রাহী অপদার্থ শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনার অক্ষমতায় জনসাধারণ অসন্তুষ্ট। তাহারা দলে দলে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েটগুলিতে যোগ দিতে লাগিল। ১লা আগষ্ট, যেদিন বলশেভিক কংগ্রেসে স্মরণীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, সেই দিনই জেনারেল কর্ণিলফ্ প্রধান সেনাপতি হইয়া দাবী করিলেন, রণাঙ্গনে ও তাহার পশ্চাতে অবাধ্যতার জন্য মৃত্যুদণ্ড বিধান করিতে হইবে। কর্ণিলফ্ একজন সাদাসিদে কসাক, রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। অর্থসচীবের পদাভিলাষী জাভায়েকো নামক একজন ধনী ছিলেন তাঁহার পরামর্শদাতা। কর্ণিলফ্ ধরিয়া লইয়াছিলেন, এই অবস্থার মধ্যে তিনি ডিক্টেটর হইয়া সামরিক-শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবেন।

সংশয়সঙ্কুল ও ভীরু কেরেনেস্কী ১২ই আগষ্ট মস্কোএ একটি রাষ্ট্র-পরিষদ গঠন করিলেন। এই পরিষদে জমিদার, পুঁজিবাদী, সেনাপতি, সামরিক কর্ম্মচারী

এবং কসাকদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইল। সোভিয়েটের প্রতিনিধিরূপে কয়েকজন মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীও ইহাতে রহিলেন। বলশেভিক পার্টি ইহার উত্তর দিল। ষ্টালিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা মস্কো ও অন্যান্য সহরে ধর্ম্মঘট, মিছিল ও প্রতিবাদসভা করিতে লাগিলেন। কেরেনেস্কী রাষ্ট্র-পরিষদে দম্ভভরে ঘোষণা করিলেন এই বৈপ্লবিক আন্দোলন তিনি "লৌহ ও রক্ত" দ্বারা ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। কর্ণিলফ্ আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া দাবী করিলেন, "সোভিয়েট কমিটিগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক।" ২৭শে আগষ্ট বলশেভিকরা রাজধানী দখল করিবে, এই ধুয়া তুলিয়া ব্যাঙ্কের মালিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অর্থসাহায্যপুষ্ট কর্ণিলফ্ সহরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। কেরেনেস্কীই কর্ণিলফ্কে বলশেভিক জুজুর ভয় দেখাইয়াছিলেন, এখন তিনি ভীত হইয়া দেখিলেন জনসাধারণ বলশেভিক পার্টিকেই সমর্থন করিতেছে। বলশেভিক চালিত জনস্রোতে কর্ণিলফ্ ও অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট দুইই ভাসিয়া যাইতে পারে মনে করিয়া তিনি সহসা কর্ণিলফের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন।

২৫শে আগষ্ট কর্ণিলফ্, জেনারেল ক্রাইমসেব নেতৃত্বে একদল সৈন্য পেট্রোগার্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে বলশেভিকদের প্রতি জনসাধারণের ভয় ও সন্দেহ দূর হইয়া গেল। লেনিন গোপন আবাস হইতে সর্ব্বদাই ষ্টালিনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন কিন্তু লেনিনের নির্দ্দেশকে বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ, পার্টির সংবাদপত্র পরিচালন এবং বলশেভিক সৈন্যদলকে প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব ছিল ষ্টালিনের উপর। কর্ণিলফের সৈন্যদল অভিযান করিয়াছে সংবাদ পাইবামাত্র বলশেভিকরা আঘাত করিল। কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিক ও সৈনিকদিগকে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য আহ্বান করিলেন। "আমাদের দাবী" শীর্ষক ঘোষণাপত্রে ষ্টালিন লিখিলেন :

"বর্ত্তমান কোয়ালিশান গভর্ণমেণ্টের সহিত কর্ণিলফ্ দলের যে সংঘর্ষ, তাহা বিপ্লবের সহিত প্রতিবিপ্লবের সংগ্রাম নহে। উহা প্রতি-বিপ্লবের অর্থাৎ বিপ্লবকে ধ্বংস করিবার দুইটি পৃথক উপায় মাত্র : কর্ণিলফের দল বিপ্লবের শত্রু, যাঁহা

শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া ইহারা পেট্রোগ্রাডে আসিতেছে পুরাতন শাসনব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য।"

ষ্টালিনের আবেদনে বৈপ্লবিক শ্রমিকদের রেড্‌গার্ড দল, পেট্রোগ্রাড ও ভাইবার্গ নগর রক্ষার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইল। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রস্তুত হইল। বলশেভিক প্রচারকেরা কর্ণিলফের অগ্রগামী সৈন্যদের প্রকৃত কারণ বুঝাইতে লাগিল। যখন কসাক সৈন্যরা বুঝিল যে সোভিয়েট ধ্বংস করিবার কাজে তাহাদের নিযুক্ত করা হইতেছে, তখন তাহারা অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল। কর্ণিলফের অন্যান্য সৈন্যদল বিপ্লবীদের পক্ষে যোগ দিল, যুদ্ধই হইল না। কর্ণিলফ্-বিদ্রোহ দমন শ্রমিকদের প্রথম বাস্তব সাফল্যের অভিজ্ঞতা। লেনিন এই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দ্দেশ দিলেন,—যখন পেট্রোগ্রাড ও মস্কৌ-র সোভিয়েটগুলিতে আমাদের পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন গভর্ণমেণ্টের শাসনরশ্মি কাড়িয়া লইতে আমরা সক্ষম এবং তাহাই কর্ত্তব্য।

কেরেনেস্কীর সুর এত পরিবর্ত্তন হইল যে, তিনি কর্ণিলফের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং বলশেভিক বন্দীদের মুক্তি দিলেন। মুক্ত বন্দীদের মধ্যে ট্রট্স্কীও ছিলেন। কর্ণিলফ্ বিদ্রোহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুলাই মাসে উগ্র দমননীতি এবং মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের কুৎসাপ্রচারে যে বলশেভিকদল মুষ্টিমেয় শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মরা গাঙ্গে নূতন জোয়ার আসিল। সোভিয়েটগুলি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। কারখানায়, সৈনিকদের ব্যারাকে উৎসাহের সহিত নূতন নির্ব্বাচন সুরু হইল, মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের স্থানে বলশেভিকরা নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল। কর্ণিলফের পতনের পরদিনই পেট্রোগ্রাডের সোভিয়েট বলশেভিকদের পক্ষাবলম্বন করিল, মস্কৌ ও অন্যান্য নগর ইহার অনুসরণ করিল।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে জনসাধারণের মধ্যে নবীন উদ্দীপনা দেখা দিল। কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বড় বড় জমিদারদের খাস-খামারের জমি কাড়িয়া লইয়া চাষ করিতে লাগিল, জমিদারদের তাড়াইয়া দিয়া নিজেদের মধ্যে জমি ভাগ

করিয়া লইল। ভীতি প্রদর্শন বা মিষ্টকথা কোনটাই কাজে আসিল না। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট, তারযোগে সমস্ত প্রাদেশিক শাসকবৃন্দকে জানাইয়া দিলেন যে, "বলপূর্ব্বক সম্পত্তি অধিকার বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিজনক—ইহা বন্ধ কর এবং অবিলম্বে শৃঙ্খলা আনয়ন কর।" কিন্তু আমলাতন্ত্র সর্ব্বত্রই স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন, আইনের দোহাই দিয়া বিপ্লব ঠেকানো যায় না, আমলাতন্ত্র ইহা বুঝিতে অক্ষম। পুলিশ কিয়ৎপরিমাণে অনুরক্ত থাকিলেও, সৈন্যদল বিদ্রোহী। গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা জমিদারদের তাড়াইয়া দিল, কোন কোন স্থানে জমিদাররা সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্যে প্রজাবিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া নিহত হইল। অভিজাত শ্রেণীর প্রতি দীর্ঘকালের ধূমায়িত অসন্তোষ জ্বলিয়া উঠিল। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রদেশের ৭৫টি জিলার মধ্যে ৩৫টি জিলায় জনবিক্ষোভ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সহরগুলির অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিল। জারের সিংহাসন ত্যাগের পূর্ব্বেই ১৯১৬ সালে সরকারী বাজেটে ব্যয়ের ববাদ্দে শতকরা ৭৬ ভাগ ঘাটতি পড়িয়াছিল, ১৯১৭ সালে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইল শতকরা ৮২ ভাগ। প্রচুর নোট ছাপাইবার ফলে মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক সঙ্কট ডাকিয়া আনিল। উৎপাদনের হার কমিতে লাগিল। ১৯১৬ সালে রাশিয়ায় ৬১৬ খানি রেলগাড়ী এবং যুদ্ধের জরুরী কাজে ২১৫ খানি রেলগাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৪১০ ও ৬৯এ দাঁড়াইল। ইয়োরোপীয় রাশিয়ার ৫৮টি প্রদেশে কলকারখানার উৎপাদন ১৯১৩র তুলনায় ১৯১৬-য় শতকরা ১২১'৫ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৯১৭ সালে উহা ৭৭'৩ ভাগে নামিয়া আসিল। ১৯১৬ সালে মজুরদের গড়পড়তা বেতন ২৪'৭ রুবল হইতে ১৯১৭ সালে ২১'২ রুবলে নামিয়া আসিল। ১৯১৬ সালে প্রতিমাসে ২,৮৮০ লক্ষ রুবলের নোট চালু হইয়াছিল, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ৮ মাসের মধ্যে প্রতিমাসে ১,২৭,৫০০ লক্ষ রুবল নোট চালু করিলেন। দ্রব্যমূল্য প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। ১৯১৩র তুলনায় এক মস্কো সহরেই শতকরা ৮৭০ গুণ মূল্য বৃদ্ধি হইল। সৈন্যদল ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে লাগিল। আগষ্ট মাসে রণাঙ্গন হইতে সেনাপতি দুখোনিন জানাইলেন যে, বিশ লক্ষ সৈনিক মৃত, ৫০ লক্ষ আহত, ২০ লক্ষ বন্দী এবং ২০ লক্ষ সৈন্য দল ছাড়িয়া গিয়াছে।

সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে নিরানন্দ পেট্রোগ্রাড নগরীর উপর বর্ষা নামিয়া আসিল। দিবালোক কমিতে লাগিল—অপরাহ্নে তিনটা হইতে প্রভাত দশটা পর্য্যন্ত অন্ধকার। শীত ক্রমে আসিল, কাদা জমিয়া বরফ হইল। সহরে খাদ্যাভাব। অর্দ্ধেকের উপর শিশু দুধ পায় না, প্রাপ্তবয়স্কদের রুটির বরাদ্দ কমিতে কমিতে মাথাপিছু প্রতিদিন দুই ছটাকে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য শীতার্ত্ত নরনারী "কিউ"এ দাঁড়াইয়া প্রহর গণিতে লাগিল। ক্ষুধার কৃষ্ণছায়া ধনীর গৃহে মধ্যবিত্তের ফ্লাটে আতঙ্কের সঞ্চার করিল। ক্ষুধিত জনসাধারণকে লুণ্ঠন হইতে নিরস্ত করিবার জন্য সৈন্যদল পাহারা দিতে লাগিল।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের উপর যখন বিপদের পর বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, শ্রমজীবী ও নিম্নমধ্যশ্রেণী যখন বৃষ্টি ও তুষারঝটিকার মধ্যে পেট্রোগ্রাডের পথে পথে "কিউ" করিয়া খাদ্যসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত—তখনও স্বচ্ছল মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবন-ধারায় কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না—বরং উত্তেজনা বাড়িল। মহিলারা চায়ের বৈঠকে মজলিসী আলোচনা করিতে লাগিলেন, ভদ্রলোকেরা 'ভোড্‌কা' খাইয়া বেপরোয়া বীরত্ব জাহির করিতে লাগিলেন। রঙ্গমঞ্চে প্রতিরাত্রে সৌখীন নরনারীর ভীড—গীর্জ্জায় পাদ্রীদের সুসমাচার শ্রদ্ধালু নরনারী তন্ময় হইয়া শুনে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মহিলারা ধর্ম্ম, সমাজনীতি, জ্যোতিষ গণনা লইয়া মত্ত। মস্কৌএর "উপরের তলার বাসিন্দাদের" আচরণও পেট্রোগ্রাড-পন্থী।

ইহার মধ্যেই প্রত্যেক সহরে চলিয়াছে অবিশ্রান্ত সভা সমিতি প্রতিবাদ ও মিছিল। শ্রমিক, সৈনিক, সামরিক কর্ম্মচারী, পাদ্রী, কেরাণী, কারখানার পরিচালক সকলেই দলে দলে মিলিত হইয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের হিসাব নিকাশ করিতেছে। এই আলোচনার কেন্দ্রস্থল হইল পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় দপ্তরখানা। অভিজাত ঘরের বালিকাদের বিদ্যালয় "স্মোলনি ইনিস্‌টিটিউট্" বলশেভিকদের ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে—এইস্থান হইতে হাজার হাজার পুঁথি পুস্তিকা বিতরিত হইতেছে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—বলশেভিকদের লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার কোন উপায় কেরেনেস্কী খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা দেখিলেন, পেট্রোগ্রাডের সামরিক

ঘাঁটি (গ্যারিসন) "বলশেভিক হইয়া গিয়াছে।" তিনি ইহাদিগকে সরাইয়া "বিশ্বস্ত" সৈন্যদল আনিবার জন্য ফন্দী আটিলেন। তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিলেন, এই সৈন্যদলকে রিভাল রক্ষার জন্য প্রেরণ করা হউক এবং "বলশেভিক ছোঁয়াচমুক্ত" সৈন্যদল 'শৃঙ্খলা স্থাপনের' জন্য পেট্রোগ্রাডে আনা হউক। কিন্তু কেরেনেস্কীর দুর্ভাগ্যক্রমে, ক্রোনসটাড্ নৌবাহিনীর প্রতিনিধি ডেবেনকো রিভাল রক্ষার প্রশ্ন আলোচনাকালে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ক্রোনসটাড নৌবাহিনীই রিভাল রক্ষা করিবে। "যদি তোমরা পেট্রোগ্রাডে থাকিয়া বিপ্লবকে রক্ষা কর, তাহা হইলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমরা রিভাল রক্ষা করিব।" কেরেনেস্কীর সৈন্যদল অপসারণের কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল।

এই সময় ফিনল্যাণ্ডে গিয়া ষ্টালিন লেনিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া অভ্যুত্থানের সর্ব্বশেষ স্তর সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। ষ্টালিন ফিরিয়া আসিবার পর কেন্দ্রীয় কমিটি একটি মিলিটারী বৈপ্লবিক কমিটি গঠন করিলেন। ষ্টালিন, স্ভারডলফ, বুবনফ্, উরিট্স্কী এবং ঝেরঝেনেস্কী উহার সদস্য হইলেন। পেট্রোগ্রাড, মস্কো ও অন্যান্য সহরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনের ভার এই কমিটির হস্তে অর্পিত হইল।

কর্ণিলফের বিরুদ্ধে পেট্রোগ্রাড রক্ষার জন্য কারখানার শ্রমিকদের লইয়া যে "রেড্ গার্ড" দল গঠিত হইয়াছিল, তাহা লইয়াই কমিটি কাজ আরম্ভ করিলেন। সোভিয়েট ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিবামাত্র দলে দলে শ্রমিক ও সৈন্য আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। কিন্তু অস্ত্রের অভাব। ১৯০৫ সালে সেণ্ট পিটার্স্বার্গ সোভিয়েট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে মিলিসিয়া গঠনের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিয়াছিল, ষ্টালিন সে কৌশলের পুনরাবৃত্তি করিলেন না। তিনি পুটিলফ্ অস্ত্রের কারখানার বলশেভিক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন এবং পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের পক্ষ হইতে পাঁচ হাজার রাইফেলের জন্য এক লিখিত নির্দ্দেশ দিলেন। ৫০০ শত শ্রমিক, এই দাবী লইয়া কারখানার কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ দাবী

পূরণ করিলেন। ১৯০৫ সালে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন, "আমাদেব তিনটি জিনিষেব প্রয়োজন। প্রথম অস্ত্র, দ্বিতীয় অস্ত্র, তৃতায় অধিকতর অস্ত্র।" ১৯১৭ সালে তিনি তাহা পাইলেন। 'প্রাভদায়' তিনি প্রতিদিন সরকারী সৈন্যদলকে 'রেড্ গার্ড' দলে যোগ দিবার জন্য অহ্বান করিতে লাগিলেন।

বলশেভিকদের ক্রমবর্দ্ধিত প্রভাব দেখিয়া মেনশেভিক ও অন্যান্য দলগুলি প্রমাদ গণিলেন। একটা বুর্জোয়া পার্লামেণ্টি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিলেন। বলশেভিকরা এই সম্মেলন বয়কট করিল। লেনিন, ষ্টালিন এবং সদ্য কারামুক্ত ট্রট্স্কীর নেতৃত্বে অধিকাংশ বলশেভিক দেখিলেন, সময় আসিয়াছে, হয় ক্ষমতা অধিকার নয় ধ্বংস। বিলম্বে কার্য্যহানি ঘটিবে। পেট্রোগ্রাড ও মস্কো সোভিয়েটে বলশেভিক পার্টিব প্রাধান্য ছিল, তাহাদের সহায়তায় অক্টোবর মাসেব মাঝামাঝি নিখিল বাশিয়ান সোভিয়েট কংগ্রেস আহ্বান করা হইল।

কিন্তু বলশেভিকদের অনেকের পার্টিব নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সংশয় ছিল। ৭ই অক্টোবব লেনিন পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া আসিলেন। ১০ই অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয কমিটির চিরস্মরণীয় সভায় লেনিন যোগ দিলেন। এই সভায় অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তাব গৃহীত হইল। লেনিন, ষ্টালিন ও ট্রট্স্কী সহ দশজন প্রস্তাবেব পক্ষে ভোট দিলেন। মাত্র দুইজন সদস্য জিনোভিফ্ ও কামেনফ্ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলিলেন, ইহা ভাগ্যান্বেষী সুলভ হঠকারিতা মাত্র। তাহার পর প্রথম ষ্টালিন ও ট্রট্স্কীর মধ্যে মতভেদ হইল, অতি সামান্য হইলেও এইখানেই বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। ট্রট্স্কী সংশোধিত প্রস্তাবে বলিলেন, দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন পর্য্যন্ত অভ্যুত্থান স্থগিত বাখা হউক। ষ্টালিন বিলম্ব করিতে অস্বীকার কবিলেন। ষ্টালিন, মিলিটারী বৈপ্লবিক কমিটিতে পলিট বুরোব প্রতিনিধি এবং ইহাব নির্দ্দেশেই সমস্ত কমিটি চালিত হয়। ট্রট্স্কীর দৌর্ব্বল্য লেনিন জানিতেন। তাঁহার আত্মাভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের সমর পরিষদের সভাপতি পদে ট্রট্স্কীকে নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু সমর পরিষদের প্রত্যেক সদস্যই বলশেভিক এবং ষ্টালিনের মধ্যস্থতায় ইহা

সর্ব্বতোভাবে পলিট্ বুরোর অধীন। প্রতিভাশালী, আড়ম্বরপ্রিয়, ক্ষমতালোলুপ বাগ্মী ট্রট্স্কী সৈন্যদলকে বিদ্রোহী করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। জিনোভিফ্ ও কামেনেকের বিরোধিতা জানাজানি হইয়া গেল। লেনিন ক্রুদ্ধ হইয়া "কৃতঘ্ন" ও "ধর্ম্মঘট ভঙ্গকারী" বলিয়া পার্টি হইতে উহাদিগকে বহিষ্কারের দাবী করিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি উহাদের কার্য্যের নিন্দা করিলেন বটে, কিন্তু বহিষ্কার করিতে বিরত রহিলেন। উহারা দুইজন অবশ্য বৈপ্লবিক কার্য্যে যোগ দিলেন। কিন্তু লেনিন এই সঙ্ঘদ্রোহিতা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলশেভিক পার্টির প্রতি তাঁহার চরম পত্রে এই কলঙ্ক লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, উহারা কখনও বলশেভিক ছিল না, এখনও নহে।

বলশেভিকরা বাহুবলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বলশেভিকদের দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১লা নভেম্বর পেট্রোগ্রাডে সৈন্যদল আমদানী করিয়া বলশেভিক পার্টির সদর দপ্তরখানা স্মোলনি ইন্‌ষ্টিটিউট্ দখল করিবার হুকুম দেওয়া হইল। কিন্তু ষ্টালিন ও ট্রট্স্কী তাহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ৬ই নভেম্বর কেরেনেস্কী বলশেভিকদের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র বেআইনী ঘোষণা করিয়া উহা দখল করিবার জন্য সাজোয়া গাড়ী সহ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ষ্টালিন-গঠিত 'রেড্‌গার্ড' সৈন্যদল উহাদের তাড়াইয়া দিয়া, ছাপাখানা পাহারা দিতে লাগিল। বেলা ১১টার সময় পার্টির সংবাদপত্র "শ্রমিকের পথ" প্রকাশিত হইল। বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদিগের নিকট আবেদন করিয়া ষ্টালিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন :

"আর বিলম্ব করিলে তাহা বিপ্লবের পক্ষে মারাত্মক হইবে। জমিদার ও পুঁজিপতিদের গভর্ণমেণ্টের স্থলে কৃষক ও শ্রমিকদের গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিতে হইবে। * * * সমস্ত ক্ষমতা শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ডেপুটিগণ লইয়া গঠিত সোভিয়েটের হাতে আনিতে হইবে। যে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, তাহা সোভিয়েটের নিকট দায়ী থাকিবে এবং একমাত্র সোভিয়েটই তাহা অপসারণ করিতে পারিবে।"

ঐ দিনই (৬ই নভেম্বর) লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট এক স্মারকলিপিতে

লিখিলেন,—"গণবিপ্লবের উত্থানকে আজ সংযমের সহিত *পরিচালনা করা মৃত্যুরই নামান্তর। চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত।…কোন অবস্থাতেই কেরেনেস্কী ও তাহার দলের হাতে সামান্য ক্ষমতাও রাখা উচিত নহে। আজ সন্ধ্যা ও রাত্রির মধ্যেই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।"

অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল। ৭ই নভেম্বর প্রভাতের পূর্ব্বেই কারখানা হইতে রেড্ গার্ড দল, পেট্রোগ্রাড গ্যারিসন হইতে সৈন্যদল, ক্রোনস্টাড্ হইতে নৌ-বাহিনী আসিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইল। রেলষ্টেশনগুলি, পোষ্ট, টেলীগ্রাফ্ আপিস, মন্ত্রীমণ্ডলের দপ্তর এবং ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অধিকৃত হইল। বলশেভিক সৈন্যদল চালিত ক্রুজার 'অরোরা' নেভা নদীতে প্রবেশ করিয়া 'উইনটার প্যালেস' লক্ষ্য করিয়া কামানশ্রেণী উদ্যত করিল। লেনিন ষ্টালিনের সহিত মিলিত হইয়া বলশেভিক পার্টির সদর দপ্তরখানা হইতে বিদ্রোহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

৭ই নভেম্বর (বেলা ২-৩৫ মিনিট) অপরাহ্নে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট এবং মিলিটারী কমিটির সভাপতি সমবেত সোভিয়েট ডেপুটিদের সম্মুখে ঘোষণা করিলেন :

"বৈপ্লবিক সমর-পরিষদের নামে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের আর কোন অস্তিত্ব নাই। কয়েকজন মন্ত্রী বন্দী হইয়াছেন, অবশিষ্ট সকলেও কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রেফ্তার হইবেন। বৈপ্লবিক সমর পরিষদের অধীন বিপ্লবী সেনাদল রাষ্ট্র-পরিষদ (কেরেনেস্কী গঠিত) ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এইরূপ অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, বিদ্রোহী সেনাদল প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া উঠিবে এবং শোণিত সাগরে বিপ্লব ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে একজনেরও প্রাণহানির সংবাদ নাই। আমি ইতিহাসে আর কোন বিপ্লবের দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাই নাই যেখানে এত বড় বিশাল জনতা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র রক্তপাত হয় নাই। কেরেনেস্কী চালিত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের শক্তি মৃত, উহা আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য ইতিহাসের সম্মার্জ্জনীর অপেক্ষা করিতেছে

ট্রট্স্কীর পর লেনিন বক্তৃতা করিলেন। ইহারা যখন পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটে বক্তৃতা দিতেছিলেন ষ্টালিন তখন বিপ্লবী সৈন্যদল লইয়া সহরের বিভিন্ন ঘাঁটিগুলি সুরক্ষিত ও দখল করিতেছিলেন। সভাসমিতিতে দৃশ্যমান নেতৃত্বের ভূমিকায় ষ্টালিনকে দেখা গেল না, তিনি জনগণের জয়রথের রশ্মি ধারণ করিয়া বৈপ্লবিক গতিবেগে কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত। বেলা ৩-১৫ মিনিটে পাবলফ্ সৈন্যদল নেভ্স্কী প্রসপেক্ট দখল করিল। ৩-৪৫ মিনিটে বৈপ্লবিক সমর পরিষদের সৈন্যদল কাজান-স্কোয়ার দখল করিল। বেলা ৬টার সময় উইনটার প্যালেস অধিকৃত হইল। রাত্রি ১০-৪৫এ স্মোলনি ইনষ্টিটিউটে নিখিল রুশীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। সভাপতিমণ্ডলীর আহ্বানে লেনিন ডেপুটিদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। করতালি ও হর্ষধ্বনির উদ্বেলিত আরাব প্রশান্ত হইলে লেনিন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"আমরা এখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনে অগ্রসর হইব···"

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রথম সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট আবির্ভূত হইল। ইহার ঘোষণাবাণী যখন সমগ্র জগতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত—তখন পরাজিত বুর্জোয়াশ্রেণীর হতমান নেতা কেরেনেস্কী একখানি আমেরিকান মোটর গাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিলেন।

দশম অধ্যায়

"কাণ্ডারী হুঁসিয়ার"

দীর্ঘকালের বহু অসামঞ্জস্যে ভরা একটা বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা অধিকার করা এক কথা, আর উহা রক্ষা করা অন্য কথা। বলশেভিক নেতারা সতর্ক ও সচেতন। তাঁহারা দেখিলেন, শীঘ্রই ব্যাপকভাবে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং শ্রেণীবিদ্বেষ কেবল রাশিয়ায় নহে, সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাই ঘটিল। লেনিন এবং তাঁহার বলশেভিক পার্টির উদ্ধত দুঃসাহসে, পশ্চিম ইয়োরোপের শাসকশ্রেণী মর্ম্মাহত হইলেন। "জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিরাপদ" করিবার জন্য "ধর্ম্মযুদ্ধে" রত দেশগুলির সংবাদপত্র ও রাজনৈতিকেরা বলশেভিকদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন, জাতীয় ভাষায় গালাগালি দিবার শব্দের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইল। ক্ষিপ্ত আবেগে বুদ্ধি আবিল হইয়া উঠিল। পাষণ্ড বলশেভিকেরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দীর্ঘদিন হাতে রাখিতে পারিবে, বিজ্ঞেরা ইহা বিশ্বাস করিলেন না। নভেম্বর বিপ্লব এবং শ্রমিক কৃষকদের নবজাগ্রত সঙ্ঘশক্তিকে পৃথিবীর কোন দেশের গভর্ণমেণ্টই শুভেচ্ছা জানাইল না।

অথচ মার্চ্চ বিপ্লবকে সমস্ত মিত্রশক্তি শত শত তারযোগে এবং সহস্র সহস্র বক্তৃতায় উচ্ছ্বসিতভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তাঁহাদেরই সগোত্র মধ্যশ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে বলিয়া উল্লাসে সকলেই ডগমগ। কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল এটা বুঝিলেন না যে, তাঁহাদের সমশ্রেণীর ব্যক্তিরা ক্ষমতা গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, ক্ষমতা মুঠির মধ্যে পাইয়াও তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু ক্ষমতা শাসকশ্রেণীর হাত হইতে শাসিতশ্রেণীর হাতে গিয়াছে,—"ছোটলোকের রাজত্ব" ভদ্রলোকেরা বরদাস্ত করেন কি করিয়া? দর্শকেরা দূর হইতে সোরগোল তুলিলেন, এই সর্ব্বনাশ হইতে রাশিয়াকে রক্ষা করিতে হইবে। এমন কি যুদ্ধরত "শত্রু

গভর্ণমেণ্ট"গুলির নিকটও "সাধারণ বিপদ" হইতে আত্মরক্ষার জন্য আবেদন করা হইল।

লেনিন, ষ্টালিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতারা এই বিরূপ অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কোন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহারা যে সহানুভূতি ও সমর্থন পাইবেন না, এ সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রাশিয়ার বাহিরের জনসাধারণের উপর বিশ্বাস ছিল। যে বিপ্লব দ্বারা সোভিয়েট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হইল,—তাহা বিশ্ববিপ্লবের অগ্রদূত। রাশিয়ার বাহিরে কোথায় কি ভাবে জনগণের বৈপ্লবিক শক্তি ক্ষমতা অধিকার করিবে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও—বলশেভিক পার্টি বিশ্ববিপ্লবে বিশ্বাসী হইল।

বলশেভিক পার্টির মধ্যে পরবর্ত্তী সংঘর্ষ ও আলোড়নগুলি বুঝিতে হইলে মনে রাখা আবশ্যক যে, তখনও বলশেভিক পার্টি লেনিন-কল্পিত মার্কসবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য একাগ্র লক্ষ্য কমিউনিষ্ট পার্টিতে পরিণত হয় নাই। তখনও পার্টির শৈশবকাল অতিবাহিত হয় নাই। অনেক আঘাত প্রতিঘাত সম্মুখে, অনেক কিছু গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্য দিয়া পার্টিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। মার্কসবাদের নীতি অনুসরণ করিয়া পার্টিকে ঐক্য দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। নবগঠিত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে বলশেভিক পার্টি বিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করিল, তাহার মধ্যে তিনটি পৃথক চিন্তাধারা প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের মধ্যে, লেনিন, ষ্টালিন, স্ভারডলভ্ এবং ঝেরঝিনস্কী লেনিন ব্যাখ্যাত মার্কস্‌বাদের সমর্থক। কামেনফ্ জিনোভিফ এবং রয়কফ্ গঠিত দলের নীতি প্রায়শঃই মেনশেভিক মতবাদ ঘেঁষা। বুখারিন, রাডেক, সিলিয়াপনিকভের নেতৃত্বে চালিত দল হইল,—"বামপন্থী কমিউনিষ্ট।" এবং ট্রট্‌স্কী দল হইতে দলান্তরে পরিভ্রমণকারী।

ঘটনাচক্রে ক্ষমতা অধিকারের মুহূর্ত্তে বিভিন্ন উপদলগুলি ঐক্যবদ্ধ। বিপ্লবের আশু ও ভাবী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহার যে কোন ধারণাই থাকুক না কেন,

পৃথিবীর সমস্ত গভর্ণমেণ্টই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের শত্রু এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। রাশিয়ার ভিতরে জনসাধারণকে মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্ব হইতে স্বমতে আনিবার জন্য নেতারা যেমন ব্যবস্থা করিলেন, তেমনি বাহিরে গভর্ণমেণ্টগুলিকে অতিক্রম করিয়া জনসাধারণের নিকট আবেদন প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

লেনিন ও ষ্টালিন পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াছিলেন যে কিছুকালের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিবেশীরূপে থাকিতে পারে—কিন্তু কতদিন এই শান্তি থাকিবে তাহা কল্পনার বাহিরে ছিল। কিন্তু বলশেভিকদের ক্ষমতা অধিকার যে আন্তর্জ্জাতিক ধনতন্ত্রের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত তাহা সকলেই অনুভব করিলেন এবং ভাবিলেন এই আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। বিশ্বের ধনতান্ত্রিক শৃঙ্খলের দুর্ব্বলতম অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এই ভাঙ্গন রাশিয়ার বাহিরে কেমন করিয়া বিস্তারলাভ করিবে, কেহ জানিত না, জানা সম্ভবও ছিল না। বলশেভিক পার্টির বিভিন্ন উপদলগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য এবং রাজনীতি সম্পর্কে মূলনীতিগত পার্থক্য প্রথম হইতেই বিদ্যমান ছিল এবং উহাই পরবর্ত্তীকালে পৃথক শিবিরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

ইয়োরোপব্যাপী যুদ্ধের সুযোগে লেনিন সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া পরবর্ত্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সর্ব্বহারা শ্রেণীর দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সমর-পরিষদ হইল বলশেভিক পার্টি। প্রাথমিক বিজয়ের সমস্ত সুবিধা ও অধিকার সুপরিচালিত হইলে,—ভবিষ্যৎ আপনা হইতেই পথ প্রস্তুত করিবে। অতএব বিপ্লবের পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই,—নির্দ্দিষ্টতা মারাত্মক হইতে পারে। লেনিনের এই সিদ্ধান্তে ট্রট্স্কীর সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটিল। ট্রট্স্কী বলেন, এই বিপ্লবকে রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য। এই ধারণা লইয়া তিনি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ প্রত্যেকটি ব্যাপার বিশ্ব-বিপ্লবের দিক হইতে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কামেনফ্, জিনোভিফ্-দলের বিশ্বাস, রাশিয়ার সর্ব্বহারাশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব করিতে অক্ষম। এই কারণেই তাঁহারা বলশেভিকদের ক্ষমতা গ্রহণে আপত্তি করিয়াছিলেন—তাঁহারা সর্ব্বদাই

সংশয়াতুর, প্রত্যেক কর্ম্মসূচীতে তাঁহাদের অবিশ্বাস। বুখারিন-রাডেক-দল বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শবাদী, তাঁহারা চাহেন "বৈপ্লবিক যুদ্ধ" এবং সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন। কিন্তু এতবড় কাজের উপাদান নাই, প্রস্তুতিও নাই—আদর্শবাদের স্বপ্নবিলাস।

এই সকল বিভিন্ন ধারা রাশিয়ার বাহিরে কাহারও চোখে পড়ে নাই। পড়িবার সুযোগও ছিল না। পৃথিবী উৎকর্ণ হইয়া দুইটি নাম শুনিল—লেনিন ও ট্রট্স্কী ; রুশবিপ্লবের হোমকুণ্ড হইতে উত্থিত দুই দানব। রাশিয়ার বাহিরে আমরা, তখন তো দূরের কথা, বহুকাল পর্যন্ত জানিতাম না যে, এই দুইটি নামের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক নীতি এবং মার্কস-দর্শনের পৃথক ব্যাখ্যা জড়িত। কালক্রমে বিভিন্ন সঙ্কটে উপদলীয় সংঘর্ষের সংবাদে বাহিরের লোকেরা ভাবিতে লাগিল, "বলশেভিক মতবাদ শিথিল" হইয়া পড়িতেছে এবং একে একে বিভেদ সৃষ্টিকারীরা যখন নির্ব্বাসিত, আসামীর কাঠগড়ায় এবং মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হইতে লাগিল, তখন গণতান্ত্রিক ভদ্রলোকেরা শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক লেবার পার্টির সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যেই এই পার্থক্য ছিল এবং লেনিন কর্ত্তৃক (১৯০৫) বলশেভিক পার্টি গঠনেই মতভেদ প্রথম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন করিয়া লেনিন রাশিয়ার জনসাধারণের জন্য "শান্তি ও খাদ্য" নীতি ব্যাখ্যা করিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার চেষ্টাই মুখ্য সমস্যা। সকল দেশের যুদ্ধবিরোধী জনমত জাগ্রত করিবার জন্য ঘোষণা করা হইল, "রুশ-গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধরত সমস্ত জনসাধারণকে অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করিতেছে। এই গভর্ণমেণ্ট শান্তির জন্য সকল জাতির প্রতিনিধিদের সহিত সন্ধির সর্ত্ত আলোচনায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত।" এই ঘোষণা বলশেভিক পার্টির সকল দলই সমর্থন করিলেন।

শান্তি ও যুদ্ধবিরতির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই লেনিন ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিলেন। বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট জমিদারদের নিকট হইতে কৃষকদের

জমি কাড়িয়া লওয়া বৈধ করিলেন। অবশ্য বলশেভিকরা গভর্ণমেণ্ট গঠনের পূর্ব্বেই অধিকাংশ জমি কৃষকেরা ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল। বলশেভিক-দের অন্যান্য কাজের মত ইহাও অনেকের দৃষ্টিতে পার্টির নীতি ও কার্য্যক্রমের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইল। সমাজতন্ত্রীরা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ইহার ফলে ছোট ছোট ক্ষেত হইবে, বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র হইবে না। সমালোচকেরা বুঝিলেন না যে, তৎকালীন অবস্থায় জমির আকার, আয়তন ও কৃষিপদ্ধতি লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় নাই। বলশেভিকদের সম্মুখে মুখ্য প্রশ্ন জমির মালিকানা। জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিলোপ করিবার জন্য তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতেই হইবে। সমগ্র ভূমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া কৃষিক্ষেত্র স্থাপন বলশেভিকদের উদ্দেশ্য হইলেও রাশিয়ার শিল্প ও কৃষিব্যবস্থা তখন যে স্তরে ছিল, তাহার সাহায্যে ঐ উদ্দেশ্য সাধন অসম্ভব, জমিদারদের বিলোপের পথ কৃষকেরা নিজ হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। বলশেভিকরা উহাকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করায়, তাঁহারা কৃষকের সমর্থন পাইলেন। সহরের শ্রমিক ও পল্লীর কৃষক ঐক্যবদ্ধ হইল।

এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে, কৃষক শ্রমিকের প্রথম সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সচীব-সঙ্ঘ (Council of People's Commissars) নির্ব্বাচিত হইল। সঙ্ঘের সভাপতি হইলেন লেনিন। সচীব-সঙ্ঘ বা পলিট ব্যুরোর সপ্তরথী হইলেন: লেনিন, ষ্টালিন, ট্রটস্কী, কামেনফ, জিনোভিফ, সোকলনিকফ ও বিট্রবফ। ঝেরঝিনস্কী ও উরিটস্কী সমর পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ষ্টালিন রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির সামঞ্জস্য বিধানের দপ্তর-খানার ভার লইলেন। অবশ্য দপ্তরখানা বলিতে তখন কিছুই ছিল না। কংগ্রেস দপ্তরখানা গঠনের ভার সচীব-সঙ্ঘের উপর ছাড়িয়া দিলেন। তখনও সমগ্র রাশিয়াকে নূতন গভর্ণমেণ্টের আওতায় আনিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত।

ষ্টালিনের নবনিযুক্ত সেক্রেটারী পোল-বলশেভিক পেষ্টোভস্কী বলিয়াছেন, নূতন মন্ত্রীর জন্য তিনি বহু চেষ্টায় আপিস ঘর খুঁজিয়া বাহির করিলেন। পুরা ঘর পাওয়া গেল না। একটি কামরার অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া তিনি

কিছু চেয়ার টেবিল বসাইলেন এবং একখানা নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিলেন—জাতীয় সমস্যা বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তরখানা। কিন্তু মন্ত্রীদের বিভাগীয় কাজ বিশেষ কিছু ছিল না। সকলেই লেনিনের ঘরে সমবেত হইতেন—সেইখানেই ঘোষণাপত্র, বিভিন্ন জিলার নির্দ্দেশ প্রভৃতি রচিত হইত। ষ্টালিনের উপর বিভিন্ন জাতিগুলির সমস্যা সমাধানের ভার দিয়া কেন্দ্রীয় সমিতি নির্দ্দেশ দিলেন :

(১) রাশিয়ার জনসাধারণের সকলের অধিকার সমান, সার্ব্বভৌম অধিকার তাহাদের ; (২) সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রাশিয়ার জনসাধারণের রহিল ; (৩) জাতিগত এবং ধর্ম্মগত কোন বিশেষ সুবিধা বা বাধা বিলুপ্ত করা হইল ; (৪) যে সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি বা গোষ্ঠী রাশিয়ায় বাস করে, তাহাদের আত্মোন্নতির স্বাধীনতা।

এই শ্রেণীর গঠনমূলক প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সময় ও প্রস্তুতি আবশ্যক। কিন্তু অতীতের নিয়মকানুন ও ব্যবহারিক রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হইতে বিলম্ব হইল না। এই নবলব্ধ স্বাধীনতা পাইয়া সকলেই যে প্রথম হইতেই বলশেভিকদের অনুগামী হইল, একথা মনে করা ভুল হইবে। দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের সমর্থনে বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা হস্তগত করিলেও, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সহসা ইহা স্বীকার করিল না। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ মন্ত্রী বন্দী। মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদলে ভাঙ্গন ধরিলেও, তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় তাহারা বলশেভিক বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রথম সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রাচীন নেতারা দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানিলেন না এবং সোভিয়েট ধনভাণ্ডারের সাহায্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিতে লাগিলেন। রেল কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের ইউনিয়ন তাঁহাদের হাতে ছিল,—তাঁহাদের প্ররোচনায় শ্রমিকদের একটা বড় অংশ রেলওয়ে চালু রাখিতে অস্বীকার করিল। এইভাবে টেলিগ্রাফ বিভাগ ও টেলিফোনেও ধর্ম্মঘট হইল। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা কাজ

করিতে অস্বীকার করিল। কেরেনেস্কীর সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিরা সোভিয়েটের হুকুম মানিল না। বলশেভিক নেতারা দেখিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইলে জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তির প্রস্তাব লইয়া সন্ধিস্থাপন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ৯ই নভেম্বর রাত্রে লেনিন ষ্টালিনকে সঙ্গে লইয়া প্রধান সেনাপতি দুখোনিনের সহিত টিকার টেলিফোনযোগে আলাপ করিলেন। এই স্মরণীয় ঘটনা সম্পর্কে উত্তরকালে ষ্টালিন লিখিয়াছেন :

লেনিন ক্রাইলেঙ্কো (ভাবী প্রধান সেনাপতি) ও আমি যখন পেট্রোগ্রাডের প্রধান সামরিক কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া বিশেষ ব্যবস্থায় তারযোগে প্রধান সেনাপতি দুখোনিনের সহিত কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হইলাম, সেদিনের দুঃসহ স্মৃতি আমার এখনও মনে আছে।...দুখোনিন এবং সমর বিভাগের কর্ম্মচারীরা 'পিপলস্ কমিশার্সদের আদেশ পালন করিতে সরাসরি অস্বীকার করিল। সেনানায়কগণ সম্পূর্ণরূপে সামরিক কেন্দ্রীয় কমিটির করায়ত্ত, ইহাদের অধীন ১ কোটি ২০ লক্ষ সৈন্যের মনোভাব কি কেহই জানিত না। বলশেভিক দলভুক্ত সৈন্যদল ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সোভিয়েটের ক্ষমতালাভের বিরোধী। আমরা জানিতাম যে অসন্তুষ্ট সামরিক শ্রেণী পেট্রোগ্রাডে অভ্যুত্থানের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং কেরেনেস্কী রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।...আমার মনে আছে টেলিফোনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লেনিন কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। সহসা তাঁহার মুখ এক অভূতপূর্ব্ব দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। বোঝা গেল, তিনি একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'চল আমরা বেতার ঘাঁটিতে যাই উহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা বিশেষ আদেশ দিয়া দুখোনিনকে তাহার কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি দিব এবং তাহার স্থলে কমরেড ক্রাইলেঙ্কোকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিব এবং সমরনায়কদের না জানাইয়াই সৈন্যদলের নিকট আবেদন করিব, তাহারা যেন তাহাদের সেনানায়কদের গ্রেপ্তার করে এবং সর্ব্ববিধ সামরিককার্য্য হইতে বিরত হয়,

অস্ট্রো-জার্ম্মান সৈন্যদের প্রতি ভ্রাতার মত ব্যবহার করে এবং শান্তিস্থাপনের দায়িত্ব নিজহাতে গ্রহণ করে।"

ক্রাইলেস্কো নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতিরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র দুখোনিন গ্রেফতার হইলেন, কিন্তু সৈন্যদের এক উত্তেজিত জনতার হস্তে তিনি নিহত হইলেন।

প্রত্যেকটি সঙ্কটপূর্ণ সমস্যা সমাধানে ষ্টালিন সর্ব্বদাই লেনিনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। মেনশেভিকদের চালিত রেলশ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে হইবে, কামেনফ কথাবার্ত্তা চালাইতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। ষ্টালিনের উপর ভার দেওয়া হইল—তিনি সাফল্যের সহিত ধর্ম্মঘট মিটাইয়া ফেলিলেন। ফিন-বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য লেনিন ষ্টালিনকে পাঠাইলেন। এই ষ্টালিনই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ইউক্রেনের স্বাতন্ত্র্যবাদীদের (রাডা) সহিত আলোচনার জন্য প্রেরিত হইলেন। স্বাতন্ত্র্যবাদী দল ভাঙ্গিয়া গেল, ইউক্রাইন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিপ্লবের গতি অপ্রতিহত রহিল না। পেট্রোগ্রাডের দৃষ্টান্তে মস্কো সোভিয়েট যুদ্ধ করিয়া ১৫ই নভেম্বর ক্রিমলীন দখল করিল। ১০ই ডিসেম্বর সাইবেরিয়ায় সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হইল। ১২ই ডিসেম্বর পেট্রোগ্রাডে রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল। ২২শে ডিসেম্বর জেনারেল কর্ণিলফ ও ডেনিকিন ডন অঞ্চলে জেনারেল আলেক্সয়েফএর সহিত মিলিত হইয়া প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদল সমাবেশ করিলেন, অন্যদিকে জেনারেল কালেদিন এবং দুতফ ইউক্রাইনে প্রতি-বিপ্লবের আয়োজন করিলেন।

এই অবস্থার মধ্যে লেনিন সর্ব্বপ্রথম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক শান্তির আবেদন মিত্রশক্তিপুঞ্জ অগ্রাহ্য করিলেন। তখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিলেন, জার্ম্মানদলভুক্ত শক্তিগুলির সহিত আপোষ আলোচনা আরম্ভ হউক। ১৫ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং এই সময় শান্তির আলোচনায় যোগ দিবার জন্য মিত্রশক্তির নিকট আর একবার আবেদন করা হইল, কিন্তু কেহ কর্ণপাত করিল না।

যুদ্ধ-বিরতির পর লক্ষ লক্ষ বক্তৃতার আবেদনপূর্ণ পুস্তিকা জার্ম্মান ও অস্ট্রিয়ান সৈন্যদের মধ্যে বিতরিত হইতে লাগিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বলিলেন, অপরের রাজ্যখণ্ড গ্রাস না করিয়া, ক্ষতিপূরণ দাবী না করিয়া এবং পরাধীন জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সোভিয়েট প্রতিনিধিগণ, জার্ম্মানী, অস্ট্রো-হাঙ্গারী, বুলগারিয়া ও তুর্কীর প্রতিনিধিদের দ্বারা গৃহীত হইলেন। ২৫শে ডিসেম্বর তাঁহারা রাশিয়ার সন্ধি-প্রস্তাবের মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব ট্রট্স্কী সোভিয়েট প্রতিনিধিদের নেতারূপে ব্রেষ্ট-লিটভস্কে চতুঃশক্তির প্রতিনিধিদের নেতা ফন কুলমান এবং হফ্‌মানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ট্রট্স্কীর জীবনের আর একটি স্মরণীয় দিন। রঙ্গমঞ্চের প্রধান নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিবার সুযোগ তিনি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন। জার্ম্মান নেতাদের ডিঙ্গায়াই তিনি চমকপ্রদ ভাষায় ইউরোপের শ্রমিকদের নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু সন্ধির নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত কি হইবে—সম্মেলনে ট্রটস্কীর বক্তৃতায় তাহার আভাস পাওয়া গেল না। জার্ম্মানীর অভ্যন্তরেও তখন অশান্তি দেখা দিয়াছে। প্রুশিয়ান ক্ষাত্রনেতারা বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু এই আশঙ্কা সন্ধি আলোচনার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিল না।

১৯১৮র ৭ই জানুয়ারী লেনিন বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে জার্ম্মানীর সর্ত্তগুলি মানিয়া লইবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্ম্মানীর প্রদত্ত সর্ত্তগুলি কঠোর কিন্তু লেনিন বলিলেন, "যে কোন মূল্য দিতে হইবে, বিপ্লব নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় চাহে।" ইহার অর্থ জার্ম্মানীর প্রদত্ত সর্ত্তানুযায়ী পোলাণ্ড লিথুয়ানিয়া এবং শ্বেত রাশিয়ার অংশবিশেষ ত্যাগ করিতে হইবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। জার্ম্মানপক্ষীয় চতুঃশক্তি "স্বাধীন ও স্বতন্ত্র" ইউক্রাইন গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বতন্ত্র চুক্তি করিবেন।

সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া বলশেভিক নেতাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। বুখারিন, রাডেক এবং পিয়াটাকফ্ সরাসরি সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনের প্রস্তাব করিলেন। বলশেভিক পার্টি

বহির্ভূত এবং সোভিয়েট বিরোধীরাও ইহা সমর্থন করিতে লাগিল। লেনিন ও বুখারিন এ দুইএর মধ্যে দাঁড়াইয়া ট্রটস্কী নূতন বুলি ঘোষণা করিলেন, "শান্তিও নহে, যুদ্ধও নহে।" লেনিন ও ষ্টালিন, বুখারিন-দলকে ভাববিলাসী বলিয়া উপহাস করিলেন। লেনিন বলিলেন, ট্রট্স্কীর নীতি অবাস্তব—জার্ম্মানীর প্রস্তাব না গ্রহণ করিলে, পরে তাহাদের দাবী আরও কঠোর হইবে, আমাদিগকে ইস্থোনিয়া ও ভিনিস্ক হারাইতে হইবে। বুখারিন ও ট্রট্স্কীর সমর্থকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই সুযোগ লইয়া শান্তি-বৈঠকে "শান্তিও নহে যুদ্ধও নহে" এই নীতি অনুসরণ করিয়া ট্রট্স্কী সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি তারযোগে নির্দ্দেশ চাহিলেন, লেনিন উত্তর দিলেন, "আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি ষ্টালিনের সহিত পরামর্শ করিতে চাহি।" তারযোগে আলোচনার মধ্যে লেনিন জানাইলেন,—"ষ্টালিন এইমাত্র আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা আমাদের সম্মিলিত উত্তর শীঘ্রই জানাইতেছি।" ১৭ই ফেব্রুয়ারী জার্ম্মানরা ঘোষণা করিল, যুদ্ধ বিরতি শেষ হইল এবং জার্ম্মান-বাহিনী অগ্রসর হইতে লাগিল। লেনিন ও ষ্টালিন ঘোষণা করিলেন, সোভিয়েট জার্ম্মানীর সর্ত্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ২১শে ফেব্রুয়ারী জার্ম্মানী তাহার নূতন সর্ত্ত গ্রহণ করিবার জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়া এক চরম পত্র দিল, এবং জার্ম্মান সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় কমিটির পুনরায় অধিবেশন হইল, লেনিন এক ভোটে জয়ী হইলেন। পরদিন সোভিয়েটের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইল ১২৬-৮৫ ভোটে জার্ম্মান সর্ত্ত গৃহীত হইল। ২৬ জন সদস্য ভোট দিলেন না এবং দুইজন অনুপস্থিত ছিলেন।

এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যায়, বলশেভিক পার্টির ঐক্য তখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টির ইতিহাসের প্রাচীন দ্বন্দ্ব, যাহা ১৯১২ সালে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাই আবার বলশেভিক পার্টির মধ্যে নবরূপান্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। এবং পূর্ব্বের মতই এবারও মতবাদের দ্বন্দ্বে লেনিন বিজয়ী হইলেন এবং বলশেভিক পার্টির মধ্যে অধিকতর মর্য্যাদার আসন

লাভ করিলেন। ট্রট্স্কী এবং তাহার সহকর্ম্মীদের ভ্রান্ত পন্থা হইতে তিনি বিপ্লবকে রক্ষা করিলেন। এবার তিনি একক যোদ্ধা নহেন, তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন ষ্টালিন ও স্ভারডলভ্ এই দুই বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী। ঝেবঝিনস্কী পোলদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া ভোট দেন নাই। কিন্তু বুখারিন-দলের বিরুদ্ধতা ছিল অত্যন্ত প্রবল। পার্টির মস্কো কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটিব কতিপয় সদস্যের সহায়তায় তাঁহারা লেনিন ও ষ্টালিনকে বন্দী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

১৯১৮র ৬ই মার্চ্চ আর একটি পার্টি কংগ্রেস আহূত হইল। কংগ্রেসের সম্মুখে বিবৃতি প্রসঙ্গে লেনিন বলিলেন:

"পার্টির মধ্যে একটি 'বামপন্থী' বিরুদ্ধ দল গঠিত হওয়ার ফলে আমবা যে ভীষণ সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিযাছি, বাশিয়ার বিপ্লবের তাহা এক চরম অভিজ্ঞতা। এই সঙ্কট আমরা উত্তীর্ণ হইব। কোন অবস্থাতেই ইহাকে আমরা পার্টি বা বিপ্লবকে ধ্বংস কবিতে দিব না।…আমাদেব প্রত্যাশানুযায়ী বিপ্লবের গতি দ্রুত হইবে না। আমাদিগকে ঘটনার গতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে যে, উন্নতিশীল দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব সহজে আসিবে না। নিকোলাস ও রাসপুটিনের দেশ রাশিয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। * * *কিন্তু যে দেশে ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি রহিয়াছে এবং জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ, সেখানে পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র প্রস্তুত না করিয়া বিপ্লব আরম্ভ কবা অন্যায় ও অসম্ভব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বেদনাময় স্তরেব দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি মাত্র। ইহাই বাস্তব সত্য।…

"আমরা নিশ্চয়ই আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিপ্লবের দিকে দৃষ্টি রাখিব; কিন্তু সাময়িকভাবে ইহা রূপকথাব অতি সুন্দর কাহিনী মাত্র। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, রূপকথায বিশ্বাস করা কি একজন একনিষ্ঠ বিপ্লবীর পক্ষে শোভা পায়! জার্ম্মান সর্ব্বহারাশ্রেণী যদি আঘাত করিতে পারিত, তাহার ফল ভাল হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমরা কি কেউ হিসাব করিয়াছ, এমন পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছ যাহার দ্বারা অমুক দিন অমুক সময়ে জার্ম্মানীতে বিপ্লব হইবে তাহা পরিমাপ কবা যায়! না, তোমরা তাহা পার না, তোমাদের

তাহা নাই। অথচ তোমরা ইহার উপর বাজী ধরিতেছ। যদি বিপ্লব হয় তাহা হইলে সবই রক্ষা পাইবে। নিশ্চয়ই! কিন্তু ইহা যদি আমাদের প্রত্যাশা মত না হয়, যদি তাহারা আগামী কল্যই জয়লাভে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে জনসাধারণ তোমাদিগকে বলিবে, তোমরা আত্মম্ভরীর মত কাজ করিয়াছ—তোমরা এমন অনুকূল ঘটনার উপর সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছ, যাহা কখনো ঘটিল না। আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের স্থলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তোমরা তাহার অনুপযুক্ত প্রমাণিত হইবে। বিশ্ববিপ্লব হইবে কিন্তু তাহার দ্বার এখনও উন্মুক্ত হয় নাই।...তোমরা জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করিতেছ; কেননা তোমরা কোটি কোটি টাকা—গোলাগুলী কামান সমর্পণ করিয়াছ,—যাহারা সৈন্যদলের শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহারাই এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে।...ইহা বুঝিয়া আমরা আমাদের অনৈক্য ও সঙ্কট অতিক্রম করিব।"

ট্রট্স্কীর মত ও মনোভাব সম্বন্ধে তিনি বলিলেন:

"তাঁহার কাজের দুইটি দিক আমরা বিচার করিব; যখন তিনি ব্রেষ্ট আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য সে সুযোগ উত্তমরূপে ব্যবহার করিলেন, তখন আমরা তাঁহার সহিত একমত হইলাম।... আমাদের মধ্যে কথা ছিল, জার্ম্মানী আমাদের চরম পত্র না দেওয়া পর্য্যন্ত আমরা আত্মরক্ষা করিব, চরম পত্র দিবা মাত্র আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইব।..সময় লইবার জন্য কালহরণ করিবার যে কৌশল ট্রট্স্কী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পর শান্তির জন্য সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করা ঠিক হয় নাই।"

কংগ্রেস লেনিনকে সমর্থন করিল। ১৯১৮র ২রা মার্চ্চ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং ১৭ই মার্চ্চ সোভিয়েটকংগ্রেস তাহা সরকারীভাবে সমর্থন করিল। "একটি দেশে সমাজতন্ত্রের" প্রশ্ন ষ্টালিন গত বৎসর জুলাই আগষ্টের কংগ্রেসেই উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাশিয়া সমাজতন্ত্রের পথ প্রদর্শক হইবে।" ঘটনাচক্রে তাহাই সফল হইতে চলিল। রাশিয়ার

শাসনভার গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসে লেনিন বলিলেন, "এখন আমরা সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করিব।" অতএব তাঁহার অভিপ্রায় কাহারও অগোচর রহিল না। রাশিয়ার বিপ্লবের জয়ের জন্য ইয়োরোপের বিপ্লবের আবশ্যক, ট্রট্স্কীর এই চেষ্টার ফলে সোভিয়েটের অনেক অঞ্চল হারাইতে হইল এবং বিপ্লব বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাতে ট্রট্স্কী ও লেনিন, কিম্বা ষ্টালিন ও ট্রটস্কীর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত তিক্ততা দেখা দিয়াছে, এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে সঙ্কটের সময় ষ্টালিন সর্ব্বদাই দৃঢ়ভাবে লেনিনকে সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক, ট্রটস্কী পররাষ্ট্র-সচীবের পদ ত্যাগ করিয়া, সমর-সচীবের পদ গ্রহণ করিলেন। জার্ম্মানীর সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের প্রতিবাদে "বামপন্থী" সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা গভর্ণমেণ্টের সদস্যপদে ইস্তাফা দিলেন। ফলে গভর্ণমেণ্টে একটিমাত্র দল রহিল। মেনশেভিক সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী, ক্যাডেট-দল, অক্টোবরিষ্ট প্রভৃতি দলগুলির প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাইতে লাগিল, কিন্তু টিকিয়া থাকিবার জন্য তাহাদের প্রয়াসের অন্ত ছিলনা।

শান্তি-সঙ্কট অতিক্রান্ত না হইতেই ঐ দলগুলি বলশেভিকদের দমন করিবার জন্য আর একটি প্রশ্ন তুলিল। বলশেভিক পার্টি সহ সকলেই গণ-পরিষদে সম্মতি দিয়াছিলেন। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ক্রমাগত ইহা পিছাইয়া দিয়াছিল। এখন মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দল উহার জন্য জিদ্ করিতে লাগিল। ১৯১৮র ৫ই জানুয়ারী গণ-পরিষদ আহূত হইল। বলশেভিকরা তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্যান্য দলগুলি সোভিয়েটকে প্রতিষ্ঠাভ্রষ্ট করিয়া গণপরিষদ স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর। বলশেভিকরা দাবী করিল সোভিয়েটের ক্ষমতা গ্রহণ অনুমোদন করিয়া গণপরিষদ ভঙ্গ হউক—এই প্রস্তাব করিয়া বলশেভিক প্রতিনিধিরা সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। গভীর রাত্রে, দরজার প্রহরী রেড্-গার্ডরা সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদিগকে জানাইল, রাত্রি বেশী হইয়াছে, এখন স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। গণ-পরিষদের সমাধি হইয়া গেল। সোভিয়েট ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রহিল!

ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন, এই সময় ষ্টালিন কখনও দৃশ্যমান নেতৃত্বের ভূমিকায় অভিনয় করেন নাই। সত্য কথা। দীর্ঘ নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত বুদ্ধিজীবী বলশেভিক নেতারা (লেনিন ছাড়া) স্বল্পভাষী এবং কুটতর্কে অনিচ্ছুক ষ্টালিনকে বড় বেশী গণনার মধ্যে আনিতেন না। কেননা, বিতর্কমূলক সকল প্রশ্নেই তিনি লেনিনের মতে সায় দিতেন। তিনি কথা কম বলিতেন, ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। দৃঢ়কায় ষ্টালিন একটা পুরাতন খাকির জামা পরিতেন। (তাহারও দু'একটা বোতাম থাকিত না) আলোচনাকালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ট্রট্স্কীর মতো তাঁহার নিজস্ব মোটরকার ছিল না, ভূতপূর্ব্ব ধনীদের বিলাসভবনেও তিনি বাস করিতেন না। দলের সাধারণ সদস্যদের সহিত একত্র হইয়া তিনি সাধারণভাবে বাস করিতেন। কিন্তু রাশিয়ার বাহিরে তাঁহার নাম ঘোষিত না হইলেও, তাঁহার অদম্য কর্ম্মশক্তি, অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা ও সঙ্ঘ গঠনের দক্ষতায় তিনি সহকর্ম্মীদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবে লেনিনের দক্ষিণহস্তরূপে ষ্টালিন যে ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬-এ টিফ্লিস রেলওয়ে শ্রমিকদের এক সভায় বক্তৃতামুখে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া ষ্টালিন বলিয়াছেন ;

"১৯১৭-র কথা মনে পড়ে, যখন আমি কারাগৃহে এবং বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাসনের মধ্যে কাল কাটাইতেছিলাম, তখন পার্টির নির্দ্দেশে আমি লেনিনগ্রাডে উপস্থিত হইলাম। এইখানে রাশিয়ার শ্রমিক সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সর্ব্বদেশের সর্ব্বহারাদের মহান আচার্য্য লেনিনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, বুর্জোয়া ও জনসাধারণের সংঘর্ষের তুমুল ঝটিকার মধ্যে—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে আমি প্রথম শিক্ষালাভ করিলাম, শ্রমিকশ্রেণীর মহান পার্টির নেতা হওয়ার অর্থ কি? নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিবিধায়ক এবং গণমুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত রাশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর নিকট আমি তৃতীয়বার বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছি—সেইখানে লেনিনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি বিপ্লবের নিয়ন্তার পদ লাভ করিয়াছি।"

একাদশ অধ্যায়

গৃহযুদ্ধ—প্রতিবিপ্লব

দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ—না শিশু সমাজতন্ত্রকে রক্ষা। বিনা রক্তপাতে বিপ্লব বিজয়ী হইলেও, তাহাকে রক্ষার জন্য নরমেধ যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত হইল। কেরেনেস্কী সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আলেক্‌সিয়েভ ডন অঞ্চলে গিয়া "জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী" গড়িয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জেনারেল কর্ণিলফ্‌ ও ডেনিকিন তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। খারকোভে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া, ইউক্রাইন জাতীয় সরকার, ইউক্রাইন সেভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ডন কশাকদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। জার্ম্মান সৈন্য পেট্রোগ্রাডের দিকে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট মস্কৌ-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে বৃটিশ সৈন্য মুরমানস্ক বন্দরে অবতবণ করিল। ফিন-বিদ্রোহ দমনের জন্য জেনারেল ম্যানারহাইম জার্ম্মানীর নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জেনারেল ফন ডার গোলট্‌সের নেতৃত্বে ৩০ হাজার জার্ম্মান সৈন্য আসিয়া মার্চ্চ মাসেব মধ্যেই ফিন-বিপ্লব চূর্ণ করিয়া ফেলিল। জুলাই মাসে "বামপন্থী" বিপ্লবী ও এনার্কিষ্টবা মস্কৌএ সশস্ত্র অভ্যুত্থান করিয়া বলশেভিকদিগকে "বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া গালি দিতে লাগিল। চেকো-শ্লোভাক সৈন্যদল (অস্ট্রো-হাঙ্গারীর যুদ্ধ-বন্দী) ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের ছেলিয়াবিনিস্ক সহর দখল করিল। সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের হস্তে প্রচার-সচীব ভোলারডারস্কী নিহত হইলেন। জার্ম্মানরা ইউক্রাইনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিল, তুর্কীরা ককেসাসে প্রবেশ করিল। প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদল কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া রাশিয়ার খাদ্যসমস্যা সঙ্গিন হইয়া উঠিল। প্রতিবিপ্লবী দলগুলিকে বৃটেন ও ফ্রান্স সমরোপকরণ ও রসদ যোগাইতে লাগিল।

প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিক ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভক্ত মঃ ম্যালেট এইকালে বিপ্লবী বলশেভিকদের সাফল্যে মর্ম্মাহত হইয়া লিখিয়াছিলেন,—"বারম্বার, বিশেষভাবে ১৯১৯এর অক্টোবর মাসে দেখা গেল নূতন গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু কি শ্বেত-রাশিয়াণ সৈন্যদল, কি পোলাণ্ডের যুদ্ধে যোগদান, কি কৃষক বিদ্রোহ, কি দুর্ভিক্ষ কিছুতেই লেনিনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জাতির দুর্দ্দমনীয় শক্তিকে পরাহত করিতে পারিল না। চৌদ্দটি জাতির সম্মিলিত আক্রমণ সোভিভেট রাশিয়া প্রতিহত করিল।"

এই দুর্দ্দিনে ষ্টালিনের সামরিক প্রতিভা কি ভাবে বারম্বার বিপদজাল ছিন্ন করিয়াছে, তাহা লিখিতে গিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি কালিনিন বলিয়াছেন,—"১৯১৮-২০ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি একমাত্র ষ্টালিনকেই বিভিন্ন রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছে। যেখানেই বিপ্লব সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে সেইখানেই ষ্টালিন গিয়াছেন। গৃহযুদ্ধের সময় ষ্টালিনের সামরিক তৎপরতা মহাকাব্যের মতই বিচিত্র। উহার বিশেষত্ব কেবল জয়লাভ করায় নহে। তিনি অতি উচ্চস্তরের রণকৌশল ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক কৌশল অবলম্বন করা।" ইহা বন্ধু ও সহকর্ম্মীর অতিরঞ্জিত প্রশংসা নহে, ঐতিহাসিক সত্য। ষ্টালিন নিজের কথা খুব কম বলেন, তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া একদিন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সৈন্যবিভাগের অজিয়ন আস্তাবল সাফ করিবার আমি একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতাম।"

আজ মার্শাল ষ্টালিন জগতের এক মহান সামরিক নেতারূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন! কোন সামরিক কলেজে অধ্যয়ন না করিয়াও আধুনিক জটিল রণ-বিজ্ঞান তিনি কেমন করিয়া আয়ত্ত করিলেন? বিপ্লবের বিভিন্ন রণাঙ্গনে বাস্তবের কঠিন ভূমিতে দাঁড়াইয়া তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কি রাজনীতি, কি রণক্ষেত্র উভয় ক্ষেত্রেই তিনি কুশলকর্ম্মা যোদ্ধা। সদা সতর্ক যোদ্ধভাব তাঁহার কঠিনবীর্য্য পৌরুষের এক বিশেষ বিশেষত্ব।

যখন ট্রট্স্কী সমর-সচীবের পদে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার সামরিক জ্ঞান

সম্পর্কে পার্টির নেতাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয় নাই। তখন বলশেভিক সমর-সচীবের সম্মুখে সমস্যা,--সৈন্যদল গঠন করা। প্রায় একলক্ষ রেড্ গার্ড— অস্ত্রধারী শ্রমিক মাত্র। লাল-পল্টন গঠন ও সংগ্রহ করিবার প্রাথমিক গৌরব নিশ্চয়ই ট্রট্স্কীর প্রাপ্য। তাঁহার অনলবর্ষী বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া হাজার হাজার যুবক, প্রৌঢ় লালপল্টনে যোগ দিল। পরে সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট অবশ্য বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু ট্রট্স্কী সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে সৈনিকবৃত্তির জন্য লোক সংগ্রহ করিলেন, তাঁহারই চেষ্টায় জার সৈন্যদলের ৩০।৪০ হাজার সুশিক্ষিত সামরিক কর্ম্মচারী লালপল্টনে যোগদান করে। শ্রমিক শ্রেণীর সামরিক শিক্ষা নাই, ট্রট্স্কী ইহা জানিতেন এবং এই কারণেই তিনি সুশিক্ষিত সামরিক কর্ম্মচারীদের বিশেষ সুবিধা দিয়া সৈন্যদল গঠনের ভার দিলেন। জারের কর্ম্মচারীরা রাজনৈতিক আস্থাভাজন নাও হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি প্রত্যেক সৈন্যদলে একজন করিয়া রাজনৈতিক পরামর্শদাতা নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করিবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, সমর-নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য ট্রট্স্কী প্রস্তুত হইলেন। সৈন্যদলের গঠনপ্রণালী, বিপ্লবের ইতিহাস, রণনীতি সম্বন্ধে ট্রট্স্কী নিশ্চয়ই গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন! কিন্তু যুদ্ধের তাঁহার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না, বৈপ্লবিক যুদ্ধে কিভাবে সংগঠন করিতে হয়, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। ১৮৯৮ সাল হইতে (১৯ বৎসর বয়স্ক) ট্রট্স্কী ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কদাচিত রাশিয়ায় ছিলেন এবং ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে ষ্টালিনের প্রস্তাব-ক্রমে বলশেভিক পার্টিতে গৃহীত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি রসনা ও লেখনী দ্বারাও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন।

বলশেভিক পার্টিতে যোগ দিয়াও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয় নাই। ফলে লালপল্টন লইয়া তাঁহার সহিত ষ্টালিনের প্রায়ই কলহ হইতে লাগিল। জনসাধারণের সহিত বলশেভিক পার্টির সম্পর্কের মূলনীতি কার্য্যতঃ তিনি স্বীকার করিতেন না, কেননা সর্ব্বহারা শ্রেণীর সৃজনীশক্তির উপর তাঁহার আদৌ আস্থা

ছিল না। তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং এই কারণে নিজের শক্তিকে তিনি সর্ব্বদাই বড় করিয়া দেখিতেন। তাঁহার ভঙ্গীটা ছিল ডিক্টেটরী ধরণের—তিনি মহান নেতা, জনসাধারণ তাঁহার অনুগমন করুক। মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও সামরিক কর্ম্মচারীদের দিয়া জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে—এখনই মধ্যশ্রেণীকে অতিক্রম করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা নাই। পশ্চিম ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবী সমাজতন্ত্রীসুলভ এই অহমিকাই তাঁহার বৈপ্লবিক চরিত্রকে শিথিল করিয়াছিল।

সমর-সচীব রূপে ট্রট্স্কী যে তাঁহার যোগ্যতার বহু পরিচয় দিয়াছেন এবং বহু বৃহৎ কাজ করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করে নাই। লেনিন একদা গোর্কীকে বলিয়াছিলেন, "এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা সেনাদল গড়িতে পারে, এমন আর একটি লোক আমাকে দেখান।" ১৯১৯ সালে যুডেনিচের আক্রমণ হইতে পেট্রোগ্রাড রক্ষার জন্য তিনি যে ভাবে সর্ব্বহারা শ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস ভুলিবার নহে। এই শ্রেণীর জয়গৌরব প্রচুর ভাবাবেগ জাগ্রত করার উপর নির্ভর করে, সে ক্ষমতা ট্রট্স্কীর ছিল এবং তাহা তিনি উপভোগ ও প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু উন্মত্ত ভাবাবেগ জাতীয় যুদ্ধে যে সাফল্য অর্জ্জন করে, শ্রেণী সংগ্রামে তাহা করে না। জাতীয় যুদ্ধে, পরজাতিবিদ্বেষ সাময়িক ভাবে শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী শক্তির সহিত রুশ-জনসাধারণের যুদ্ধ শ্রেণীসংগ্রাম। এখানে পরজাতিবিদ্বেষ বা জাতীয় উন্মাদনার স্থান নাই। ট্রট্স্কী ইহা বুঝিলেন না। সামরিক শিক্ষা এবং যোগ্যতার দ্বারা বিচার করিয়া তিনি যে সব পেশাদার সেনাপতি ও কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন, রাজনীতি অর্থাৎ নূতন রাষ্ট্রের নীতির দিক হইতে তাহারা নির্ভরযোগ্য কিনা? রাজনৈতিক মতবাদ-নিয়ন্ত্রিত গৃহযুদ্ধে পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হয়, যুদ্ধক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে না,—খণ্ডযুদ্ধ ও গেরিলা-যুদ্ধ চালনায় ইহাদের পটুতা কতখানি? প্রতিবিপ্লবী শক্তির সহিত যুদ্ধে এই সকল প্রশ্ন দেখা দিতে লাগিল এবং ইহারই ফলে ট্রট্স্কীর সহিত ষ্টালিনের বিরোধ বাধিল। দক্ষিণ রাশিয়া হইতে খাদ্য সরবরাহ

ব্যবস্থার সচীবের পদে ষ্টালিন নিযুক্ত হইবার পর এই বিরোধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অতি সঙ্গিন অবস্থার মধ্যে ষ্টালিন খাদ্য সরবরাহ সচীব নিযুক্ত হইলেন। বলশেভিক পার্টির অতি সহিষ্ণুতার ফলে উত্তর রাশিয়ায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। বিপ্লবের প্রথম দিকে বিরুদ্ধদলের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করার ফলে, প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলি গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। যে সকল সামরিক কর্ম্মচারীকে নজরবন্দী ভাবে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল; তাহারা প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদলে যোগ দিতে লাগিল। কারখানার মালিক, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বিশ্বাস বিপ্লব ব্যর্থ হইবে, তাহারা তলে তলে উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল। শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের নূতন অর্জ্জিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইলেও, যোগ্য নেতৃত্বের সহিত উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার কৌশল তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে নাই; ফলে কারখানার উৎপাদন কমিতে লাগিল। কৃষকেরা ভবিষ্যতের ভয়ে এবং নোটের টাকার উপর অবিশ্বাসে খাদ্যশস্য লুকাইয়া রাখিতে লাগিল, সহরে খাদ্যাভাব ঘটিল। ১৯১৮ সালের মে মাসে সোভিয়েট-গভর্নমেণ্ট সমগ্র রাশিয়ার এক ষষ্ঠাংশের মধ্যে সঙ্কুচিত হইল। কিন্তু আটটি নির্ভীক সেনাদল চারিদিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়াও নূতন গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে লাগিল। এই সৈন্যদলগুলির উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, যেখানেই দুর্ব্বলতা দেখা দিত, সেইখানেই কারখানার শ্রমিকেরা রাইফেল হস্তে ছুটিয়া আসিত। এই ভাবে বারম্বার অগ্নিস্নাত হইয়াই লালপল্টন ইস্পাতের মত সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

নূতন পদ গ্রহণ করিবার পর কি ষ্টালিন কি গভর্নমেণ্ট কাহারও এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে ষ্টালিন সামরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু, দক্ষিণ হইতে উত্তরে খাদ্য সরবরাহের প্রধান ঘাঁটি জারিৎসিনে উপস্থিত হইয়া ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন। সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা। বে-সামরিক কর্ম্মচারীরা আত্মবিশ্বাসহীন দুর্নীতিপরায়ণ। যাহাদের শত্রু-পক্ষের প্রতি সহানুভূতি নাই, তাহারাও সাধারণ দিনের সরকারী চাকুরীয়ার মত দিন কাটায়, বৈপ্লবিক যুদ্ধের

দায়িত্বজ্ঞানহীন। সৈন্যদলের বিশৃঙ্খলা ও সেনাপতিদের শৈথিল্য দেখিয়া তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিলেন, ট্রট্স্কী অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ভার দিয়াছেন। বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রামে বৈপ্লবিক সামরিক নেতৃত্বের প্রয়োজন। সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া ষ্টালিন সেনাদল পুনর্গঠন কবিবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি চাহিলেন।

অবস্থা সঙ্গিন। লালপল্টনের ব্যূহ বিচ্ছিন্ন। ডন অঞ্চলের বিদ্রোহী কসাকেরা নগরদ্বারে উপস্থিত। নগরের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিহ্বলভাব। লালপল্টনের উপস্থিতিতে প্রতিবিপ্লবীদের সমর্থকেরা আত্মগোপন করিয়াছিল, সুযোগ দেখিয়া তাহারা মাথা তুলিতে লাগিল। সেনানায়কেরা উহাদের কুপরামর্শের প্রভাবে পড়িয়া, পিছু হটিবার ব্যবস্থা করিল। জারিৎসিন হারাইলে উত্তর ককেসিয়ার সমস্ত গম শত্রুপক্ষের হাতে গিয়া পড়িবে। ষ্টালিন, ৭ই জুলাই (১৯১৮) তারযোগে লেনিনকে জানাইলেন :—

"আমি আসিয়া প্রত্যেককে ভৎর্সনা ও তাড়না কবিয়াছি। কমরেড লেনিন! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, আমি কাহাকেও ক্ষমা করিব না, এমন কি নিজেকেও না। যাহাই ঘটুক, আমরা আপনাকে গম পাঠাইব। যদি আমাদের সামরিক বিশেষজ্ঞগণ (নিরেট মূর্খ) অলসভাবে নিদ্রিত না থাকিত তাহা হইলে যোগাযোগ ব্যবস্থা শত্রুরা নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না এবং যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠা কবিতে হইলে ঐ সকল বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধেই কাজ কবিতে হইবে।"

সমর-পরিষদের সহিত পত্রালাপ এবং অপেক্ষা করিবার পাত্র ষ্টালিন নহেন। যৌবনকাল হইতেই বৈপ্লবিক কাজে দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং তাহা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগে তিনি অভ্যস্ত। সামরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে ট্রট্স্কী কি মনে করিবেন, একথা ভাবিবার তাঁহার সময় ছিল না। ১১ই জুলাই তিনি তারযোগে লেনিনকে জানাইলেন :—

"উত্তর ককেসিয়ার প্রধান সামরিক ঘাঁটির কর্ত্তারা প্রতিবিপ্লব দমন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়াই সমস্যা জটিল হইয়াছে। আমাদের "বিশেষজ্ঞদের"

প্রতিবিপ্লবীদের উপর নিশ্চিত আঘাত হানিবার মত মানসিক বল নাই, তাহারা কেবল "পরিকল্পনার খসড়া" প্রস্তুত করিতে পারে, সৈন্যদল গঠনের খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে পারে—কিন্তু সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে অক্ষম। * * * সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ইহাদের আচরণ বিদেশী অতিথির মত। ইহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা যুদ্ধ পরিচালনার পরিবর্ত্তে দূরে থাকিয়া দর্শকের আসন গ্রহণ করিয়াছে, যেন যুদ্ধের প্রতি ইহাদের কোন কর্ত্তব্যই নাই। * * * আমার মনে হইতেছে, উদাসীন ভাবে ইহা দাঁড়াইয়া দেখার অধিকার আমার নাই। কালিনিনের বাহিনী উত্তর ককেসিয়ার রসদ পাইতেছে না। সমগ্র উত্তর রাশিয়ার সহিত, গমক্ষেত্রগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আমি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিব এবং স্থানীয় অন্যান্য ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা আমি সংশোধন করিব। আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছি ও করিব। প্রয়োজন হইলে আমাকে সমরনায়কদের সরাইতে হইবে অথবা তাহাদের আমার নির্দ্দেশ মানিতে হইবে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রয়োজন বুঝিলেই আমি বাতিল করিব। অবশ্য উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি সম্পূর্ণ দায়ী থাকিব।"

মস্কৌ হইতে কেন্দ্রীয় সমর পরিষদ উত্তর দিলেন, তাহাকে সমস্ত লালপল্টন পুনর্গঠন করিতে হইবে। "শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর, ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে কেন্দ্রীভূত করিয়া উপযুক্ত সেনানায়ক নিয়োগ কর, সর্ব্ববিধ অবাধ্যতা দমন কর।" সমর-পরিষদ ইহাও জানাইলেন যে, এই তার লেনিনের পূর্ণ সম্মতিক্রমেই প্রেরিত হইল।

আদেশ আসিবামাত্র ষ্টালিন নিজের পছন্দ মত লোক লইয়া বৈপ্লবিক সমর পরিষদ গঠন করিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার সুপরিচিত সহকর্ম্মী কাগানোভিচ ও ভোরোশিলভ রহিলেন। ইউক্রাইন হইতে জার্ম্মানবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ১৫ হাজার সৈন্য ৩৫ হাজার গৃহহারাকে লইয়া ভোরোশিলভ শত শত মাইল অতিক্রম করিযা সবেমাত্র জারিৎসিনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন সামরিক শিক্ষা ছিল না, ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে সংহত করিয়া পশ্চাদপসরণই তাঁহার একমাত্র সামরিক অভিজ্ঞতা। ভোরোশিলভের

উপর জারিৎসিন রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হইল। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলে শৃঙ্খলা আসিল। সৈন্যরা যথাযথভাবে শ্রেণীসংবদ্ধ হইল।

বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের ফলে জারিৎসিনে সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক দলের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। পেট্রোগ্রাড ও মস্কো হইতে পলায়িত রাজতন্ত্রী মধ্যশ্রেণীর লোকেরা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা একরূপ প্রকাশ্যেই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। ষ্টালিন কাগানোভিচ ও কতিপয় বিশ্বস্ত বলশেভিক্‌কে লইয়া, ঐ সকল ব্যক্তির উপর নজর রাখিবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ (চেকা) প্রতিষ্ঠা করিলেন। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগগুলির আবর্জ্জনা পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ হইল। প্রতিদিন বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং বিপ্লব নির্ম্মমহস্তে তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। বিদেশীদের উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যে সকল কসাক নেতা জারিৎসিন বিপ্লবীদের কবলমুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। "বামপন্থী" সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের জারিৎসিনে বিদ্রোহের আয়োজনের সংবাদে লেনিন চিন্তিত হইলেন। দমননীতি কুফল প্রসব করিতে পারে, লেনিনের এই উৎকণ্ঠিত তারের উত্তরে ষ্টালিন জানাইলেন, "আপনি ভাবপ্রবণদের কথায় বিচলিত হইবেন না। বিকারক্ষিপ্তদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা আমি জানি। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমাদের হস্ত কম্পিত হইবে না। শত্রুর সহিত আমরা শত্রুর মতই ব্যবহার করিব।"

যখন বৈদেশিক আক্রমণ চলিতেছে, সেই সময় যাহারা গৃহের মধ্যে সশস্ত্র বিরুদ্ধতা অবলম্বন করিতেছে এবং গুপ্ত হত্যাই যাহাদের একমাত্র কৌশল—তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সুফল অচিরেই দেখা গেল। সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা দেখিলেন যে, তাঁহারা শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছেন। কমিউনিজমের আদর্শবাদের উপর দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান এই বলশেভিক নেতা, কাহাকেও ক্ষমা করিবে না, শত্রু মাত্রকেই নির্ম্মমহস্তে দমন করিবে।

ট্রট্স্কী কর্ত্তৃক নিযুক্ত জারিৎসিনের সামরিক কমিটির ডিরেক্টর নসোভিক

(পরে ক্রাসনফের সৈন্যদলে যোগদানকারী বিশ্বাসঘাতক) "উদ্বেলিত ডন" নামক একখানি সংবাদপত্রে প্রতিবিপ্লবীদের গৌরব ঘোষণা করিতে গিয়া ষ্টালিনের সংস্কার সম্পর্কে ১৯১৯-এর ৩রা এপ্রিল লিখিয়াছেন :—

"......আমরা নিশ্চয়ই তাঁহার (ষ্টালিন) প্রতি সুবিচার করিব এবং স্বীকার করিব তাঁহার কর্ম্মশক্তি যে কোন প্রবীন শাসকের ঈর্ষার স্থল। স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কাজ করিবার তাঁহার দক্ষতা হইতে অনেকে যদি শিক্ষালাভ করিতেন তাহা হইলে ফল ভাল হইত। * * * সহরের শাসন বিভাগগুলির প্রত্যেকটির কাজকর্ম্ম তিনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, বিশেষভাবে জারিৎসিন রক্ষার ব্যবস্থার ভার নিজহাতে লইলেন এবং সমগ্র ককেসিয়া এবং সাধারণভাবে তথাকথিত বিপ্লবী ফ্রন্টের সমগ্র অংশের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।......ইতিমধ্যে জারিৎসিনের আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। গোয়েন্দাবিভাগ পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে লাগিল। প্রতিদিনই অতি গোপন স্থান হইতেও ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। জেলখানাগুলি ভরিয়া উঠিল। স্থানীয় প্রতিবিপ্লবী সঙ্ঘগুলি গণপরিষদের দাবী লইয়া বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মস্কো হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া, তাহারা জারিৎসিনকে মুক্ত করিবার জন্য ডন কশাকদের সাহায্যার্থ অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিল। এই সঙ্ঘের নেতা ইঞ্জিনিয়র আলেক-সিয়েভ ও তাহার দুই পুত্র মস্কো হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। বলশেভিকদের দলভুক্ত সার্ব্বিয়ান সৈন্যদলকে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা ধরা পড়িল। ষ্টালিন অতি সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত করিলেন—"গুলী করিয়া মার।"

এই লেখক ট্রট্স্কীর হস্তক্ষেপের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বহু অধ্যবসায়ে গঠিত সামরিক নেতৃত্বের রদবদল দেখিয়া ট্রট্স্কী শঙ্কিত হইলেন। তিনি তারযোগে জানাইলেন, সামরিক নেতৃত্ব এবং কমিশারদিগকে স্ব স্ব পদে পুনরায় নিযুক্ত করা হউক এবং তাহাদের কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। ষ্টালিন টেলিগ্রাফখানি হাতে লইয়া তাহার উপর লিখিয়া

দিলেন, 'ইহা গ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন নাই।' ষ্টালিনের আদেশই প্রতিপালিত হইল। গোলন্দাজ বাহিনীর নায়কগণ এবং সামরিক কর্ম্মচারীরা জারিৎসিন বন্দরে একখানা স্টীমারে আটক রহিলেন।" দূর হইতে আদেশ প্রদানকারী ট্রট্স্কীর নির্দ্দেশ পালিত হইলে বিশ্বাসঘাতকেরা অবস্থা অধিকতর সঙ্গিন করিয়া তুলিত। ষ্টালিন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন; তাঁহার আদেশমত কার্য্য হইতেছে কিনা, বলশেভিক শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে কিনা, ইহা দেখিবার জন্য স্বয়ং চারিশত মাইল ব্যাপী সংগ্রামক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ষ্টালিন জীবনে কখনও সৈন্যদলে কাজ করেন নাই। তাঁহার সামরিক পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, তিনি সঙ্ঘগঠন ও পরিচালনায় এবং রণনীতির জটিল সমস্যাগুলির দ্রুত মীমাংসায় অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ট্রট্স্কী নিযুক্ত জার-সৈন্যদলের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতিদিগের পরিবর্ত্তে তিনি নিজের পছন্দমত সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। অধুনা বিখ্যাত ভোরোশিলভ, বুদেনী ও টিমোশিঙ্কোর নেতৃত্বে এক নূতন লালপল্টন, জেনারেল ক্রাসনকের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে জারিৎসিন রক্ষা করিতে লাগিল। উত্তর ককেসাস হইতে মস্কোএর শিল্প-অঞ্চলে খাদ্য প্রেরণ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ষ্টালিন মুখ্যতঃ খদ্যশস্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন; ঘটনাচক্রে তিনি হইয়া পড়িলেন সামরিক নেতা। জারিৎসিনের রক্ষাব্যূহ সুদৃঢ় করিয়া ষ্টালিন উহা রক্ষা করিলেন। এই বিপুল সাফল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঐ বন্দরের নাম রাখিলেন ষ্টালিনগ্রাদ। নূতন লালপল্টন জেনারেল ক্রাসনফকে পরাজিত করিয়া ইউক্রাইন হইতে জার্ম্মান-বাহিনীকে বহিষ্কৃত করিল। ১৯১৮-র শরৎকালে দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিপদ কাটিয়া গেল; সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট খাদ্যশস্য সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

কেগানোভিচ বলিয়াছেন, "১৯১৮ সালের প্রারম্ভে ক্রাসনফ চালিত কসাক সৈন্য জারিৎসিন আক্রমণ করিয়াছে, ভল্গা নদীর তীরে তাহারা লাল পল্টনকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, এই ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল রহিয়াছে। ডোনেথস্ শ্রমজীবীদের দ্বারা গঠিত কমিউনিষ্ট সৈন্যদলের নেতৃত্বে

চালিত লালপল্টন উত্তমরূপে সুসজ্জিত কসাক সৈন্যদলের সহিত পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের হটাইয়া দিয়াছিল। সেই ভয়াবহ দিনগুলির স্মৃতি আজ অনেকে সহজে বিশ্বাস করিবেন না। এই সঙ্কটের মধ্যে ষ্টালিন ধীর, আপন চিন্তায় আপনি নিমগ্ন,—নিদ্রাহীন ও নিরলস। তিনি একবার গুলি-বর্ষণের সম্মুখীন হইতেছেন আর একবার সামরিক ঘাঁটিতে আসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্থির থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। ক্রাসনফের সৈন্যদল আমাদের শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া প্রভূত ক্ষতি করিতে লাগিল। অর্দ্ধ বৃত্তাকারে অগ্রসর শত্রু সৈন্য ভল্গা নদীর মুখে দুইদিক হইতে চাপিয়া আসিতে লাগিল, আমাদের পলায়নের পথ রহিল না। কিন্তু ষ্টালিন পলায়নের কথা চিন্তা করিতেছিলেন না। জয়, একমাত্র জয়ের লক্ষ্য লইয়া তিনি সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ মিলিল। ছত্রভঙ্গ শত্রুসৈন্য ডন নদীর অপর পারে পলায়ন করিল।"

জারিৎসিনের সঙ্কট কাটিয়া যাইতে না যাইতে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা পুনরায় সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করিল। ইউরিট্স্কী ও ভোলোডারস্কী নামক দুইজন কমিউনিষ্ট নেতাকে হত্যা করা হইল। ডোরা কাপ্লান লেনিনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল। তিনি গুরুতর আহত হইলেন, তাঁহার জীবনী শক্তি এই আক্রমণে হ্রাস পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহার সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রিয় নেতার উপর আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য শ্রমিকশ্রেণী "শ্বেত আতঙ্কের" বিরুদ্ধে "লাল আতঙ্ক" বিস্তার করিল। বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর শত শত ব্যক্তি নিহত হইল। যাহা হউক, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লেনিন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন।

১৯১৮-র শেষভাগে পূর্ব্বরণাঙ্গনে বিপদ ঘনাইয়া আসিল। জেনারেল কোলচাকের সৈন্যদল শ্বেত রাশিয়া আক্রমণ করিয়া প্রেম অধিকার করিল। তৃতীয় লাল পল্টন পিছু হটিল—অর্দ্ধবৃত্তাকারে অগ্রসর শত্রুসৈন্য তাহাদের উপর অবিরত চাপ দিতে লাগিল। নভেম্বর মাসের শেষভাগে তৃতীয়

পল্টনের নৈতিক বল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই রণাঙ্গনে ছয় মাস যুদ্ধের ইতিহাস অতি শোচনীয়। রসদের অপ্রাচুর্য্য, রিজার্ভ বাহিনীর অভাব, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন অলস সামরিক নেতৃত্ব, তাহার উপর খাদ্যাভাব ও প্রচণ্ড শীতে লাল পল্টনের শত্রুকে বাধা দিবার ক্ষমতা প্রায় অন্তর্হিত হইল। এবং ট্রট্স্কী নিযুক্ত সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে লাগিল, সৈন্যদল বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। ফলে ছত্রভঙ্গবৎ লালপল্টন বিশদিনে প্রায় দুইশত মাইল হটিয়া আসিল। ১৮ হাজার সৈন্য হতাহত হইল। অনেক কামান ও মেসিন-গান শত্রুর হাতে পড়িল। শত্রুসৈন্য ভাইটকার দ্বারদেশে আসিয়া পড়িল।

লেনিন বৈপ্লবিক সমর পরিষদের নিকট তার করিলেন, "প্রেমের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে আমরা পার্টির পক্ষ হইতে অনেক রিপোর্ট পাইয়াছি। সৈন্যদলে প্রবল পানাসক্তি ও নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। আমি ষ্টালিনকে তথায় পাঠাইবার কথা চিন্তা করিতেছি।" তিনি আর এক তারে ট্রট্স্কীকে জানাইলেন, "ষ্টালিনকে না পাঠাইয়া উপায় নাই।" রণাঙ্গনের অবস্থা দেখিয়া ট্রট্স্কী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি সম্মতি দিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি ষ্টালিন ও ঝেরঝিনিস্কিকে নির্দ্দেশ দিলেন, "প্রেমের পতনের কারণ এবং উরাল রণক্ষেত্রে আধুনিক পরাজয়ের কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সামরিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইবে।" কিন্তু ট্রট্স্কী জানিলেন যে, সৈন্যদলের মধ্যে মদ্যপানের আধিক্য হেতু যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, ষ্টালিন তাহার প্রতিকারের জন্য পানশালাগুলি বন্ধ করিতে যাইতেছেন।

১৯১৯-র ৫ই জানুয়ারী লেনিন নিম্নলিখিত তার পাইলেন, "তদন্ত আরম্ভ করিয়াছি এবং ইহার বিবরণ আপনাকে জানাইব। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তৃতীয় সৈন্যদলের ৩০ হাজারের মধ্যে মাত্র ১১ হাজার অবসন্ন সৈন্য রহিয়াছে। ইহারা শত্রুর সম্মুখীন হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ট্রট্স্কী যে নূতন সৈন্যদল পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে হইতেছে না, প্রেরিত রংরুটের মধ্যে কতকগুলি লোক সম্পূর্ণ অনুগত নহে। ভাইট্কা বিপন্ন, উহা রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে

তিনদল বিশ্বস্ত সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক। আপনি সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষেব উপর উপযুক্ত চাপ দিন অন্যথায় ভাইট্‌কায় প্রেমের পুনরভিনয় হইবে। ইহাই স্থানীয় সহকর্ম্মীদের অভিমত।”

ভাইট্‌কা
৫ই জানুয়ারী,
১৯১৯।

স্বাঃ ষ্টালিন, ঝেরঝিনিস্কি

তারের উত্তরে বাবশত বাছা বাছা লোক এবং দুইদল অশ্বারোহী সৈন্য ভাইট্‌কায় প্রেরিত হইল এবং জানুয়ারী মাসের মধ্যে আর এক কমিউনিষ্ট দল প্রেরিত হইল। সংখ্যায় সামান্য হইলেও ইহাদের লইয়া ষ্টালিন নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন এবং উভয় সৈন্যদলকে সুগঠিত করিয়া প্রচণ্ডভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

আর এক নূতন বিপদ দেখা দিল। জুডেনিচ্ চালিত বাহিনী জেনারেল কোলচাকের আদেশে পেট্রোগ্রাড অধিকার করিতে অগ্রসর হইল। এস্তোনিয়ান ও ফিন সৈন্যদল সহ বৃটিশ নৌবহরের সমর্থনে জুডেনিচ অকস্মাৎ পোট্রোগ্রাড আক্রমণ করিলেন। রাশিযার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দুর্গগুলির সৈন্যরা প্রকাশ্যে সোভিয়েট শত্রুদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। লাল পল্টন হটিয়া আসিতে লাগিল। কেন্দ্রীয় কমিটি ষ্টালিনকে আহ্বান করিলেন। ষ্টালিন পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন এবং কেহ পালাইয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিতে না পারে তাহার জন্য পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তারপর পাঁচবৎসরের রণশ্রান্ত, জীর্ণশীর্ণ দেহ, মলিন ছিন্নবসন পরিহিত অথচ কমিউনিজমের আদর্শে অনুপ্রাণিত সৈন্যদল লইয়া ষ্টালিন শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। নিজে সমরনীতিক না হইয়াও এবার তিনি সেনাপতিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আর একটা ঐতিহাসিক অঘটন ঘটিল। তিনি লেনিনকে তার করিলেন, “ক্রাসানিয়া গোর্কা, সেরায়ালোসাদ অধিকৃত হইয়াছে। সমস্ত দুর্গ এবং সামরিক ঘাঁটিতে দ্রুত শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। নৌ-বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে ক্রাসানিয়া গোর্কা দখল করিয়া

আমরা নৌ-বিজ্ঞানের সমস্ত ধারণা বদলাইয়া দিয়াছি। বিজ্ঞান বলিতে ইহারা কি বুঝে তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। গোর্কা দ্রুত দখল করিয়া আমি জলে-স্থলে যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ব্ব আদেশ বাতিল করিয়া দিয়াছি এবং আমাদের নূতন আদেশ মত কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি। আমি ইহা আপনাকে জানানো আবশ্যক মনে করি, কেননা, আমার রণবিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি ভবিষ্যতে এইভাবে কাজ করিব।" যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। যে সকল সৈন্যদল শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিল তাহারা দলে দলে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে লাগিল। প্রতিআক্রমণে অস্থির হইয়া শত্রুসৈন্য হটিতে লাগিল। তাহারা গ্রেটবৃটেনের সাহায্যের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সে সাহায্য আসিল না। ষ্টালিন জয়যুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৯ সাল সোভিয়েট রাশিয়ার চরম সঙ্কটের দিন। বৃটিশ ও ফরাসী সমর-নায়কগণের সাহায্য ও সমর্থন পাইয়া জেনারল ডেনিকিন সমগ্র দক্ষিণ রাশিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। গৃহযুদ্ধে রাশিয়া তখন অত্যন্ত বিপন্ন। তিন-চতুর্থাংশ কলকারখানা ধ্বংস হইয়াছে। কাঁচামালের অভাব এবং আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলাও কম নহে। এই অবস্থার মধ্যে কোলচাক সাইবেরিয়া অবরোধ করিয়াছেন। ডেনিকিন দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইতেছেন। বৃটিশ রণ-তরী বহর ফিনিশ উপসাগরে দাঁড়াইয়া। পরাজয়, বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন রাশিয়ার নবোদিত স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইবার উপক্রম। ট্রট্স্কী ভীতি-বিহ্বলের মত জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জনগণকে ভুলাইয়া রাখিবার মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে লাগিলেন। লেনিন বাগ্মিতার উপর বিশেষ ভরসা রাখিতে পারিলেন না। কেননা, ডেনিকিনের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে কসাক দস্যুরা লুটতরাজ সুরু করিল। টুলা হইতে মস্কো পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল যখন বিপন্ন তখন ট্রট্স্কী শত্রু-সৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবার জন্য দক্ষিণ ভল্‌গা হইতে জারিৎসিন পর্য্যন্ত সৈন্য সমাবেশের নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু কি ডেনিকিন, কি দুর্দ্ধর্ষ জেনারেল র‍্যাঙ্গেল, জুডেনিচের মত অস্থিরচিত্ত ভীরু ছিলেন না। তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ট্রট্স্কীর ব্যবস্থা ষ্টালিনের মনঃপূত হইল না।

কেন্দ্রীয় কমিটি ষ্টালিনকে আহ্বান করিলেন। বারংবার সাফল্যে আত্ম-প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ষ্টালিন এবার আর রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিলেন না। ঘটনা স্থলে যাইবার পূর্ব্বে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিকে তিনটি সর্ত্ত দিলেন। প্রথম—দক্ষিণ রণক্ষেত্রে ট্রট্স্কী হস্তক্ষেপ করিবেন না, দ্বিতীয়—ট্রট্স্কীর নির্ব্বাচিত সেনা-নায়কদের প্রয়োজন হইলে সরাইয়া দিয়া তিনি নিজের মনোমত লোক নিযুক্ত করিবেন। তৃতীয়—ষ্টালিন যে সকল নেতা ও কর্ম্মীকে প্রয়োজন বোধ করিবেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় কমিটি ইহাতে পূর্ণ সম্মতি দিলেন। এই প্রথম ষ্টালিন ট্রট্স্কীকে প্রকাশ্যভাবে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিলেন। ট্রট্স্কীর রণ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বদলাইয়া ষ্টালিন সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে লইলেন। ১৯১৯-এর অক্টোবর মাসে ডেনিকিন ওরেলে উপস্থিত, মস্কৌ বিপন্ন। ষ্টালিন বুদেনী ও টিমোশিঙ্কোকে লইয়া রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। বুদেনী চালিত লাল অশ্বারোহী সৈন্যদলের আক্রমণে ডেনিকিন ওরেল ছাড়িয়া ক্যাষ্টোরনায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। পার্শ্বদেশ হইতে টিমোশিঙ্কোর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ডেনিকিনের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইল। খারকোভ, রষ্টভ হইতে উৎখাত হইয়া ডেনিকিনের সৈন্যদল কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত হটিয়া গেল। ইউক্রাইন ও উত্তর ককেসিয়া শত্রুকবল মুক্ত হইল। এই সময় ষ্টালিন লেনিনের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সামরিক অভিজ্ঞতার বহু নিদর্শন রহিয়াছে। এই যুদ্ধের মধ্যেই ষ্টালিন ডন-কসাকদের লইয়া অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করেন এবং রক্ষণশীল রণনীতির পরিবর্ত্তন করিয়া শত্রুর উপর অকস্মাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝটিকা-বাহিনী গঠন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে যান্ত্রিক বাহিনী এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, ষ্টালিনই তাহার আদি স্রষ্টা। ইংরাজ সেনাপতি মেজর হুভার লালপল্টনের ইতিহাস লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এই সৈন্যদল (ষ্টালিন গঠিত) ইতিহাসের প্রথম যান্ত্রিক বাহিনী বলিয়া দাবী করিতে পারে। তখন অশ্বারোহী সৈন্যদলের পরিপূরক হিসাবে ইহার গঠন ও পরিচালনে সর্ব্ববিধ মোটরযান ব্যবহৃত হইয়াছিল।"

অন্যদিকে আত্মাভিমানী ও লুব্ধভাগ্যান্বেষী জেনারেল র‍্যাঙ্গেল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট প্রচুর অর্থ, সৈন্য ও রসদ পাইয়া ক্রিমিয়া হইতে পোলাণ্ডে গেলেন এবং ভোনেস্ক ঘাঁটি হইতে সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। লেনিন ষ্টালিনকে জানাইলেন, "কেন্দ্রীয় সমিতি বিভিন্ন যুদ্ধ-স্থলকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন; অতএব তুমি কেবলমাত্র র‍্যাঙ্গেলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও।" রুগ্ন দেহ লইয়াও ষ্টালিন বিপ্লবী সামরিক সমিতির সদস্যরূপে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎসাহে পরিচালিত লাল পল্টন কিয়েভ এবং ইউক্রাইন হইতে পোল সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিল। ষ্টালিন গঠিত প্রথম অশ্বারোহী সৈন্যদল আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুকে দলিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ওয়ারশর নিকটে লাল পল্টনকে পরাজিত করিয়া পোল সৈন্যরা অশ্বারোহী সৈন্যদের গতিরোধ করিল।

ট্রট্স্কী ওয়ারশতে লালপল্টনের সাহায্যার্থে বুদেনীকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার এবং সরবরাহের কোন ব্যবস্থা না করায় অবস্থা সঙ্গিন হইয়া উঠিল। ফরাসী জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে চালিত পোল সৈন্য এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিল। ভোরোশিলভ ও বুদেনী বহুকষ্টে লাল পল্টনকে শত্রুর বেষ্টনী হইতে রক্ষা করিলেন। পোলদের পশ্চাতে বৃটেন ও ফ্রান্সের সমর্থন ও সাহায্য ছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধে ১০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে, রাশিয়ায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হইল। লণ্ডন ডকের শ্রমিকরা 'জলি জর্জ্জ' জাহাজে পোলাণ্ডের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করিতে অস্বীকার করিল। গ্রেটবৃটেন আর সাহায্য করিতে পারিল না। রণশ্রান্ত পোল সৈন্যের সহিত ১৯২০-র অক্টোবর মাসে সন্ধি হইল। কিন্তু এই সন্ধিতে সোভিয়েট রাশিয়াকে গ্যালিসিয়া ও বাইলো-রাশিয়ার কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে হইল।

এই সকল সংঘর্ষের মধ্যে ষ্টালিনের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষিপ্র কর্ম্মকৌশল দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে এই মনুষ্যটিকে জানিতেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, অদ্ভুতকর্ম্মা ষ্টালিন ক্ষেত্রান্তরে এক নূতন কর্ম্ম-

ক্ষেত্রে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতেছেন মাত্র। এই বলশেভিক নেতা সাফল্যের রহস্য জানিতেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন। ষ্টালিন অযোগ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বন্ধুর ছদ্মবেশে কার্য্য পণ্ড করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন নিষ্ঠুর, আবার এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে বিনা প্রমাণে বা অল্প প্রমাণে প্রতি-বিপ্লবী বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

ইউরোপের এই দুঃসময়ে যখন এক একটা জাতির ভাগ্য কূটনীতি বিশারদ-গণের ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত, যখন মানুষের ধন, মান, জীবনের কোন মূল্য নাই, যখন মানুষ ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এক মহা ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া বিব্রত, সমাজ-সংহতি বিশ্লিষ্ট, ন্যায়-নীতি দয়া-ধর্ম্ম পদদলিত, তখন মনুষ্য-জীবনের মূল্য কতটুকু? সামান্য সন্দেহে "তবাসে নিষ্ঠুর" মানুষ মানুষের প্রাণ লইতে অনুমাত্র দ্বিধা করিত না। সেই পটভূমিকার দিক হইতে যদি আমরা সমাজতন্ত্রবাদকে বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব সেই দুর্দ্দিনেও কমিউনিষ্টরা বৃহৎ মনুষ্যত্বের দাবী ভোলেন নাই। মানুষের দুঃখ-দৈন্যকে তাঁহারা লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনুষ্যজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই তাঁহারা এক শ্রেণীর লোককে অন্যায় হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি লোককে আঘাত করিয়া সহস্র বা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা এবং ভবিষ্যতে এমন সমাজ-ব্যবস্থা পত্তন করা যেখানে মানুষ, মানুষ শিকার করিবে না অথবা মানুষকে ব্যক্তিগত দাসে পরিণত করিবে না, ইহাই ছিল ষ্টালিনের লক্ষ্য।

বিপ্লব বিনা রক্তপাতে হয় না। ইতিহাসে প্রত্যেক বিপ্লবই নরশোণিত-স্নাত। ফরাসী বিপ্লব নৃশংসতায় নিষ্ঠুরতায় নির্ম্মম হইয়াও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষকে শান্তি ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। রুশবিপ্লবও তাহার শত্রুকে নির্ম্মম হস্তে দমন করিয়াছে। আর এক দিকে সে কৃষক ও শ্রমিকদিগকে শতাব্দীচয়ব্যাপী দাসত্বের নৈরাশ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ১৯৩১ সালের শেষ ভাগে ষ্টালিন লিখিয়াছেন· "যখন বলশেভিকরা শাসনভার হাতে লইল তখন হইতেই শত্রুদের প্রতি তাহারা উদারতা দেখাইয়াছে।

মেনশেভিকরা বৈধ প্রতিষ্ঠান রাখিবার এবং সংবাদপত্র পরিচালনার অধিকার পাইয়াছিল। রিভলিউশনারি সোশ্যালিষ্ট এবং নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদলকেও তাহাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত। পেট্রোগ্রাড দখল করিবার জন্য জেনারেল ক্রাসনফ্ তাঁহার প্রতি-বিপ্লবী দল লইয়া যখন অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আমাদের হাতে বন্দী হন, তখন যুদ্ধের নিয়মানুসারে অন্তত আমরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিতাম, এমনকি, আমাদের উচিত ছিল তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা, কিন্তু আমরা তাঁহাকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দিয়াছিলাম। তাহার ফল কি হইয়াছিল? আমরা দেখিলাম এই উদার ব্যবহারের সুযোগ লইয়া সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের শক্তি ও প্রতিষ্ঠাকে আঘাত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুর প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া আমরা ভুল করিয়াছিলাম। যদি আমরা সর্ব্বক্ষেত্রে এইরূপ উদারতা দেখাইতাম তাহা হইলে আমরা শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ করিতাম এবং তাহাদের স্বার্থ-বিরোধী কার্য্য করিতাম। আমরা অনতিবিলম্বেই বুঝিলাম, শত্রুদের প্রতি দয়া ও উদারতা প্রদর্শনের ফলে তাহারা আমাদের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। দয়াকে তাহারা দুর্ব্বলতা মনে করিল। অল্পদিনের মধ্যেই বলশেভিকদল-বিরোধী বৈপ্লবিক সমাজ-তন্ত্রীদল ও মেনশেভিকেরা মিলিয়া পেট্রোগ্রাড সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল, ফলে আমাদের বিপ্লবী নৌ-সৈন্যের বহু ব্যক্তি অকারণে প্রাণ হারাইল। যে ক্রাসনফকে আমরা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সে হোয়াইট কসাকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মেমনটফের সহিত যোগ দিয়াছিল এবং দুই বৎসর সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। অতএব অতিরিক্ত ভদ্র হইয়া আমরা ভুল করিয়াছিলাম।"

১৯১৮—২০ এই দুই বৎসর প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া লালপল্টন জয়ী হইল। কৃষক শ্রমিক গঠিত সৈন্যদল অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়াছে। অত্যন্ত সঙ্কটেও বিশ্বাস হারায় নাই। তাহাদের আদর্শনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। পক্ষান্তরে হোয়াইট রাশিয়ান প্রতি-বিপ্লবীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতের কোন

ঐক্য ছিল না। কেহ চাহিত নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র, কেহ রাশিয়ার সিংহাসনে একজন জার বসাইবার স্বপ্ন দেখিত, কেহ বা ফরাসী, কেহ বা মার্কিন আমেরিকার নকলে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিত। আর তাহাদের সাহায্যদাতা ও পরামর্শদাতা বৃটেন ও ফরাসীর চরগণের রাশিয়ায় ব্যবসাবাণিজ্যে সুবিধালাভ ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থান্বেষীদের সম্মেলনে প্রতি-বিপ্লবীদল ভিতরের দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতির জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

মার্কসীয় আদর্শে নূতন সমাজ গঠন

দক্ষিণ রাশিয়া হইতে খাদ্য সরবরাহের ভার লইয়া ঘটনাচক্রে ষ্টালিন সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও, শ্রান্ত ও ক্লান্ত ষ্টালিন যখন মস্কৌএ ফিরিয়া আসিলেন তঁখন জাতীয় সমস্যা সমাধানের সচীবের পদ ছাড়াও গুরুতর দায়িত্ব পালনের আহ্বান আসিল। তিনি পলিট বুরোর সদস্য এবং তিনজন সম্পাদকের অন্যতম। ইতিমধ্যে পেট্রোগ্রাড হইতে রাজধানী মস্কৌতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব জারদের প্রাসাদদুর্গ 'ক্রিমলিন' হইল নূতন গভর্নমেণ্টের ঘাঁটি এবং বলশেভিক-পার্টির নেতাদের বাসস্থল। বিপ্লবী যুবক জোসেফ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিবার বহু বর্ষ পরে এই প্রথম বাসস্থান পাইলেন। জারের ভৃত্যদের থাকিবার জায়গায়, দুই কি তিনখানি ঘর হইল ষ্টালিনের নূতন ভবন। এতদিনে তাঁহার স্থায়ী ঠিকানা হইল। অদ্যাবধি তিনি এইখানেই বাস করিতেছেন।

এই ভবনে ষ্টালিন তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও আশ্রয়দাতার কন্যা নাদেয়া আলেলুইয়েভকে লইয়া আসিলেন। ষ্টালিন এই বালিকার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। বিবাহের সময় ষ্টালিনের বয়স ৪০ বৎসর, নাদেয়া সপ্তদশী। ষ্টালিন চিরদিনই পত্নীর অনুরক্ত। তাঁহার শত্রুরা যৌন ব্যভিচারের কোন কাহিনী আবিষ্কার করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়াছেন। রাডেক যৌন ব্যভিচার সম্পর্কে—আধুনিক সভ্যতার উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে—একবার ষ্টালিনের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। রতিশাস্ত্র বলিয়া কথিত কতকগুলি সচিত্র জার্ম্মান পুস্তক রাডেকের টেবিলের উপর ছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে ষ্টালিনের দৃষ্টি ঐগুলির উপর পড়িল। তিনি দু'একখানা বইএর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়োরোপের নরনারীরা সত্য সত্যই কি এইরূপ আচরণ

করে?" রাডেক বলিলেন—নিশ্চয়ই! রাডেক বলিয়াছেন, এই কথা শুনিবামাত্র ষ্টালিনের মুখে ঘৃণা ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করিয়া তিনি নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ষ্টালিনের মতে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা মানসিক ব্যাধি—সৌভাগ্যক্রমে ষ্টালিন দৈহিক ও মানসিক পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন।

প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি পরাজিত হইবার পরও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রাশিয়াকে "পুনরুদ্ধার" করিবার জন্য ১৯২২এর শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে। ১৯২২এর ডিসেম্বর মাসে জাপানী সৈন্যের ভ্লাডিভষ্টক বন্দর ত্যাগের পর উহা শেষ হয়। অবশ্য ১৯২০ সালেই সমগ্র ইয়োরোপীয় রাশিয়া এবং সাইবেরিয়ার কতকাংশ বিদেশী সৈন্যের হাত হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। পর্ব্বত প্রমাণ বাধার মধ্য দিয়া এত বড় সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব। সেদিন রাশিয়ার অবস্থা যে কি ছিল, তাহা আজ অনুমান করা কঠিন।

* ১৯১৪-১৮র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রাশিয়াকে ৫৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল এবং কার্য্যক্ষম পুরুষদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুদ্ধে হতাহত হয়। কলকারখানার উৎপাদন এবং যানবাহনের ব্যবস্থা ১৯১৩ সালের তুলনায় ৫।৬ ভাগের অধিক ছিল না। প্রতি-বিপ্লবী গৃহযুদ্ধেও প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা নষ্ট হয়। উল্লেখযোগ্য বড় বড় কারখানা হয় ধ্বংস নয় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, শাসন ব্যবস্থার সমস্ত বিভাগই বিপর্য্যস্ত।

এই দুরবস্থার মধ্যে গণবিপ্লবের শত্রু এবং ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করিবার অগ্রদূত মিঃ লয়েড জর্জ, মঃ পঁয়কারে ও মঃ ক্লেমাশোর নেতৃত্বে প্ররোচনায় ও সাহায্যে "১৪টি জাতি" সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ধ্বংস করিবার জন্য চারিদিক হইতে রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। জারতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভাগ্যান্বেষী কোল্‌চাককে ফরাসী গভর্নমেণ্ট ১,৭০০ মেশিনগান, ত্রিশটি ট্যাঙ্ক এবং বহু বড় কামান দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কোলচাকের সৈন্যদলে হাজার হাজার ইংরাজ আমেরিকান সৈন্য, ৭০ হাজার জাপানী সৈন্য ও ৬০ হাজার চেকোশ্লোভাকিয়ান সৈন্য ছিল। ডেনিকিনের ৬০ হাজার সৈন্যের উর্দ্দী হইতে

রাইফেল ও গুলী পর্য্যন্ত সমস্তই বৃটেন জোগান দিয়াছিল। ডেনিকিন ২ লক্ষ রাইফেল, ২ হাজার কামান ও ৩০টি ট্যাঙ্ক পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কয়েক শত বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী উপদেষ্টারূপে ডেনিকিনের সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিল। বিজয়ী মিত্রশক্তি ভ্লাডিভষ্টক বন্দরে ২ ডিভিসন জাপসৈন্য, ২টি বৃটিশ ব্যাটেলিয়ন, ৬ হাজার আমেরিকান ও ৩ হাজার ফরাসী ও ইটালীয়ান সৈন্য রাখিয়াছিল, ইহারা সকলেই বলশেভিক দলনের হত্যার উৎসবে মাতিয়াছিল।

এই বিপুল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নবগঠিত লালপল্টন। ইহাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন আশা নাই, পুরস্কারের কোন প্রত্যাশা নাই। ইহাদের খাদ্য অপ্রচুর, বসন মলিন ও জীর্ণ, অস্ত্রশস্ত্রও পর্য্যাপ্ত নহে। ইহাদের উর্দ্দী কতক জারের আমলের কতক শত্রুপক্ষের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া। ১৯২০ সালে লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর রাজপথে লালপল্টনের পরিধানে ইয়োরোপের সকল দেশের সৈন্যদলের উর্দ্দী দেখা যাইত। ১৯১৮-২২এর বিপ্লবী লালপল্টন সত্য সত্যই "ঘর্ম্ম, রক্ত এবং অশ্রুজল" সম্বল করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু যাহা অপরের ছিল না, সেই মহাসম্পদ লালপল্টনের ছিল—তাহাদের সমুন্নত আদর্শবাদ তাহাদিগকে ঐক্য দিয়াছে, প্রেরণা দিয়াছে—সম্মুখে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নূতন জীবন। এই কালে লালপল্টনের ৬।৭ লক্ষের বেশী রাইফেল ছিল না; মাত্র ১ হাজার কামান ও প্রায় তিন হাজার মেশিনগান ছিল। এবং ইহাও বিভিন্ন কারখানায় তৈয়ারী। এমনও ঘটিয়াছে, লালপল্টনের অতি বিশ্বস্ত অংশ বিরুদ্ধদলে যোগ দিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে উর্দ্দী, খাদ্য, অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পুনরায় স্বদলে যোগ দিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রতিবিপ্লবীরা পশ্চিমের বৃহৎ শক্তিগুলির নিকট হইতে প্রচুর রসদ পাইয়াছিল। জনমতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গভর্নমেণ্টগুলি এই সাহায্য প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু রুশ-বিপ্লবে সমগ্র ইয়োরোপ আলোড়িত হইল। হাঙ্গারীতে অস্থায়ী বলশেভিক গভর্নমেণ্ট হইল, জার্ম্মানীতে বিপ্লবের তরঙ্গে কাইজার ভাসিয়া গেলেন, দেশময় সৈনিক ও শ্রমিকের কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্স ও বৃটেনে বড় বড় ধর্ম্মঘট ও পুঁজিবাদ-বিরোধী

আন্দোলনরূপে "অশান্তি" আত্মপ্রকাশ করিল। রণক্লান্ত জনসাধারণ গভর্নমেণ্ট-গুলির রাশিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নিন্দা করিতে লাগিল। ওদিকে রুশ-সেনাপতিদের রাজনৈতিক লক্ষ্যহীন নীতির ফলে সৈন্যদলে ভাঙ্গন দেখা দিল, বলশেভিক প্রচারকার্য্যে সৈন্যরা প্রভাবিত হইল। বলশেভিক মতবাদের ভয়ে ইংরাজ ও ফরাসীরা তাঁহাদের সৈন্য ও কর্ম্মচারীদের তলব করিলেন। ক্রমবর্দ্ধিত শক্তি লইয়া লাল্‌পল্টন প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে বিজয়ী হইল। কোন গভর্নমেণ্টই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে "যুদ্ধ ঘোষণা" করে নাই, অথচ ১৪টি গভর্নমেণ্ট মিলিতভাবে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল—নূতন শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করিতে, জমিদারদের জমির এবং মালিকদের কারখানার মালিকানা উদ্ধার করিতে এবং অভিজাতবর্গকে রাষ্ট্রের কর্ত্তা করিতে। মার্কস কথিত ধনিকশ্রেণীর সম্পত্তি-প্রেমের দেশ নাই, জাতি নাই, ন্যায় অন্যায় বোধ নাই—এই যুদ্ধ তাহার দৃষ্টান্ত।

১৯১৮-২১এ ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মিলিতভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল। রাশিয়া "পুনরুদ্ধারের" জন্য ইংলণ্ড ১৪ কোটি পাউণ্ড এবং ৫০ হাজার সৈনিকের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার পরেও তাঁহারা দমিয়া যান নাই। দীর্ঘকাল লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ও বলকান হইতে সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচরেরা রাশিয়ার পুনর্গঠনে বাধা দিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীকে ধ্বংসমূলক কার্য্যে প্ররোচনা দিয়াছে। ঐ সময় ধনতন্ত্রের দালালদের অপচেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া একজন আখ্যাত তরুণ ফরাসী সাংবাদিক লিখিয়াছিলেন, 'এমন দিন আসিবে যখন লাল-রাশিয়ার মহান প্রচেষ্টাকে বুঝিবার ও সমর্থন করিবার মানদণ্ডেই আমাদের কাজের লোকদের বিচার হইবে।' আজ সত্যই সেদিন আসিয়াছে। লেনিন-ষ্টালিনের নবসৃষ্টির প্রতি কেহ প্রশংসমান, কেহবা ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিপাত করে—কিন্তু কেহই এই নূতন সমাজের গঠননৈপুণ্যকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিতে পারে না। অনশন অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, নিরক্ষর রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ইহা সম্ভব করিয়াছে। ষ্টালিনের ভাষায়, 'অল্পদিন নহে, ১৯১৮ হইতে দুই বৎসর স্মরণ কর বন্ধুগণ, পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকেরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক টুকরা রুটিও পায় নাই। যেদিন তাহারা

আধসের খৈলমিশ্রিত কালো রুটি পাইত, সেদিন তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিত।"

প্রতিবিপ্লব পরাহত হইল, লুব্ধ ভাগ্যান্বেষীদের পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের দালালেরা পলায়ন করিল—রাখিয়া গেল বিধ্বস্ত রাশিয়া। তাহার কলকারখানা বিপর্য্যস্ত, রাজপথ সেতু রেলওয়ে ব্যবস্থা প্রায় অকর্ম্মণ্য, ক্রোশের পর ক্রোশ শস্যক্ষেত্র অকর্ষিত। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। "সামরিক কমিউনিজম"-এর দিন শেষ হইল। কৃষকেরা, সরকার কর্ত্তৃক সমস্ত শস্য তলব ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। লেনিন কিছুটা পিছু হটিয়া নূতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। কমিউনিজম ধর্ম্মের গোঁড়ামি নহে, লেনিন তাহা জানিতেন। জাতীয় জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্যই, "নিউ ইকনমিক পলিসি" প্রবর্ত্তিত হইল। পৃথিবীময় আনন্দের রোল উঠিল। বড় বড় সংবাদপত্রে ঘোষিত হইতে লাগিল, সোভিয়েট রাশিয়া মার্কসীয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর অর্থ নৈতিক সুবিধাবাদ গ্রহণ করিতেছে। ধনতন্ত্রী গভর্নমেণ্টগুলি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, বলশেভিকদের ক্ষমতার আসন টলায়মান বুঝিয়া তাহারা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া সুবিধাবাদের পথ লইয়াছে। বলা বাহুল্য, বলশেভিকদের শক্তি ও প্রতিভাকে তাঁহারা বরাবর এইভাবে লঘু করিয়া দেখিয়াছেন। বিদেশী শত্রুদের ভুল ধারণা অপেক্ষা স্বদেশের আদর্শবাদী বলশেভিকরাই ছিল অধিক ভীতির স্থল। যে সকল সাহসী ও নির্ভীক নরনারী বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, যাহারা সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত মালিকানা নষ্ট করিয়া অবিলম্বে সর্ব্বমানবের জন্য পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্য দেখিতে চায়,—তাহাদের নিরাশ হইবার সঙ্গত কারণ ছিল। তথাপি নবীন রাষ্ট্রকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করার জন্য পিছু হটিতে হইল। এই সময় বুর্জ্জোয়াদের সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া ট্রট্স্কী (যিনি এমনভাবে বলশেভিক-নীতি কদাচিত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন) বলিয়াছিলেন,—"সংস্কারক ও বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিপ্লবীরা জনসাধারণ কর্ত্তৃক ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর নীতির দিক দিয়া সংস্কারকে স্বীকার করে। নবীন

সোভিয়েট শক্তির মূলমন্ত্র এই যে, প্রয়োজন হইলে আমি কিছু কিছু সুবিধা দিব—কিন্তু যখন আমি ঠিক ঠিক প্রভু হইয়াছি, তাহার পূর্ব্বে নহে।"

ইহা ছাড়া উপায় ও পথ ছিল না। রাশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শস্যশালী অঞ্চল, বারম্বার উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল দ্বারা দলিত হইয়াছে। বলপূর্ব্বক হউক, আর সামরিক আইন বলেই হউক, কৃষকদিগকে সঞ্চিত শস্য রসদের জন্য দিতে হইয়াছে। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু-পক্ষী ধ্বংস হইয়াছে। শস্য উৎপাদনে কৃষকের উৎসাহ নাই। হাসপাতাল ও ঔষধ কোথাও নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব সর্ব্বত্র। কাগজের টাকার কোন মূল্য নাই। সহর ও বন্দরগুলি মেরামতের অভাবে কদর্য্য—দোকানগুলিতে তালাচাবী পড়িয়াছে। রাস্তাগুলি এমন কদর্য্য যে গাড়ীঘোড়া চলাচল বিপজ্জনক,—পথের দুধারে বাড়ীগুলি মেসিনগানের গুলীতে ক্ষতবিক্ষত। রেলওয়ে ব্যবস্থা ধ্বংসস্তূপ। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের শতকরা দশভাগ ইঞ্জিন ও গাড়ী চালু করিবার মত নহে। হাজার হাজার সেতু ধ্বংস হইয়াছে। কয়লার উৎপাদন ৭০ লক্ষ টন হ্রাস পাইয়াছে। সর্ব্ববিধ দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য। প্রতি পল্লীনগরে দুর্ভিক্ষ ও দস্যুবৃত্তির করাল ছায়া। টাকায় বিনিময় হয় না—দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য লইতে হয়। কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা অর্দ্ধেক, ১৯১৩র তুলনায় উৎপাদন মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ। এক কোটি কৃষক লোহার পরিবর্ত্তে কাঠের ফাল দিয়া চাষ করে। গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এই অবস্থার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রকে বৃহৎ সমবায় কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা সম্ভব নহে, কেননা, তখন উৎপাদন কমিতেছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আদিমযুগের মত হইয়া উঠিয়াছে।

"নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, প্রোলেটারিয়েট ডিক্টেটরশিপ" দ্বারা ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্ পোষ্টাফিস, বৃহৎ কারখানা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রহিল। ছোট ছোট কারখানাগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। কারখানা ও কৃষিপণ্য অবাধে বাজারে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইল। কৃষকদের নিজস্ব ক্ষেত্রে উৎপন্ন গম যবাদি শস্য, যাহা ভরণপোষণের অতিরিক্ত তাহা গভর্নমেণ্টকে দিতে হইত ইহা

রদ করা হইল। নিয়ম হইল কৃষকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য স্বাধীনভাবে বিক্রয় করিতে পারিবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত কলকারখানার পণ্যের বিনিময় বাণিজ্যের জন্য মুদ্রার প্রচলন হইল। কাজের শ্রেণী ও যোগ্যতা দেখিয়া বেতন দিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। ১৯১৮ সালেই লেনিন সোভিয়েট কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন, যদি গৃহযুদ্ধ না হইত তাহা হইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকদের শস্যগ্রহণ সম্বন্ধে এতটা কড়াকড়ির প্রয়োজন হইত না। অবশ্য ইহা গোঁড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নহে—সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মিশ্রণ, তথাপি ইহা বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর ব্যাখ্যাত "ধনতন্ত্রবাদে প্রত্যাবর্ত্তন" নহে, বাস্তব অবস্থার দিক হইতে কতকগুলি স্তর উত্তীর্ণ হইবার সাময়িক কৌশল মাত্র। এই সময় নিজেদের মধ্যে বিতর্কের কালে ষ্টালিন, জিনোভিফ্‌কে বলিয়াছিলেন, "কার্য্যারম্ভে নূতন অর্থনৈতিক নীতি পশ্চাদপসরণের মত দেখাইতেছে বটে, কিন্তু এই পরিকল্পনার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রহিয়াছে তাহার বলেই আমরা কেন্দ্রীভূত শক্তি প্রয়োগ করিয়া লাভের লোভ দমন করিতে পারিব।"

নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতিকেও ঢালিয়া সাজিতে হইল। গেরিলাযুদ্ধে তৎপর, শত্রুপ্রতিরোধে কুশলী, বাগ্মী প্রভৃতি 'পাকা কমিউনিষ্ট'-এর পরিবর্ত্তে প্রয়োজন হইল কলকারখানা কারবার পরিচালনায় অভিজ্ঞ, পণ্যউৎপাদনের প্রণালী সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল কর্ম্মীর। রাজনৈতিক নেতারা এমন একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন, অতীত ইতিহাসে যাহার কোন নজীর নাই। অধিকাংশ বলশেভিক নেতা ধরিয়া লইয়াছেন, সমগ্র ইয়োরোপে গণবিপ্লব ঘটিবে এবং পশ্চিম হইতে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়র ও কারিগরেরা আসিয়া সোভিয়েট শ্রমিকশ্রেণীকে যোগ্য করিয়া তুলিবে। ইয়োরোপে বিপ্লবের তরঙ্গ উঠিল বটে কিন্তু কোন দেশেই কমিউনিষ্ট গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্টিত হইল না। বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণের অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করা যায় না, দুর্ভিক্ষও ঠেকানো যায় না। এখন বলশেভিকদের প্রমাণ করিতে হইবে, তাহারা উৎপাদনবৃদ্ধির সংগঠন পরিচালনে পটু। সামরিক যোগ্যতা, সামরিক

নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল রণক্ষেত্রে, আদর্শবাদীর প্রয়োজন ছিল পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙ্গিতে। কিন্তু এখন প্রয়োজন হইল, কলকারখানার পরিচালক, ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক—প্রয়োজন হইল শত সহস্র শিক্ষকের। অর্থাৎ অশিক্ষিত অপটু জনসাধারণকে হীনতাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে হইবে; কুশলী শ্রমিক ও কৃষক গড়িতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'অচলায়তন' সমাজে আনিতে হইবে বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন্ত ও গতিশীল নব নব কর্ম্মপ্রচেষ্টা।

নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর রাশিয়ার মধ্যশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা ও দোকানের মালিকেরা প্রথম প্রথম অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহা হইলেও কৃষকদের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হইতে লাগিল, শস্য উৎপাদনের হার বাড়িতে লাগিল, পতিত জমিতে আবাদ আরম্ভ হইল। ব্যক্তিগত ধন, যাহা মধ্যশ্রেণী ও জোতদাররা (কুলাক) লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা পুনরায় বাহিরে আসিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োজিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, জাতীয় মূলধনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্যক্তিগত মূলধন। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের আদানপ্রদান রাষ্ট্রের একচেটিয়া থাকায় এই ব্যক্তিগত মূলধন বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিল না। ইহা ছাড়া তখন উপায় ছিল না। মধ্যশ্রেণীর অতীত অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাহাদের বংশ পরম্পরাগত ব্যবসায়বুদ্ধির নিপুণতাও ছিল। পক্ষান্তরে আদর্শ-নিষ্ঠ সাম্যবাদীদের কোন অতীত অভিজ্ঞতা ছিল না। কাজেই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর হাতে কলকারখানা ও দোকান চালাইবার ভার দেওয়া হইল। ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের পুঁজিবাদীরা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, সমাজতন্ত্রবাদী পাগলামীর ফল দেখ।. ইহারা অতি শীঘ্রই পুরাতন ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিরিয়া আসিবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল বলশেভিকরা সাফল্যের পথে চলিয়াছে। রাষ্ট্রপরিচালিত কলকারখানা ও ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মূলধন হ্রাস পাইতে লাগিল। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে আপোষ, ব্যক্তিগত ও সমবায় পদ্ধতিতে কলকারখানা পরিচালনের মধ্যে আপোষ একটা

সামরিক কৌশল মাত্র। ধনতন্ত্রীদের মুখের ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্য নিভিয়া গেল বলশেভিকদের সাফল্যে তাহাদের ললাটে পুনরায় দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল।

অবশ্য বলশেভিক পার্টির বাধাবিঘ্নও ছিল প্রচুর। পার্টির সংস্কারের প্রয়োজন হইল এবং এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল ষ্টালিনকে। বিপ্লবের সূচনা হইতে মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের লইয়া পার্টিকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইয়াছে। এক একটা মূল প্রশ্ন লইয়া অনেকে পার্টি ত্যাগ করিয়াছে, আবার অনেক নূতন সদস্য যোগ দিয়াছে। এইভাবে ১৯২১ সালে পার্টির সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইল ৭লক্ষ। কিন্তু সংখ্যাগৌরবই সব কথা নয়, নূতন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি বাছাই সুরু করিলেন, পার্টির উন্নততর মান রাখিবার জন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার সদস্য বহিষ্কৃত হইল। এই বহিষ্কার নীতির জন্য ষ্টালিনকেই বারম্বার দায়ী করা হইয়াছে। কিন্তু পার্টিকে আবর্জ্জনামুক্ত করিবার কাজ লেনিনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বেই সম্পাদিত হইয়াছে। রাজনৈতিক দল গঠনের ইতিহাসে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। ইহা কেবল জরুরী অবস্থায় উদ্ভূত ব্যবস্থা নহে, ইহাই পার্টির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বলশেভিকদের চারিত্রিক উৎকর্ষতা রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন। বাহিরের জগতে কমিউনিষ্ট-বিরোধীরা ইহাকে বলশেভিক নেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অপসারণের কৌশল বলিয়া বর্ণনা করেন।

কিন্তু ঐ কালে প্রকাশ্য সভায় বহিষ্কার-নীতি আলোচিত হইত; ঐ সকল সভায় পার্টির সদস্য নহে এমন ব্যক্তিও যোগ দিত। পার্টির কোন শাখা বা বিশেষ দলের এই শ্রেণীর সভায়, পদমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সদস্যকে আত্মপরিচয়, বংশ পরিচয়, রাজনৈতিক জীবন, পার্টি-নীতি সম্পর্কে মতামত এবং ব্যক্তিগত ভুল ত্রুটি বলিতে হইত। তাহার পর সভার সিদ্ধান্ত, নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নিকট পাঠানো হইত। কমিশন প্রত্যেক পার্টি সদস্যের যোগ্যতা যাচাই করিতেন।

যুদ্ধকালীন কমিউনিজম্ হইতে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্ত্তনের পথে লেনিন এই ঝাড়াই-বাছাই নীতি প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে পার্টির ঐক্য বৃদ্ধি

পাইল। ১৯২২ সালে লেনিনের ভাষায়, "পার্টি দুশ্চরিত্র, বুরোক্রাট, অসাধু অথবা অস্থিরমতি কমিউনিষ্ট এবং ভিতরে ঠিক থাকিয়া বাহিরে ভোল বদ্‌লানো মেনশেভিকদিগকে বিতাডনে সক্ষম হইয়াছে।"

১৯২২ সালে বলশেভিক পার্টির একাদশ অধিবেশনে লেনিন নূতন অর্থনৈতিক নীতির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টিকে পুনর্গঠন করা আবশ্যক এবং যোগ্য লোকের উপর এই ভার দিতে হইবে।" কংগ্রেসের এই অধিবেশনে ষ্টালিন কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। পার্টির সংগঠন কাজ, আপিসসংক্রান্ত কাজ ছাড়াও, এই পদের রাজনৈতিক মর্য্যাদা সম্পর্কেও ষ্টালিন অবহিত হইলেন। পলিটিক্যাল বুরোর কার্য্য তালিকা ও প্রস্তাবাদি রচনার ভার তাঁহার উপর পড়িল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশ তাঁহার হাত দিয়াই পার্টির বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে প্রেরিত হইত, ফলে পার্টির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ স্থাপিত হইল। তাঁহাদেব কার্য্যপদ্ধতি ও চিন্তাবারার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পাইলেন। লেনিনের শিক্ষা ও নীতির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী ষ্টালিন, লেনিন অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ় সঙ্কল্প লইযা পার্টির কার্য্যকলাপ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি কঠোর কিন্তু ধৈর্য্যশীল। কখন অগ্রসর হইতে হয়, কখন অপেক্ষা করিতে হয়, এ কৌশল তিনি জানেন। তিনি চীৎকার করেন না, বাহ্বাস্ফোট করেন না, নীরবে লক্ষ্যভেদ করেন।

ষ্টালিন পার্টির উপস্থিত লক্ষ্য ঘোষণা করিলেন, "আমাদের দেশকে কৃষি-প্রধান হইতে বাণিজ্য-প্রধান দেশে পরিণত করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই এ দেশে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই নীতির দিক হইতে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি পরিচালিত হইবে।" ১৯২১-২২ সালে লেনিনের নেতৃত্বে চালিত সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কলকারখানা স্থাপন এবং দেশব্যাপী বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের বিরাট পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। লেনিন বলিলেন, বৈদ্যুতিক শক্তি হইল গোড়ার কথা, কেননা, ইহার উপরই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। রাশিয়ার সমস্ত সংবাদপত্রে লেনিনের বৈদ্যুতিক শক্তি

সরবরাহের পরিকল্পনা প্রচারিত হইতে লাগিল। সমগ্র দেশকে আলোকিত ও কর্ম্মপ্রবাহে চঞ্চল করিয়া তুলিবার জন্য লেনিন ঘোষণা করিলেন, "আমরা ইয়োরোপীয়ান রাশিয়া এবং এশিয়াটিক রাশিয়া উভয় ভূখণ্ডকে বিদ্যুৎপ্রবাহে প্লাবিত করিয়া দিব।"

বিপ্লবের পর ষ্টালিন রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির সমস্যা-সমাধানের জন্য 'পিপলস্ কমিশার ফর ন্যাশানালিটিস্' নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পোলাণ্ড হইতে আলাস্কা পর্য্যন্ত তিন সহস্র মাইল ব্যাপী বিশাল রুশ সাম্রাজ্যে সকলেই রাশিয়ান নহে। রাশিয়ান ব্যতীত ইউক্রেনিয়ান, বাস্কীর, হোয়াইট রাশিয়ান, জর্জিয়ান, আজারবাইজান, দাগেস্তানি, তাতার, খিরগিজ, উজ্বেক, তাজিক, তুর্কমান প্রভৃতি বহুজাতি এখানে বাস করে। ইহাদের জাতীয়তাবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য তিন শতাব্দীর জারশাসনেও বিনষ্ট হয় নাই। জারীয় সাম্রাজ্যনীতির লক্ষ্য ছিল সর্ব্ববিধ জাতীয় সংস্কৃতি বিনষ্ট করিয়া সকলকে রাশিয়ান করা। ইহার ফলে উল্লিখিত জাতিগুলির চিত্তে দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষ ছিল—অত্যাচারী 'রাশিয়ান'দের প্রতি বিদ্বেষ ছিল প্রবল। এই অবস্থার মধ্যে সোভিয়েট ইহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়া সকলকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আনিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত সচিবরূপে ষ্টালিন একটা খসড়া প্রস্তুত করিলেন এবং সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট তাহা বিধিবদ্ধ করিলেন। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিলেন:

'রাশিয়ার সমস্ত অধিবাসী সমান এবং সকলেরই সার্ব্বভৌম অধিকার রহিয়াছে। এই জাতিগুলি তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারে, এমনকি স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনও করিতে পারে। কোন জাতির (রাশিয়ান) বা ধর্ম্মের (গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ্চ) বিশেষ সুবিধামূলক বিধিনিষেধ বিলুপ্ত করা হইল। ভূতপূর্ব্ব রুশ সাম্রাজ্যের এলাকার অধিবাসী সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলি অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অবাধে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিবে।'

ইহার অর্থ হইল এই জাতিগুলি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক দিয়া এক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকিলেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইবে এবং সেই ভিত্তিতে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল স্বাধীনতা ভোগ করিবে। জারীয় শাসনে মুসলমান শ্রমিকদের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছিল। ইহাদিগকে যদিও 'রাশিয়ান' বলা হইত কিন্তু কার্য্যতঃ পরাধীন জাতির মত নির্য্যাতন ইহারা সহ্য করিয়াছে বেশী এবং শিক্ষায় দীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদও ছিল ইহারা। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিলেন এই জনসমষ্টিকে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত করিয়া অন্যান্য সকলের সমশ্রেণীতে আনিতে হইবে।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং জাতিগুলির সম্পর্কে এই নূতন নীতি ঘোষণার ফলে জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সোভিয়েটে যোগদান করিতে লাগিল। ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিশিষ্ট সামাজিক নিয়ম-কানুন বিলুপ্তির আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় সাম্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারকার্য্য ব্যর্থ হইল। ১৯২২ সালে "ইউনিয়ন অফ সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাব্‌লিকস্" গঠিত হইল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত ষ্টালিনের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই নূতন রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের খসড়া সংখ্যালঘিষ্ঠ বলশেভিকদল জারের আমলেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই নূতন গঠনতন্ত্রের মূল প্রস্তাব হইল, "সামরিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা ও জাতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের সম্পূর্ণ সুযোগ, জাতীয় অনৈক্যের অতীত ব্যবস্থার ক্রমধ্বংস সাধন এবং প্রগতিশীল জাতিগুলি কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতিগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দান।"

এইভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সোভিয়েট রিপাবলিক্‌গুলিকে লইয়া সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠন—ষ্টালিনের জীবনের এক সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক কীর্ত্তি। বহু জাতির সমন্বয়ে এই বিরাট রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার পথে বিঘ্ন ছিল প্রচুর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে, পরস্পরের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে, একে অন্যকে অধীন করিয়াছে। ভিন্ন ভাষাভাষী এই সকল গোষ্ঠীগুলির অধিকাংশ ব্যক্তিই নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হিংস্র ও উগ্র প্রকৃতির।

ইহারা নিজেদের ভাষা ব্যবহার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনভাবে গভর্নমেণ্ট গঠনের সুবিধা পাইল। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিত বা বিচ্ছিন্ন হইবার অবাধ অধিকারও তাহারা পাইল। এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির স্ব স্ব সীমার মধ্যে "জাতীয়" ব্যাপার নির্ব্বাহের অধিকার পাইল কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে দেশরক্ষার ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, রাস্তা ও যানবাহন, সংগঠনমূলক পরিকল্পনা সমিতি, পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন প্রভৃতি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব হইল। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালক বলশেভিক পার্টি—আন্তর্জ্জাতিক পার্টি—বহু জাতীয় পার্টির সম্মেলন নহে। শ্রেণীশোষণহীন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্তর্জ্জাতিকতার অনুকূল ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি অবাধে বিকশিত হইতে লাগিল। শ্রেণীশোষণ বিলুপ্ত হইলে জাতীয় ও বিজাতীয় সংঘর্ষ হইতেও সমাজ মুক্তি পায়। ফলে স্বতন্ত্র হইবার প্রয়োজন রহিল না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের ঐক্য দৃঢ় হইয়া উঠিল।

জাতীয় স্বাধীনতা ও শ্রেণীশোষণের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকেই কদর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যেখানে শ্রেণীশোষণ রহিয়াছে, সেখানে জাতীয় স্বাধীনতা হইতে পারে না। 'শ্রমিক সমস্যা'কে মুখ্য স্থান দিয়াই তাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছেন। বিপ্লবের পূর্ব্বেও বলশেভিকদের এই লক্ষ্য ছিল, পরেও আছে। বিপ্লবের পূর্ব্বে জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ভাবে শ্রমিকদল বা ট্রেড্ ইউনিয়ন সংগঠনের বলশেভিকরা বিরোধিতা করিয়াছে, এবং জারের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রাম করিবার জন্য সকল জাতির শ্রমিকদের একটি পার্টির পতাকাতলে সমবেত করিয়াছে। বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের ভিত্তির উপরই তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এই সময় লেনিন ও ষ্টালিন উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠা তাঁহাদের দেহ ও মনকে জীর্ণ করিয়াছিল। বিশেষভাবে লেনিনই মস্তিষ্ক রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার দেহ ষ্টালিনের মত দৃঢ় ছিল না। তাহার উপর কয়েক বৎসর যথেষ্ট পুষ্টিকর

আহারের অভাবও লেনিনকে দুর্ব্বল করিয়াছিল। গৃহযুদ্ধের সময় ষ্টালিন কেবলমাত্র রুটি, লবণ, কিঞ্চিৎ পেঁয়াজ ও রসুন সহযোগে আহার করিতেন। দীর্ঘকাল এইরূপ আহারের ফলে তিনি আহারের পর উদরে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই বেদনা তাঁহাকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইতে বাধ্য করিত। ষ্টালিন চিকিৎসকদিগকে দূরে রাখিয়া চলিতেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। চিকিৎসকগণ ষ্টালিনেব অন্ত্রে অস্ত্রোপচার করিলেন। এই অস্ত্রোপচারের ফলে ষ্টালিনের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। রোগশয্যাশায়ী লেনিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বিনয়ী ও অল্পভাষী ষ্টালিনের সহ্যশক্তি দেখিয়া লেনিন বিস্মিত হইলেন। কিছু আরোগ্য লাভ করা মাত্র লেনিন ষ্টালিনকে স্বাস্থ্য লাভার্থ ককেশিয়ায় প্রেরণ কবিলেন। আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি যে, ষ্টালিনের সহিত ট্রট্স্কীব ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতেই মতভেদ ছিল। ষ্টালিন ছিলেন সর্ব্বতোভাবে লেনিনের অনুগামী পক্ষান্তরে ট্রট্স্কী ছিলেন সমালোচক। ষ্টালিন ছিলেন কর্ম্মবীব আর তীক্ষ্ণধী, ট্রট্স্কী ছিলেন বাক্যবীর। সরকারী কাগজপত্রে ট্রট্স্কী ও ষ্টালিনের মতভেদের অনেক প্রমাণ আছে। সে যাহা হউক, লেনিনের প্রখব ব্যক্তিত্ব ক্ষমতালোভী ট্রট্স্কীকে বহুলাংশে সংযত রাখিত। ষ্টালিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ট্রট্স্কী নিজের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রুগ্ন লেনিনের মৃত্যুব পর তাঁহার শূন্য স্থান গ্রহণ করিবাব জন্য ট্রট্স্কী প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। লেনিন তাহা বুঝিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন।

স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ষ্টালিন লেনিনের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। আত্মাভিমানী ট্রট্স্কীর মত তাঁহার কোন বাহ্য আড়ম্বর ছিল না এবং তিনি কোন উচ্চাশাও পোষণ করিতেন না। লেনিন ও বলশেভিক-দলের সেবার মধ্যেই ষ্টালিন আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া থাকিতেন। ট্রট্স্কী-শ্রেণীর নেতাদের মত তিনি কখনও কোনদিন লেনিনের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নাই। অথচ ট্রট্স্কী পদে পদে নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেনিনের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতেন। এই কাবণে ষ্টালিন ট্রটস্কীর ঔদ্ধত্যকে কখনও ক্ষমা

করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে ট্রটস্কী ষ্টালিনকে বড বেশী গণনার মধ্যেই আনিতেন না। এমন কি, লেনিনেব প্রস্তাবে ষ্টালিন যখন কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন, ট্রটস্কীও তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। লেনিনের রোগ শয্যার পার্শ্বে দাঁডাইযা একদিন ষ্টালিন ও ট্রটস্কীর বিরোধের মীমাংসা হইল। ষ্টালিন বলিলেন, 'আমরা অতীতেব মতভেদ বিস্মৃত হইব এবং বন্ধুভাবে একত্রে কাজকর্ম্ম করিব।' কিন্তু ট্রটস্কী এই প্রতিশ্রুতিকে কোন মর্য্যাদা দেন নাই।

লেনিন রোগশয্যা হইতে আব উঠিলেন না। সমগ্র রাশিয়াকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে সমগ্র রাশিযা বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইল। ধনিক সভ্যতা ও বুর্জ্জোযা শ্রেণীব চিরশত্রু লেনিনেব মত বিপ্লবী নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই। জনসাধারণের এত শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রীতি ও বিশ্বাস আর কোন নেতাই অর্জ্জন কবিতে পাবেন নাই। কৃষক ও শ্রমিকদের মনের সত্য পরিচয় লেনিন পাইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি কখনও তাহাদের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই। মার্কস্‌বাদের পাষাণ-কঠিন ভিত্তির উপর দাঁডাইয়া লেনিন শ্রমিক সম্প্রদায়ের শক্তি ও ভবিষ্যতের প্রতি সীমাহীন বিশ্বাস পোষণ করিতেন। জীবনে কোনদিন তিনি বিপ্লব এবং সর্ব্বসাধারণের জয়ের উপর ভরসা হারান নাই। কিশোর বয়স হইতে অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি পৃথিবীর শ্রমিক সম্প্রদায়েব মুক্তি-সংঘর্ষেব একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন।

শোকে মুহ্যমান সমগ্র রাশিয়ার জনসাধারণ অনাথ বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। শোকার্ত্ত রাশিয়ার সে চিত্র বহু লেখক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একজন নিরপেক্ষ আমেরিকান সাংবাদিকের গ্রন্থ হইতে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

২২শে জানুয়ারী বেলা ১১-৩০ টায় সোভিয়েট কংগ্রেসের সভাপতি কালিনিনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কালিনিনের নির্দ্দেশে সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। সোভিয়েট শোকবাদ্যের করুণ স্বর থামিয়া গেলে অশ্রুপূর্ণ

লোচনে ভগ্নস্বরে কালিনিন কহিলেন, 'আমি আপনাদের নিকট আমাদের প্রিয় ভ্লাডিমির ঈলিচের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গতকল্য তিনি পুনরায় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন, কালিনিন স্তব্ধ হইয়া নতমুখে দাঁড়াইলেন এবং যেন সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া উচ্চারণ করিলেন, 'তিনি মৃত'। সমগ্র জনতা অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। দুই একজন বলশেভিক নেতা হস্তোত্তোলন করিয়া জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

লক্ষ লক্ষ নরনারী তীব্র শীত রজনীর বরফপাত উপেক্ষা করিয়া জননায়কের চিরনিদ্রায় অভিভূত মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। বিশাল জনতা ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। সপ্ত দিবা-নিশি অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ষ্টালিন, কামেনফ, জিনোভিফ, বুখারিন, রাইকফ এবং কালিনিন রক্তবস্ত্রে আবৃত লেনিনের কফিন স্কন্ধে লইয়া ক্রীমলিন প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। লাল ময়দানে লেনিনের স্মৃতিমন্দিরের জন্য চিহ্নিত স্থানে মৃতদেহ আসিল। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। শূন্য ডিগ্রির ৩৫° ডিগ্রি নীচের শীতে লক্ষ লক্ষ নরনারী পথের দুই ধারে রক্তপতাকা হস্তে দাঁড়াইয়া ছিল। লালপল্টন শোক-গম্ভীর পদক্ষেপে পাহারা দিতেছিল। লেনিনের শিষ্যগণ কোন আড়ম্বর-অনুষ্ঠান করেন নাই, কোন বক্তৃতা হয় নাই। একটা জাতির শোক যেন বেদনায় নিস্তব্ধ হইয়া শীতের তুহিনের মতই জমিয়া গিয়াছিল। মস্কো নগরীর কি রাশিয়ান, কি বিদেশী সকলেই লক্ষ্য করিল, ট্রট্স্কী অনুপস্থিত। ট্রট্স্কী তাঁহার আত্মজীবনীতে এই অনুপস্থিতির একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা শত্রু-মিত্র কেহই বিশ্বাস করে নাই। ফরাসী সাংবাদিক রোলিন লিখিয়াছেন, 'আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ট্রট্স্কী গুরুতর পীড়িত ছিলেন না এবং এই হৃদয়-হীনতায় তিনি নিজের পতন নিজেই ঘটাইয়াছিলেন।' তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি এই সময় হইতে জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ট্রট্স্কীর অসামান্য প্রতিভা, দুঃসাহস, অপূর্ব বাগ্মিতা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অবিবেচনার জন্য তিনি অধঃপতিত হইলেন।

ইতিহাসে ট্রট্স্কীর ন্যায় কর্ম্মবহুল জীবন বিরল। অজ্ঞাত স্থান হইতে তিনি খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা ও লেখনী সমগ্র জগৎকে চমকিত ও বিস্মিত করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা জীবনের মধ্যাহ্নেই তাঁহার সায়াহ্ন আসিল। বিবিধ দুর্লভ গুণের সহিত তাঁহার মধ্যে যে আত্মপরায়ণ অনুদারতা এবং অহমিকা ছিল, তাহা দ্বারা বিপথে চালিত হইয়া তিনি ক্রমে কমিউনিষ্ট পার্টি ও রাশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর শোকাচ্ছন্ন রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হইবার জন্য এক অভিনব উদ্যম লক্ষ্য করা গেল। রাডেক বলিয়াছেন, লেনিনের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে পার্টিকে শক্তিশালী করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প সমগ্র সোভিয়েট ভূমিতে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে জাগিয়া উঠিল।

২৬শে জানুয়ারী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ষ্টালিন কমিউনিষ্ট পার্টির নামে শপথ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া ঘোষণা করিলেন :—

‘আমরা কমিউনিষ্টরা স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা মানুষ, আমাদের গঠনের উপাদানও স্বতন্ত্র। শোষিত ও পীড়িত জনসঙ্ঘের সংগ্রামের আমরা সৈনিকদল। এই সৈন্যদলে যোগদান করা অপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আর কিছু নাই। কমরেড লেনিন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পার্টির সদস্য হওয়া অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের আর কিছুই নাই।...

‘আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদের মহান দায়িত্বের পবিত্রতা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিব।

‘আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের পার্টির ঐক্যকে যেন আমরা চক্ষুর মণির মত রক্ষা করি। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার ইচ্ছা আমরা সাফল্যের সহিত পূর্ণ করিব।

'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন আমরা যেন প্রলেটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপকে রক্ষা ও শক্তিশালী করি। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার এই ইচ্ছাও আমরা সাফল্যের সহিত পূর্ণ করিব।

'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন কৃষক ও শ্রমিকের মৈত্রীকে সর্ব্বপ্রযত্নে শক্তিশালী করিয়া তুলি। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিতেছি যে, তোমার এই ইচ্ছা আমরা সাফল্যের সহিত পূর্ণ করিব।

'আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতিগুলির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মৈত্রী রক্ষার জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের মধ্যে সকল জাতির ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা কমরেড লেনিন সততই আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেন।

'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সুসম্বদ্ধ ও প্রসারিত করিবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার এই ইচ্ছা আমরা সাফল্যের সহিত পূর্ণ করিব।....

'একাধিকবার লেনিন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, লাল-পল্টনকে শক্তিশালী এবং তাহাদের অবস্থা উন্নত করা আমাদের পার্টির অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব...অতএব আইস বন্ধুগণ, আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করি, লালপল্টন এবং লালনৌবহরকে শক্তিশালী করিবার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিব।

'আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আমাদের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন 'কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশনালের' আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকি। কমরেড লেনিন, আমরা তোমার নামে শপথ করিতেছি, সমগ্র জগতের শ্রমিকশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ইনটার-ন্যাশনালকে শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করিতে আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কাতর হইব না।'

অনেকে আশা ও আশঙ্কা করিয়াছিলেন, লেনিনের মৃত্যুর পর কমিউনিষ্ট

পার্টি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং আত্মকলহে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেনিন বহু পূর্ব্ব হইতেই দলের শৃঙ্খলা রক্ষা ও পরিচালনা ভার ষ্টালিনের উপর দিয়াছিলেন। ষ্টালিন নিঃশব্দে সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। লেনিনের অবসানের পরেই দেখা গেল ষ্টালিনের নেতৃত্ব সামান্য নহে। ষ্টালিনের এই অভ্যুত্থানকে অনেক সাম্যবাদ-বিরোধী লেখক "বক্তিগত ক্ষমতা লোভ এবং ডিক্টেটরশিপ" বলিযা বর্ণনা করিয়াছেন। ডিক্টেটরশিপ কথাটা আমাদের দেশেও অত্যন্ত শিথিল ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টিতে এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তথাকথিত ডিক্টেটরশিপ সম্ভপর নহে, কেননা কমিউনিজম ও সোভিয়েট-তন্ত্র একটা নির্দ্দিষ্ট মত ও পথ ধরিয়া চলিয়াছে। কাজেই অতি শক্তিশালী ব্যক্তিকেও এই ব্যবস্থার সাধারণ সেবকরূপে কাজ করিতে হয়। ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লোভ চরিতার্থ করিবার অবকাশ ইহাতে নাই। ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিকে কমিউনিজম বলিয়া চালানো অসম্ভব।

মার্কস্‌বাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা অবশ্য হইতে পারে। কোন বিশেষ ব্যাপারে পথ-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে, রাষ্ট্র ও আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ পরিচালনে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদও ঘটিতে পারে এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় তাহা যে ঘটে নাই এমন নহে। পরবর্ত্তী ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালক-গণ প্রকাশ্যে ভুল ক্রটি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার সংশোধন করিয়াছেন। সাম্যবাদী নেতারা কখনও কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন নাই। অস্ত্রবলে বিরুদ্ধবাদীদের দমন করেন নাই কিংবা মুসোলনী ও হিটলারের ন্যায় ক্ষমতার পথ নিষ্কণ্টক করিতে ভাড়াটিয়া গুপ্তঘাতকের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। গুপ্ত ষড়যন্ত্র, ছল, চাতুরী, উৎকোচ এবং দলের নেতাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর নিয়োগ কিংবা আইন সভায় সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন অথবা নিশীথ শয্যায় প্রসুপ্ত শত্রুকে হত্যা দ্বারা কেহ রাজা, সম্রাট, ডুচে অথবা ফুরার্ হইতে পারে, কিন্তু এই সকল উপায়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের পদ লাভ করা যায় না। কেননা ঐ সম্মানের পদ ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পার্টির শ্রদ্ধা ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ষ্টালিনের মত শক্তিশালী ব্যক্তিকে স্বাভাবিক ভাবেই তীব্র আক্রমণ সহিতে

হইয়াছে এবং তিনি অনুরূপ শক্তির সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছেন। প্রতি-পক্ষীয় দলের সহিত তাঁহার এই বিরোধ প্রকাশ্য দিবালোকেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং দুই পক্ষের প্রত্যেকটি যুক্তি জনসাধারণ বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছে। মৃত জারতন্ত্রের রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের জের টানিয়া ষ্টালিন-বিরোধীরা অনেক আজগুবী কথা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রী সঙ্ঘে প্রত্যেক মানুষই স্বীয় যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে স্থান লাভ করে। লেনিনের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর চাপেই ষ্টালিনকে স্বাভাবিকভাবে সম্মুখে আসিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নোরিন লিখিয়াছেন, "মার্কস্‌বাদে তিনি সুপণ্ডিত। কি তত্ত্বের দিক হইতে, কি কর্ম্মের দিক হইতে ষ্টালিন আমাদেব মধ্যে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের নেতা। তিনি নেতা, কেননা তিনি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, কেননা তিনি মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌-লেনিন নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই।"

লেনিনের মৃত্যুর পর পার্টির নেতৃত্বের প্রশ্ন মুখ্য হইয়া উঠিল। লেনিনেব পর আমিই নেতা, এইরূপ একটা শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে ট্রট্‌স্কী কেন্দ্রীয় কমিটিকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পার্টিব সদস্যগণ দেখিলেন যাহাবা রাজ-নৈতিক জীবনে প্রতিপদে লেনিনকে বাধা দিয়াছেন, বলশেভিক নীতির অপব্যাখ্যা করিয়াছেন, আজিকার সঙ্কটের দিনে তাহারা নেতৃত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। পার্টির সভায় ষ্টালিন পুনরায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। পার্টির ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তা দেখিয়া ট্রট্‌স্কী সাময়িকভাবে দমিয়া গেলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে পার্টির সমালোচনার নামে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসে ষ্টালিন ট্রট্‌স্কী-পন্থীদের অভিযোগের উত্তর দিলেন। তাঁহারা এই রব তুলিয়াছিলেন যে, পার্টির মধ্যে "বুরোক্রেসী" বা আমলাতান্ত্রিক কলুষ প্রবেশ করিয়াছে।

"আসল বিপদ তাহা নহে"—ষ্টালিন বলিলেন, "আসল বিপদ হইল পার্টির বাহিরে জনসাধারণের সহিত পার্টির যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। তোমরা

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কোন দলের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পার, কিন্তু উহার সহিত যদি শ্রমিক শ্রেণীর যোগ না থাকে, তাহা হইলে সে-গণতন্ত্র নিষ্ফল ও অকিঞ্চিৎকর। পার্টির অস্তিত্ব নির্ভর করে শ্রমিক-শ্রেণীর উপর। যদি ইহা শ্রমিক শ্রেণীর সহিত ঐক্য ও যোগ রক্ষা করিয়া চলে, দলের বাহিরের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হয়, তাহা হইলে যদি কিছু আমলাতান্ত্রিক ত্রুটিও থাকে, তাহা হইলেও ইহা টিকিবে এবং বিস্তার লাভ করিবে। ইহা যদি না থাকে তাহা হইলে তোমরা গণতান্ত্রিক বা আমলাতান্ত্রিক যে কোন পদ্ধতিতেই পার্টি গঠন কর না কেন, উহা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। পার্টি শ্রমিক-শ্রেণীর একটি অংশ, এই শ্রেণীব জন্যই ইহার অস্তিত্ব—ইহা কেবল পার্টির জন্যই পার্টি নহে।"

ট্রট্স্কী-পন্থীদের আর একটি কৌশল, পুরাতন ও প্রবীণ সদস্যদের বিরুদ্ধে পার্টির নবীন সদস্যদিগকে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা। ইহার তীব্র নিন্দা করিয়া ষ্টালিন বলিলেন, "নবীন ও প্রবীণের প্রশ্নটা অতি সামান্য। আমাদের পার্টির ইতিহাসের ঘটনা ও সংখ্যা ইত্যাদি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, নবীন পার্টি সদস্যেরা ক্রমে নির্ব্বাচিত পদগুলি লইতেছে এবং তাহার ফলে উপরের দিকের কর্ম্মীরা শক্তিশালী হইয়াছে। পার্টি এই পথেই চলিতেছে এবং চলিবে। যাহারা মনে করে নির্ব্বাচিত পদাধিকারীরা একটা বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এই সুবিধাভোগী শ্রেণী তাহাদের মধ্যে নূতন সদস্যদিগকে লইতে চাহে না, যাহারা মনে করে প্রবীণেরা অতীতের রক্ষকশ্রেণী এক প্রকার কর্ম্মচারী এবং পার্টির অন্যান্য সদস্য ইহাদের দৃষ্টিতে নিম্নশ্রেণীর, তাহারাই প্রবীণ ও পার্টির যুবকদেব মধ্যে ভেদ ঘটাইতে চায়, তাহারাই গণতন্ত্রের সমস্যাকে প্রবীণ ও নবীনের সমস্যা করিতে চায়। গণতন্ত্রের মূলকথা নবীন ও প্রবীণ নহে, পার্টির নেতৃত্বে, পরিচালনায় প্রত্যেক পার্টি-সদস্যের স্বাধীনভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাই গণতন্ত্র। এইভাবে, কেবলমাত্র এইভাবেই গণতন্ত্রকে বিচার করা যায়, আমরা মামুলী গণতান্ত্রিক দলের কথা বলিতেছি না, আমাদের পার্টি জনগণের পার্টি, যাহা শ্রমিকশ্রেণীর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।"

ট্রট্স্কী নিরস্ত হইলেন না, তিনি প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া পার্টির সমালোচনা করিতে লাগিলেন। একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্ভবপর নহে, বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লব পরিচালনা করিতে হইবে, এই শ্রেণীর প্রশ্ন তুলিয়া পার্টির মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা চলিল। ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসে একটি সুগঠিত বিরুদ্ধবাদী দলের নেতারূপে ট্রট্স্কী, জিনোভিফ ও কামেনফ বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলিলেন। কৃষক বা জনসাধারণের দ্বারা বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র-বাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে, সোভিয়েটের গঠনমূলক কাজ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে, এই শ্রেণীর ভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্যমকে বাধা দিয়া ষ্টালিন বলিলেন, "সম্মিলিত শ্রম, সম্মিলিত নেতৃত্ব, সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ঐক্য প্রথমে প্রয়োজন।"

জনসাধারণের শক্তি ও সদিচ্ছায় অবিশ্বাস, তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (ট্রট্স্কীবাদ) আনিবার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিয়া ষ্টালিন দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "জনসাধারণের সৃজনীশক্তিব উপর অবিশ্বাস (তাহাদের বুদ্ধি যথোচিত বিকশিত হয় নাই এই অছিলায়) মারাত্মক। যদি তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা নিজেদের চালিত করার সঙ্গে সঙ্গে নেতাদেরও পরিচালিত করিতে পারিবে। জনসাধারণেব উপর নেতৃত্বের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা চলিবে না। কেননা, জনসাধারণ যেমন পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়াছে, তেমনি নূতনকেও গঠন করিবে। জনসাধারণের সহিত ধাত্রী বা স্কুলমাষ্টারের মত ব্যবহার করিও না। কেননা আমাদের পুঁথি-পুস্তক হইতে তাহারা যতটা শিক্ষালাভ করে তাহাদের নিকট হইতে আমরা তাহাপেক্ষা অধিকতর শিক্ষা লাভ করি। অতএব জনসাধারণের সহিত একত্র হইয়াই আমরা প্রকৃত শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারিব।" বলশেভিক দলেব নেতৃত্ব দ্বারা জনসাধারণকে পীড়ন করিয়া বাধ্য করার ষ্টালিন বিরোধী ছিলেন; জনসাধারণকে বুঝাইয়া ঠিক পথে আনাই ছিল তাঁহার প্রস্তাব।

লেনিনের "নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" প্রবর্ত্তনের পর হইতেই ট্রট্স্কী তাঁহার নৈষ্ঠিক মার্কস্‌বাদের ব্যাখ্যা প্রচার করিতেছিলেন। থিয়োরীবিলাসী-ট্রট্স্কী—বিশ্ববিপ্লব ব্যতীত রাশিয়ায় কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব—তত্ত্বের দিক হইতে এই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে ষ্টালিন বলিলেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়াই সাম্যবাদীদের অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণেই লেনিন, তথাকথিত মতবাদের গোঁড়ামীর পরিবর্ত্তে বাস্তব অবস্থার দিক হইতে কর্ম্মপন্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পার্টির সম্মুখে মার্কস্‌-লেনিনের আদর্শ সুস্পষ্ট রাখিবার জন্য ষ্টালিন এই কালে বহু তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৯২৬-এর জানুয়ারীতে ঐগুলি "Problems of Leninism" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং পরবর্ত্তীকালে সমগ্র জগতে লক্ষ লক্ষ নরনারী পাঠ করিয়াছে। রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম্মধারার ক্রমবিকাশ এবং বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন পরিচালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণে ষ্টালিন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

কেবল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া নহে, একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন যে সম্ভব, পার্টির সহায়তায় ষ্টালিন তাহা প্রমাণ করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু বাহিরে ধনতন্ত্রও মহাযুদ্ধের টাল সামলাইয়া লইতেছে ; ট্রট্স্কী-পন্থীরা বলিলেন, ইহার ফলে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ষ্টালিন উত্তর দিলেন, "আমরা আত্মস্থ হইবার দুইটি চেষ্টা দেখিতেছি। এক প্রান্তে ধনতন্ত্র নিজেদের সামলাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ ও অধিকতর বিস্তারের পথ দেখিতেছে, অন্য প্রান্তে সোভিয়েট-ব্যবস্থা নবলব্ধ জয়কে আয়ত্তে আনিয়া অধিকতর বিজয়ের দিকে অগ্রসর—কে জয়লাভ করিবে ইহাই প্রশ্ন। এই দুইটি ব্যবস্থা পাশাপাশি কেমন করিয়া চলিবে এবং তাহার পরিণাম কি ? কারণ, আজ সুসংহত সর্ব্বগ্রাসী ধনতন্ত্র আর নাই। জগত আজ দুই পৃথক শিবিরে বিভক্ত। বৃটিশ ও আমেরিকান মূলধনের নেতৃত্বে চালিত ধনতন্ত্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে চালিত সমাজতন্ত্র। এই দুই

শিবিরের আপেক্ষিক শক্তিদ্বারাই অন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

"আমরা কোন পথে চলিব? আমরা কি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিব? যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক গঠন-কার্য্যে কৃতকার্য্য হয়, তাহার ফল কি হইবে? অন্যান্য দেশে ধনতন্ত্রের সহিত সংগ্রামরত গণশক্তির বৈপ্লবিক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। গণশক্তির বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের সংগ্রামকে দুর্ব্বল করিবে এবং বিশ্বসাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে।"

১৯২৫ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসে ষ্টালিন কলকারখানা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। চারি বৎসর কাল সোভিয়েট পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। এখন এই বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানার কাজে লাগাইয়া যত শীঘ্র সম্ভব অগ্রগামী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমকক্ষ হইতে হইবে। শিল্প-বাণিজ্যে আন্তর্জ্জাতিক সামঞ্জস্য বিধানের ট্রট্স্কী-তত্ত্ব তিনি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ গঠন-কার্য্যের ফলে বিপ্লবের সমাধি হইবে ইহা ষ্টালিন বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "বর্ত্তমান জগতে এঙ্গলো-স্যাক্সন ধনতন্ত্র ও সোভিয়েট সোশ্যালিজম—এই দুই পৃথক ব্যবস্থা চলিতেছে। সোভিয়েট সোশ্যালিজম উহার প্রতিক্রিয়া ব্যর্থ করিবে, কেননা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষয়রোগ দেখা দিয়াছে।" ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক সঙ্কটের তিন বৎসর পূর্ব্বেই ষ্টালিন এই ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন।

১৯২৭ সালের পঞ্চদশ কংগ্রেসে কৃষিকার্য্যে সমবায় পদ্ধতি ও যন্ত্রবিজ্ঞান প্রয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জার-শাসিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি লাভ করিল। কৃষিপণ্যের পরিমাণ শতকরা আট ভাগ এবং কলকারখানার উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ বাড়িল। জারের আমলে ১৯১৩ সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৬,৫০০ মাইল, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া ৪৮,২০০ মাইল হইল। শ্রমিকদের উপার্জ্জন প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ বাড়িল। শিক্ষা বিভাগের

বিস্তার হইল বিস্ময়কর। ১৯২৫ সালে সোভিয়েট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯১৩ সাল অপেক্ষা ২২ লক্ষ ৫০ হাজার অধিক ছাত্র দেখা গেল। বহু কারিগরি শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কলকারখানা ও যন্ত্রশক্তিতে সোভিয়েট রাশিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী এবং ফ্রান্সের পরেই স্থান লাভ করিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক দিয়া বিচার করিলে ১৯২৭ সালে দেখা যায় কল-কারখানা ও বাণিজ্যের শতকরা ১৪ ভাগ ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত এবং ৭৭ ভাগ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও অবশিষ্ট সমবায়নীতিতে পরিচালিত। কৃষিকার্য্যের শতকরা পৌনে তিনভাগ সমাজতান্ত্রিক এবং শতকরা ৯৭ ভাগ কৃষকদের ব্যক্তিগত অধিকারে ছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ সমাজতান্ত্রিক এবং মাত্র ১৮ ভাগ ব্যক্তিগত।

১৯২৭-এর পর হইতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লইয়া সোভিয়েট রাশিয়া কৃষির উন্নতিতে মনোনিবেশ করিল।

রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধ দল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় চপলমতি জিনোভিফ ও কামেনফও ট্রট্স্কীর সহিত যোগ দেন। এই বিরুদ্ধতা কেবল রাশিয়ার দলের বিরুদ্ধে নহে, সমগ্র সাম্যবাদী আন্তর্জ্জাতিক দলের বিরুদ্ধেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহার গোপন ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণের অধিকাংশই ষ্টালিনকে সহ্য করিতে হয়, কেননা সাম্যবাদী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠদের তিনিই নেতা ছিলেন। ইহাকে ষ্টালিন-ট্রট্স্কীর ব্যক্তিগত কলহরূপে কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ বা ট্রট্স্কীকেই খাঁটি সাম্যবাদী বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ব্যক্তির দিক হইতে না দেখিয়া সাম্যবাদের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির দিক হইতে বিচার করিলে এই বিরোধের কারণ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি রাষ্ট্রের একটা প্রধান শক্তি। কৃষক-শ্রমিকের অগ্রগামী প্রতিনিধি হিসাবে এই দল একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন ও পরিচালনের কাজে নিযুক্ত। এই কার্য্য একেবারে নূতন, জগতের কোন দেশে ইহার পরীক্ষা হয় নাই, কাজেই তাহাদের সম্মুখে কোন দৃষ্টান্ত নাই, অতীতের কোন অভিজ্ঞতা নাই, চলার গতিবেগের সহিত তাহাদিগকে পথও

স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে পার্টির সংহতি ও ঐক্যের সর্ব্বাধিক প্রয়োজন। অনিবার্য্য ভুলক্রটি সংশোধন করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সমালোচনাও করিতে হইবে; কিন্তু যখন পার্টির সম্মুখে বিরাট পুনর্গঠন ও নবনির্ম্মান সমস্যা, তখন পদে পদে বাধা, প্রতিবাদ এবং প্রত্যেক ব্যাপারে বিরুদ্ধতা অবলম্বন সাম্যবাদীর কাজ নহে। অথচ মনুষ্য-প্রকৃতি এইরূপ যে, একবার বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার মনোভাব বিকৃত হইয়া উঠে। সে অতিরঞ্জনের দিকে অগ্রসর হয়, এমন কি, অজ্ঞাতসারে আত্মঘাতী সংগ্রামলিপ্সু হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ঈর্ষাই এই অবস্থার একমাত্র কারণ নহে, যদিচ উহা অন্যতম প্রধান কারণ। ট্রট্স্কী অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও খেয়ালী। তিনি কোন সমালোচনা সহ্য করিতে পারিতেন না। সকলের উপরে কর্ত্তা হইতে না পারিয়া তিনি নিরাশ হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অপব্যবহার করিয়া সাম্যবাদের এক অবাস্তব ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি উপস্থিত কর্ত্তব্যকে পরিহার করিতে লাগিলেন। বিরুদ্ধতা করিতে হইলে মতবাদের অস্ত্রাগার হইতে পছন্দ মত অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে ট্রট্স্কীর শক্তির অভাব ছিল না। সর্ব্বত্র দোষ দর্শন করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া তিনি নিজেকে অধিকতর বিপ্লবী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তার এই গতি, এই মানসিক অভ্যাস এবং বুদ্ধির অস্থিরতা, তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ, কমিউনিষ্ট পার্টির নিকট অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে নিম্নমধ্যশ্রেণীর সুবিধাবাদীর নৈতিক ভীরুতা ও বুদ্ধির ভণ্ডামী অবলম্বন করিয়া সংস্কার-পন্থী হইয়া উঠিলেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের মুখোসও তিনি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত একটা পার্টির কাজ এইরূপ বিতর্কমূলক নহে। বিরুদ্ধবাদীরা আত্ম-সমালোচনা ছাড়িয়া আত্মবিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার কুফল হইল এই যে, তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হইতে ক্রমে পৃথক হইয়া পড়িলেন। এমনকি গণতান্ত্রিক উপায়েও তাঁহারা সামঞ্জস্য বিধান করিতে অপারগ হইলেন। অবশেষে যে কোন উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ একটা সঙ্কট আসিতে পারে, লেনিন ইহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তাঁহার চেষ্টায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল, "পার্টির প্রত্যেক সদস্যকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পার্টির ভুলগুলির সমালোচনা করিবার, পার্টির মূলনীতি বিশ্লেষণ করিবার, কার্য্যক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিচার করিবার এবং বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ভুলের প্রতিকারোপায় নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ইহা হইতে যেন কোন ব্যক্তি বিশেষের নির্দ্দেশ মুখ্য হইয়া না উঠে এবং কোন ক্ষুদ্র দল যেন স্বতন্ত্রভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়। প্রত্যেক আলোচনাই দলের সমস্ত সদস্যের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে।" কিন্তু ট্রট্স্কী এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি এবং আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী সঙ্ঘের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। বাহির হইতে দেখিলে ইহা সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বলিয়া বোধ হয়। কতকাংশে ইহা সত্য। ধনতান্ত্রিক জগতেব কেন্দ্রস্থলে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না যে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার কৃষকদিগকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আনা সম্ভব হইবে। তাহার উপর রাষ্ট্রচালিত কলকারখানাকে তাঁহারা মূলতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাচালিত কলকারখানার ব্যবস্থার অনুরূপ বলিয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন। দলের মধ্যে উপদল গঠন করিয়া জিনোভিফ, কামেনফ এবং ট্রট্স্কী দীর্ঘকাল হইতেই একটা "বিরুদ্ধদল" সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন। লেনিনের জীবিতকালেও তাঁহারা এই বিরুদ্ধতা দেখাইয়াছেন। এখন ষ্টালিনকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা "লেনিনবাদের প্রবিত্রতা" রক্ষার জন্য আসলে পার্টির শক্তিকে ভিতর হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ষ্টালিন একদিন দলের সভায় বিতর্কের উত্তরে বলিলেন, "কমরেড ট্রট্স্কী তাঁহার বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন যে, 'কার্য্যক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইব'। ইহা কি সত্য? না। উহা পুঁজিবাদী হাঙ্গরগণের স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্য নহে।" ষ্টালিন দেখাইলেন যে, অর্থনীতিক দিক

হইতে কি সোভিয়েট ব্যাঙ্কগুলির উপর, কি কলকারখানার উপর, কি বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর, ঐরূপ কোন প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নাই, কেননা এইগুলি পূর্ব্ব হইতে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা হইয়াছে। অতএব কমরেড ট্রট্স্কী কথিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দটির রাজনীতির দিক দিয়াও কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

পঞ্চদশ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ পেশ করা হইল। দেখা গেল ট্রট্স্কী এবং তাঁহার অনুচরগণ কেন্দ্রীয় সমিতিব মধ্যে স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছেন, জিলা ও সহরগুলিতে শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র ধনভাণ্ডার এবং গোপন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের পরিবর্ত্তে এই নূতন দলের নিয়ন্ত্রনাধীনে আর একটা আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা চলিতেছে। পঞ্চদশ কংগ্রেস ট্রট্স্কীকে এই সকল সমিতি-সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং বলশেভিক দলেব ক্রমাগত বিরুদ্ধতার পরিবর্ত্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবার জন্য অনুবোধ করিল। কিন্তু মিলনের আগ্রহ না দেখাইয়া একশ একুশজন ট্রট্স্কী-পন্থী পাল্টা প্রস্তাব করিয়া স্বাতন্ত্র্যের দাবী উপস্থিত করিলেন। ফলে ট্রট্স্কী ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা দল হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। এই বহিষ্কারের পরও তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে দলে ফিরিয়া আসিবার জন্য দরজা খোলা রাখা হইল। জিনোভিফ, কামেনফ, রাডেক, রাক্‌ভস্কি ভুল স্বীকাব কবিয়া দলে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ট্রট্স্কী তাঁহাব জনপ্রিয়তা লইয়া ষ্টালিনের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা সাফল্যলাভ কবিল না দেখিয়া ট্রট্স্কী ষ্টালিনেব সহিত সন্ধির জন্য লালায়িত হইলেন। কিন্তু উহা কৌশল মাত্র। কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কীকে মধ্য এশিয়ায় প্রেরণ করিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ট্রট্স্কী নির্ব্বাসন হইতে মস্কো ও লেনিনগ্রাদে তাঁহাব দলের লোকদের সহিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন এবং রাজনৈতিক কর্ম্মধারার নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। বারংবাব সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ট্রট্স্কী নিরস্ত হইলেন না, ট্রট্স্কী কিছুতেই বুঝিতে চাহিলেন না যে, তাঁহার সমর্থকগণের অধিকাংশই সাম্যবাদবিরোধী এবং সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের

শত্রু। অবশেষে কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কীকে রাশিয়া হইতে বাহির করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। এক বৎসরেব মধ্যেই দেখা গেল কোন উল্লেখযোগ্য নেতাই ট্রট্স্কীর পক্ষ সমর্থন করিলেন না। সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম বিপথ-চালিত অথচ শক্তিশালী নেতা ট্রট্স্কী ১৯২৯-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়া হইতে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নবীন সভ্যতার বনিয়াদ

সোভিয়েট রাশিয়া নবীন সভ্যতার অগ্রদূত। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিকূল লৌহবেষ্টনীর মধ্যেও রাশিয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে এক শ্রেণীশোষণহীন নূতন সমাজ, যে-সমাজে সর্ব্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটাইয়া সর্ব্বমানবের কল্যাণ ও উন্নতিকল্পে এক নবগঠিত সম্মিলিত মহাজাতি আত্মনিয়োগ করিয়াছে, যে সমাজে সমগ্র জগতের মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদ প্রতি মানুষেব দ্বারে দ্বারে পৌছাইয়া দিবাব ব্যবস্থা হইয়াছে, যে সমাজে অতি দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। বহু আয়াসে লব্ধ এই বিবাট সাফল্যেব পশ্চাতে ছিল, বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ লেনিনেব সৃজনী প্রতিভা, তাহাব শিষ্য ও সহকর্ম্মী ষ্টালিনের নেতৃত্বে চালিত কমিউনিষ্ট পার্টির কঠোর শ্রম ও কঠিন অধ্যবসায়।

বিপ্লবোত্তর যুগে কমিউনিষ্ট পার্টিকে ঢালিয়া সাজিবার ভার গ্রহণ কবিবার পর হইতেই ষ্টালিন চাহিয়াছিলেন, "উপদলীয় সংঘর্ষমুক্ত ঐক্যবদ্ধ পার্টি।" সোভিয়েট রাশিযার শত্রুদের তো কথাই নাই—অনেক নিরপেক্ষ ভালমানুষও ফাসিস্ত পার্টির সহিত কমিউনিষ্ট পার্টিব পার্থক্য দেখিতে পান না। ইহারা মূল প্রশ্নটি এডাইয়া যান। একের লক্ষ্য হইল, জাতিবিদ্বেষের ভিত্তিতে প্রাচীন জরাজীর্ণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার লৌহবেষ্টনীর মধ্যে সমাজকে আডষ্ট করিয়া রাখা। অপরের উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রেণীশোষণহীন নূতন সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টি করা—যাহা সকল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশের সহাযতা করিবে। এই দায়িত্ব যে-পার্টি গ্রহণ করিবে, তাহার লক্ষ্য, নীতি, উদ্দেশ্য, উপায় এবং কর্ম্মপদ্ধতির ঐক্য সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। গণ-তান্ত্রিক কেন্দ্রসংহত ব্যবস্থার উপর কমিউনিষ্ট পার্টি গড়িয়া উঠিয়াছে—প্রকৃত ক্ষমতা সদস্যমণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক সদস্য নির্ব্বাচিত

নেতার শৃঙ্খলা ও নির্দ্দেশ পালন করেন। 'প্রাথমিক কমিটির সদস্যরা জিলা-কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন এবং তাঁহারাই সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ব্বাচিত হয়। ইহাই পার্টির সর্ব্বোচ্চ পরিষদ এবং ইহাই পোলিট-বুরোর নির্ব্বাচক। পার্টির শাখা প্রশাখা কংগ্রেসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'পোলিট বুরোর' দ্বারা চালিত হয়।

পার্টির গুণগত উৎকর্ষতা রক্ষার জন্য সদস্যপদপ্রার্থীকে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া "ঝাড়াই বাছাই" হয়। যাহারা কমিউনিষ্ট আদর্শের উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে না, তাহাদের সদস্যপদ বাতিল করা হয়। ইহা ছাড়াও একটি 'নিয়ন্ত্রণ কমিশন' আছে। অধুনা কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রায় ২০০ শত সদস্য লইয়া গঠিত এই কমিশনের প্রধান কাজ হইল, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ যথাযথ পালিত হইতেছে কিনা, এবং কি ভাবে কাজ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করা। পার্টির সদস্য হওয়া স্বেচ্ছাধীন। প্রত্যেক পার্টি সদস্যকে পার্টির কর্ম্মপদ্ধতি অঙ্গীকার করিতে হয়, চাঁদা দিতে হয় এবং পার্টির কোনো সক্রিয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে হয়।

পরস্পর প্রতিযোগী শ্রেণী বিলুপ্ত হইলে সমগ্র সমাজ শ্রমিকশ্রেণীতে পরিণত হয়। এবং শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের দায়িত্ব অনুযায়ী পার্টির গঠন প্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজন হয়। ১৯২২ সালে এই প্রয়োজনেই পার্টি হইতে বহু সদস্যের নাম খারিজ করা হইয়াছিল। পার্টির সদস্য নির্ব্বাচন ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ নির্দ্ধারণের নূতন মান নির্দ্দিষ্ট হইল। ধ্বংসমূলক কার্য্যে সুপটুদের স্থলে প্রয়োজন হইল গঠনমূলক কার্য্যের অগ্রদূত। যোদ্ধৃভাবাপন্ন প্রচারকদের পরিবর্ত্তে প্রয়োজন হইল, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, অধ্যক্ষ, ইঞ্জিনিয়র, হিসাবরক্ষক, বাড়ীঘর কারখানা নির্ম্মাতা এবং যোগ্য শাসক। বিপ্লব তাহার গতিপথে মোড় ঘুরিল। এই নূতন শ্রেণীর মানুষ ফরমাইস মত প্রস্তুত ছিল না। ১৯২৪এ "নূতন অর্থনীতির" সময় পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৪,৪৬,০০০ হাজার। লেনিনের মৃত্যুর পর পার্টির শক্তি বৃদ্ধির জন্য "শ্রমিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত দুইলক্ষ

নূতন সদস্য গৃহীত হয়। ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর। ইতিপূর্ব্বে কোন সদস্যকে বাদ দিবার সভায়, পার্টি সদস্য নহেন, এমন শ্রমিকদিগকে সভায় উপস্থিত থাকিতে ষ্টালিন উৎসাহিত করিতেন। এখন কাহাকে পার্টির সদস্য পদের জন্য আবেদন করিতে দেওয়া হইবে, তাহা বাছাই করিবার ভাব পড়িল, সাধারণ সদস্যদের উপর। কোন রাজনৈতিক পার্টি গঠনের ইতিহাসে ইহা অভিনব। লেনিনের মৃত্যুর পর জাগ্রত নবীন ভাবাবেগ হইতে ইহার সৃষ্টি—এবং সোভিয়েট জীবনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবে ইহা স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

ষ্টালিন যখন পুনর্গ ঠনের বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের ষোল কোটি অধিবাসীর মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ৪,৪৬,০০০ জন। ইহার মধ্যে শতকরা ৪৪ জন শ্রমিক, ৩০ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী, অবশিষ্ট কৃষক ও বুদ্ধিজীবী। তখন রাশিয়ার বৃহৎ কলকারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ১৭,৮০,৫০০ শত মাত্র। ইহার মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫ জন পার্টি সদস্য। ৫ কোটি ৩০ লক্ষ কৃষকদের মধ্যে মাত্র শতকরা ০·২৬ জন পার্টির সদস্য। ষ্টালিন জানিতেন জনসংখ্যার তুলনায় পার্টির সদস্য সংখ্যা নগণ্য, তথাপি তিনি কি পার্টি কি জনসাধারণ সকলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। তিনি এই সময় পার্টির এক সভায় বলিলেন :—

'আপনারা জানেন, আমাদের পার্টির সদস্যরা সকলেই সতর্কতার সহিত বাছাই করা লোক। আমরা যে ভাবে পার্টি গঠন করিয়াছি, পৃথিবীর কোথাও তাহা সম্ভবপর হয় নাই। সাবধানতার সহিত সদস্য সংগ্রহ করার ফলেই শ্রমিকশ্রেণীর উপর আমাদের পার্টির প্রভাব অপ্রতিহত। * * * মনে রাখিতে হইবে, বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কার্য্যের সাফল্য প্রমাণ করিয়াছে যে, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জ্জোয়াদের উৎখাত করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সমাজ পুনর্গঠন করিবার শক্তিও তাহারা রাখে। এই সাফল্য হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

কমিউনিষ্টরা তাহাদের ব্যবস্থা বলপূর্ব্বক জনসাধারণকে মানিতে বাধ্য করিয়াছে। অথবা ষ্টালিন তাঁহার সিদ্ধান্ত পার্টির উপর চাপাইয়া দিয়াছেন :—ইহা নির্ব্বোধের অপসিদ্ধান্ত। ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে নহে, পার্টির সমগ্রের অভিপ্রায় ও শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াই ষ্টালিন সাফল্যলাভ করিয়াছেন। তিনি কখনও কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত স্বয়ং পার্টির সম্মুখে উপস্থিত করেন না। পার্টির নীতির দিক হইতে উপস্থিত "সমস্যা" বা "ব্যাপার" সম্পাদকরূপে তিনি পার্টির সম্মুখে পেশ করেন। তখন সিদ্ধান্ত করিবার জন্য পলিট-বুরো কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিশেষ কমিশনের সদস্যরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য সমবেত হন। পার্টির সদস্য হউন বা না হউন, বিশেষজ্ঞগণকেও আলোচনায় যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। সমবেত আলোচনার পর ষ্টালিন স্বয়ং অথবা কোন দক্ষ ব্যক্তি প্রস্তাব রচনা করেন।

ষ্টালিনের মত এই, ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্ত প্রায়শই একদেশদর্শী হইয়া থাকে। "সহজাতবুদ্ধি" তিনি বিশ্বাস করেন না। কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁহার নিকট পার্টির মস্তিষ্ক, বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত সোভিয়েট রাশিয়ার জীবন ধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারখানা-চালক, সামরিক নেতা, প্রচারক ও কর্ম্মী নরনারী নির্ব্বিশেষে পার্টি সদস্যদের সম্মিলিত শুভবুদ্ধি তাঁহার সম্পদ। এই সমষ্টিভূত শক্তিই ভ্রমপ্রমাদ হইতে ব্যক্তিবিশেষকে রক্ষা করিবে এই দৃঢ়বিশ্বাস লইয়াই ষ্টালিন সমষ্টির সিদ্ধান্তকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সফল করিয়াছেন। পার্টির উদ্দেশ্যকে, জনসাধারণের লক্ষ্যে পরিণত করিবার কর্ম্মকৌশল তিনি জানেন বলিয়াই তিনি জননায়ক।

সাধারণ শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্য জনগণকে উত্তেজিত করিয়া সংগ্রামশীল করিয়া তোলা এক কথা, আর নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলা আর এক কথা। ইয়োরোপ ও এশিয়াব্যাপী বিশাল ভূখণ্ডে বহু জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত ১৬ কোটি নরনারী—মহাযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের আঘাতে জর্জ্জরিত। অধিকাংশই অজ্ঞ, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সমাজজীবনে অনগ্রসর। ভারতের মতই, গো-মহিষ, শূকরের সহিত একত্রে জীর্ণকুটিরে বাস,—মলিন আবর্জ্জনাপূর্ণ

পল্লী ও শ্রমিক মহল্লায় ব্যাধির অবাধ রাজত্ব। শত সহস্র গৃহহারা বালক বালিকা বন্য পশুর মত পল্লী নগরে ঘুরিয়া বেড়ায়। ৫০ লক্ষের মত কারখানার শ্রমিক, বৃহৎ কলকারখানায় কাজ করিবার মত ২০ লক্ষের অধিক লোক নাই। জমিদার বিলুপ্ত হইয়াছে, বৃহৎ খামার ভাঙ্গিয়া কৃষকের মালিকানায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে আদিম যুগের যন্ত্রপাতি লইয়া আড়াই কোটি কৃষকের জীবনরক্ষার প্রাণান্তকর প্রয়াস। দুর্দ্দশার সর্ব্বশেষ স্তরে উপনীত জাতি ও দেশের মধ্যে যাহারা যন্ত্রশিল্পে, কৃষিতে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনিবার সঙ্কল্প করিলেন, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের হীনতাপঙ্ক হইতে জাতিকে টানিয়া তুলিবার দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিলেন—তাহাদের সাফল্য সম্বন্ধে ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এক কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া কাহারও আস্থা ছিল না।

সোভিয়েট সমূহ, ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিক সঙ্ঘ) ও সমবায় সমিতি এই তিনটি প্রতিষ্ঠান এই ছত্রভঙ্গ জাতির মধ্যে নূতন কর্ম্মপ্রেরণা সৃষ্টির দায়িত্ব লইল। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে ষ্টালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯২৮) উপস্থিত করিলেন। ষ্টালিনের নেতৃত্বে চালিত তরুণ কমিউনিষ্টরা সমগ্র রাশিয়ায় উৎসাহের এক বিদ্যুৎগতি সঞ্চার করিলেন। ব্যক্তিগত মুনাফার লোভহীন, সর্ব্বমানবের কল্যাণ ও উন্নতিতে বিশ্বাসী এক সহস্র শীর্ষ, সহস্রপাদ সমষ্টি মানব লক্ষ লক্ষ বাহু উদ্যত করিয়া জড় বস্তুপুঞ্জকে বশে আনিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিল। তিনটি প্রতিষ্ঠান এই সমষ্টি বাহিনীর পরিচালক; সোভিয়েটসমূহ, ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সঙ্ঘ এবং সমবায় সমিতিগুলি। সমবায় কৃষিক্ষেত্র তখনও স্থাপিত হয় নাই। সোভিয়েটের দ্বারা শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর রাজনৈতিক ঐক্য বিধানের কাজ চলিতে লাগিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে বাস্তব রূপ দিবার দায়িত্বও সোভিয়েটগুলি গ্রহণ করিল। প্রাপ্তবয়স্ক (১৮) নরনারীর ভোটে পল্লী জিলা হইতে প্রদেশ এবং বিভিন্ন রিপাবলিকগুলির প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইল। শাসন ব্যাপার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির দায়িত্ব স্থানীয় সোভিয়েটগুলি গ্রহণ করিল। স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া

সোভিয়েটগুলি প্রত্যেক নরনারীকে তাহাদের নূতন দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিল। কমিউনিষ্টরা, অ-কমিউনিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত নির্ব্বাচন যুদ্ধে সাধাবণেব ভোটে অধিকাংশ স্থলেই জয়ী হইয়া সোভিয়েটের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল—এরূপ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাশিয়ায় অভিনব। গোড়ার দিকে ভুল ত্রুটি হয় নাই এমন নহে,—কিন্তু "সাধারণ মানবেব যুগ" পৃথিবীতে তাহারাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করিল।

ট্রেড্ ইউনিয়ন বা কারখানার শ্রমিক সঙ্ঘগুলিতে যোগ দেওয়া না দেওয়ার স্বাধীনতা শ্রমিকদের আছে। শ্রমিকদের অধিকাংশই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য নহে। কলকাবখানা, খনি প্রভৃতিব পরিচালনায় ট্রেড্ ইউনিয়নের নেতা ও কর্ম্মীরা 'স্বায়ত্তশাসন' পাইলেন। ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যেরাও ট্রেড্ ইউনিয়নে যোগ দিয়া যোগ্যতা ও দক্ষতার জোরে নির্ব্বাচনে কার্য্যকরী সভাগুলির সদস্য হইলেন। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সহিত ট্রেড্ ইউনিয়ন ও কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতার ব্যবস্থা দ্বারা এক নূতন লাভেব লোভহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হইল। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের পবিবর্ত্তে সমবায় সমিতিগুলির মারফত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইল। নিরপেক্ষ ভাবে দক্ষতার সহিত সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনা করিয়া কমিউনিষ্টরা জনসাধারণের বিশেষভাবে নয়াব্যবস্থার প্রতি সন্দিগ্ধ কৃষকশ্রেণীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এই বিরাট গঠনকার্য্যে প্রয়োজন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর। বিজ্ঞানীদিগকে লইয়া "সোভিয়েট একাডেমী অফ্ সায়েন্স" গঠিত হইল এবং শিল্প ও কৃষি বিভাগের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইল। বিজ্ঞানী ও কর্ম্মীদের মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল—কৃষিকেন্দ্র, কারখানা, খনি হইতে উৎপাদন ও সামাজিক কল্যাণের সমস্যা আসিতে লাগিল। বিজ্ঞানীরা তাহার সমাধানের ভার লইলেন। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, মেধাবী ছাত্রেরা সরকারী খরচায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পাইল। কৃষিকেন্দ্র কারখানাগুলিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত হইল। রাষ্ট্র-পরিচালিত বিশাল বৈদ্যুতিক যন্ত্র হইতে

শক্তিপ্রবাহ কলকারখানাগুলিকে উন্নততর করিবার ব্যবস্থা হইল। যন্ত্রশক্তিতে অনগ্রসর রাশিয়া তাহার নেতা ষ্টালিনের কণ্ঠে শুনিল:

"আন্তর্জ্জাতিক ধনতন্ত্রের খেয়াল খুসীর উপর নির্ভরশীল কৃষিজীবী পশ্চাৎপদ রাশিয়াকে আমরা যন্ত্রশক্তিতে সমুন্নত আধুনিক দেশে পরিণত করিতে চাই। কোন পণ্যের জন্য আমরা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মুখাপেক্ষী হইব না। আমরা নির্ম্মমভাবে পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করিব, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা শ্রেণীভেদ লুপ্ত করিব। জোতদার (কুলাক) শ্রেণী বিলুপ্ত করিব, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে সমবায় কৃষিক্ষেত্র প্রবর্ত্তন করিব। আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পল্লীতে নগরে এমন ভাবে প্রবর্ত্তন করিব, যাহাতে রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদ কোনদিনই মাথা তুলিতে পারিবে না"

নূতন সভ্যতা-সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হইল। সংবাদপত্র, বেতার, বিদ্যালয় সর্ব্বত্র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা সুরু হইল। শিল্পবাণিজ্যে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক কলকৌশলের প্রচারকার্য্য চলিল। নগরে নগরে নূতন কারখানা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিদেশী মূলধন রাশিয়া পায় নাই। তবে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইল। আমেরিকা, জার্ম্মানী ও বৃটেন হইতে উচ্চহারে বেতন দিয়া ইঞ্জিনীয়র ও কলকারখানা পরিচালনে অভিজ্ঞদের আনা হইল, ইহারা সোভিয়েট শ্রমিকদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আনাড়ীর হাতে পড়িয়া অনেক যন্ত্র ভাঙ্গিয়াছে, অনভিজ্ঞতার দরুন অনেক ভুল হইয়াছে, ক্ষতিও হইয়াছে প্রচুর। তথাপি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করিল।

সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট জারের আমলের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে নাই এবং বিদেশ হইতে মূলধনও ধার করে নাই; ইহার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষোভ ও দুঃখের অবধি ছিল না। ১৯৩২ সালে যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য ঘোষিত হইল, তখন ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইতালী প্রভৃতি দেশের ধনতন্ত্রের দালাল কাগজগুলিতে ঘোষিত হইতে লাগিল,—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে, সোভিয়েট অর্থনীতি দেউলিয়া হইয়াছে। পরাজিত ও হতমান কমিউনিষ্ট পার্টি আর অধিকদিন রাশিয়ায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে

না, উহাদের শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া। এই শ্রেণীর বিদ্বেষ প্রণোদিত প্রচারকার্য্য স্বাভাবিক, কেননা ঐ সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে রাশিয়ার উন্নতির সত্য সংবাদ না জানিতে দেওয়ার মধ্যে পুঁজিবাদীদের স্বার্থ জড়িত।

১৯২৮-এর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চারি বৎসরেই গড়পড়তা ৯৩ ভাগ সাফল্য অর্জ্জন করিল। জাতীয় উৎপন্ন পণ্য ১৯২৮ হইতে ১৯৩৪-এ তিনগুণ হইল। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্কের সহিত তুলনায় ১৯৩৩ এর উৎপাদন চতুর্গুণ হইল। ১৯২৮-এ শ্রমিক-সংখ্যা ছিল ৯৫ লক্ষ, ১৯৩২-এ আসিয়া দাঁড়াইল ১ কোটি ৩৮ লক্ষে। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান কলকারখানায় ১৮ লক্ষ, কৃষিকার্য্যে ১১ লক্ষ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৪½ লক্ষ লোক নূতন কাজ পাইল। ফলে বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। বিভিন্ন কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রায় ২ গুণ বৃদ্ধি পাইল। জাতীয় রাজস্ব এই চার বৎসরে শতকরা ৮৫ ভাগ বাড়িল এবং শ্রমিকদের বেতন ৮০০ কোটি রুবল হইতে ৩,০০০ হাজার কোটি রুবলে গিয়া পৌছিল। অশিক্ষিত ও নিরক্ষর রাশিয়ায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে শতকরা ৬০ জন এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষে শতকরা ৯০ জন লিখিতে পড়িতে শিখিল। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এত বড় অভিযান ও তাহার এত দ্রুত সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই এবং ইহাকেই পুঁজিবাদীদের দালালেরা দেশ-বিদেশে কমিউনিষ্ট পার্টির ব্যর্থতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল।

শত শত কলকারখানা নবীনভাবে পুনর্গঠিত হইল। অবিশ্বাসী ও সংশয়াতুর শ্রমিক ও কৃষকেরা প্রথমতঃ বিরুদ্ধতা দেখাইলেও ক্রমে ইতিহাস-স্মরণীয় নব-নির্ম্মাণ কার্য্যে যোগ দিল। চার বৎসরে প্রায় ৫০টি নূতন সহর গড়িয়া উঠিল এবং ইহার প্রত্যেকটির অধিবাসী-সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ২ লক্ষের মধ্যে। এই সকল নূতন সহরে আলো, হাওয়া ও স্বাস্থ্যরক্ষার অতি আধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত গৃহে শ্রমিকেরা বাস করিতে লাগিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার জনসংখ্যা প্রতি তিন বৎসরে এক কোটি করিয়া বাড়িতে লাগিল। কেবল শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি

নহে, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় নূতন বিকাশ দেখা গেল। সাহিত্যিক ও লেখকগণ নূতন ভাব ও আদর্শের প্রচারক হইলেন। জাতীয় হিংস্র লোভ ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষার জন্য যেভাবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। ডাক্তাব, ইঞ্জিনিয়র, শাসক, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশে যেভাবে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর ক্রীতদাসে পরিণত হয়, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় তাহার প্রয়োজন না থাকায় তাহাবা স্বাধীনভাবে জনসেবায় প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাব এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্যে বাশিয়ার প্রধান সমস্যা—কৃষক ও কৃষিকার্য্যের সমস্যা—সম্পূর্ণরূপে সমাধান হইয়াছিল, একথা বলা যায না। শ্রমিক-সমস্যা ও কৃষক-সমস্যা এক বস্তু নহে। বিপ্লবের পর সমাজ-তান্ত্রিক পুনর্গঠন, রক্ষণশীল ও আত্মকেন্দ্রিক কৃষক সমাজের নিকট হইতে প্রবল বাধা পাইতে লাগিল। লেনিন বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, সমাজ-তান্ত্রিক পুনর্গঠনেব প্রধান বাধা এই যে, রাশিয়া মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ এবং জমির মালিক ছোট ছোট কৃষকেরা সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা ধনতন্ত্রবাদেরই পক্ষপাতী। এই বাধা দূর কবিবার জন্য ষ্টালিন অগ্রসর হইলেন। বড বড জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে কিছুই অসুবিধা হইল না, কেননা জমিদাব ও বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রের অধিকাবী বুর্জ্জোয়া শ্রেণীব মালিকানাস্বত্ব বিপ্লবেব সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছিল এবং কালের গতি বুঝিয়া তাঁহারাও নূতন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া জীবনযাত্রাব ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিকারী লক্ষ লক্ষ কৃষক তাহাদেব পুরুষানুক্রমিক মমত্ব লইয়া স্ব স্ব জমি আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল এবং কিছুতেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে সম্মত হইল না। কিছু বলপ্রয়োগ হইল, তাহাব ফল হইল বিপবীত। অতিরিক্ত উৎসাহী সাম্যবাদীরা গ্রামে গ্রামে গিয়া নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় কৃষকগণকে প্রায় ক্ষেপাইয়া তুলিল। ষ্টালিন পিছু হটিলেন। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা এবং লাভ সম্পর্কে কৃষকদের মগজে নূতন তত্ত্ব ঢুকানো কঠিন। কিন্তু এই কঠিন কার্য্য ষ্টালিনেব নিকট কঠিন মনে হইল না। তিনি বলিলেন,

কৃষকদিগকে সমাজতন্ত্রের অধীনে আনিতে হইলে তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই তাহাদের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বিলুপ্ত করিয়া বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে কলের লাঙ্গলে চাষের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কবিতে হইবে। জমিদারদের বড বড কৃষিক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। কৃষকেবা দেখিল তাহাদের প্রাচীন পন্থা অপেক্ষা এই অভিনব পন্থায় বহুগুণ অধিক শস্য উৎপন্ন হইতেছে। যাহারা ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, যাহাদের নাই বলিতে কিছুই নাই তাহারা কপাল ঠুকিয়া সর্ব্বজনীন কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিল। মধ্যশ্রেণী ও শোষক-শ্রেণী বিলুপ্ত হওয়ায় কৃষক ভূস্বামীরা কিছু সচ্ছলতার সন্ধান পাইয়াছিল। কাজেই তাহারা প্রথমতঃ নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সার্ব্বজনিক কৃষিক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিতে রাজী হইল না, কিন্তু ক্রমে তাহাদেব সন্দেহ দূর হইল। ১৯২৯ সালে শতকরা ৪ ভাগ, ১৯৩০ সালে ২৩ ভাগ, ১৯৩১ সালে ৫২ ভাগ, ১৯৩২ সালে ৬১ ভাগ ও ১৯৩৩ সালে ৬৫ ভাগ কৃষক সার্ব্বজনিক কৃষিক্ষেত্রে এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের সবিক হইল। ১৯৩৪ সালের শেষ ভাগে কৃষির উন্নতি এমন একটা অবস্থায় গিয়া পৌছিল যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট রুটি ও আটার বাঁধা বরাদ্দ বাতিল করিয়া দিলেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির সুবিস্তৃত ইতিহাস আলোচনা এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু এই বৃহৎ সাফল্যই ষ্টালিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণের গঠনমূলক প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বলা বাহুল্য ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩২—৩৭) লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। ষ্টালিন দেখিলেন সার্ব্বজনিক কৃষিক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র পাশাপাশি চলিতে পারে না। কমিউনিষ্ট পার্টি নূতন উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৯৩৫ সালে জানুয়ারী মাসেই দেখা গেল শতকরা ৮০ ভাগ জমি সার্ব্বজনিক কৃষিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং দেশে খাদ্যশস্য ও কলকারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচামালেরও প্রায় অভাব নাই।

একদিকে যেমন জনসাধারণের জীবনযাত্রাপ্রণালী উন্নত হইতে লাগিল,

অন্যদিকে কলকারখানায় কৃষিযন্ত্র, কলের লাঙ্গল এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে লাগিল। কয়লা, তেল, লোহা, তামা এবং রাসায়নিক দ্রব্যের খনিগুলিতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ চলিতে লাগিল। কয়েক বৎসরেই কলের লাঙ্গলের উৎপাদন পাঁচগুণ এবং মোটর গাড়ীর উৎপাদন আটগুণ বাড়িল। নূতন পরিকল্পনায় মোটের উপর উৎপন্ন পণ্যের সংখ্যা শতকরা ২৬৯ ভাগ বাড়িল। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কমরেড ষ্টালিন চালিত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব দশ বৎসরে যে অসামান্য সাফল্য লাভ করিল, তাহার মধ্যে যে দুশ্চিন্তার অবকাশ ছিল না, এমন নহে।

মহাযুদ্ধের পর সমষ্টিগত নিরাপত্তার নামে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রবর্ত্তন হইল তাহা শান্তিরক্ষা অপেক্ষা অশান্তির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। ভার্সাই সন্ধির অসামঞ্জস্যে ইয়োরোপে নানা আকারে অশান্তি দেখা দিতে লাগিল, জার্ম্মানী দস্যুবৃত্তির জন্য গোপনে বল সঞ্চয় করিতে লাগিল, জাপান এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযানে বহির্গত হইল। ফাশিষ্ট দল লইয়া মুসোলিনী আফ্রিকায় "রোম সাম্রাজ্য" বিস্তার করিতে লাগিলেন। নব অভ্যুত্থিত নাৎসীনায়ক হিটলারকে সম্মুখে রাখিয়া জার্ম্মানীর বণিক, জমিদার ও সামরিক অভিজাতবর্গ পুনরায় পৃথিবীতে আধিপত্য করিবার দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর উন্নতি দেখিয়া ধনতান্ত্রিকগণ চমকিত হইলেন। সমাজতন্ত্রবাদের এই আগ্নেয়গিরির পাশে নিশ্চিন্তে বাস করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অন্যদিকে সোভিয়েটের নেতারাও দেখিলেন, পরস্পর প্রতিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত লইয়া জগতের শান্তির বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। এই কারণে তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্য দিয়া অংশ গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। অনেক বিবেচনা করিয়া ইয়োরোপের বড় কর্ত্তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘে সোভিয়েট-প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোভিয়েট-প্রতিনিধি লিটভিনফ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগ দিলেন এবং প্রথমে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়কগণ অতটা অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদের ভণ্ডামীর ফলে নিরস্ত্রীকরণ

বৈঠক ব্যর্থ হইল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া তাহার শান্তিনীতিতে অটল রহিল। প্রথমে চিচেরিন এবং পরে লিটভিনফ কর্ত্তৃক সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতি সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইয়াছে। সপ্তদশ কংগ্রেসে ষ্টালিন বলিলেন, "আমরা জগতে শান্তি রক্ষায় একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে চাই, কিন্তু আমাদের চারিদিকে এমন কতকগুলি রাষ্ট্র একত্রিত হইয়াছে যাহারা পুনরায় যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিতে চাহিতেছে এবং এই ষড়যন্ত্র ও শাঠ্যের উপর আমাদের কোন হাত নাই।" অর্থাৎ আর একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যে ঘনাইয়া আসিতেছে সে সম্বন্ধে সোভিয়েট নেতারা নিঃসন্দেহ হইলেন। পূর্ব্বদিকে জাপান এবং পশ্চিমে জার্ম্মানী দুশ্চিন্তার স্থল হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরিয়ার জিহোল গ্রাস করিয়া জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় সোভিয়েট-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিল। এই সময় ষ্টালিন ঘোষণা করিলেন, "আমরা অন্য কোন দেশের এক হাত জমিও চাহি না, কিন্তু আমাদের দেশের এক যব পরিমিত ভূমিও কাহাকেও দিব না।" ইয়োরোপের পররাষ্ট্রনীতিতে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। সোভিয়েট-নেতারা বুঝিলেন, আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইবার দিন আসিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধ নানা দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। শান্তিবাদী হইয়াও সাম্যবাদী দল দেখিলেন ঐতিহাসিক নিয়তির এই অনিবার্য্য সম্ভাবনার উপর তাঁহাদের কোন হাত নাই। বিগত মহাযুদ্ধে বিদ্রোহে বিপ্লবে ইয়োরোপে যেমনভাবে ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, ভাবী যুদ্ধে তাহা অধিকতর ব্যাপক ও দূরপ্রসারী হইয়া দেখা দিবে। যাহারা সাম্যবাদ-বিরোধিতার নামে মানবের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহারাই যুদ্ধের অগ্রগতিকে অধিকতর দ্রুত করিবে।

১৯৩০-৩৩-এর জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কটের দিনে শিল্প বাণিজ্যে অতি অগ্রসর দেশগুলিতে যে সঙ্কট দেখা দিল, তাহাতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের সহিত তুলনায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬৫ ভাগ, গ্রেটবৃটেনে শতকরা ৮৬ ভাগ, জার্ম্মানীতে ৬৬ ভাগ এবং ফ্রান্সে ৭৭ ভাগ কমিয়া গেল। পক্ষান্তরে ১৯২৯-এর তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ায় পণ্য-উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়া

১৯৩৩-এ শতকরা ২০১ ভাগ বাড়িল। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও উন্নততর তাহা যেমন বুঝা গেল, তেমনি দেখা গেল জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। পূর্ব্বকথিত দেশগুলিতে শ্রমিক বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় আড়াই কোটি। ক্ষুধা, দারিদ্র্য-দুঃখে তাহারা জর্জ্জরিত হইল এবং ইহার ফলে কোটি কোটি কৃষকের কি দুর্দ্দশা হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই অর্থনৈতিক সঙ্কটে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশ এবং পরাধীন দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক স্ববিরোধিতা প্রবল হইয়া উঠিল, কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে, জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে অশান্তি অসন্তোষ নানা আকারে দেখা দিতে লাগিল।

কমিউনিষ্ট পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে ষ্টালিন বলিলেন যে, এই অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণী একদিকে ফাশিষ্ট ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমিক সংহতি দলন করিবে, অন্যদিকে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হিংস্র এবং সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিকেরা যুদ্ধ বাধাইয়া উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিবে, অথবা দুর্ব্বল জাতিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিবে। ষ্টালিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছিল।

১৯৩২ সালে যখন ইয়োরোপের শক্তিগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের ঘরোয়া অর্থনৈতিক সঙ্কটে অত্যন্ত বিব্রত ছিল, তখন জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সামরিক শক্তিতে দুর্ব্বল চীনের উপর চাপ দিতে লাগিল এবং প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াসী হইল। তথাকথিত 'স্থানীয় ঘটনার ছল' ধরিয়া জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা ন্যায়-নীতি পদদলিত করিয়া দস্যুর মত চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য চালনা করিল। জাপ-বাহিনী মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া সমগ্র উত্তর চীন জয় এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে

আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। জাপান স্বাধীনভাবে লুণ্ঠন-নীতি চালাইবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিরে চলিয়া গেল।

এই ঘটনায় উচ্চকিত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স পূর্ব্ব এশিয়ায় তাহাদের নৌ-ঘাঁটিগুলি দৃঢ় ও অস্ত্রসজ্জিত করিতে লাগিল। চীন হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করাই যে জাপানের অভিপ্রায়, ইহা গোপন রহিল না। জাপান ঐ শক্তিগুলির সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত না হইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া অতি দ্রুত সৈন্য সমাবেশ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি শক্তিশালী করায় জাপান মাঞ্চুরিয়ার উত্তরে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস পাইল না।

অর্থসঙ্কটে কেবল পূর্ব্ব এশিয়ার মত ইয়োরোপেও ধনতান্ত্রিক স্ববিরোধিতা তীব্র হইয়া উঠিল। দীর্ঘস্থায়ী কলকারখানা ও কৃষি ব্যবস্থার সঙ্কট, বিপুল বেকারসমস্যা এবং দরিদ্র শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধিত দুরবস্থা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত করিল। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাব লক্ষ্য করা গেল। বিগত মহাযুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত জার্ম্মানীতেই এই অবস্থা উগ্র হইয়া উঠিল। এংলো-ফরাসী বিজেতার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ জোগাইতে হৃতসর্ব্বস্ব জার্ম্মানী অর্থনৈতিক সঙ্কটে অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িল। শ্রমিক শ্রেণী স্বদেশের শাসক ও শোষক এবং বৃটিশ ও ফরাসী বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর দাবী—এই দুই চাপে পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা গেল ১৯৩২ সালে জার্ম্মান জনসাধারণ রাইখ্‌ষ্ট্যাগের নির্ব্বাচনে জার্ম্মান কমিউনিষ্ট পার্টিকে ৬০ লক্ষ ভোট দিয়াছিল। জার্ম্মান বুর্জ্জোয়া শ্রেণী এই ঘটনায় বুঝিলেন যে, বিপদের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। জার্ম্মানীর সোশ্যাল ডিমোক্রাট দল স্থির করিলেন শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে হইবে। অন্যথায় তাহারা বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সহিত যোগ দিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে অনর্থ ঘটাইতে পারে। অন্য দিকে জার্ম্মানীর ধনিক ও সামরিক অভিজাত শ্রেণী তথাকথিত পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ

হইয়া উঠিলেন এবং জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার হরণ করিয়া বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদী ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন। এইরূপ একটা ভীতিমূলক শাসন ব্যতীত শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ দমিত হইবার নহে। জার্ম্মান ধনিক শ্রেণীর আর একটা সুবিধা ছিল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর চিত্তে মহাযুদ্ধের পরাজয়ের অপমান-বেদনা এবং তাহার প্রতিশোধ স্পৃহা। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে আক্রোশ এবং তাহার সংশোধনের দাবী লইয়া ফাশিষ্ট বা নাৎসী দল প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। জনসাধারণকে ধাপ্পা দিবার জন্য এই দল "জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল" এই নাম গ্রহণ করিল। এই দলকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু ও বিরোধী জার্ম্মান ধনিক ও অভিজাত সামরিক শ্রেণী মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। জাতীয় গৌরব-বুদ্ধি লইয়া জাগ্রত শিক্ষিত নিম্ন মধ্যশ্রেণীর উপর এই দল প্রভাব বিস্তার করিল। যাহাদের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল সেই সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির নেতাগণ শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃতঘ্নতা করিয়া গোপনে নাৎসী দলের সহিত আপোষ করিতে লাগিলেন। ১৯৩৩ সালে জার্ম্মান নাৎসী দলের সাফল্যের কারণ এই।

জার্ম্মানীর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া সপ্তদশ কংগ্রেসে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন, "জার্ম্মানীতে ফাশিজম্-এর সাফল্যের কারণ কি? কেবল শ্রমিক শ্রেণীর দুর্ব্বলতা নয়। সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক দল কর্ত্তৃক শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়, যদিও ঐ দল ফাশিজম্ এর পথ প্রস্তুত করিয়াছে। আসল কারণ বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মৌলিক দুর্ব্বলতা। পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির পুরাতন উপায়ে বুর্জ্জোয়া শ্রেণী শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেছিল না এবং বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র এই অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদী উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।"

এই সন্ত্রাসবাদের সূত্র ধরিয়াই জার্ম্মান নাৎসীরা তাহাদের ঝটিকাবাহিনী লইয়া দেশময় ভীতির বিভীষিকা সৃষ্টি করিল। গুপ্তহত্যা, ভদ্রব্যক্তিদের অতর্কিত লাঞ্ছনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। পুলিশ এই অরাজক অত্যাচার দমন করিবার কোন উৎসাহ দেখাইল না। সাহস পাইয়া নাৎসীরা

রাইখ্‌ষ্ট্যাগ গৃহ দগ্ধ করিল, শ্রমিক সঙ্ঘগুলি দমন করিবার জন্য বর্ব্বর অত্যাচার সুরু করিল, অবশেষে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলুপ্ত করিল। পররাষ্ট্রনীতিতে তাহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল এবং প্রকাশ্য ভাবে ভার্সাই সন্ধি বাতিল করিবার জন্য এবং ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ভৌগলিক সীমা জার্ম্মানীর সুবিধামত রদবদল করিবার জন্য যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইল। এইভাবে ইয়োরোপের কেন্দ্রস্থলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ রোপিত হইল এবং অতি বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত উহা ফলে পুষ্পে সুশোভিত হইল।

স্বাভাবিকরূপেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনায় সতর্ক সাবধানতা অবলম্বন করিল এবং পশ্চিম ইয়োরোপের ঘটনাবলীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করিতে অগ্রসর হইল।

পশ্চিম ইয়োরোপের তথাকথিত শান্তি ঘোষণা স্বাভাবিকরূপেই সোভিয়েট নেতাগণ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা পররাষ্ট্রনীতিতে শান্তির পথ ধরিয়াই চলিলেন। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা হইলে তাহা কোন দেশকে অব্যাহতি দিবে না, ইহা বুঝিয়াই সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সমরসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন। যুদ্ধ যেখানে যাইবে ঐতিহাসিক অনিবার্য্য নিয়তির মত বিপ্লবও সেখানে যাইবে—প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে ইহাই দেখা গিয়াছে। জার্ম্মান সমর নায়কগণ মানব সভ্যতার অগ্রগতি রোধ করিতে গিয়া উহাকে অধিকতর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের বিজয় অভিযানের সাফল্যে কমিউনিষ্ট পার্টি আত্মহারা হইলেন না। কেননা রাশিয়ার অভ্যন্তরে সম্পত্তিহীন ধনী সমাজের বংশধরগণ পূর্ব্বাধিকার ফিরিয়া পাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। ইহাদিগকে ঘিরিয়া তথাকথিত ভদ্রসমাজ সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন করিয়া অসন্তোষ প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এই গোপন ষড়যন্ত্রকারীরা রাশিয়ার বাহিরে সাম্যবাদের শত্রু নাৎসী ফাশিষ্টদের সহায়তা প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। অথচ মুখে কমিউনিষ্ট পার্টির অপরিমিত প্রশংসা ইহারা সর্ব্বদাই করিতেন।

সপ্তদশ কংগ্রেসে বুখারিন, রয়কফ্, টোমস্কি অনুতাপপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির প্রশংসায় গগন বিদীর্ণ করিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাঁহাদের আন্তরিকতাহীন বক্তৃতাগুলির চাতুরি ধরিয়া ফেলিল। দলের সাফল্যে অতিরিক্ত গুণকীর্ত্তন অপেক্ষা সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতিতে আত্মনিয়োগই সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য। এই কংগ্রেসে ট্রট্স্কী-পন্থী জিনোভিফ, কামেনফ অতীতের ভুলের জন্য নিজেদের ধিক্কার দিলেন এবং পার্টির সমুচ্চ প্রশংসা করিলেন। এই সকল নেতার বিরক্তিকর আত্মনিন্দা এবং পার্টির কৃত্রিম প্রশংসার অন্তরালে মলিন ও ভয়ব্যাকুল বিবেককে ঢাকিবার প্রয়াস প্রচ্ছন্ন রহিল না। তবে কমিউনিষ্ট পার্টি তখনও বুঝিতে পারে নাই যে, যাঁহারা কংগ্রেসে আসিয়া এইরূপ বিনয়পূর্ণ বক্তৃতা করিতেছেন তাঁহারাই কমরেড কিরোভকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর কমরেড কিরোভ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আততায়ী হাতে হাতে ধরা পড়ে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, জিনোভিফ-চালিত লেনিনগ্রাদের সোভিয়েট-বিরোধী গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী দলের সদস্য এক যুবক প্ররোচিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে। কিরোভ পার্টির মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং লেনিনগ্রাদের শ্রমিক শ্রেণী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। কিরোভের হত্যাকাণ্ডে রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে তীব্র রোষের সৃষ্টি হইল। সোভিয়েট পুলিশ ঘটনার সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, ১৯৩৩ সাল হইতেই প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দল সাম্যবাদী নেতাদিগকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এই দল বৈদেশিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইতে রীতিমত অর্থসাহায্য পাইতেছে। অথচ এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের নেতারা নিরীহ ভালমানুষ সাজিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেই রহিয়াছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ আদালতে এই সকল সদস্যের প্রকাশ্য বিচার হইল এবং তাহারা চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই "মস্কো কেন্দ্রের প্রতি-বিপ্লবী দলের গুপ্ত প্রতিষ্ঠান" আবিষ্কৃত হইল। প্রাথমিক তদন্ত এবং প্রকাশ্য বিচারে দেখা গেল যে, জিনোভিফ্, কামেনফ্, জেফ্ডোকিমফ্ প্রভৃতি নেতারা তাঁহাদের অনুচর-

দিগকে কি ভাবে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদিগকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। অথচ কিরোভের হত্যাকাণ্ডের পর এই জিনোভিফ্, কামেনফ্ই বিলাপে পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন এবং তীব্র ভাষায় প্রতিশোধ দাবী করিযাছিলেন।

আদালতে আসামীব কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া জিনোভিফ্, কামেনফ্ তাঁহাদের অপরাধ স্বীকার করিলেন, কিন্তু ট্রট্স্কীর সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহারা যে ফাশিষ্ট দলের গুপ্তকার্য্য করিতেছেন ইহাও গোপন রাখিলেন। কিবোভের হত্যাকাণ্ডেব পর এই সকল বিশ্বাসঘাতক নেতার ষড়যন্ত্র আবিষ্কাব ও জনসাধারণের নিকট তাহা প্রমাণ করিতে এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আদালতে যখন প্রামাণ্য দলিলাদি উপস্থিত কবা হইল তখন দেখা গেল যে, এই ষড়যন্ত্র নেতৃবৃন্দকে হত্যা করিয়া ক্ষমতা অধিকারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্ষমতার লোলুপতা ইহাদিগকে বৈদেশিক গভর্নমেণ্টের গুপ্তচরে পরিণত করিয়াছিল। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা কোন গভর্নমেণ্টই ক্ষমা বা উপেক্ষা করিতে পারেন না। ১৯৩৬ সালে মস্কৌ সহরে এই ইতিহাস-স্মরণীয় ষড়যন্ত্র মামলার বিচাব হইল। বিচারে প্রমাণ হইল যে, উহারা জাপান এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত গভীব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলেই তাহারা নাৎসী ফাশিষ্টদের সহিত যোগ দিয়া সোভিয়েট গভর্নমেণ্টেব পবাজয়ের সহায়তা করিবে।

ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতায় ও গভীরতায় কমিউনিষ্ট পার্টির চমক ভাঙ্গিল। কেন্দ্রীয় কমিটি দলের সমস্ত সঙ্ঘের নিকট কিরোভের হত্যাকাণ্ডের পর এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন।

(১) "সুবিধাবাদীব মূঢ় সন্তোষ লইয়া যদি আমাদের মধ্যে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইয়া থাকে যে, আমরা যতই শক্তিশালী হইতেছি আমাদের শত্রুরা ততই নিরীহ ভালমানুষ হইতেছে—তাহা হইলে উহা অবিলম্বে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই মতবাদ ভ্রান্ত। আমাদের শত্রুরা ক্রমে ক্রমে সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে এবং পরিণামে খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদী হইবে এরূপ প্রত্যাশা

করা বামপন্থী বৈপ্লবিকদের পক্ষে অন্যায়। বলশেভিকদের সাফল্যের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া সুখ-শয্যায় নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। আমাদের সন্তোষের পরিবর্ত্তে সাবধান হইতে হইবে। বলশেভিক বিপ্লবীর চরিত্রগত সতর্কতা সজাগ রাখিতে হইবে। ইহা কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুরা যতই নিরাশ হইবে ততই মরিয়া হইয়া তাহারা সোভিয়েটশক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করিবে। অতএব আমাদের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

(২) "পার্টির সদস্যদিগকে পার্টির অতীত ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে এবং আমাদের পার্টির বিরোধী ক্ষুদ্র বৃহৎ দলগুলির অতীত কার্য্যকলাপ উত্তমরূপে প্রত্যেককে জানিতে হইবে। তাহাদের আক্রমণপদ্ধতি তাহাদের কৌশল কিরূপ ছিল এবং কি উপায়ে আমাদের পার্টি ঐসকল কৌশল ব্যর্থ করিয়াছে এবং প্রতি-বিপ্লবী দলকে আমরা কি ভাবে পরাজিত করিয়াছি—তাহার খুঁটিনাটি তথা প্রত্যেক সদস্যকে জানিতে ও জানাইতে হইবে। অতীতের প্রতি-বিপ্লবী দলগুলি এবং বর্ত্তমানে সাম্যবাদ-বিরোধী যে সকল দল রাশিয়ায় আছে, তাহাদের ইতিহাস ও কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে সমস্ত খবর রাখিতে হইবে। এক কথায়, আমাদের পার্টির প্রত্যেক সদস্য দলের ইতিহাস নিপুণভাবে পাঠ ও আলোচনা করিবেন।"

এই সময় হইতে কমিউনিষ্ট পার্টির পুনর্গগঠন সুরু হইল। অবিশ্বাসীদিগকে দল হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। ১৯৩২-এর ২৫শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার কঠোর নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তন করিলেন। যাহাকে-তাহাকে সদস্য করা নিষিদ্ধ হইল। কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সদস্য সংগ্রহ চলিতে লাগিল। পার্টির মধ্যে বিশ্বাসঘাতক প্রতি-বিপ্লবীরা প্রবেশ করিতে না পারে এবং যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট তাহারা যাহাতে উপযুক্ত শাস্তিলাভ করে সে জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিশ্ব-বিপ্লব ও ষ্টালিন

বিশ্ব-বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া ষ্টালিন ও ট্রট্স্কীর মতভেদের বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। মার্ক্সবাদের দার্শনিকরা চুলচেরা বিচার করিয়াছেন; ঔপন্যাসিক সাংবাদিকেরা কত চমকপ্রদ কাহিনীর উপর বড় বড় শিরোনামা দিয়াছেন। "ষ্টালিন—প্রবীন বলশেভিক এবং লেনিনের বন্ধুদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন" প্রভৃতি লোমহর্ষক কাহিনী সেদিন পর্য্যন্ত লোকে বিশ্বাস করিয়াছে। সমসাময়িক ঘটনা হইতে আমরা বহু দূরে সরিয়া আসিযাছি—এখন অনুদ্বিগ্নচিত্তে বাস্তব ইতিহাস আলোচনা করা সহজ হইয়াছে।

১৯১৭-২৪ সাল পর্য্যন্ত ষ্টালিন ও ট্রট্স্কীর মতভেদ মাঝে মাঝে বিশেষ ঘটনা লইয়া দেখা দিয়াছে—কিন্তু উহা সাময়িক ব্যাপার। এইকালে উভয়েই রুশ বিপ্লব বনাম বিশ্ব-বিপ্লব লইয়া কোন ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। উভয়েই নিজেদের মার্কসের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং স্বীয় ধারণানুযায়ী মার্কসবাদ ব্যাখ্যা করিতেন। মার্কস কি বলিয়াছেন—তর্কের প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা ছিল না, নেতারূপে মার্কসীয়-নীতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ লইয়াই মতভেদ দেখা দিত।

প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হইতেই লেনিন ষ্টালিন এবং বলশেভিক পার্টি রুশ-বিপ্লবের রশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন। ১৯১৭র নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের পর সকলেই স্বাভাবিকরূপে সমগ্র ইয়োরোপে বিপ্লব দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, হুঙ্গারীতে স্বল্পস্থায়ী বলশেভিক শাসন বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল, জার্ম্মান বিপ্লব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া উইমার শাসনতন্ত্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। ১৯২৩ সালে "কমিউনিষ্ট ইন্‌টারনাশ্যানালের" নেতা জিনোভিফ্, বুখারিন ও ট্রট্স্কী নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন, জার্ম্মান প্রোলেটারিয়েট বিপ্লবের জন্য

প্রস্তুত হইয়াছে। জার্ম্মান কমিউনিষ্ট পার্টিকে পরামর্শ দিবার জন্য কমিনটার্নের পক্ষ হইতে রাডেক প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বিপ্লব পরাজিত হইল, তিনি ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতি উৎসাহী বিপ্লবীও দেখিতে পাইলেন, ইয়োরোপে বিপ্লবের গতি ভাটার দিকে—কতদিনে যে জোয়ার আসিবে কে জানে।

ষ্টালিন ১৯১৪ সালের পূর্ব্বেই বলশেভিক পার্টির প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বপদ পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি পররাষ্ট্রনীতি লইয়া কদাচিত আলোচনা করিয়াছেন। ১৯২৪ সালে "লেনিনবাদ" গ্রন্থে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনি তাঁহার সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করেন। লেনিনের চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী রূপে তিনি সহকর্ম্মী ও সাধারণভাবে পার্টির জন্য তাঁহার গুরুর শিক্ষা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁহার 'লেনিনবাদ' গ্রন্থখানিতে পররাষ্ট্র-নীতি বা বিশ্ব-বিপ্লব সম্পর্কে তাঁহার তৎকালীন মতবাদ প্রকাশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—"কেবলমাত্র একটি দেশে বুর্জ্জোয়াদের উৎখাত করিয়া সর্ব্বহারাশ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। নিজেদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃষকশ্রেণীর সহযোগিতা লাভ করিয়া বিজয়ী সর্ব্বহারাশ্রেণীকে নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার অর্থ কি এই যে, এই কার্য্য দ্বারা বিজয়ী সর্ব্বহারাশ্রেণী সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত জয়লাভে সক্ষম হইবে? ইহার অর্থ কি এই যে, কেবলমাত্র একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী অপরের সাহায্য ব্যতীত নিশ্চিতরূপে সমাজতন্ত্রবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, যাহা বাহিরের হস্তক্ষেপ এবং পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ? না, নিশ্চয়ই নহে। বিপ্লবকে এমনভাবে জয়যুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বত্র না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি দেশে, উহার প্রয়োজন। এই কারণে যে দেশে বিপ্লব জয়ী হইয়াছে, সে দেশের কর্ত্তব্য অন্যান্য দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং বিপ্লব সমর্থন করা। এই কারণেই যে দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হইয়াছে, তাহারা নিজেদের সয়ম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করিবে না, বরং পরিপূরকরূপে মনে করিবে। অন্যান্যদেশের সর্ব্বহারাশ্রেণীর বিজয়কে নিকটতর করিবার দায়িত্ব তাহাদের।"

ষ্টালিনের মতে "বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং সমর্থন" করা, পরিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। একজন মার্কসপন্থীরূপে তিনি একথা কখনও বলেন নাই যে, সকলরকম অবস্থার মধ্যেই সর্ব্বদা, অন্য কোন দেশের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে সাহায্য করিবার জন্য বিপ্লবী রাশিয়া লালপল্টন প্রেরণের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু সম্ভবপর উপায়ে অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে সাহায্য করার তিনি পক্ষপাতী। জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে যে স্ববিরোধিতা রহিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্ব্বলতম অংশ বাছিয়া লইতে হইবে।

১৯১৯-এর মার্চ্চ মাসেই, আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরূপে লেনিন, ট্রট্স্কী, বুখারিন, জিনোভিফ্ উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক ভাঙ্গিয়া পড়ার পরেই লেনিন "সুবিধাবাদ হইতে মুক্ত" আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টি গড়িবার প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে উৎসাহের সঞ্চার হইল—তাহার ফলে কাজ সহজ হইল। বলা হয় আন্তর্জ্জাতিক কমিনটার্ন, রাশিয়ার পররাষ্ট্রদপ্তরের একটি শাখা মাত্র। ইহা ভ্রান্ত অপবাদ। রাশিয়ার বিপ্লব না হইলেও, এরূপ একটি সঙ্ঘগঠনের পরিকল্পনা লেনিন কার্য্যে পরিণত করিতেন। বলশেভিক পার্টির সাফল্যের ফলে ইয়োরোপ ও অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল হওয়ায় কাজ সহজ হইল। ষ্টালিন দ্বিধাহীন চিত্তে লেনিনকে সমর্থন করিলেন।

১৯১৯-এ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ চলিয়াছে, তখন আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোন মুখ্য প্রশ্ন ছিল না। যুদ্ধের অবসানে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি কি রূপ লইবে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি ভাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে—এ বিষয় লইয়া তখন কোন আলোচনাই হয় নাই। সোভিয়েটের পররাষ্ট্রদপ্তর গঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে ১৯১৯ সালে লেনিনগ্রাদের স্মোলনি ইনস্টিটিউটে প্রথম আন্তর্জ্জাতিক কমিনটার্নের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে তৎকালে উপস্থিত কতিপয় বিদেশী সমাজতন্ত্রী এবং

বলশেভিক পার্টির বিশিষ্ট নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে কতকগুলি সাধারণ ঘোষণা এবং কমিনটার্ন গঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৯২০এর জুলাই-আগষ্ট মাসে হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশটি দেশের সমাজতন্ত্রীরা—পার্টি বা ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম বৈঠক হয় লেনিনগ্রাদের এক রঙ্গশালায়, দ্বিতীয় বৈঠক বসে ক্রেমলিনের সেণ্ট এন্‌ডরুজ হলে। রুশ বিপ্লবের সাফল্য দেখিয়া নানা দেশের সমাজতন্ত্রীরা কৌতূহলী হইয়া যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের বৈপ্লবিক বাণী বৃটিশ ও জার্ম্মানীর শ্রমিক সমাজকে নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই—মার্কিন আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের তখনও শৈশবাবস্থা। দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকভুক্ত গণতন্ত্রী ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে এই সম্মেলনে আহ্বান করা হয় নাই।

ইতালী, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগারিয়া এবং রুমানিয়ার প্রধান সমাজতন্ত্রী দলগুলি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লেনিন দাবী করিলেন, (যেমন বলশেভিক পার্টি গঠনের সময় তিনি করিয়াছিলেন) কমিনটার্নের সদস্যগণকে উচ্চতর বৈপ্লবিক আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ বহুমতের সমন্বয়ে গঠিত সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য থাকা চলিবে না। দ্বিতীয় কংগ্রেসে আলোচনামুখে সকলেই স্বীকার করিলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। কমিনটার্নের প্রথম সভাপতি জিনোভিফ্‌ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন, এক বৎসরের মধ্যে না হইলেও দুই বৎসরের মধ্যে ইয়োরোপে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিবে। কংগ্রেসে কেহ তাঁহার প্রতিবাদ করিলেন না। লেনিন রুশ-বিপ্লবের পর আরব্ধ নবযুগের লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করিলেন। তিনি বিশ্ব-বিপ্লবের কোন সুনির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করিলেন না। বরঞ্চ তিনি বলিলেন বর্ত্তমান সঙ্কট ধনতন্ত্রীদের পক্ষে একেবারে নৈরাশ্যজনক নহে। লেনিনের বিশ্লেষণ এই :

"সম্পূর্ণরূপে নৈরাশ্যজনক কোন অবস্থা হইতে পারে না। বুর্জ্জোয়াদের আচরণ আজ মরিয়া হইয়া ওঠা ধৈর্য্যহীন দস্যুর মত। ইহারা ভুলের পর ভুল করিয়া সঙ্কটকে তীব্র করিয়া তুলিতেছে এবং নিজেদের পতনকে নিকটতর

করিতেছে। ইহা সত্য। কিন্তু কেহ 'প্রমাণ' করিতে পারেন না যে, বুর্জ্জোয়াদের কোন কোন সংখ্যালঘিষ্ট শ্রেণীকে কিছুটা সুবিধা দিয়া প্রতারণা করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। অথবা বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন দমন, অথবা নির্য্যাতীত ও শোষিত জনগণের অভ্যুত্থান পিষিয়া ফেলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। 'চরম' নৈরাশ্যময় অবস্থা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা পাণ্ডিত্য প্রকাশ এবং বাঁধাবুলি বিস্তার করা মাত্র। এরূপ প্রশ্নগুলির প্রকৃত 'প্রমাণ' অভিজ্ঞতা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। সমগ্র জগতের বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রগুলি বৃহত্তম বৈপ্লবিক সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এখন বৈপ্লবিক দলগুলিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শ্রেণী-চেতনা আছে, উপযুক্ত সংগঠনী শক্তি আছে, শোষিত জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ট যোগ আছে। এবং এই সঙ্কটের সুবিধা গ্রহণ করিয়া বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিবার মত দৃঢ় সঙ্কল্প ও কুশলতা আছে। আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট কংগ্রেসে আমাদের সম্মিলিত হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই 'প্রমাণ' প্রস্তুত করা।"

এই কংগ্রেসের মুখ্য কথা এই, যুগপৎ বিভিন্ন দেশে অভ্যুত্থানের কোন সম্ভাবনা নাই। তবে বিপ্লবের শক্তি বাড়িতেছে। সর্ব্বহারা শ্রেণীর ডিক্টেটরী এবং সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পবিচালনেব সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হইবে। ইহাও স্থির হইল যে, আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বিশ্ব-বিপ্লবের কেন্দ্রসংহত নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

১৯২১এর তৃতীয় কংগ্রেসে স্থির হইল :

"আন্তর্জ্জাতিক প্রতি-বিপ্লবীদের যৌথশক্তি (ফ্রণ্ট) ভাঙ্গিবার জন্য, কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের সমষ্টিভূত শক্তিকে ব্যবহার করিবার জন্য, বিপ্লবের জয়কে নিকটতর করার জন্য, বৈপ্লবিক সংঘর্ষের আন্তর্জ্জাতিক নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য—আমরা সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া উদ্যমশীল হইব। ইহার জন্য রাজনীতির দিক হইতে প্রথম প্রয়োজন কমিনটার্নের বিভিন্ন অংশগুলিকে একটি সঙ্ঘের মধ্যে কেন্দ্র-সংহত করা। সুবিধাবাদী সুলভ 'স্বাতন্ত্র্যের শাঠ্যকে' প্রশ্রয়

না দেওয়া এবং কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি রাজনৈতিক সঙ্ঘে পরিণত করা। দেশভেদে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, অবস্থাভেদে সংঘর্ষের প্রকৃতি, শত্রুর শক্তি এবং বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সামর্থ্য ও সংগ্রামের ক্ষমতা প্রভৃতির পার্থক্য সম্পর্কে কংগ্রেস সচেতন। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রামশীল নেতৃত্বের ঐক্যবিধানের আমরা যতই নিকটবর্ত্তী হইব ততই কমিনটার্নের অনুমোদিত কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকেও সংঘগঠনের দিক হইতে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে হইবে।”

১৯২৫ সালে যখন ষ্টালিন আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্টএব নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন বিশ্ব-বিপ্লবে ভাটার টান ধরিয়াছে। তিনি তখন বিপ্লবের অগ্রদূতদের শিক্ষাদান এবং কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত—যে কোন দেশে সময় আসিলেই যাহাতে তাহারা সুযোগ গ্রহণ কবিতে পারে তাহার জন্য প্রস্তুতি, রাশিয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব মধ্যেই তাহাব চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল না, জগতেব অন্যান্য বাজনৈতিক দলের গতি প্রকৃতিও তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ কবিতেন। তিনি বক্ষী পবিবেষ্টিত হইয়া নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে নির্জ্জনে বাস কবেন—ইহা সাংবাদিকদেব উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। ট্রট্স্কী বিদেশী সাংবাদিক দেখিলেই আনন্দে অভ্যর্থনা করিতেন, বড় বড বিবৃতি দিতেন, কিন্তু ষ্টালিন এই শ্রেণীব সুলভ ঘোষণা হইতে দূবে থাকেন, তাঁহাব সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার। এই কাবণেই নিবাশ সাংবাদিকেরা নানা আজগুবী কাহিনী বটাইত, অর্দ্ধ শিক্ষিত ষ্টালিন বুদ্ধিমান বিদেশীদের এডাইয়া চলেন, এমন কথাও অনেক ইঙ্গ-মার্কিন বিজ্ঞ সম্পাদক বটাইয়াছেন।

লেনিনেব দায়িত্বভার লইয়া ষ্টালিনেব তখন মবিবার অবসর নাই। তিনি তখন শৃঙ্খলাব সহিত নিয়মিত কাজ করিতেছেন। রাশিয়াব কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরখানায তাঁহাব বসিবাব ঘবখানি আডম্বরহীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত। এক কোণে একটি বড টেবিলের সম্মুখে বসিয়া তিনি সারাদিন কাজ করেন, কোন দিন বা রাত্রি গভীব হইয়া যায়। ঘরের অন্যদিকে একখানি লম্বা টেবিল, প্রায় ১৫।১৬ খানি চেয়ার, পোলিট-বুবোর সদস্যদের বসিবার স্থান।

দেয়ালে মার্কস্ ও লেনিনের বৃহদায়তন চিত্র। কাজের চাপে কখনও তাঁহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠে না, স্বভাবতঃই তিনি ধীর ও শান্ত। যদি তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে সেক্রেটারীয় নির্দ্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না, যদি ভাল লাগে তাহা হইলে তিনি কথাবার্ত্তা চালাইয়া যান, সেক্রেটারীকে সময়ের তালিকা নূতন করিয়া লিখিতে হয়। পার্টির দাবী মিটাইবার জন্য তাঁহার বহু সময় ব্যয় করিতে হইত।

এই দপ্তরখানায় বসিয়া তিনি তাঁহার প্রভাব ও নির্দ্দেশ জগতের নানা কেন্দ্রে প্রেরণ করেন, দূর দূরান্তর হইতে সংবাদ অনুরোধ, অভিনন্দন ও দাবী আসিতে থাকে। মাঝে মাঝে কাজ ফেলিয়া তাঁহাকে কমিনটার্নের সদর দপ্তরে পরামর্শ দিতে যাইতে হয়। মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের জন্য বলশী থিয়েটারে অভিনয় দেখেন। অধিক রাত্রে সহরের উপকণ্ঠে নিজের ছোট বাড়ীতে যান, প্রভাত না হইতেই ক্রিমলিনে ফিরিয়া আসেন।

সরকারী বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন রিপাবলিকের, ট্রেড্ ইউনিয়নের, কলকারখানার, সৈন্যবিভাগের এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট নেতাদের সহিত প্রতিদিন কত পরামর্শ ও আলোচনা করিতে হয়। রাত্রে পরদিনের সমস্যা ভাবিতে হয়, দূরপ্রসারী কর্ম্মপন্থা চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু কখনও তিনি কর্ম্মক্লান্ত নহেন, অতি শ্রমেও সদাপ্রফুল্ল হাস্যময়! কি রাশিয়ার ব্যাপারে, কি আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায়, তিনি কখনও সমষ্টির পরামর্শ ব্যতীত একক কোন সিদ্ধান্ত করেন না। কমিনটার্ন-ভুক্ত বিভিন্ন পার্টির নেতারা একাধিকবার বলিয়াছেন, সঙ্কটের সময় তাঁহারা নিজেদের দপ্তরে বসিয়া সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা ষ্টালিনের সম্মুখে আলোচনা করা অধিক পছন্দ করিতেন।

কমিনটার্ন অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব যখন ষ্টালিন গ্রহণ করিলেন, তখন, "ধনতন্ত্র আংশিকভাবে ধাক্কা সামলাইয়া" (ষ্টালিনের ভাষায়) লইয়াছে। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির সম্মুখে চারিটি মুখ্য কর্ত্তব্য উপস্থিত করিলেন। (১) বিশ্ব-বিপ্লবের জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা; (২) শ্রমিকশ্রেণীর আত্মরক্ষামূলক সংঘর্ষের জন্য "মিলিত ফ্রণ্ট" গঠন

করা,—যাহার সাহায্যে তাহাদের বেতন, কাজের সময়, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি রক্ষার চেষ্টা করিবে। (৩) ঐ একই উপায়ে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের সমাজতন্ত্রী ডিমোক্রাট নেতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং তাহাদের প্রভাব বিনষ্ট করার চেষ্টা করা ; এবং (৪) রাশিয়ার কমিউনিষ্ট-পার্টির আদর্শে, অন্যত্র কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে গড়িয়া তোলা, এবং ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক সংঘর্ষ পরিচালনের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলা।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মী, নেতা ও প্রচারকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কেন্দ্রীয় দপ্তরখানায় বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ এবং তাহা লইয়া গবেষণার ব্যবস্থা হইল। এইখানেই মস্কোএ আগত বিদেশী শ্রমিক নেতা, কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য, সমবায় সমিতির প্রতিনিধি এবং সাংস্কৃতিক সমিতির সদস্যদের সহিত তিনি দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। কমিনটার্ন প্রকৃতপ্রস্তাবে আন্তর্জ্জাতিক কর্ম্ম-পরিষদ রূপে গড়িয়া উঠিল। ১৯২৫এর পর ১৯২৮ পর্য্যন্ত কোন আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয় নাই। ষ্টালিন দেখিলেন, জগতের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে অতএব কমিনটার্নকেও তাহার কর্ম্মধারা পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পশ্চাতে ফেলিয়া সমাজতান্ত্রিক পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। অবশিষ্ট জগতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গা-ঝাড়া দিয়া ১৯১৪র উৎপাদন ছাড়াইয়া গিয়াছে। উৎকৃষ্টতর উৎপাদন প্রণালী, পুঁজিবাদীদের সঙ্ঘবদ্ধ একচেটিয়া কারবার এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারে উৎপাদন যত বাড়িতেছে, দুনিয়ার বাজার ততই সঙ্কুচিত হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জল্পনাকল্পনা চলিতেছে, সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করিবে এমন জনরবও প্রচারিত হইতেছে। ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বত্র অসন্তোষ। সাম্রাজ্যবাদের অধীন বা প্রভাবিত চীনে ও ভারতে গণ-আন্দোলন তীব্র। চীনে বিপ্লব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ার পর ডিক্টেটর চিয়াংকাইশেক হাজার হাজার বিপ্লবীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়াছেন। ভারতেও ক্রমবর্দ্ধিত গণ-আন্দোলনের সহিত দমননীতির সংঘর্ষে

অসন্তোষ গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। ধনতন্ত্রের সম্মুখেও সঙ্কট ঘনাইয়া আসিয়াছে—১৯৩০-৩১-এর জগদ্ব্যাপী বাণিজ্য-সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯২৮এর কমিনটার্নের বৈঠকে স্থির হইল, সাম্রাজ্য-বাদীদের সামরিক শক্তি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সন্নিবেশ করিবার আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। * * * সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করিতে হইবে ···চীন বিপ্লব ও সোভিয়েট রাশিয়াকে সমর্থন করিতে হইবে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামশীল ঐক্য গড়িতে হইবে। সোশ্যাল ডিমোক্রাট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রত্যেক কমিউনিষ্ট পার্টিকে, দেশের অবস্থা বুঝিয়া নির্দ্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া হইল। কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি কাযতঃ আত্মরক্ষামূলক কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিল। শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগঠন কোন দেশেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই কংগ্রেসে ষ্টালিন স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মলোটভ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার মারফৎ ষ্টালিন পরামর্শ দিয়াছেন। ইহার সাত বৎসর পর ১৯৩৫ সালে পরবর্ত্তী কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কিন্তু এই কয় বৎসর বিভিন্নদেশের প্রধান প্রধান পার্টির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিনটার্নের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরা স্থায়ীভাবে মস্কৌএ থাকিতেন এবং এই স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতিই পৃথিবীর সর্ব্বত্র কমিউনিষ্টদিগকে নির্দ্দেশাদি দিতেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্যে সাত বৎসর ব্যবধান। এই সাত বৎসরে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন নূতন ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার দুইটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাহার শক্তিকে সংহত ও বিস্তৃত করিতেছে। ধনতান্ত্রিক জগত ইতিহাসের বৃহত্তম অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছে। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় অভিযান করিয়াছে, চীনের কমিউনিষ্টরা চিয়াংকাইশেকের অনুদার শাসননীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। জার্ম্মানীতে নাৎসীরা ক্ষমতার আসনে বসিয়া সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মুসোলিনী

আবিসিনিয়ায় রোমসাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। ইতালী, জার্ম্মানী ও জাপান (অক্ষ শক্তি) রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কলকারখানা জাঁকিয়া উঠিয়াছে।

এইকালে আন্তর্জ্জাতিক কমিনটার্নের নেতা—ডিমিট্রফ্, কুসিনেন ও মালুইলস্কী। ১৯৩৫এর কংগ্রেসে ডিমিট্রফ্ তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন :

"সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকেরা শান্তি আন্দোলন দ্বারা যদি কিছুদিনের জন্য যুদ্ধকে বিলম্বিত করিতে পারে, তাহা দ্বারা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সর্ব্বহারা শ্রেণীর শক্তি দৃঢ় হইবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন অধিকতর শক্তিশালী হইবে। ইহা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের পারস্পরিক যুদ্ধ অথবা সাম্রাজ্যবাদীদের সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এমন একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যাহার ফলে ঐ যুদ্ধ বিপ্লবকে জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

"যদি সর্ব্বহারাশ্রেণী যুদ্ধকে ঠেকাইতে না পারে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদীদের নূতন বিশ্বযুদ্ধ হইবে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের সোভিয়েট রাশিয়া লুণ্ঠনের যুদ্ধ, অধুনা স্বাধীন ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল জাতিগুলিকে কৃতদাসে পরিণত করিবার যুদ্ধ, উপনিবেশের ভাগ বাটোয়ারা এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রধান শক্তিগুলির প্রভাব বিস্তারের যুদ্ধ।......সাম্রাজ্যবাদীরা যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, সেই দিনই সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতে বৈপ্লবিক সঙ্কটের সূচনা হইবে। এই যুদ্ধে সর্ব্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা হইবে, বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা।"

ইহাতে কমিনটার্নের দুইটি সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথম,— মহাযুদ্ধ অনিবার্য্যগতিতে ঘনাইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়, যেভাবেই যুদ্ধ আরম্ভ হউক না কেন উহা পরিণামে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পরিণত হইবে। নূতন সাম্রাজ্যলোভী অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে, বৃটেন ও আমেরিকা সোভিয়েটের মিত্র হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা তখন কল্পনা করা হয় নাই। ডিমিট্রফের এই বক্তৃতা ও সিদ্ধান্তে যে ষ্টালিনের অনুমোদন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সামরিক আয়োজনের তারতম্য লক্ষ্য করিয়া এই কংগ্রেসে ফাশিস্ত-বিরোধিতার ভিত্তিতে সকল দেশে শান্তির আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুদ্ধকে এড়াইবার জন্য কোন কোন শক্তি চেষ্টা করিবে, কেহ কেহ সময় লইবার জন্য কূটনৈতিক আলোচনা চালাইবে—কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবামাত্র, সকলেই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। কংগ্রেসের এই মত যে ষ্টালিনেরই মত, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর গতিপথে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনের সিদ্ধান্ত। শ্রমিক ও সর্ব্বহারাশ্রেণীর এবং পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্মুখে ফাশিজমই সর্ব্বপ্রধান বিপদ। "আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ নিরাপত্তা" রক্ষা, এবং "যুদ্ধ ও ফাশিজম্"-এর বিরুদ্ধে জনগণের ফ্রণ্ট গঠন করিয়া, আসন্ন যুদ্ধকে বিলম্বিত করিবার নীতি গ্রহণ করা ছাড়া কমিনটার্নের আর কিছু করিবার ছিল না। কাজেই কমিউনিষ্টদের কর্ম্মকৌশলের পরিবর্ত্তন হইল। দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকভূক্ত সমাজতন্ত্রীদের সহিত বিরোধের পরিবর্ত্তে, কমিনটার্ন, ফাশিস্ত-রাষ্ট্রের আক্রমণ ও প্রভাব হইতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করিল। কংগ্রেস স্পষ্ট করিয়াই ঘোষণা করিল,—"বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের আজ নিশ্চিতভাবে দুইটির একটা বাছিয়া লইতে হইবে। আজ সর্ব্বহারা শ্রেণীর নায়কত্ব না বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র প্রশ্ন ইহা নয়,—প্রশ্ন বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র না ফাশিজম্।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কমিনটার্ন এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছে। ইতালী ও জার্ম্মানীর ফাশিস্ত রাষ্ট্র প্রবল হইয়া উঠায় বিশ্ববিপ্লবের কোন বাস্তব সম্ভাবনাই রহিল না। এমন কি ১৯৪১ সালের জুন মাসে নাৎসী-জার্ম্মানী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি, "সাম্রাজ্যভোগীর সহিত সাম্রাজ্যলোভীর যুদ্ধে" অনেকাংশে শান্তিবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদের এই সংশয়ের কারণ ছিল, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাকারী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি, আসলে সাম্রাজ্যবাদী এবং আজ পর্য্যন্তও তাহাবা সাম্রাজ্যবাদীই রহিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে পোলাণ্ড ও বৃটেনের

জমিদার ও ধনিকশ্রেণীর সোভিয়েট বিদ্বেষও ইহার জন্য দায়ী। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির স্ববিরোধিতা না থাকিলে, ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের ষড়যন্ত্রে হয়তো বৃটেনও হিটলারের সহিত যোগ দিতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহায়তা পাওয়া যাইবে, এই দুরাশায় হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে জনমতের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে, কোন কূটকৌশলেই নাৎসী-বিরোধী যুদ্ধকে, ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্ববিরোধিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকিলেও, ফাশিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে এক দৃশ্যমান ঐক্য গড়িয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে একভাবে কাজ করা সম্ভব নহে। কমিটার্নের সঙ্ঘবদ্ধ নেতৃত্ব এই অবস্থার মধ্যে পঙ্গু হইয়া পড়িল। কাজেই প্রত্যেক পার্টিকে স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিবার স্বাধীনতা দিবার জন্য ষ্টালিন কমিনটার্ন ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। অনেকে ইহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যে বিশ্ববিপ্লবের ভিত্তির উপর কমিনটার্ন গঠিত হইয়াছিল, মহাযুদ্ধের আলোড়নে তাহা বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি রহিল এবং তাহাদের আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নূতনভাবে রূপান্তরিত হইল মাত্র। মার্কসবাদের দিক হইতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিচারে নিপুণ ষ্টালিন পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া দূরদর্শিতারই পরিচয় দিলেন। মহাযুদ্ধের প্রলয়োচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইলেও জগৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে নাই,—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারবৈষম্যের বিরুদ্ধতাগুলি এখনও তীব্র হইয়া উঠে নাই, তথাপি আমরা দেখিতেছি, কমিনটার্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও, আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি 'স্বাতন্ত্র্য' লাভ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। বিভিন্ন দেশে তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি স্বতন্ত্র হইলেও,—শ্রমিক ও সর্ব্বহারাশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আনিবার সাধনা ও লক্ষ্যে তাহারা এক। এ বিষয়ে ষ্টালিনের সিদ্ধান্ত যে অন্যান্য সিদ্ধান্তের মতই অভ্রান্ত, ভাবী ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফাশিজম্-এর প্রভাব ও প্রসার

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল যে ইয়োরোপীয় জাতিগুলি একদিকে ফাশিজম্-এর দিকে অগ্রসর হইতেছে, অন্যদিকে আর একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের বিপুল আয়োজনে অর্থনৈতিক সঙ্কট কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইলেই অদূর ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ইয়োরোপের বুকে দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া বসিল। কিরূপে এই অনিবার্য্য ও জটিল সমস্যার উদ্ভব হইল তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন নহে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অতীতের সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল তখন নবজাগ্রত মনুষ্য সমাজে রাজনীতিক্ষেত্রে মোটামুটি দুইটি দল লক্ষ্য করা গেল—রক্ষণশীল এবং বিপ্লববাদী। একদল চাহিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রাচীন সমাজ-সংহতি রক্ষা করিতে, অন্যদল উহার পরিবর্ত্তন করিয়া চাহিল অধিকতর সামাজিক সুবিচার। সকল দেশেই এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ সংঘাত নানা আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল আংশিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী (ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক মতবাদ) আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সকল দেশেই একদল সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সমর্থন লাভ করিতেছে, অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের বংশধর মধ্যশ্রেণীর শাসকগণ তাহাদের রাষ্ট্রের শক্তি এবং বুদ্ধিজীবী সমর্থকদের লইয়া স্বাভাবিক উন্নতির নামে বিপ্লব প্রতিহত করিতেছে। এই দুই বাম ও দক্ষিণ পন্থার মধ্যে মধ্যপন্থী একটা দল শেওলার মত সর্ব্বদা ভাসিয়াছে। তবে এই তৃতীয় পন্থার কোন বাস্তব অস্তিত্ব কোন দিনই ছিল না। আপোষ কখনও হয় নাই। যাহা বিপ্লবের দ্যোতক নহে তাহাই রক্ষণশীলতা। নিরপেক্ষ ও উদাসীন জনসঙ্ঘের পাষাণ-ভার মধ্যপন্থী সংস্কারকদিগকে ক্রমে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে।

বিপ্লবমুখী চিন্তাধারা সংস্কারকদের ক্রমোন্নতি বা ক্রমপ্রাপ্তির আশ্বাসে কর্ণপাত করে নাই। যদি সমস্ত না পাওয়া যায় তাহা হইলে কিছুই পাওয়া হইল না; ইহাই হইল বিপ্লবের মর্ম্মকথা!

এই দুইয়ের মধ্যস্থলে মধ্যশ্রেণীর উদারনীতি একদল লোককে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিল। এই মধ্যপন্থার বাণী হইল "প্রতিক্রিয়াশীলতাও নহে রক্ষণশীলতাও নহে।" সামাজিক শক্তিগুলির গতিপ্রকৃতির ইহা অপব্যাখ্যা মাত্র। আসলে 'ই উদারনীতিও রক্ষণশীলতা—কেননা উদারনৈতিক দলও ধনতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থকে সমর্থন করিয়াছে। ব্যক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার নামে সামাজিক অবিচার, শোষণ, দুর্নীতি এবং যুদ্ধকে সমর্থন করিযাছে। উৎকট জাতীয়তাবাদ এবং পীড়ন ও শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদকে ইহাবা মধ্যশ্রেণীব চাতুরি ও ধূর্ত্ততা লইয়া সমর্থন কবিয়াছে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ আনিল নূতন বাণী। সমাজ বাবস্থায় ব্যক্তিগত কিংবা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সমষ্টিগত লাভ দূর করিতে হইবে, সমস্ত লাভ পাইবে উৎপাদকেরা (শারীরিক ও মানসিক শ্রমিকেরা) এবং জাতিভেদ মনুষ্য সমাজের শেষ কথা নহে। জাতীযতাবাদ হইতে অগ্রসব হইয়া আন্তর্জ্জাতিক উন্নতিতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসীদেব ঐক্যেব মধ্যে সামাজিক সমুন্নতিকে লইয়া যাইতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মানুষেব এই দুই বিপরীত চিন্তাধারা আজ পর্য্যন্ত তাহাব মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের গতিপথে পথ ও উপায়ের কিছু পবিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। কত যুদ্ধ ও বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছে, অকারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়াছে। মানুষের শ্রমার্জ্জিত কত ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে অথচ সভ্য মানব এই ধ্বংসকে, এই পণ্ডশ্রমকে পরিহার করিবার সম্যক পন্থা গ্রহণ করে নাই। বিগত মহাযুদ্ধের পরও ইয়োরোপে রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্ত্তন আমবা দেখিয়াছি। বহু খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত বিপ্লবের শোচনীয় অবসানও দেখিয়াছি। একমাত্র মার্কস্‌বাদী বিপ্লবীরাই জয়ী হইয়া এক বিশাল ভূখণ্ডে নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। ফলে আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদ

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত ধনতন্ত্রের চক্ষুর সম্মুখে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অতিক্রম করিয়া যখন ধনতন্ত্রবাদ জগদ্ব্যাপী অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইল তখন ধনতন্ত্রের বুদ্ধিমান দালালেরা প্রচার করিতে লাগিল মাঝে মাঝে সাময়িক ভাবে এরূপ সঙ্কট দেখা দিবেই। অতীতেও কয়েকবার ধনতন্ত্রবাদ এইরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে এবং তাহা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু সত্য আবৃত রহিল না, স্পষ্টই বোঝা গেল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়াছে। তাহার কাণ্ডে, শাখাপ্রশাখায় জরা ও বার্দ্ধক্যের ছায়া পড়িয়াছে, মূল শুকাইয়া আসিতেছে। প্রাচীন উপায়ে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। রব উঠিল—হাল ছাড়িও না, পণ্য উৎপাদন করিতে থাক। বিক্রয়ের বাজারে হুলুস্থূল বাধাও। কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব হইয়া উঠিল, পণ্য গুদামজাত হইয়া পণ্য উৎপাদনকারী দেশগুলির শ্বাসরোধ করিতে লাগিল। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় মুমূর্ষু হইয়া উঠিল। ধনতান্ত্রিক নীতির ইহা স্বাভাবিক পরিণাম। ইহা অতিরিক্ত পণ্য-উৎপাদনের ফল বলিয়া ব্যবসায়ীরা দেশে দেশে চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান জগতের উৎপন্ন পণ্য আসলে সমস্ত মনুষ্য জাতির ব্যবহারের পক্ষে প্রচুর নহে। দোষ উৎপাদনের নহে, দোষ বণ্টন-ব্যবস্থার, দোষ জাতীয় অর্থনৈতিক সঙ্কীর্ণতার এবং এই বড় বড় কলকারখানা ও শিল্প-বাণিজ্যের পশ্চাতে যে শাস্তি-শঙ্কাহীন চৌর্য্য বৃত্তি রহিয়াছে তাহাও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। অথচ ধনতন্ত্রবাদ তাহার চিরাচরিত কৌশলের পরিবর্ত্তন না করিয়াই যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহিল। ধনতান্ত্রিক জগতের এই শোচনীয় মনোভাব দেখিয়া একদা ষ্টালিন ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, অর্থ-সঙ্কট হইতে ধনতন্ত্রবাদ হয়ত বাহির হইয়া আসিবে কিন্তু সে আর উন্নত মস্তকে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, তাহাকে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার, ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের গতি দেখিয়া মধ্যশ্রেণী অতিক্রুত নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল এবং বড় বড় বুলির মুখোস পরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভগ্নদশা

তাহারা আবৃত করিল। এই ছলনার আবরণই ফাশিজম্, মধ্যশ্রেণীর ক্ষমতা বজায় রাখিবার অপরিহার্য্য অস্ত্র। ধনতন্ত্রের অঙ্গে তাহারা নূতন বসন পরাইয়া দিল। শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতন্ত্রবাদকে তাহারা পশ্চাৎ হইতে ছুরিকাঘাত করিল। সমাজতান্ত্রিক বুলির মোড়কে মুড়িয়া তাহারা ফাশিজম্ চালাইতে লাগিল। অন্যদিকে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির গণতন্ত্র তাহারা বিলুপ্ত করিল, ব্যক্তি-স্বাধীনতার লেশমাত্র চিহ্নও তাহারা রাখিল না। ধনিক শ্রেণীকেও তাহারা একটা নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করিল এবং জনসাধারণকে এই বলিয়া ধাপ্পা দিল যে, বণিকদের মুনাফার লোভ সংযত করিয়া তাহারা সকলের জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে। পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির পরিবর্ত্তে ডিক্টেটর-চালিত গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা কবিবাব আর কোন উপায় ছিল না। ফাশিস্ত দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন নিষিদ্ধ হইল। কৃষক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইল। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া হইল এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী ও গভর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। কবদাতা ও ভূতপূর্ব্ব সৈনিকদিগকে দলে ভিড়াইবাব চেষ্টা সফল হইল, বিশেষভাবে যুবক সমাজ এই নূতন প্রচণ্ডতার জাঁকজমকে বিমোহিত হইল। সমাজের যে অংশ সঙ্ঘবদ্ধ নহে, শিথিল ভাবে ভাসমান, ফাশিস্তরা সেই অংশকে অভিভূত করিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি এবং সমাজতন্ত্রবাদ জাতিব শক্তি ও অভ্যুদয়কে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। "সমাজতন্ত্রীরা ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাতে পাইযাছিল অথচ তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই।"

এই কৌশলপূর্ণ প্রচারকার্য্য জনসাধারণকে সহজেই মোহিত করিল। অনেকেই ভাবিয়া দেখিল না যে উহারা নামেমাত্র সমাজতন্ত্রী ছিল এবং কি ইংলণ্ড কি জার্ম্মানীতে উহারা কখনও সমাজতন্ত্রবাদের নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে নাই। জার্ম্মানীর সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক নেতারা এবং ইংলণ্ডের মিঃ ম্যাকডোনাল্ড-

শ্রেণীর শ্রমিকনেতারা তাহাদের আচরণ দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদকেই উপহাস ও পরিহাসের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই নূতন প্রতিক্রিয়াশীলতা শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। মুসোলিনী ও হিটলার যাহা করিলেন তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রনেতা মঃ তবেচ্‌ পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, "জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট দূর করিতে হইলে শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিকে কঠোরভাবে আয়ত্তের মধ্যে রাখা প্রয়োজন।" ইতালী ও জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনীতি প্রকাশ্যে এবং ফ্রান্সে গোপনে উপরোক্ত ব্যবস্থার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে ফাশিজম্-এর প্রধান অস্ত্র হইল জাতীয়তাবাদ।

জার্ম্মানীতে উৎকট হিংস্র নব জাতীয়তাবাদের প্রচারকার্য্য চলিল। জার্ম্মান জাতির রক্তের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার জন্য "অ-জার্ম্মান বিদেশীদিগকে" নাগরিকের অধিকার বঞ্চিত করার ব্যবস্থা হইল। ইহুদি বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা কৌশলে জার্ম্মান জাতিকে আন্তর্জ্জাতিকতার বিরুদ্ধে বিমুখ করিয়া তোলা হইল, ইহুদি-পীড়নের আবরণে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদেরও দমনকার্য্য চলিতে লাগিল। ফাশিজম্-এর এই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ জার্ম্মানীর ধনিক সমাজের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় মর্য্যাদার উদ্দীপনাময় হিংস্র বাণীর মদিরা জার্ম্মান জাতিকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। অনভিজ্ঞ জার্ম্মান যুবকগণ হিটলারের রহস্যময় জীবন এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মোহিত হইয়া নির্ব্বোধের মত বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। "কেবল আমরা, জার্ম্মানরা পৃথিবীতে আধিপত্য করিবার জন্য জন্মিয়াছি। ইহার প্রতিবাদী যে কোন মতবাদ এবং যে কোন ব্যবস্থাকে দলিত করিতে হইবে," ফাশিজম্-এর এই বাণী কেবল জার্ম্মানী বা ইতালীতেই আবদ্ধ রহিল না। ইয়োরোপের ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীও ঐরূপ মনোভাব সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গণতন্ত্রের ঠাট্ বজায় রাখিয়াও জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা দেখা দিল এবং ফাশিজম্ সংক্রামক ব্যাধির মত হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, বলকান উপদ্বীপ, পর্ত্তুগাল, অষ্ট্রিয়া, স্পেনে ছড়াইয়া পড়িল। জার্ম্মানী ও ইতালীর নূতন

সমাজে দেখা গেল একজনের সর্ব্বনাশ না করিয়া অপরে ধনী হইতে পারে না এবং বাঁচিবার জন্য অপরকে হত্যা করিতে হইবে—এই নীতি প্রবল। ধনী বণিক ও মধ্যশ্রেণীর নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা জনসাধারণকে রুদ্ধকণ্ঠ করিয়া তাহাদের সহস্র শিরের উপর হিটলার ও মুসোলিনীর বংশীধ্বনির তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। স্বাধীন চিন্তাবীরদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইল, দুর্ব্বলকে লুণ্ঠন করা চলিতে লাগিল। গভর্নমেণ্ট জনসাধারণের শত্রু হইয়া উঠিল। বাল্‌টিক হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত ধ্বংসোন্মুখ ও ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা একের পর আর একটা জাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া ফেলিল। ইতালীতে ইহার প্রথম স্থচনা। যে ভাবে শ্রমিক নেতা ও বিপ্লবীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল এবং নিষ্ঠুর পীড়ন করা হইয়াছিল তাহা মানুষের কল্পনায় আসে না। মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার ইতিহাস ইতালীর ফাশিস্ত দলের ভীতির রাজত্বের নিকট ম্লান হইয়া গেল। কারাগার ও বন্দীশালায় সহস্র সহস্র শিক্ষিত স্বাধীনচেতা যুবক রোগে অপমানে ও অসহ্য দৈহিক পীড়নে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহাদের আর্ত্ত ক্রন্দন মুসোলিনীর বজ্র নির্ঘোষে ডুবিয়া গেল। মনুষ্যত্ব ও সমাজের প্রতি কৃতঘ্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত ইতালীর ফাশিস্ত রাজত্বের মহিমা তথাকথিত গণতন্ত্রনিষ্ঠ লেখকেরাও রটাইতে কসুর করিলেন না। জার্ম্মানীতেও স্বস্তিক পতাকাবাহী গুণ্ডার দল অনুরূপ উপায়ে ভীতির রাজত্ব স্থাপন করিল। দুইজন পুরাতন রাজনৈতিক পাপীর—হিণ্ডেনবুর্গ ও ক্লেমাশো—শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রে এবং ভার্সাই সন্ধির প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়ায় হত্যাব্যবসায়ী হিটলার জার্ম্মানীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হইল। ধনতন্ত্রীদের এই ভাড়াটিয়া গোলাম হাজার হাজার লোককে বন্দীশালায় পাঠাইল, প্রত্যেকটি রাত্রি হত্যার বিভীষিকায় আতঙ্কজনক করিয়া তুলিল। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন রাত্রিতে হিটলারের পরম বান্ধব রোয়েম ও তাহার অন্যান্য সহকারীরা অতর্কিতে নিহত হইলেন। লক্ষ লক্ষ পুস্তক দগ্ধ করিয়া হিটলার পার্লামেণ্টগৃহ পোড়াইয়া দিলেন এবং এখন তিনি সমগ্র ইয়োরোপ দগ্ধ করিতেছেন।

ইয়োরোপে এই বিস্ময়কর গুণ্ডামীর গণতন্ত্রী গবর্নমেণ্টগুলি কোন প্রতিবাদ

করিল না—প্রতিকার করা ত দূরের কথা। বল্কানে অষ্ট্রিয়ায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দলবদ্ধ গুণ্ডামী নানা চমকপ্রদ বিয়োগান্ত ঘটনার অভিনয় করিতে লাগিল। ইয়োরোপের পাশবিকতার এই তাণ্ডবের মধ্যে, চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে, একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া শান্তি ও উন্নতির আলোকবর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিল। লক্ষ লক্ষ পীড়িত নরনারী দেখিল এই রাশিয়ার নূতন মানুষেরা অকাতর শ্রমে ভবিষ্যৎ মানবের কল্যাণ সম্পদ গড়িয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতের মুক্তি কোন পথে—ফাশিজম্‌ অথবা কমিউনিজম্‌? ভবিষ্যৎ কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে?

ফাশিজম্‌-এর অর্থ প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদী দল মাত্রেই পরস্পরের প্রতিযোগী এবং একে অন্যকে প্রতিহত বা পরাভূত না করিলে প্রবল হইতে পারে না। বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে (১৯৩৯এর পূর্ব্বে) বিভিন্ন দেশে অন্ততঃ ৮০টি জাতীয়তাবাদী দল রহিয়াছে। যন্ত্র-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে ইহারা হয় পরস্পরকে ভয় করিয়া চলিবে, নয় একটা সাধারণ ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পরজাতিবিদ্বেষ ও লাভের লোভ ব্যতীত আর কোন প্রকার ঐক্যই সম্ভব নহে, মনুষ্য জাতিকে সব দিক দিয়া পদানত করিবার এমন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা পূর্ব্বে আর কুত্রাপি হয় নাই। অন্যদিকে সোভিয়েট পরিকল্পনা সর্ব্বমানবের কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটের ইহাই একমাত্র সম্ভবপর সমাধান। সোভিয়েট সমাজে প্রত্যেকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অথচ নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতামূলক জীবন যাত্রায় তাহাদের শ্রম ও শক্তির অপচয় হয় না। সেখানে মানুষের উপর প্রভু নাই, সম্পত্তিশালী লোক নাই, পরশ্রম নির্ভর, পরবিত্তাপহারী দালাল এবং ধনতান্ত্রিক প্রতারকগণ নাই। প্রাচীন ব্যবস্থার জরাজীর্ণ দুর্নীতি এখানে নাই। অধিকাংশ মানুষের অসন্তোষপূর্ণ জীবনের গ্লানি যে সকল দেশের রাষ্ট্র ব্যাবস্থাকে সর্ব্বদা শঙ্কাতুর করিয়া রাখে সেখানে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কোন উপায়েই সমাজের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে। এই কারণেই বৈপ্লবিক শক্তিগুলি ক্রমেই বর্দ্ধিত

হইতেছে এবং সমাজতান্ত্রিক সংঘর্ষের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া সার্থকতার পথ অন্বেষণ করিতেছে। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী দলগুলি এবং কৃষক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর স্বত্ব স্বামিত্বহীন জনসমষ্টি ক্রমে ঐদিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।

যুদ্ধ ও ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য সকল দেশেই বামপন্থীরা আশু কর্ত্তব্য হিসাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ১৯৩২ সালের এমাষ্টার্ডম কংগ্রেস এবং ১৯৩৩-এ পারী কংগ্রেসে এই আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বাণী স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকে সম্ভব হইতে না দেওয়া এবং ফাশিজমকে দমন করা। সর্ব্বদেশের শোষিত ও নির্য্যাতিত জনসাধারণকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহ দেওয়া। সর্ব্বদেশের অগ্রগামী রাজনৈতিক দলগুলি এই আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিল। অন্যদিকে ফাশিস্তপন্থী প্রতিবিপ্লবীরা সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভয় দেখাইয়া মধ্যশ্রেণীর শ্রুতিসুখকর প্রচারকার্য্য করিতে লাগিল। সংবাদপত্রে, পুঁথি পুস্তকে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অতি জঘন্য মিথ্যা ফাশিস্ত দেশগুলি হইতে প্রচারিত হইতে লাগিল। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ফাশিস্ত চরেরা বৃহৎ কারবারের মালিকদের পক্ষপাতপুষ্ট হইয়া সাম্যবাদ দলনের প্রচারকার্য্য করিতে লাগিল এবং ইহা আংশিক ভাবে সকল দেশেই প্রবর্ত্তিত হইল।

সকল দেশের মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় একই ছাঁচে ঢালা। কাজেই ভালমন্দ বুঝিবার কিছু তারতম্য থাকিলেও মোটামুটি ভাবে মানুষ শান্তিতে থাকিতে চায়। বর্ত্তমান জগতে মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবে, না সংগ্রামশীল হিংস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া আদিম যুগে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই সমস্যা। রাশিয়ার জনসাধারণ এই সমস্যা সমাধানের ভার বহুপূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিল এবং অল্পদিনের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ যে বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের পর সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি কেবল যে মানবের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা নহে, লোক ব্যবহারে বহু সংনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অপরাধ প্রবণতা ও অপরাধীর সংখ্যা কমিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সুবিধার

অভাবে জালিয়াত, প্রবঞ্চক, মিথ্যাভাষীদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। মুসোলিনী শাসিত ইতালী অথবা নাৎসী পদদলিত জার্ম্মানীর জনগণের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে মানুষের স্বাধীনতা, মর্য্যাদার প্রকৃত মূল্য কি। অতীতে এবং বর্ত্তমানে কোন ধর্ম্ম বা কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাহা সম্ভব করিতে পারে নাই, সেই চারিত্রিক উন্নতি বিধান একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াতেই সম্ভবপর হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি ও ষ্টালিন

১৯৪২-এর ১১ই জুন বৃটিশ পার্লামেণ্টে পররাষ্ট্রসচীব মিঃ ইডেন, ইঙ্গ-সোভিয়েট সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে ঘোষণা করিবার পর মিঃ লয়েড জর্জ্জ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সোভিয়েট ও আমাদের দেশের সহিত সৌহৃদ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমি বিশ বৎসর কাল অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছি। আজিকার এই সন্ধি বন্ধনের জন্য আমি প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচীব এবং গভর্নমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যদি এই ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে পররাষ্ট্র নীতিতে অনেক মারাত্মক ভুল ঘটিত না। কেবল তাহাই নহে, এই যুদ্ধই ঘটিত না।"

১৯২৩ সাল হইতে মিঃ লয়েড জর্জ্জ অরণ্যে রোদন করিয়াছেন। বৃটিশ শ্রমিকদল ও স্বাধীন শ্রমিকদল মাঝে মাঝে রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেও, চেম্বারলেন-চার্চ্চিল চালিত বৃটিশ রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদীরা বারম্বার উহা পণ্ড করিয়াছে এবং ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। সোভিয়েটের প্রতি বৃটিশ মনোভাব সম্পর্কে সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচীব মিঃ চিচেরিন ১৯২৬ সালে বের্লিনে একজন সাংবাদিকের নিকট বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা অনেকটা ফরাসী প্রবাদ বাক্যের মত—"এই জানোয়ারটা এমন পাজী যে আক্রমণ করিলে, আত্মরক্ষা করে।" * * * আসল কথা এই—আমাদের গভর্নমেণ্ট বারম্বার ইংলণ্ডের সহিত বুঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সর্ত্তের পর সর্ত্ত দিয়াছে, কোন ফল হয় নাই। আমরা বন্ধুত্ব ও শান্তির জন্য ইংলণ্ডের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিযাছি, কিন্তু সে হস্ত শূন্যে ঝুলিতেছে।"

সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক কোয়ালিশন গড়িবার জন্য

বৃটেনের সুদীর্ঘকালের চেষ্টা ১৯৩০এ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইলেও, সাম্রাজ্যবাদীরা হাল ছাড়েন নাই। সে ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া নবীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি ভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে এবং আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্রের প্রতি সজাগ থাকিয়া, বল ও কূট কৌশলের নিকট নত না হইয়াও, নির্ভীক ভাবে মার্কসীয় পন্থায় সোভিয়েটের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালন করিযাছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চেষ্টা করিব।

লেনিন মৃত। ১৯২৫-এর মে মাসে বলশেভিক পার্টির প্রতিনিধিরা ক্রিমলিন প্রাসাদে সমবেত হইয়াছেন। কারখানার শ্রমিক, কৃষক, সরকারী কর্ম্মচারী, বুদ্ধিজীবী, পেশাদার বিপ্লবী—সকলশ্রেণীর নরনারী সভায় উপস্থিত। সম্মুখে কার্ল মার্কস ও লেনিনের বৃহৎ প্রতিকৃতি। মঞ্চের উপর বসিয়াছেন, রাষ্ট্রপতি কালিনিন, মলোটভ, বুখারিন, কামেনফ্, লিটভিনফ্ কাগানোভিচ, ঝেরঝিনিস্কি প্রভৃতি রাশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত নেতৃবৃন্দ। বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখে সাধারণ খাকী পোষাক পরিহিত যোসেফ ষ্টালিন দাঁড়াইবামাত্র উৎসাহী জনতা দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দধ্বনিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল।

লেনিনের মৃত্যুর পর এই প্রথম পার্টি সম্মেলন। বহির্জ্জগত না বুঝিলেও, পার্টি প্রতিনিধিরা নিঃশেষে বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে লেনিনের উত্তরাধিকারী দাঁড়াইয়া। যে মানুষ সর্ব্বদা নিজেকে লুকাইয়া রাখিতেন, আজ গুরুর অবিদ্যমানে তিনিই পুরোভাগে দাঁড়াইয়া পার্টি-সম্মেলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন —এই নেতৃত্ব তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য। লেনিনের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া তাঁহারই ভঙ্গীতে ষ্টালিন আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী এবং পার্টির কর্ত্তব্য বিশ্লেষণ করিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথা কেবল রাশিয়ার নরনারী নহে, বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নরনারী আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিবে, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার সমালোচক ও বিরুদ্ধবাদীরা লেখনী ও রসনা উদ্যত করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। ষ্টালিন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, বাক্যের সরল অর্থকে শব্দঝঙ্কারে অস্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন :—

"......আমাদের দেশ এবং ধনতান্ত্রিক জগতের দেশগুলির মধ্যে এক প্রকার অস্থায়ী শক্তি-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।...যুদ্ধজনিত উৎপাদন, ব্যবসায়, মূলধনের বিশৃঙ্খলা হইতে ধনতন্ত্র নিজেকে সামলাইয়া লইতেছে, কোন কোন স্থানে সামলাইয়া লইয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমরা বলিতে পারি ইয়োরোপ যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

"যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সঙ্কটের সময় কয়েক বৎসর যে বৈপ্লবিক ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল, পশ্চিম ও মধ্য-ইয়োরোপে এখন আমরা দেখিতেছি বৈপ্লবিক আন্দোলন ভাটার মুখে। ইহার অর্থ এই যে, পশ্চিম ও মধ্য ইয়োরোপে সর্ব্বহারাশ্রেণী কর্ত্তৃক ক্ষমতা অধিকার বা গ্রহণের প্রশ্ন আগামী কালের জন্য অদ্যকার কর্ম্মতালিকায় মুলতুবী রহিল।"

এই অবস্থার মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত পার্টির সম্পর্ক ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়া ষ্টালিন বলিলেন, "অতএব আমাদের নিশ্চিত কর্ম্মধারা হইবে,—প্রথমতঃ, পশ্চিমের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে শক্তিশালী করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে এই পার্টিগুলি যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে সেজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমের শ্রমিকদের ট্রেড্ ইউনিয়ন ঐক্য লাভের সংঘর্ষকে তীব্র করিয়া তুলিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিব এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বহারাশ্রেণীর সহিত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সর্ব্বহারাশ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিব। তৃতীয়তঃ, আমাদের সর্ব্বহারাশ্রেণীর সহিত নিপীড়িত দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিব। চতুর্থতঃ, আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে।"

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পার্টির কর্ত্তব্য এই,—প্রথমতঃ, আমরা যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য্য করিব, শান্তিরক্ষার অনুকূল আন্দোলন চালাইব এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত তথাকথিত স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করিব। দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের ভিত্তিকে দৃঢ়

করিবার জন্য আমরা বিদেশে বাণিজ্যবিস্তার করিতে চেষ্টা করিব। তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যে সকল দেশ পরাজিত হইয়াছে, আমরা তাহাদেব সহিত পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিব। চতুর্থতঃ, আমরা পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা করিব।

আমবা দেখিতেছি সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং কমিউনিষ্ট ইনটারনাশনালের কর্ম্মপদ্ধতি ১৯২৫ সালেই ষ্টালিন পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট কবিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য উভয়ের নিয়ন্ত্রণ তাঁহারই হাতে ছিল। তিনি সোভিয়েটের শত্রু ধনতান্ত্রিক জগতেব দিকে নিষ্পলকে চাহিয়া ছিলেন, বিভিন্ন দেশে বিপ্লবেব বহ্নিশিখার ক্ষীণতম আভাও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না।

প্রথম মহাযুদ্ধেব পর ইয়োরোপের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়েব পর অর্থনৈতিক নূতন ব্যবস্থা মাত্র দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিয়া ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়াসের সুযোগ সোভিয়েট নায়কগণ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিলেন। দুর্ভিক্ষ, গৃহযুদ্ধ, শত্রুর ষড়যন্ত্রের বাধা অতিক্রম কবিয়া, নবীন সোভিয়েট তাহার গঠনমূলক শক্তির পরিচয় পাইল। বলশেভিকরা জারেব সাম্রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে, এই সত্য ধনতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টগুলি স্বীকার করিয়া লইলেও, কেহ বন্ধুত্ব বা সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ কবিল না। সোভিয়েট প্রতিনিধিরা বিদেশে অপমানিত এমন কি গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। ধনতন্ত্রীদের সংবাদপত্রে বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা প্রচার চলিল। একটি নমুনা উদ্ধৃত কবিতেছি। লণ্ডনের 'মর্নিংপোষ্ট' ১৯২৫এর ২৫শে এপ্রিল প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন :—

"না, আমাদের মনে কোন ভ্রান্তধারণা থাকা উচিত নহে। পূর্ব্বদেশীয় বর্ব্বরদের অভিযানে খ্রীষ্টানজগৎ পুনরায় বিপন্ন হইবার সম্ভাবনার আমরা সম্মুখীন হইয়াছি। আমাদের মধ্যেই উহাদের গুপ্তবন্ধু ও চরেরা রহিয়াছে। জার্ম্মানীতে অভ্যুত্থান, ফ্রান্সে ও ইতালীতে হিংসামূলক কার্য্য—এ সকলের মধ্যে আমরা একই হস্ত দেখিতে পাইতেছি। ইংলণ্ডে ইহা কেন ঘটিতেছে না? এখানে কি কোন বিপদ নাই? আমরা বিপদের বহু সঙ্কেত পাইয়াছি—

জিনোভিফ্ চিঠি, ক্যাম্বেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মাঝে মাঝেই অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আবিষ্কারের সংবাদগুলি কি পর্য্যাপ্ত নহে? আয়র্লণ্ডে, মিশরে এবং ভারতে কমিউনিষ্ট কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে আদালতের বিচারকার্য্যের প্রমাণগুলি কি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? * * * অতিমাত্রায় ভয়ঙ্কর-চরিত্র বলশেভিকদের গ্রেট্‌বৃটেনে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে, তাহারা তাহাদের মতবাদে মোহিত ও হাতের যন্ত্রস্বরূপ ব্যক্তিদের সহিত অবাধে পরামর্শ করিতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের আবরণে, ভীতিপ্রদ বিপ্লবের ওস্তাদ লোকেরা আসিয়া জড়ো হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও কি উপদ্রব দেখা দিবে না? যদি বলশেভিকরা সোফিয়ার গীর্জ্জা উড়াইয়া দিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে লণ্ডনের গীর্জ্জা উড়াইয়া দিতে কতক্ষণ।"

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সংবাদপত্রে রাশিয়ার নয়াব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছে। যখন সোভিয়েট রাষ্ট্র দুর্ব্বল, তখন ইয়োরোপের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের উহাকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র সফল হইল না। কেননা, বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যেও তখন স্বার্থ-সংঘাত প্রবল। নবগঠিত "লীগ্ অফ্ নেশনস্" মারফৎ আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী ও ভবিষ্যতের উদার ব্যবস্থার তত্ত্বকথা জোরের সহিত ঘোষিত হইতে লাগিল, কিন্তু বিজয়ী শক্তিগুলির পরাজিত জাতিদের প্রতি আক্রোশ ও হিংস্র মনোভাব গোপন রহিল না, এবং যুদ্ধোত্তর জগতের বড় বড় সমস্যাগুলি মীমাংসার ব্যাপারে বৃহৎ বিজয়ী শক্তিগুলির মতভেদ বৃহৎ হইয়া দেখা দিতে লাগিল। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া ষ্টালিন ঐক্যবদ্ধ সোভিয়েট-বিরোধী ফ্রণ্ট গঠিত না হইতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বিজয়ী মিত্রশক্তির কঠোর সর্ত্তগুলিতে অসন্তুষ্ট ইতালী, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া ও তুর্কী, সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট সুবিধাজনক এবং উদার সর্ত্তের প্রত্যাশা করিতে লাগিল। জার্ম্মানীর সহিত সোভিয়েটের বিনিময়-বাণিজ্যে তখন উভয় দেশই লাভবান হইয়াছিল।

ইয়োরোপের বৈপ্লবিক আবেগ মন্দীভূত হওয়ার পর "একই দেশে সমাজতন্ত্র" লইয়া ষ্টালিন ও কমিউনিষ্ট পার্টি নিশ্চিন্তে কালহরণ করেন নাই। তাঁহারা বিভিন্ন দেশে ধনতন্ত্রবিরোধী শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও বৈপ্লবিক শক্তি বৃদ্ধিতে সততই উৎসাহ দিয়াছেন। বিশেষভাবে চীন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় মহাচীনের মধ্যে গভীর আলোড়ন চলিয়াছে। 'মস্কো-পন্থা' অনুসরণ করিয়া এক বিরাট গণ-আন্দোলন সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। ডাঃ সান-য়ৎ-সেন প্রবর্তিত বৈপ্লবিক আন্দোলন ১৯১১ সাল হইতেই বিস্তারলাভ করিয়াছে। রুশ-বিপ্লব চীনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। কেননা, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সূচনাতেই জার-গভর্নমেণ্টের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতি ত্যাগ করিলেন, ডাঃ সানের গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইলেন এবং চীনের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ সুবিধা ও অধিকারের দাবী ত্যাগ করিলেন। (অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা এই অধিকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যান্ত রক্ষা করিয়াছে।)

ষ্টালিন দেখিলেন, চীনের অন্তর্বিপ্লব ধীরে ধীরে সোভিয়েট বিপ্লব রূপে রূপান্তরিত হইতেছে। চীনের জাতীয় বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সহিত সংগ্রাম করিতেছে। সরকারী ভাবে ইহাকে মানিয়া লইয়া পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে ষ্টালিন ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই জাতীয় বিপ্লবকে "সর্ব্বহারাশ্রেণীর নায়কত্বে" পরিবর্তিত করিবার জন্য তিনি আন্তর্জ্জাতিক কমিনটার্নের মধ্যস্থতায় সাহায্য করিতে চাহিলেন।

১৯২৬ সালের ৩০শে নভেম্বর, আন্তর্জ্জাতিক কমিনটার্নের কার্য্যকরী সমিতির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস হয় চীনের ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক শক্তি আমাদের দেশের ১৯০৫ সালের মতই সর্ব্বহারা ও কৃষকশ্রেণীর নায়কত্বের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইবে এবং ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ হইবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। বিবর্ত্তনের পথে ইহা অ-ধনতন্ত্রী অর্থাৎ ইহা চীনে সমাজতান্ত্রিক রূপ লইবে। এই পথেই চীনের বিপ্লব সম্ভবতঃ অগ্রসর হইতে পারে। তিনটি অবস্থা দ্বারা এই বিপ্লবের ধারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, প্রথমতঃ, চীন বিপ্লব জাতীয়

স্বাধীনতা লাভের বিপ্লবরূপে সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনে সাম্রাজ্যবাদের দালালদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, চীনের বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ১৯০৫এর রাশিয়ার বুর্জ্জোয়াশ্রেণী অপেক্ষাও হীনবল, ফলে চীনের সর্ব্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। তৃতীয়তঃ, চীনের এই বিপ্লবে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে যাহার ফলে সোভিয়েটের বিপ্লবের সাফল্যের অভিজ্ঞতা তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে।"

১৯২৫ সালে ক্যান্টনের জাতীয় সৈন্যদলকে সামন্ততান্ত্রিক সমরনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া সক্রিয় সাহায্য করিয়াছিল। তখন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কোমিনটাংএর অন্তর্ভুক্ত ছিল। চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্বে চালিত জাতীয়দল, বোরোডিনকে কোমিনটাংএর রাজনৈতিক পরামর্শদাতা এবং জেনারেল গালেনকে সামরিক পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, এক জাতির উপর অন্য জাতির প্রভুত্বের বিরোধী, এই কারণেই সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এবং ষ্টালিন স্বাভাবিক ভাবেই চীনের গণ-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জারের আমলে জবরদস্তী করিয়া আদায় করা অন্যায় সুবিধা ও আঞ্চলিক বিশেষ অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। ১৯২৪-এর ৩১শে মের সন্ধিপত্র বলে চীনের সার্ব্বভৌম অধিকার সোভিয়েট স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ঐ সময় যদি বৃটেন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলি জবরদস্তীমূলক বিশেষ অধিকার ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে চীন জাপানের হাতে বহু লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি পাইত এবং শক্তিশালী সঙ্ঘবদ্ধ চীনের সম্মুখে জাপ সাম্রাজ্যবাদ নতশিরে অবস্থান করিত।

১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে চীনের প্রতি সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের নীতি ঘোষণা করিয়া তদানীন্তন পররাষ্ট্র-সচীব মিঃ চিচেরিন বলিয়াছিলেন, "উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় যখন দক্ষিণ আমেরিকার রিপাবলিকান রাষ্ট্রগুলি স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছিল এবং যখন স্পেন ও ইতালীতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক আন্দোলন

চলিতেছিল, তখন বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্রকাশ্য ভাবেই ঐ সকল চেষ্টার কূটনৈতিক সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা পোলাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়তা করিয়াছেন, জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হাঙ্গেরীর আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছেন, ইতালীর মুক্তি ও ঐক্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করিয়াছেন। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট মনে করেন, চীন জাতিরও স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যের অধিকার ঐগুলি অপেক্ষা কম নহে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এবং তাহার চীনস্থ পরামর্শ দাতাদের চীনজাতিকে বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নাই। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন চীন গড়িয়া উঠুক, ইহাতে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। অসম সন্ধির ভারে পীড়িত, বন্ধন জর্জ্জর ও শোষিত চীন অপেক্ষা, স্বাধীন চীনই অন্যান্য জাতির সহিত উন্নততর সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে। নির্য্যাতীত জাতিগুলির জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আমরা যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকি তাহার কারণ উহা দ্বারা ঐ সমস্ত দেশের জনগণের মহত্তম সাংস্কৃতিক শক্তির বিকাশ ঘটিবে।"

প্রাচ্যের প্রতি সমগ্র ভাবে সোভিয়েটের মনোভাব সম্পর্কে চিচেরিন বলিয়াছিলেন, "সাধারণ ভাবে প্রাচ্যের জাতিগুলির সহিত আমাদের সম্বন্ধ পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং আমরা আক্রমণশীল মনোভাব বর্জ্জিত শান্তির নীতিই অনুসরণ করিয়া থাকি। এই সম্পর্কের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে যে কেহ দেখিতে পাইবে যে, এই কারণেই এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সর্ব্বদাই আমাদের আক্রমণ করিয়া থাকে। আমাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সতত আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হইতেই, আমরা প্রাচ্যজাতিগুলির জাতীয় আন্দোলনের প্রতি মৈত্রীর ভাব পোষণ করিয়া থাকি।"

কিন্তু চীনের দুর্ভাগ্য কেবল বৈদেশিক শক্তির শোষণ নয়, তাহার জাতীয় নেতাদের দৌর্ব্বল্য ও দুর্নীতি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চীনের জাতীয় দল, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির সহায়তায় দক্ষিণ চীন হইতে হাঙ্কাও অধিকার করিয়া যখন উত্তর দিকে অগ্রসর হইল, তখন বৃটেনের ঘাঁটি সাংহাই বিপন্ন হইবার সম্ভাবনায় বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে তুমুল কলরব উঠিল।

মিঃ চার্চ্চিল, এমেরী, জয়সন হিক্স্ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী বক্তারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে লাগিলেন, তলে তলে শক্তিশালী চিয়াংকাইশেক্‌কে হাত করিবার চেষ্টা চলিল। শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে পড়িয়া নূতন গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। ১৯২৭ সালে দেখা গেল, চিয়াংকাইশেক সহসা কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী বিপ্লবীদের উৎসাদনের জন্য সৈন্যদল প্রয়োগ করিলেন। সহস্র সহস্র কমিউনিষ্ট যুবক যুবতী নিহত হইল। এই গৃহযুদ্ধের নৃশংস পাশবিকতার সাময়িক অবসান ঘটিল যখন চিয়াং কমিউনিষ্টদের হাতে বন্দী হইলেন এবং জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মার্কিন ও বৃটিশ কূটনীতির চাপে চীনের জাতীয় জীবনে এবং গণ আন্দোলনে যে সকল স্ববিরোধিতা দেখা দিল, সোভিয়েট রাশিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া ছিল। কিন্তু জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত চীন গভর্ণমেণ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত সন্ধি করিবামাত্র, সোভিয়েটের সহিত চুংকিং গভর্ণমেণ্টের সন্ধি হইল। জাপানের সহিত সোভিয়েটের নিরপেক্ষতাব সন্ধি থাকা সত্ত্বেও, রাশিয়া চীন গভর্ণমেণ্টকে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধনতান্ত্রিক জগতের সুবিধাভোগী বণিক ও শাসকেরা পৃথিবীর যত কিছু শ্রমিক ধর্ম্মঘট, অসন্তোষ, অশান্তি এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতির জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও বলশেভিকদের দায়ী করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টানী সভ্যতা, ধর্ম্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পাকাপোক্ত সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিবার জন্য বলশেভিকরা আন্তর্জ্জাতিক মহাষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার রোমাঞ্চকর কাহিনী পাঠ করিয়া সকল দেশের সুবিধাভোগীরা দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ঐ কালে ঐ সকল প্রচারক ও সমালোচকদের ব্যঙ্গ করিয়া ষ্টালিন বলিয়াছিলেন, "এই সকল সমালোচনায় আমাদিগকে অতিমাত্রায় সম্মান দেওয়া হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা এখনও এত শক্তিমান নহি যে, পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার সংঘর্ষে প্রত্যক্ষভাবে সকলকেই সাহায্য করিতে পারি।"

বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ও পরাধীন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনগুলি সোভিয়েট রাশিয়া হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি পায়, এই কারণ দেখাইয়া বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত "স্বাভাবিক" সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহিত না। সোভিয়েট রাশিয়াকে একঘরে করিয়া রাখিবার আন্দোলনের নেতা ছিল বৃটেন। বৃটেনের শাসকশ্রেণী বরাবর বলশেভিকদের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। এই বিরোধ চরমে উঠিল ১৯২৬ সালে। ১৯২৬-এর ইংলণ্ডের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কয়লার খনি মজুরদের ধর্ম্মঘটের সময় সোভিয়েট ট্রেড্ ইউনিয়নগুলি সদস্যদের নিকট চাঁদা তুলিয়া বৃটিশ খনি মজুরদের সাহায্যার্থ ১০ লক্ষ পাউণ্ড প্রেরণ করে। এই ঘটনায় বৃটিশ ধনী ও শাসকশ্রেণীর ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। প্রতিক্রিয়াশীলদের চেষ্টায় বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করিল। স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ জয়সন হিক্‌সের চেষ্টায় ও প্ররোচনায় রাশিয়ার বাণিজ্য ভবন "আর্কোস হাউস" খানাতাল্লাসী হইল। কুৎসারটনা এবং বৃটেনের এই শ্রেণীর অপমান সূচক ব্যবহারে ষ্টালিন কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে সাহায্য করিবার নীতি তিনি পরিত্যাগ করিলেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই সময় সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য ইয়োরোপময় বান্ধব খুঁজিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত কত তীব্র তাহা ষ্টালিন জানিতেন ও বুঝিতেন। স্বল্পভাষী ষ্টালিন কৌতুকের সহিত ধনতান্ত্রিক সমাজের এই বাঙ্ময় আক্রোশ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলের স্নায়ু সমান নয়। তাঁহার কোন কোন সহকর্ম্মী উত্তেজিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কমিউনিষ্ট ইণ্টারনাশ্যনালের তৎকালীন নেতা বুখারিন মস্কৌএ এক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় যুদ্ধ আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সহরবাসীরা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য দোকানে ভীড় জমাইল। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর নিন্দা করিয়া ষ্টালিন জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত হইতে নিষেধ করিলেন। তিনি জানিতেন, সোভিয়েটের প্রতি সাধারণ বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও

কি বৃটেন, কি ফ্রান্স কেহই পৃথক বা সম্মিলিতভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে পারে না। কেননা, ইহার জন্য জার্ম্মানী অথবা সোভিয়েটের সীমান্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্য দিয়া পথ আবশ্যক। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? সে আতলান্টিকের পরপার হইতে অভিশাপ বর্ষণ ছাড়া কিছুই করিবে না। অতএব যদিও সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত ধনতন্ত্রী গভর্নমেণ্টগুলির সম্পর্ক অনিশ্চিত ও শিথিল, তথাপি ঐগুলির আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্য ও বিরোধিতার ফলে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নাই।

ধনতান্ত্রিক জগতের আংশিক বয়কট বলশেভিকদের দুর্ব্বল করিল না। ইতিহাস ও ভূগোল সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূল। বিশাল দেশ, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ অফুরন্ত। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সম্ভাবনা প্রচুর। শান্তি বিরাজিত থাকিলে সোভিয়েটের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বিস্তার লাভ করিবে, সমাজ-জীবন উন্নত হইবে। ধনতান্ত্রিক জগতের পরধনলুব্ধ বাণিজ্যের বিপদ, বিঘ্ন ও প্রতিযোগিতা সোভিয়েট ভূমিতে নাই। সেখানে চলিয়াছে নূতন রাষ্ট্রের গঠনকার্য্য—বন্ধনমুক্ত শ্রমিক ও কৃষকের নবজীবনের আনন্দে সৃজনকার্য্য, নব নব নির্ম্মাণশালায় সমবেত তরুণ তেজে উদ্দীপ্ত নূতন রাশিয়ার নূতন নর-নারী।

সোভিয়েটভূমির বাহিরে সমগ্র জগতে চলিয়াছে শ্রেণী সংঘর্ষ, জাতীয়তা-বাদের সহিত সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ। কলকারখানার শ্রমিক ও মালিকের সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সকল দেশে জনগণের দাবী,—শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, অসম প্রতিযোগিতামুক্ত স্বাভাবিক বাণিজ্য, সামাজিক সমুন্নতি। ধনিক ও সুবিধাভোগী শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত গভর্নমেণ্টগুলির রাজনৈতিক পতাকায় বিশ্বশান্তি, সমষ্টিগত নিরাপত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রভৃতি বড় বড় বুলি অঙ্কিত থাকা সত্ত্বেও—জনসাধারণ ক্ষুব্ধ, বঞ্চিত, বিহ্বল। সমগ্র প্রাচ্য ভূমিতে যখন জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সহিত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ চলিয়াছে, তখন জার-সাম্রাজ্যনীতির বন্ধনমুক্ত বিশাল রাশিয়ার অনগ্রসর জাতিগুলি শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও আধুনিক বিজ্ঞানের দান

লইয়া, এক বৎসরে দশ বৎসরের পথ অতিক্রম করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গড়িয়া উঠিতেছে শ্রেণী সংঘর্ষহীন নবীন সমাজ। অতএব ষ্টালিনের পররাষ্ট্রনীতি কূটনীতির জটিল ও আবিল আবর্ত্ত হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বমানবের কল্যাণের পথই অনুসরণ করিয়াছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিশ্বশান্তি কামনার মধ্যে কূটনৈতিক কোন চালবাজী ছিল না। কেননা, সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়িতে হইলে শান্তির আবশ্যক। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিশ্বশান্তি ও সমষ্টিগত নিরাপত্তার বুলিগুলি যে ভণ্ডামী মাত্র, লীগ অফ নেশনে রাশিয়া যোগ দিবার পর তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনে ষ্টালিনের দক্ষিণ হস্ত লিট্‌ভিনফ যখন প্রস্তাব করিলেন, সমস্ত জাতির একযোগে সর্ব্ববিধ যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত তখন জেনেভায় উপস্থিত কূটনীতিকেরা তাঁহাকে স্বপ্নবিলাসী বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব হইতেই বুঝা গেল, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ কত গভীর! ষ্টালিন বুঝিয়া লইলেন ইহাদের মধ্যে স্ববিরোধিতা থাকিলেও, শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্কট দেখা দিলে ইহারা সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে। যাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছে, অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তাহারা শিশু সোভিয়েটকে হত্যা করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল, সে দুঃখস্মৃতি ষ্টালিন ও সোভিয়েট নেতারা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিলেন, জাপানের চীনের উপর আক্রমণ এবং জার্ম্মানীতে নাৎসীদলের অভ্যুত্থানে ধনতান্ত্রিক নেতারা আনন্দে গদ গদ হইয়া উঠিলেন। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া সর্ব্বত্রই শাসকশ্রেণী, জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল এবং সোভিয়েট সীমান্তে মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া তোলাকে, সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধের ভূমিকা মনে করিয়া মৌন সমর্থন করিতে লাগিলেন। মার্কিন ও বৃটিশ সাংবাদিকেরা জাপ-সোভিয়েট যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল বলিয়া সংবাদপত্র জগতে হুলুস্থুল বাধাইয়া তুলিলেন। কিন্তু ষ্টালিন বিচলিত হইলেন না। বিভিন্ন শক্তিগুলি যতদিন

নিজেদের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট এবং প্রতিযোগিতায় জড়িত থাকিবে, ততদিন তিনি সোভিয়েটকে দৃঢ় করিয়া তুলিবার সময় পাইবেন।

তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে ষ্টালিন বলিলেন :

"……আজিকার জগতের প্রতিকৃতি কি ?

"আজ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই শিল্প-বাণিজ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। আজ কৃষিপ্রধান দেশগুলিতেও কৃষিকার্য্যের সঙ্কট দেখা দিয়াছে। 'শ্রীবৃদ্ধি'র পরিবর্ত্তে জনসাধারণের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে এবং বেকার সমস্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। কৃষিসম্পদের অধিকতর চাহিদার পরিবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ কৃষক সর্ব্বনাশের মুখে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে মোহ দূর হইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহা অতি মাত্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের 'অনিবার্য্য ধ্বংস' সম্পর্কে 'বিশ্বব্যাপী' কোলাহল আজ 'বিশ্বব্যাপী' বিদ্বেষ বিষাক্ত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছে, কেননা সঙ্কটের মধ্যেও যাহারা উন্নতি লাভ করিতেছে 'সেই দেশটিকে' শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন।

"ধনতন্ত্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা শেষ হইয়া আসিল …জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলন নূতন শক্তি লইয়া মাথা তুলিবে !…জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ, বুর্জ্জোয়াশ্রেণী এই অবস্থার সমাধানকল্পে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অধিকতর ফাশিস্ত ভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে এবং সোশ্যাল ডিমোক্রেসিসহ সর্ব্ববিধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবে। দ্বিতীয়তঃ, বহির্জগতের ব্যাপারে এই সঙ্কট হইতে মুক্তির জন্য বুর্জোয়া শ্রেণী নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্ভব করিবে। ইহার পরিণাম দাঁড়াইবে এই যে, ধনতান্ত্রিক শোষণ ও যুদ্ধের বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সর্ব্বহারাশ্রেণী বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইবে।

"আমাদের নীতি হইল শান্তির নীতি এবং সকল দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন।……আমাদের সমস্ত শক্তি ও সমস্ত সম্পদ লইয়া আমরা এই

নীতি অনুসরণ করিব। আমরা কোন দেশের অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ভূমিও চাই না, পক্ষান্তরে আমাদের সূচ্যগ্র মেদিনীও অপর কাহাকেও দিব না।"

হিটলার জার্ম্মানীতে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ষ্টালিন আন্তর্জাতিক কমিনটার্ন এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতিতে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। দেখা গেল, ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের জঠর হইতে গণবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংহারশূল উদ্যত হইল, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করার সময় নাই। আশ্চর্য্য এই, নূতন নাৎসী শক্তির অভ্যুত্থান ও রণ-হুঙ্কারময় আস্ফালনে ধনতান্ত্রিক জগতের কোন গভর্নমেণ্ট বিচলিত বা শঙ্কিত হইল না। রক্ষণশীল ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিতে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিল। ভারতের জাতীয়তাবাদীদের একটা বড় অংশ আসুরিক বিক্রমের অকুণ্ঠ প্রকাশকে বন্দনা করিতে লাগিলেন, ভারতের বৃটিশ শাসকশ্রেণী তাঁহাদের স্বৈরশাসনের পরোক্ষ সমর্থন পাইয়া ফাশিস্ত ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। মীরাট সাম্যবাদী ষড়যন্ত্র মামলায় নবীন কমিউনিষ্ট পার্টি দলনে, সর্ব্বোপরি ১৯৩০-৩৩-এর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে তাঁহারা ফাশিস্ত কৌশল অতি নৈপুণ্যের সহিত প্রয়োগ করিলেন। মার্কসীয় সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক পুঁথি পুস্তক, সংবাদপত্র ভারতে নিষিদ্ধ হইল। নাৎসী ফাশিস্ত পুঁথি পুস্তক ও প্রচারকার্য্যের জন্য ভারতীয় শাসকশ্রেণী সদর দরজা খুলিয়া দিলেন। ভারতের সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন হিটলার ও মুসোলিনীর চিত্রসহ চমকপ্রদ বাণী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃটেনে ও ভারতে ধনীরা "শ্রমিক-সমস্যা" সমাধানে ফাশিস্ত পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন; রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদীরা বলশেভিক-বিভীষিকা হইতে সাম্রাজ্য নিরাপদ করিবার 'পেটেণ্ট দাওয়াই' খুঁজিয়া পাইলেন। "ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিবে" ভাবিয়া রক্তপতাকা দর্শন ক্ষিপ্ত ষণ্ডেরা সেদিন যখন শৃঙ্গ আস্ফালন করিতেছিল, তখন ভাবিতেও পারে নাই যে, এই বাঘের তীক্ষ্ণ নখর দন্ত হইতে তাহারাও নিষ্কৃতি পাইবে না।

যুদ্ধ সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। হিটলার জার্ম্মানীতে একনায়ক হইবার পর নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের মৃত্যু ঘটিল। দীর্ঘকাল পর জার্ম্মানীতে পুনরায় সামরিক

শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইল। ভার্সাই সন্ধিপত্রের এক একটি সর্ত্ত ধূলিসাৎ হইতে লাগিল। অবশেষে জার্ম্মানী লীগ অফ্ নেশনস্ হইতে বাহির হইয়া গেল। নবীন চ্যান্সেলবের সম্মুখে জরাকম্পিত শির নত করিয়া গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিনম্র সম্ভ্রম নিবেদন করিতে লাগিল এবং 'শান্তির' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশা করিতে লাগিল হিটলার তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়া পূর্ব্বমুখে অভিযান করিবেন। যদিও মিঃ চার্চ্চিল সমুচ্চকণ্ঠে ফাশিবাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি রক্ষণশীলদলের নেতা বলডুইন ও চেম্বারলেনের নাৎসীতোষণ নীতি দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং নাৎসীশক্তি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বিপন্ন এবং জগতে বৃটিশ মর্য্যাদা বিনষ্ট করিবে এ আশঙ্কা গোপন রাখিতে পারিলেন না। সুবিধাভোগী শাসক ও ধনিক শ্রেণীর মনোভাব যাহাই হউক, সর্ব্বত্র ট্রেড্ ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলন সূচনা হইতেই ফাশিস্ত-বিরোধী ছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও প্রকাশ্যভাবে প্রথম হইতেই ফাশিস্ত নীতি ও আক্রমণশীল মনোভাবের নিন্দা করিয়াছে।

এই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে ষ্টালিন সম্যক্ পথ বাছিয়া লইলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে সোভিয়েট ইউনিয়ন লীগ অব নেশন্সে যোগ দিল। যদিও তিনি জানিতেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার মধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্স ছাড়া আর কোন বৃহৎ শক্তি নাই—তথাপি রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন, এই নূতন আক্রমণশীল শক্তির বিরুদ্ধতায় তিনি সহযোগ করিতে প্রস্তুত। তিনি সমষ্টিগত নিরাপত্তার অনুকূলে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার এই বাণী লিট্ভিনফ লীগ অফ্ নেশন্সে প্রতিধ্বনিত করিলেন। "শান্তি অবিভাজ্য" এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাণী লিট্ভিনফের কণ্ঠ হইতেই উত্থিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই কমিউনিষ্ট ইন্টারনাশ্যনাল "যুদ্ধ ও ফাশিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের" আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ফাশিজম-এর বিরুদ্ধে ও স্বপক্ষে মতবাদের লড়াই তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। সোভিয়েট রাশিয়ার সচেতন প্রহরী ষ্টালিন সজাগ সাবধানী এবং সদা সতর্ক।

সপ্তদশ অধ্যায়

সোভিয়েটের নূতন শাসনতন্ত্র ও বিশ্ব-সংগ্রামের পটভূমিকা

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট গণতন্ত্রগুলির সপ্তম কংগ্রেসে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২৪ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহা নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন হইল। এই দশ বৎসরে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে এক আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এক অভিনব সমাজতান্ত্রিক শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। জোতদার শ্রেণীর (কুলাক) সঙ্গতিপন্ন কৃষক নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সম্মিলিত কৃষিক্ষেত্র প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা জয়ী হইয়াছে। সোভিয়েট সমাজের মূল ভিত্তি স্বরূপ সর্ব্ববিধ উৎপাদন ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রের এই সাফল্যে জনসাধারণের ভোটাধিকার প্রসারিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

ষ্টালিনের সভাপতিত্বে একটি নিয়মতন্ত্র কমিশন নিযুক্ত হইল এবং সোভিয়েটের নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার ভার এই কমিটির উপর অর্পিত হইল। ঘোষণা করা হইল যে, এই খসড়ার অংশবিশেষ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইবে এবং সংবাদপত্রে ও সভা সমিতিতে জনসাধারণ স্বাধীনভাবে ইহার অবাধ সমালোচনা করিতে পারিবে। সম্পূর্ণ খসড়া প্রকাশিত হইবার পর সাড়ে পাঁচ মাস কাল সমগ্র দেশে আলোচনা হইল। তাহার পর উহা সোভিয়েটের অষ্টম কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে পেশ করা হইল।

নূতন শাসনতন্ত্র আলোচনার জন্য ১৯৩৬-এর নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হইল। ১৯২৪-এর শাসনতন্ত্রকে প্রস্তাবিত নূতন শাসনতন্ত্র

কোন্ কোন্ অংশে সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়াছে ষ্টালিন তাহা একের পর আর বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিনিধিবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন। সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্থচনায় নূতন অর্থনৈতিক নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৯২৪-এর শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সমাজতান্ত্রিক উন্নতির পাশাপাশি সীমাবদ্ধভাবে ব্যক্তিগত মূলধন খাটাইবার অনুমতিও দিয়াছিলেন। সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনা ছিল যে ঐ দুইটি পদ্ধতি পাশাপাশি চলিবে এবং ক্রমে অর্থনীতি ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা জয়ী হইবে। অবশ্য জয় পরাজয়ের এই প্রশ্ন তখনও মীমাংসা হয় নাই। কারখানাগুলি পুরাতন ও অপ্রচুর সরঞ্জামাদি লইয়া তখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। কৃষিব্যবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। ব্যক্তিগত কৃষি-ক্ষেত্রের বিরাট সমুদ্রের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্রগুলি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত। তখন কুলাক বা জোতদার শ্রেণীকে সংযত রাখাই ছিল লক্ষ্য, উচ্ছেদ করা নহে। সমগ্র দেশের বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র তখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আয়ত্তে আসিয়াছিল।

১৯৩৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় এক সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত চিত্র উদ্ঘাটিত হইল! এই সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সমস্ত বিভাগে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জয়ী হইয়াছে। শক্তিশালী নূতন সোভিয়েট কলকারখানা ও শিল্পকেন্দ্রগুলিতে মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় প্রায় সাত গুণ অধিক পণ্য উৎপন্ন হইতেছে। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে চালিত কারখানা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমাজ-তান্ত্রিক বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রগুলি পৃথিবীতে সমবায় পদ্ধতির কৃষিকার্য্যের অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের নিদর্শনে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে জোতদার শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং ব্যক্তিবিশেষ কৃষকের অর্থনৈতিক জীবনে উহাদের কোন প্রভাব ছিল না বলিলেই চলে। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র ও সমবায় বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একজনের শ্রমের ফল অপরে বুদ্ধি কৌশলে

ভোগ করিবে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। পণ্য উৎপাদনের সমস্ত ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের করায়ত্ত। নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক সঙ্কট, দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। সোভিয়েট সমাজের প্রত্যেক নরনারী শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য্যের সাধারণ সরিক।

ষ্টালিন তাঁহার রিপোর্টে বলিলেন, এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীগুলিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৃহযুদ্ধের সময় জমিদার শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পরিপুষ্ট বুর্জ্জোয়া শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং এই কয় বৎসরের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে সমস্ত শোষক শ্রেণী—পুঁজিবাদী, ব্যবসায়ী, জোতদার এবং মুনাফাশিকারী—বিলুপ্ত হইয়াছে। শোষক শ্রেণীর যে সামান্য অংশ এখনও কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিক জনসাধারণ,—কলকারখানার মজুর, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে এক নবজীবন লাভ করিয়াছে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকগণের উৎপাদনের কারখানাগুলির উপর কোন অধিকার ছিল না এবং তাহাদের শ্রম কেবল ধনীর মুনাফা সৃষ্টির কাজে লাগিত। পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলি জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণ রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া শোষক ও শোষিতের ভেদ দূর করার ফলে এক শ্রেণীহীন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাশিয়ার এইরূপ শ্রেণীহীন অথচ বিভিন্ন বিভাগে কর্ম্মরত শ্রমিকশ্রেণী মনুষ্য জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কুত্রাপি সম্ভব হয় নাই।

অতীতে রাশিয়ায় ২০ লক্ষ কৃষক পরিবার সমগ্র দেশে ছড়াইয়া ছিল। ইহারা জরাজীর্ণ কুটীরে বাস করিত। আদিম কালের যন্ত্রপাতি দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড চাষ করিত এবং বংশানুক্রমিক ভাবে জমিদার মহাজন ব্যবসায়ী জোতদার ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি শ্রেণীর দ্বারা শোষিত হইত। এখন নূতন কৃষক

শ্রেণীর উপর স্তরে স্তরে শোষকশ্রেণী নাই। অধিকাংশ কৃষক সম্মিলিত কৃষি-ক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছে। তাহারা একত্রে বাস করে, একত্রে শ্রমার্জ্জিত সম্পদ ভোগ করে এবং একত্রে সমবায় নীতিতে আধুনিক যন্ত্রশক্তি দ্বারা চাষ করে। তাহারা শিক্ষিত, তাহারা রোগে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা পায়; তাহাদের বসন ভূষণ মলিন ও জীর্ণ নহে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলা-ধুলা, আমোদ-প্রমোদের আধুনিক যুগের সর্ব্ববিধ সুবিধাই তাহারা পাইয়া থাকে। এমন প্রসন্ন ও সুখী কৃষকশ্রেণী মানবের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় নাই।

তারপর সোভিয়েট রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। শিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই কৃষক ও শ্রমিক পরিবার হইতে আসিয়াছে। অতীতের বুদ্ধি-জীবীদের মত ইহারা ধনতন্ত্রের ক্রীতদাস নহে। ইহারা সমাজতন্ত্রের সেবক। ইহারা তথাকথিত ভদ্রলোক নহে, ইহারা সমাজতান্ত্রিক, সমাজের অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর মতই সমান সুবিধাভোগী। ইহারা কৃষক শ্রমিকদের সহিত মিলিত হইয়া নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করিতেছে। এই নূতন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদল শোষক শ্রেণীর পীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া জনসাধারণের সেবকরূপে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করিতেছে। মনুষ্য জাতির ইতিহাসে ইহাও এক অভিনব ব্যাপার।

এই পরিবর্ত্তন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্ববিরোধিতাহীন নূতন সমাজ, স্বভাবতঃই শাসনতন্ত্রকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিল। যাহাতে সমাজতান্ত্রিক সাফল্য নূতন শাসনতন্ত্রে প্রতিবিম্বিত হয় তাহার জন্যই নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে সোভিয়েট সমাজে শ্রমিক ও কৃষক এই দুইটি পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন শ্রেণীকে মানিয়া লওয়া হইল। ঠিক ঠিক শ্রেণীহীন সমাজ ইহা নহে। সোভিয়েট রাষ্ট্র মুখ্যতঃ কৃষক ও শ্রমিকের রাষ্ট্র।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা পল্লী ও সহরের শ্রমিকদের এবং তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই জিলা বা প্রাদেশিক সোভিয়েটগুলি পরিচালন করিয়া থাকে। তাহার উপরে আছে সম্মিলিত সোভিয়েটের সর্ব্বোচ্চ আইন

সভা। এই আইন সভা দুইটি এবং দুইটি আইন সভারই অধিকার, দায়িত্ব, কর্ত্তব্য সমান। সার্ব্বভৌম অধিকারে প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসনশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ লইয়া সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্র পরিষদ দুইটি গঠিত। প্রাপ্ত বয়স্কগণ সকলেই ভোট দিবাব অধিকারী এবং তাহারা গোপন ব্যালট্ ভোটে প্রত্যক্ষভাবে এই দুই আইন সভার প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচিত করে। প্রতিনিধিরা চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। নিম্নতম আইন পরিষদ হইতে উচ্চতম আইন পরিষদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শ্রমিকরা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তি, তাহার জাতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সামাজিক মর্য্যাদা, ধনসম্পত্তি এবং অতীত কার্য্যকলাপ যাহাই হউক না কেন, ভোট দিবার অধিকারী। কেবল পাগল এবং দুর্নীতিমূলক অপরাধে আদালতে দণ্ডিত এবং যাহার ভোটাধিকার আদালত বাতিল করিয়া দিয়াছেন তাহারা ভোট দিতে পারে না।

সোভিয়েটের ডেপুটি বা প্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্ব্বাচিত হন। তাহার অর্থ এই যে, পল্লী বা সহরেব ছোট ছোট সোভিয়েটের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্রমোচ্চ পরিষদের ডেপুটি নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। নিম্নতম পরিষদ হইতে উচ্চতম পরিষদ পর্য্যন্ত সমস্ত সোভিয়েট প্রতিনিধিগণই ভোটাধিকার প্রাপ্ত অধিবাসীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হন।

সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট পরিষদদ্বয় একত্র হইয়া 'প্রেসিডিয়ম' বা কয়েকজন সভাপতি নির্ব্বাচন করেন এবং "কাউন্সিল অব পিপলস্ কমিশার্স" বা বিভিন্ন বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনের প্রধান কর্ম্ম সচিবও তাঁহারা নির্ব্বাচন করেন।

সোভিয়েট রাশিয়াব অর্থনৈতিক ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। "প্রত্যেকে তাহার যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রত্যেকে তাহাব কার্য্যের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবে।" বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্য অনুসারে মানুষের উৎপন্ন কবার ক্ষমতার ইতর বিশেষ হয়, কিন্তু শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য অশন বসনের প্রয়োজন সকলের পক্ষে সমান। তাই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় নিয়ম এই যে, প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাইবার,

বিশ্রাম ও আরাম উপভোগ করিবার, শিক্ষালাভ করিবার, বৃদ্ধ বয়সে এবং রোগ বা অন্যকারণে অশক্ত হইয়া পড়িলে ভাতা পাইবার অধিকার আছে। নারীরাও জীবনের সমস্ত বিভাগে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। সোভিয়েট রাশিয়াব প্রজারা যে কোন জাতি বা গোষ্ঠীভুক্ত হউক না কেন সকলে সমান অধিকার ভোগ করিবে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্ম্মাচরণ এবং ধর্ম্মেব বিরুদ্ধে প্রচার সর্ব্ববিধ অধিকারই সকলের সমান।

সমাজতান্ত্রিক সমাজকে শক্তিশালী করিবার জন্য নূতন শাসনতন্ত্রে সভাসমিতি বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকলেই যোগ দিতে পারে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর এবং বসবাস করিবার স্বাধীনতার উপব কোন হস্তক্ষেপ চলিবে না। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনতা সুবক্ষিত থাকিবে। যে সকল বিদেশী শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া অথবা বৈজ্ঞানিক কার্য্যের জন্য অথবা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নির্য্যাতিত ও নির্ব্বাসিত তাহারা সোভিয়েট রাশিযায় আশ্রয় পাইবাব অধিকাব দাবী করিতে পারিবে।

এ'ত গেল অধিকাবের কথা। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকেব কর্ত্তব্য কঠোরভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওযা হইয়াছে। প্রত্যেককে আইন মানিয়া চলিতে হইবে, কার্য্যেব শৃঙ্খলা রক্ষা কবিতে হইবে, সততার সহিত জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য পালন কবিতে হইবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজেব বিধি নিষেধ মানিতে হইবে, সর্ব্বজনীন সম্পত্তি, কলকারখানা রক্ষা করিতে হইবে, সর্ব্বোপরি সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমিকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্ত্তব্য।"

"শ্রমিক শ্রেণী এবং এই শ্রেণীব বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাধিক কর্ম্মকুশল এবং যাহাদের রাজনৈতিক চেতনা আছে তাহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাম্যবাদী বা বলশেভিক দলে একত্রিত হইবে এবং তাহারাই হইবে কৃষক

শ্রমিকের রাষ্ট্রের অগ্রগামী দল। কি জনহিতকর কার্য্যে, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নির্ব্বাহে তাহারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে।"

সোভিয়েটের অষ্টম কংগ্রেসে এই নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া সর্ব্ববাদী সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইল। কৃষক শ্রমিকের এই অভিনব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলে ও শাখায় সমাজতন্ত্রেরই জয় বিঘোষিত হইল। সোভিয়েট রাষ্ট্র বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক নূতন স্তরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে প্রকৃত সাম্যবাদী সমাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হইল এই যে, "প্রত্যেকে তাহার শক্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজনমত শরীর ও মনের খাদ্য পাইবে।"

১৯৩৭-এর ৭ই ডিসেম্বর সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বত্র ছুটির দিন ঘোষিত হইল এবং ঐ দিন নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দিন স্থির হইল। বলশেভিক দল, তরুণ সাম্যবাদী দল এবং যাহারা কোন দলভুক্ত নহেন এমন বহু ব্যক্তি নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইলেন। সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় সমিতি সমস্ত সাম্যবাদী ও সাম্যবাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নাগরিককে অনুরোধ করিলেন যে, সাম্যবাদী প্রার্থীকে তাঁহারা যে ভাবে ভোট দিবেন স্বতন্ত্র সদস্যদিগকেও তাঁহারা ইচ্ছামত সেই ভাবে ভোট দিতে পারিবেন। যে সকল নির্ব্বাচক সাম্যবাদী দলভুক্ত নহেন তাঁহারা স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। ১২ই ডিসেম্বর প্রত্যেক ভোটার নির্ব্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে তাহার ভোট প্রদানের সম্মানজনক অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ১১ই ডিসেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ষ্টালিন ঘোষণা করিলেন, "ভোটদাতা এবং জনসাধারণ তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের নিকট দাবী করিবেন, যে কর্ত্তব্যভার তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন তাহা যেন যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন। কাজ করিতে যাইয়া তাহারা যেন পরস্পরের সহিত কলহকারী পেশাদার রাজনীতিকে পরিণত না হন। স্ব স্ব পদে তাঁহারা লেনিন-পন্থী রাজনীতিকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। জনসাধারণের

প্রতিনিধিরূপে তাঁহারা হইবেন লেনিনের মত স্পষ্ট, সরল এবং দৃঢ়নিশ্চিত। সংগ্রাম ক্ষেত্রে তাঁহারা হইবেন নির্ভীক এবং জনসাধারণের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহারা হইবেন দয়াহীন। লেনিন এইরূপ ছিলেন। তাঁহারা ভীতিবিহ্বল হইবেন না। যখন কোন সমস্যা জটিল হইবে কিম্বা দিকচক্রবাল রেখায় কোন বিপদের মেঘ দেখা দিবে তখন লেনিনের মতই দৃঢ়ভাবে তাঁহারা অটল থাকিবেন। তাঁহারা লেনিনের মতই ভালমন্দ সব দিক বিচার বিবেচনা করিয়া সমস্ত জটিল সমস্যা সমাধান করিবেন। তাঁহারা লেনিনের মতই ন্যায়নিষ্ঠ এবং সাধুতার সহিত কাজ করিবেন এবং তাঁহাদের উচিত জনসাধারণকে লেনিন যে ভাবে ভালবাসিতেন সেই ভাবে ভালবাসা।"

বিপুল আড়ম্বর ও উৎসাহের মধ্যে নির্ব্বাচন সমাধা হইল। ইহা কেবল নির্ব্বাচন নহে। ইহা বিশ বৎসরের সাধনায় নবসৃষ্টির বিজয়োৎসব, ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণের পারস্পরিক প্রগাঢ় প্রীতির বার্ত্তা ঘোষণা। ৯ কোটী ৪০ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে ৯ কোটী ১০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৯৬ জনেরও অধিক ব্যক্তি ভোট প্রদান করিল। কমিউনিষ্ট দল এবং স্বতন্ত্র দলের প্রতিনিধিরা শতকরা ৯৮ টিরও অধিক ভোট পাইলেন। মাত্র ৬ লক্ষ ৩২ হাজার ব্যক্তি সাম্যবাদী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও সাম্যবাদী দলের প্রত্যেক নির্ব্বাচনপ্রার্থী নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছিলেন। ৯ কোটী লোকের ঐক্যমত সমাজতন্ত্রের এবং বলশেভিক দলের বিজয়কে স্বীকার ও সমর্থন করিল।

বলশেভিক দলের অর্থাৎ মার্কস্-লেনিন-পন্থী দলের ইতিহাস বিস্ময়কর। এই দল প্রথম হইতেই সমাজ বিপ্লবের পতাকাবাহী এবং জনসাধারণকে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল করিয়া তুলিবার দল। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে ষ্টালিন তাঁহার লেনিনিজম্ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"প্রাক-বিপ্লব যুগে অল্পবিস্তর শান্তির সহিতই দল অগ্রসর হইয়াছে। যখন শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের প্রাধান্য ছিল তখন প্রধানতঃ আইন-সভায় নিয়মতান্ত্রিক সংঘর্ষই মুখ্য কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। বিপ্লবের

সংগ্রামে দলের যে দৃঢ়তা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্টতা প্রকাশ পায় পূর্ব্বে তাহার অভাব ছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কাউট্স্কি (জার্ম্মান সাম্যবাদী কিন্তু মহাযুদ্ধের পর দলত্যাগী) বলিয়াছিলেন, "দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অধীনস্থ দলগুলির লক্ষ্য শান্তি, যুদ্ধ নহে।" এই কারণেই মহাযুদ্ধের সময় তাহারা কোন অগ্রগামী পদক্ষেপ করিতে পারে নাই এবং জনসাধারণের বিপ্লবমূলক কার্য্যে নেতৃত্ব করিতে পারে নাই। ইহা দুঃখজনক কিন্তু এইরূপই হইয়াছিল। কারণ দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালিত করিবার কোন যোগ্যতা ছিল না। তাহারা জনসাধারণের সংগ্রামশীল দল ছিল না। তাহারা শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি অর্জ্জনের প্রেরণা দিয়াছিল কিন্তু আসলে তাহাদের শ্রমিক সঙ্ঘগুলি ছিল এক একটি নির্ব্বাচন কেন্দ্র; পার্লামেণ্টারী নির্ব্বাচন এবং পার্লামেণ্টারী নিয়মতান্ত্রিক সংঘর্ষ পরিচালনের যন্ত্র। এই কারণেই দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক যখন প্রবল হইল এবং তাহাদের সম্মুখে যখন সুযোগ উপস্থিত হইল তখন দেখা গেল ইহা ঠিক ঠিক একটা দল নহে, কতকগুলি পার্লামেণ্ট-বিহারী ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র এবং ইহাই ছিল জনসাধারণের প্রধান রাজনৈতিক সঙ্ঘ। সেই সময় আরও বোঝা গেল যে, ঐ পার্লামেণ্টারী দলের দালাল ও প্রত্যঙ্গ ছাড়া দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর দল হাল ধরিলে জনসাধারণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতের প্রশ্নই উঠে না ইহা বলা বাহুল্য।

"কিন্তু নবযুগের আরম্ভে ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তন হইল। শ্রেণী সংগ্রাম শ্রমজীবীদের বিপ্লব এবং এই উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাম্রাজ্য-বাদের উৎসাদন এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে ক্ষমতা অধিকার—ইহাই হইল নূতন যুগের আদর্শ। নূতন কর্ত্তব্য আসিল। দলকে নূতনভাবে বৈপ্লবিক পন্থায় কাজ করিবার জন্য পুনর্গঠন করিতে হইবে, শ্রমিকদিগকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালনা শিক্ষা দিতে হইবে, সংগ্রামশীল অংশের পশ্চাতে অন্যান্য সর্ব্বহারা শ্রেণীকে প্রস্তুত করিতে

হইবে; প্রতিবেশী দেশগুলির জনসাধারণের সহিত দৃঢ় সংযোগ ও পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন জাগ্রত করিতে হইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই অভিনব দায়িত্ব পালন প্রাচীন-পন্থী এবং শান্তিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পার্লামেণ্টারী কার্য্যে অভ্যস্ত সোশ্যাল ডিমোক্রাট দলের দ্বারা সম্ভবপর মনে করা আর অনিবার্য্য পরাজয় বরণ করা একই কথা। পুরাতন দলের নেতৃত্বে চালিত হইয়া যদি শ্রমিকেরা সংঘর্ষ আরম্ভ করিত তাহা হইলে তাহাদের রক্ষার কোন উপায় থাকিত না এবং জনসাধারণ যে এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য।

"এই কারণেই প্রয়োজন হইল নূতন দলের যাহা সংগ্রামশীল ও বৈপ্লবিক, যাহা সাহসের সহিত কৃষক শ্রমিককে রাজনৈতিক অধিকার লাভের সংঘর্ষে পরিচালিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে, যে দলের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির জটিল অবস্থাকে সবদিক হইতে দেখিয়া কাজ চালাইবার মত অভিজ্ঞতা আছে এবং যে দল বিপ্লবতরণীকে চোরা পাহাড়ের আঘাত বাঁচাইয়া নির্দ্দিষ্ট বন্দরে লইয়া যাইতে সক্ষম—এইরূপ দল ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করা এবং কৃষক শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। লেনিনবাদী দলই হইল নূতন দল।"

১৯২৯-৩০-এর জগদ্ব্যাপী অর্থ সঙ্কটের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৩৩-এ আশঙ্কা যদিও একটু কাটিয়া গেল, শিল্প-বাণিজ্যের কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেল কিন্তু তথাপি পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক শিল্প বাণিজ্য ১৯২৯-এর সংখ্যায় পৌঁছিতে পারিল না। তবে ফাশিস্ত যুদ্ধের দরুন রণসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানা-গুলির কথঞ্চিৎ উন্নতি হওয়ায় ১৯৩৭ সালে ১৯২৯-এর তুলনায় উৎপাদন শতকরা ৯৫ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ১৯৩৭-এর মধ্যভাগে আবার এক দ্বিতীয় সঙ্কট দেখা দিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই বৎসরের শেষভাগে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইল এক কোটি। গ্রেটবৃটেনেও বেকারের সংখ্য দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৯২৯-এর ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলি আবার এক নূতন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইল।

এইভাবে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যখন আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতায় বিপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থসংঘাতের সামঞ্জস্য বিধানে অক্ষম, ঠিক সেই সময় আক্রমণশীল রাষ্ট্রগুলি উহার সুবিধা লইয়া অর্থনৈতিক সঙ্কটের ক্ষতি পূরণে অগ্রসর হইল এবং দুর্ব্বল দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য অস্ত্রবলে স্থাপন করিতে লাগিল। এই লোভের ভিত্তির উপর জার্ম্মানী ও জাপানের সহিত যোগ দিল ইতালী।

১৯৩৫-এ ফাশিষ্ট ইতালী কোন কারণ না দেখাইয়া এবং আন্তর্জ্জাতিক আইন পদদলিত করিয়া আবিসিনিয়া দখল করিয়া লইল। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও এই উলঙ্গ দস্যুবৃত্তি ফাশিস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রেওয়াজ হইয়া উঠিল। যাহা হউক ইহা কেবল আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ নহে, গ্রেটবৃটেনের উপর ইহার প্রত্যক্ষ আঘাত আসিল; ইয়োরোপ হইতে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার সমুদ্রপথ বিঘ্ন-সঙ্কুল হইল। গ্রেটবৃটেন ইতালীর আবিসিনিয়া দখলে বাধা দিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। ইতালী রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিরে গিয়া স্বাধীনভাবে অজস্র সমরোপকরণ নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু করিল।

নাৎসী জার্ম্মানী ভার্সাই সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং অস্ত্রবলে ইয়োরোপের মানচিত্র পরিবর্ত্তন করিবার পরিকল্পনা দম্ভভরে ঘোষণা করিতে লাগিল। জার্ম্মান নাৎসীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে অধীন, অন্ততপক্ষে জার্ম্মান জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল-গুলি দখল করিবার অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে তাহারা প্রথমে অস্ট্রিয়া অধিকার করিল, তারপর চেকোস্লোভাকিয়াকে আঘাত করিল। তারপর পোলাণ্ড আক্রমণ এবং মহাযুদ্ধের সূচনা।

১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকালে জার্ম্মানী ও ইতালী মিলিতভাবে স্পেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। স্পেনিশ ফাশিস্তদিগকে সাহায্যের অছিলায় নাৎসী ফাশিস্ত বাহিনী স্পেনে অবতরণ করিল। দক্ষিণ বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, জিব্রাল্টার পশ্চিমে আত্‌লান্টিক সাগর এবং উত্তরে বিস্কে উপসাগরে নাৎসী ফাশিস্ত রণতরিগুলি আড্ডা গাড়িল। ১৯৩৮-এর প্রারম্ভে জার্ম্মান নাৎসীরা অস্ট্রিয়া দখল

করিয়া দানিয়ুব নদীর কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া দক্ষিণ ইয়োরোপে দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া ইতালী ও জার্ম্মানী ঘোষণা করিল যে, সাম্যবাদীদিগকে দলন করা ছাড়া তাহাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু এই স্থূল ধাপ্পাবাজি কেবল নির্ব্বোধদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য, আসলে ইহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রেটবৃটেনের ও ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তলদেশ হইতে খনন করিবার চেষ্টা। অষ্ট্রিয়া দখল করাটা ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে যুদ্ধও নহে এবং বিগত মহাযুদ্ধে হস্তচ্যুত রাজ্যখণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও নহে। ইহা বলপূর্ব্বক সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা। ইহা পশ্চিম ইয়োরোপে জার্ম্মানীর আধিপত্য বিস্তারের দুরাকাঙ্ক্ষা এবং সর্ব্বোপরি ইহা গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্সের মর্য্যাদায় আঘাত।

১৯৩৭-এ জাপ-ফাশিস্তরা পিপিং অধিকার করিল, মধ্যচীনে অভিযান করিল এবং সাংহাই বন্দর দখল করিয়া লইল। এখানেও সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা হয় নাই। জাপানীদের নিজেরই সৃষ্ট "স্থানীয় ঘটনার" অছিলায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কৌশল দেখা গেল। তিয়েনসিন, সাংহাই-এর ঘাঁটি দখল করিয়া জাপান মহাচীনের বিপুল বাণিজ্য হস্তগত করিল এবং গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিল, অন্যদিকে চীনের জনসাধারণ আক্রমণকারী জাপ বাহিনীর সম্মুখীন হইল এবং চীনে এক অভূতপূর্ব্ব জাতীয় জাগরণ লক্ষ্য করা গেল। চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্ট অদ্যাবধি পরমাশ্চর্য্য শৌর্য্য বীর্য্যের সহিত জাপ সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। পরিণামে ইহার ফল কি হইবে বলা যায় না কিন্তু সাময়িকভাবে জাপান চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটেন ও আমেরিকার বাণিজ্য স্বার্থ ও নৌ-শক্তির আধিপত্য বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

এই সকল ঘটনা পরম্পরায় বোঝা গেল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও অন্ধকারে নিঃশব্দসঞ্চারী দস্যুর মত সাম্রাজ্যলোভী যুদ্ধ জগতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রাষ্ট্র ও জাতিগুলি অজ্ঞাতসারেই এই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জটিল জালে জড়াইয়া

পড়িল। জার্ম্মানী ইতালী ও জাপানের ফাশিষ্ট শাসকগণই এই যুদ্ধকে একরূপ অবাধে জিব্রাল্টার হইতে সাংহাই পর্য্যন্ত বিস্তার করিল। ক্রমে দেখা গেল যে এই যুদ্ধ গ্রেটবৃটেন ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অভিযান।

যুদ্ধের সূচনায় গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এইরূপ একটা ভান করিলেন যেন ইহার সহিত তাঁহাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা অতি মাত্রায় শান্তিবাদী হইয়া উঠিলেন এবং আক্রমণশীল ফাশিষ্টদের মুরুব্বীর মত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। একের পর আর স্তরে স্তরে নিজভূমি পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহারা দেখাইতে লাগিলেন যে কার্য্যতঃ তাঁহারা ইহাকে বাধাপ্রদান করিতেছেন। অথচ কোন উপায়েই আবিসিনিয়া স্পেন ও চীনকে রক্ষা করা গেল না। তথাকথিত গণতন্ত্রগুলির যে সামরিক বা অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতা বশতঃই এইরূপ একতরফা যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগুলি নিশ্চয়ই ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল; কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইতে পারে নাই। যদিও তাহারা ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির অতিবৃদ্ধি দেখিযা শঙ্কিত হইতেছিল তথাপি তাহাদের অধিক আশঙ্কার কারণ ছিল ইয়োরোপের অসন্তুষ্ট শ্রমিক সম্প্রদায় এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার।

অন্যদিকে সাম্যবাদের শত্রু ফাশিজমের প্রতিও তাহাদের মনের অবচেতন কোণে একটা প্রশ্রয়েব ভাব ছিল এবং এই সকল কারণে 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের বিশেষভাবে বৃটিশ রক্ষণশীল শাসকশ্রেণী তোষণনীতি অবলম্বন করিয়া ক্ষুধিত ফাশিষ্টদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, চরম পন্থা অবলম্বন না করিলেও ক্রমে ও ধীরে ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্য বিস্তারের দাবী পূরণ করা সম্ভবপর হইবে। গ্রেটবৃটেনের শাসকশ্রেণী এবং তাঁহাদের ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুরা যখন বুঝিলেন যে তাঁহাদের তোষণ-নীতি এবং কূটনীতি দুইই ব্যর্থ হইল তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া পোলাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা সমর্থন করিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়া এই সকল ঘটনাবলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিল। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জটিল ও অমঙ্গল সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনাবলী যখন ঘনাইয়া আসিল তখন আত্মরক্ষার্থ সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তুত হইল। যে কোন যুদ্ধ, তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, সর্ব্বদাই শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে দুশ্চিন্তার স্থল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জাতির পর জাতিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল এবং সূচনাতেই পাঁচ কোটি নরনারীর ভাগ্য তাহার সহিত জড়াইয়া পড়িল। এই সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গ যে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবে, পড়িবে কি পড়িতেছে, এ সম্বন্ধে কাহারও মনে সংশয় রহিল না।

১৯৩১-৩২ হইতেই এই আসন্ন বিপদ সোভিয়েট রাশিয়ার অজ্ঞাত ছিল না। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার দায়িত্ব তুলনায় অনেক বেশী। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে কূটনীতি যুদ্ধ কিছুদিন ঠেকাইয়া রাখিলেও সামরিক শক্তিই নিরাপত্তার একমাত্র ভরসা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করিয়া সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সামরিকভাবে প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিল।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির পর ১৯৩৩-এর জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদে রিপোর্ট দাখিল করিয়া ষ্টালিন বলিয়াছেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল, কৃষিপ্রধান দুর্ব্বল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির খেয়ালখুসীর উপর নির্ভরশীল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জ্জাতিক ধনতন্ত্রের খেয়ালখুসী হইতে মুক্ত করিয়া একটা শক্তিশালী শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করা।

"অবশ্য আমাদের সঙ্কল্পের শতকরা ছয়ভাগ আমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আমাদের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ফলে আমাদের কতকগুলি কারখানা পণ্য উৎপাদনের পরিবর্ত্তে সমরোপকরণ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিতে হইয়াছে। জাতীয় আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে আমরা

চার মাস কাল ঐ সকল কারখানায় পণ্য উৎপাদন করিতে পারি নাই। কিন্তু উহা দ্বারা আমরা রক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছি।

"যদি আমরা উহা না করিতাম তাহা হইলে আত্মরক্ষার আধুনিকতম সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। ইহা ব্যতীত দেশের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না; ইহা না করিলে আমরা বহিঃশত্রুর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হইয়াই থাকিতাম। তাহা হইলে আমাদের অবস্থা অল্লাধিক বর্ত্তমান চীনের মত হইত। চীনের নিজস্ব বৃহৎ কলকারখানা নাই, নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা নাই, ফলে যে কেহ খুসী মত তাহাকে পীডন করে। আমাদের উপর কেহ চীনের মত ব্যবহার করিলে আমরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতাম, কিন্তু সেই ভয়াবহ অসম যুদ্ধে আমরা আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত আক্রমণের সম্মুখে প্রায় নিরস্ত্র হইয়া অগ্রসর হইতাম।"

১৯৩৩-এ হিটলারের অভ্যুত্থানের পর হইতে লালপল্টনকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করিবার বিপুল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ষ্টালিন একদিকে সামরিক বল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে শান্তিরক্ষার দিক হইতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট রাশিয়া লীগ-অফ-নেশনসে যোগদান করে। সোভিয়েটের বিশ্বাস ছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও এই কেন্দ্র হইতে আক্রমণশীল রাষ্ট্রগুলির দুর্ব্বলতা উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে এবং যুদ্ধকে ঠেকাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল এবং হিটলারের তরবারী আস্ফালনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমষ্টিগত নিরাপত্তার কোন গুরুত্ব অবশ্য ছিল না। সোভিয়েট প্রতিনিধি লিটভিনফ জেনেভায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শ প্রয়োগ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। লিট্ভিনফ্, সম্মিলিত সামরিক নেতৃত্বের বৈঠক আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিলে, চেম্বারলেন ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, সোভিয়েটকে বাদ দিয়াই হিটলারকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়ার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার পালা আসিল। হিটলার স্থদেতেন দাবী করিলেন। কিন্তু বৃটেনের প্রভাবে ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকৃত হইল।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট চেক গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন, বৃটেন, ফ্রান্স অগ্রসর না হইলেও আমরা সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী চেক রাষ্ট্র রক্ষায় অগ্রসর হইব। কিন্তু মিঃ বেনেস বৃটেনের চাপে পড়িয়া রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। মিউনিক বৈঠকে ইতালী, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দিলেন। চেম্বারলেন "জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা"রূপে নির্ব্বোধ ও ভণ্ডদের দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। হিটলার ১৯৩৯-এর মার্চ্চ মাসে বিজয়গর্ব্বে সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিলেন।

এই সময় ১০ই মার্চ্চ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্র এবং প্রকারান্তরে জার্ম্মানীকে ইউক্রেন অধিকার করিবার জন্য উৎসাহদানের প্রচেষ্টার সমালোচনা করিয়া ষ্টালিন বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন :—

"সাংহাই হইতে জিব্রাল্টার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ৫০ কোটি নরনারীর ভাগ্য যে-যুদ্ধে জড়িত হইয়াছে, সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মানচিত্র বলপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যুদ্ধোত্তর সমগ্র ব্যবস্থা, তথাকথিত শান্তির রাজত্বের ভিত্তি আজ বিচলিত। পক্ষান্তরে এই কালের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিলাভ করিয়াছে, রাজনীতি ও সমরনীতির দিক দিয়া শক্তিশালী হইয়াছে এবং জগতে শান্তিরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছে।

"তিনটি আক্রমণশীল রাষ্ট্র এই অভিনব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রবর্ত্তক। জাপান নয়টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত সন্ধিপত্র (পূর্ব্ব এশিয়ার শান্তিরক্ষার চুক্তি) ছিন্ন করিয়াছে, জার্ম্মানী ও ইতালী ভার্সাই সন্ধি পদদলিত করিয়াছে, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার জন্য ইহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছে। নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আজ বাস্তব ঘটনা। আজকাল সন্ধিপত্র ও জনমত অগ্রাহ্য করিয়া সহসা যুদ্ধঘোষণা সহজ নয়। বুর্জ্জোয়া রাজনীতিকেরা এবং ফাশিষ্ট শাসকগণ ইহা ভাল করিয়াই জানে। এই কারণে ফাশিষ্ট শাসকেরা, যুদ্ধ আরম্ভ করিবার

পূর্ব্বে, অনুকূল জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, অর্থাৎ জনমতকে বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।*

"ইয়োরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী ও ইতালীর সামরিক ব্লক? কি পরিতাপের কথা ইহাকে তোমরা ব্লক বল? "আমাদের" কোন সামরিক ব্লক নাই। আমাদের আছে কেবল অতি নিরীহ 'রোম বার্লিন অক্ষ' ইহা অক্ষের একটা জ্যামিতিক সংজ্ঞা মাত্র। (হাস্যধ্বনি)

"পূর্ব্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী, ইতালী এবং জাপানের মিলিত সামরিক ব্লক? একেবারেই ভুয়া কথা। আমাদের কোন মিলিটারী ব্লক নাই। আমাদের একটি নির্দ্দোষ রোম, বার্লিন, টোকিয়ো ত্রিভুজ আছে, ইহাও একটা জ্যামিতিক ব্যাপার। (হাস্যধ্বনি)

"ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ? অর্থহীন

---

* ষ্টালিন ১৯৩৬-এর ২৫শে নভেম্বর বার্লিনে "এন্টি কমিনটার্ণ প্যাক্ট" বা আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইতালী, জার্ম্মানী ও জাপান এই তিনটি রাষ্ট্র পৃথিবীর সভ্যতাকে বলশেভিক প্লাবন হইতে রক্ষার মহান ব্রত ঘোষণা করিতে লাগিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতিক ও সংবাদপত্রগুলি ফাশিষ্ট বংশীধ্বনির তালে তালে ফণা নাচাইয়া সোভিয়েট ব্যবস্থাকে দংশন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নাৎসী ফাশিষ্ট প্রচারকার্য্য অভূতপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিল। চেম্বারলেন-গভর্নমেণ্ট তোষণনীতি অবলম্বন করিয়া সোভিয়েটের প্রতি প্রকাশ্য বিরাগ দেখাইতে লাগিলেন।

ঐ চুক্তির পর বার্লিনস্থ জাপ-রাষ্ট্রদূত ভাইকাউন্ট মুসাকোজী লিখিয়াছিলেন, "মনুষ্য জাতি বলশেভিজম্ দ্বারা যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার মত কঠিন ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল প্রচার ও প্ররোচনা দিয়া সর্ব্বত্র অশান্তি সৃষ্টি করা এবং অবশেষে সমস্ত জগতকে তাহাদের নিম্নস্তরে টানিয়া লওয়া। বলশেভিজম্-এর গভীর ষড়যন্ত্রে যে জগতের শান্তি বিপন্ন (!!) তাহা জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে এবং পশ্চিমে জার্ম্মান জাতির দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাও বুঝিয়াছেন। অতএব এই দুই মহান জাতি সাধারণ বিপদ হইতে মনুষ্য জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে ইহা স্বাভাবিক।"

কাপট্য, ক্রুরতা ও অপভাষণের জন্য অধুনা বিখ্যাত ফন রেবেনট্রপ (হিটলারের কূটনৈতিক পরামর্শদাতা) লিখিয়াছিলেন, "আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট সঙ্ঘের বিরুদ্ধে জাপান ও জার্ম্মানের চুক্তি একটা যুগান্তকারী ঘটনা। সংস্কৃতি ও শৃঙ্খলাপ্রিয় জাতিগুলির ধ্বংসমূলক শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষের ইহা এক অভিনব অধ্যায়। আমাদের নেতা (হিটলার) এবং জাপ-সম্রাট এই চুক্তি করিয়া এক ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন, ভবিষ্যদ্বংশধরেরা ইহার উপযুক্ত মূল্য বুঝিতে পারিবে।

"দুইটি জাতির সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট সঙ্ঘের আমাদের দেশে

প্রলাপ! আমরা আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট সঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নহে। যদি তোমরা ইহা বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে জাপান, জার্ম্মানী ও ইতালীর "এণ্টি কমিটার্ণ প্যাক্ট" পড়িয়া দেখ।

"এইভাবে পররাষ্ট্রলোভী আক্রমণকারীরা জনমত গঠন করিতেছে। এই স্থূল ধাপ্পাবাজীর চাতুরী বুঝা বেশী কঠিন নহে।"

"কিন্তু যুদ্ধ বাস্তব ঘটনা। ইহাকে কোন ছলনাতেই আবৃত করা কঠিন। কোন 'অক্ষ' 'ত্রিভূজ' বা 'এণ্টি কমিণ্টার্ণ প্যাক্ট'ই এই বাস্তব ঘটনা আবৃত করিতে পারে নাই যে, এই কালের মধ্যে জাপান চীনের বৃহৎ ভূখণ্ড কুক্ষিগত করিয়াছে, ইতালী আবিসিনিয়া দখল করিয়াছে, জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া ও সুদেতানল্যাণ্ড গ্রাস করিয়াছে এবং জার্ম্মানী ও ইতালী একযোগে স্পেনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং ইহা অনাক্রমণশীল রাষ্ট্রগুলির স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়াই করা হইয়াছে। যুদ্ধ যুদ্ধই আছে, পররাষ্ট্রগ্রাসী মিলিটারী ব্লক ঠিকই আছে এবং সাম্রাজ্যলোভীরা সাম্রাজ্যলোভীই রহিয়াছে। এই অভিনব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটা প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ইহা এখনও সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়ে নাই। পররাষ্ট্রলোভী রাষ্ট্রগুলি পদে পদে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্বার্থহানি করিতেছে, কিন্তু ইহারা ক্রমাগত পিছু হটিয়া আক্রমণকারীদের সুবিধার পর সুবিধা

হস্তক্ষেপের প্রত্যেকটি চেষ্টা ব্যর্থ করিবে। জাপান কখনই পূর্ব্ব এশিয়ায় বলশেভিজম্‌এর প্রসার হইতে দিবে না। জার্ম্মানী এই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে ইয়োরোপকে রক্ষা করিবার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম। এবং দুচে (মুসোলিনী) সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইতালী দক্ষিণে বলশেভিকবিরোধী পতাকা উত্তোলিত রাখিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সকল জাতি এখনও বলশেভিজম্-এর বিপদ সম্পর্কে সম্যক সচেতন নহে, তাহারা একদিন আমাদের নেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে; কেননা তিনিই প্রথম পৃথিবীর এই একমাত্র বিপদের প্রতি যথাসময়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। আমাদের এই চুক্তিতে যোগ দিবার জন্য অন্যান্য দেশগুলিকেও সুবিধা দিবার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য সভ্য জাতিগুলিও, আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট সঙ্ঘের বিরোধিতার ভিত্তিতে যোগ দিবে আমার এ ভরসা আছে। কেননা, একমাত্র এই উপায়েই আমরা পৃথিবীর শত্রুকে দলন করিতে পারিব এবং দেশবিদেশে শান্তি এবং আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষা করিতে পারিব।"

দিতেছে। জগৎ ভাগাভাগি করিয়া লইবার এই চেষ্টায় বাধা ত দেওয়া হইতেছে না, বরং একটা প্রশ্রয়ের ভাব দেখা যাইতেছে।

"অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এই বিস্ময়কর একতরফা ব্যাপারের আমরা কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি? বিপুল সুবিধার অধিকারী এই সকল রাষ্ট্র এত সহজে, কিছুমাত্র বাধা না দিয়া কেন নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিতেছে এবং সন্ধির প্রতিশ্রুতি পালন না করিয়া আক্রমণকারীদিগকে তুষ্ট করিতেছে? ইহা কি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির দুর্ব্বলতার পরিচায়ক? নিশ্চয়ই নহে। ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া নিঃসন্দেহে বহু শক্তিশালী। তথাপি এই রাষ্ট্রগুলি নিয়মিতভাবে কেন আক্রমণকারীদের সুবিধা দিতেছে?

"দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং যুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে একটা বিপ্লব ঘটিবার আশঙ্কা আছে। বুর্জ্জোয়া রাজনীতিকেরা জানে যে প্রথম মহাযুদ্ধে একটা বিশাল দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক বা একাধিক দেশে বিপ্লব বিজয়ী হইতে পারে, তাহাদের এ আশঙ্কা আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাই একমাত্র বা প্রধান কারণ নহে। আসল কথা অধিকাংশ অনাক্রমণশীল রাষ্ট্র বিশেষভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি এবং আক্রমণকারীদের প্রতিরোধনীতি ত্যাগ করিয়া "নিরপেক্ষ"তার ভূমিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সাধারণভাবে বলিতে গেলে নিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়—"প্রত্যেক দেশ সাধ্যমত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করুক—উহা আমাদের কিছুই নহে। আমরা আক্রমণকারী ও আক্রান্ত দুই পক্ষের সহিত বাণিজ্য করিব।" কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিরপেক্ষতার নীতি, আক্রমণকারীদের পরোক্ষভাবে উৎসাহদান, যুদ্ধের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া, যাহার ফলে এই যুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হইবে। নিরপেক্ষতার নীতির মধ্যে আমরা দেখিতেছি, আক্রমণকারীদের নিন্দনীয় কাজে বাধা না দিবার আগ্রহ। জাপান চীনে জড়াইয়া পড়ুক, সোভিয়েটের সহিত বাধিয়া উঠিলে আরও ভাল হয়, জার্ম্মানী ইয়োরোপে হুলুস্থূল

বাধাইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ুক, আক্রমণকারীরা মহাযুদ্ধের রুধির কর্দ্দমে গভীরভাবে ডুবিয়া যাউক, সুকৌশলে উৎসাহ দিয়া পরস্পরকে দুর্ব্বল ও ক্লান্ত করিবার সুবিধা দেওয়া হউক, এবং যখন তাহারা একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তখন সমস্ত নূতন শক্তি লইয়া, "শান্তির জন্য" রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া হতবল যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলিকে সর্ত্ত দিবার সুবিধা হইবে।

"অতি সহজ ও সুলভ পথ!

* * * *

"জার্ম্মানীর দৃষ্টান্ত দেখ। অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও ইহারা জার্ম্মানীকে অস্ট্রিয়া দখল করিতে দিল; চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরিত্যাগ করিল, কোন আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা রাখিল না। ইহার পর তাহারা সংবাদপত্রে "রাশিয়ান সৈন্যের দুর্ব্বলতা" "রুশ বিমান-বহরের অধঃপতন" লইয়া মিথ্যা কোলাহল তুলিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে, এই শ্রেণীর প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য জার্ম্মানীকে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার উৎসাহ দান এবং সহজেই কার্য্য সিদ্ধি হইবার ভরসা দিয়া বলা হইতেছে, 'বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে।' ইহাও আক্রমণকারীদের উৎসাহ দিবার মতই দেখাইতেছে।"

এই ইতিহাস স্মরণীয় বক্তৃতায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাজনীতিক ও সংবাদপত্রগুলির ভণ্ডামী, কাপট্য ও সোভিয়েট বিদ্বেষের বিশ্লেষণ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি ষ্টালিন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন,—তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—

(১) যে সকল জাতি আক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবে, আমরা তাহাদের সাহায্য করিব।

(২) আমরা আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত নহি। যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়া যাহারা সোভিয়েট সীমান্ত পরিবর্ত্তন করিতে চাহে, তাহাদিগকে **একটি** আঘাতের পরিবর্ত্তে দুইটি আঘাত করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত।

(৩) যাহারা চিরদিন পরকে দিয়া আগুন হইতে বাদাম তুলিয়া লইতে অভ্যস্ত, তাহাদের প্রবোচনায় আমবা আমাদের দেশকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে দিব না।

(৪) লালপল্টন ও লাল নৌবহরের শক্তি যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা।

(৫) যাহারা সকল জাতির শান্তি ও মৈত্রীতে বিশ্বাসী, পৃথিবীর সকল দেশের সেই সকল শ্রমিকশ্রেণীব সহিত আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিয়া তোলা।

এই সময় কর্ম্মশ্রান্ত লিট্‌ভিনফ্‌ পররাষ্ট্র সচিবের গুরুদায়িত্ব হইতে মুক্তি চাহিলেন। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব গণতন্ত্রী দেশগুলিতে গুজব উঠিল, ষ্টালিনের সহিত তীব্র মতভেদের জন্যই লিট্‌ভিনফ্‌ পদত্যাগ করিলেন। সংবাদ-পত্রগুলিতে গবেষণা স্থরু হইল, লিট্‌ভিনফের রাজনৈতিক জীবন তো শেষ হইলই, পার্থিব দেহে তিনি বাঁচিয়া আছেন কিনা সন্দেহ। ইঙ্গ-মার্কিন "নিরপেক্ষ" সাংবাদিকেবা কিছুতেই বুঝিবেন না এবং জনসাধারণকে বুঝিতে দিবেন না যে, ষ্টালিনের সহকর্ম্মীরা কেহই রাজনৈতিক শিশু বা যো-হুকুম নহেন, ইঁহাদের মূলনীতি, লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর ঐক্য রহিয়াছে। ইঁহারা কেবল ষ্টালিনের পার্শ্বদ নহেন, জনপ্রিয় জননায়ক। ইঁহারা বিভিন্ন স্বার্থ বা পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বী নহেন। প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও মলোটভ যখন পররাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, তখনই বোঝা গেল, ইহা একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র এবং আগতপ্রায় সঙ্কটের সম্মুখীন হইবার জন্য নূতন প্রস্তুতির আভাস। মলোটভের পররাষ্ট্রসচিবের দপ্তর গ্রহণ করার অর্থ পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনার কেন্দ্র জেনেভা হইতে মস্কৌএ স্থানান্তরিত হইল।

ষ্টালিনের দক্ষিণহস্ত রূপে কার্য্য করিবার যোগ্যতা মলোটভের ছিল। ১৯১৭ সাল হইতে তিনি শাসনকার্য্যের নানা বিভাগে তাঁহার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ষ্টালিনের স্মরণীয় বক্তৃতার পর স্পষ্টই বোঝা গেল, সোভিয়েট ইউনিয়ন শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য "গণতান্ত্রিক" বা ফাশিস্ত সকল প্রকার রাষ্ট্রের সহিতই সন্ধি করিতে প্রস্তুত। বিলম্বে হইলেও, যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি

আক্রমণশীল রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সন্ধি করিতে চাহে ভালই, সোভিয়েট সেজন্য প্রস্তুত, কিন্তু তাহারা যদি অগ্রসর না হয়, তাহা হইলেও অন্যপন্থা দেখিতে হইবে। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে হিংস্র প্রচারকার্য্য এবং ইতালী ও জাপানের সহিত এন্টি-কমিণ্টার্ণ প্যাক্ট করা সত্ত্বেও, নাৎসীরা ১৯২২ এর রাপল্লো সন্ধিপত্র অস্বীকার করে নাই। জার্ম্মান পুঁজিবাদীরা বাণিজ্যিক দাদন ব্যাপারে সোভিয়েটকে 'গণতান্ত্রিক' পুঁজিবাদীদের অপেক্ষা সর্ব্বদাই অধিক সুবিধাজনক সর্ত্ত দিয়াছে। এমন কি ১৯৩৮ সালেও, নাৎসী-গভর্নমেণ্ট রাশিয়াকে ১০ কোটি মার্ক ঋণ এবং সুবিধাজনক বাণিজ্যের সর্ত্ত দিয়াছিল। কিন্তু ফাশিবাদের স্বরূপ এবং হিটলারের কূটকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ষ্টালিন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সহিত 'সমষ্টিগত নিরাপত্তা'ই অধিক শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কোন ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হইয়া ষ্টালিন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের উপর নির্ভরশীল শিল্পপ্রচেষ্টার তথ্য তিনি জানিতেন। হিটলারের আমার 'সমরনীতি' এবং "রোজেনবার্গ পরিকল্পনা" উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া ষ্টালিন বুঝিয়াছিলেন, ইয়োরোপের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় জার্ম্মানী, উত্তর-ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ল্যুকজেমবুর্গ—এককথায় রুঢ় হইতে চেকো-শ্লোভাকিয়া পর্য্যন্ত শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণরূপে মুঠার মধ্যে না আনিয়া কখনও সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। এইগুলি হাতে না পাইলে সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ব্যবস্থাকে অতিক্রম করা কঠিন। তখন সোভিয়েটের ইস্পাত উৎপাদন বাৎসরিক ২ কোটি টনে পৌছিয়াছে। এই সময় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যদি সোভিয়েটের সহিত সন্ধি করিত, তাহা হইলে তাহাদের সম্মিলিত ইস্পাত-উৎপাদন জার্ম্মানীর দ্বিগুণ হইত। কিন্তু গণতান্ত্রিক শক্তির কর্ণধারদের গুপ্ত-চিন্তা ছিল অন্যরূপ।

যাহা হউক, বিপরীত প্রত্যাশার মধ্যেও, ষ্টালিনের বিখ্যাত বক্তৃতার এক সপ্তাহ পর ১৯৩৯এর ১৮ই মার্চ্চ বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব, রুমানিয়ার প্রতি হিটলারের ভীতিপ্রদর্শন সম্পর্কে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মনোভাব জানিতে

চাহিলেন। ষ্টালিন উত্তর দিলেন, "অধিকতর আক্রমণ ঠেকাইবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য" বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, পোলাণ্ড, তুর্কী এবং রুমানিয়াকে লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করা হউক। কিন্তু ১৯৩৮এ হিটলারের অষ্ট্রিয়া গ্রাসের পর অনুরূপ প্রস্তাব যে-ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, এবারেও তেমনি ভাবে বলা হইল, এই প্রস্তাব তাড়াহুড়া করিয়া গ্রহণ করিবার সময় আসে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে, বৃটেন প্রস্তাব করিল, আক্রমণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ঘোষণা করা হউক। প্রত্যাশা অপেক্ষা ইহা অনেক কম হইলেও, ষ্টালিন সম্মত হইলেন। কিন্তু যে দলিলে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের নেতার কোন স্বাক্ষর থাকিবে, সেরূপ দলিলে স্বাক্ষর করিতে পোলিশ গভর্নমেণ্ট অস্বীকার করিল।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট জনমতের চাপে পড়িয়া, পোলাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের সহিত আলোচনার ভান করিতে লাগিলেন। ১৯৩৯এর ১৮ই এপ্রিল বৃটিশ রাজদূত, পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে পারস্পরিক চুক্তিতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে বলিলেন। ষ্টালিন পুনরায় প্রস্তাব করিলেন, যে-কোন স্থানে আক্রমণ হইলে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিবার জন্য বৃটেন ফ্রান্স ও সোভিয়েটের মধ্যে একটা চুক্তি হউক। ১৭ই এপ্রিল হইতে ৯ই মে-র মধ্যে কোন উত্তর আসিল না। কিন্তু উত্তর আসিলে দেখা গেল, পোলাণ্ড আক্রান্ত হইলে বৃটেন কি ভাবে কোন পথে সাহায্য করিবে, সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নাই। উত্তরে পাল্টা-প্রস্তাব করা হইল সোভিয়েট সীমান্তরাষ্ট্রগুলি রক্ষার জন্য কি করিতে পারে জানান হউক। ষ্টালিন পুনরায় তাঁহার ত্রিশক্তি চুক্তির কথা উল্লেখ করিলেন। অনেক বিবেচনার পর ২৯শে মে বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট আলোচনার জন্য স্বীকৃত হইলেন।

ইতিমধ্যে হিটলারও নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না। ১৯৩৮ সালে ষ্টালিন কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত পুরাতন প্রস্তাব লইয়া তিনি পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। ১৯৩৯এর ৩১শে মে সোভিয়েটের সর্ব্বোচ্চ পরিষদে মলোটভ বলিলেন, জার্ম্মানীর প্রস্তাব পুনর্ব্বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং ইতালীর সহিত এক নূতন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এমন কি এই ঘোষণাতেও "গণতান্ত্রিক শক্তি" গুলির মধ্যে কোন কর্ম্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। অনেক বিলম্ব করিয়া

বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট পররাষ্ট্র বিভাগের একজন কর্ম্মচারীকে "কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য" মস্কোএ প্রেরণ করিলেন, কোন সিদ্ধান্ত করিবার মত ইহার কোন প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতা ছিল না।

কিন্তু তথাপি ষ্টালিন 'সমষ্টিগত নিরাপত্তার' ভিত্তিতে চুক্তি করিবার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের উপর চাপ দিতে লাগিলেন এবং নাৎসীদের প্রস্তাব মুলতুবী রাখিলেন। ২৩শে জুলাই বৃটিশ ও ফরাসী গভর্নমেণ্ট মস্কোএ এক সামরিক মিশন প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। এই মিশন ৫ই আগষ্ট মস্কোএ উপস্থিত হইল, নাৎসীবাহিনী তখন ডানজিকের দ্বারদেশে উপস্থিত। অখ্যাত সাধারণ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত এই সামরিক মিশন আসিবার পর সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন, এক আলোচনা করা ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা এই মিশনের নাই। আলোচনা করিতে গিয়াও দেখা গেল, পোলাণ্ডকে রক্ষার জন্য সোভিয়েট সামরিক সাহায্য প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেও, পোল-গভর্নমেণ্ট কিছুতেই সোভিয়েট সৈন্যকে পোলাণ্ডে প্রবেশ করিতে দিতে নারাজ। ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ মিশন শিষ্টালাপ করিয়া বিদায় লইলেন। বৃটেন ও ফ্রান্সের এই অস্থির চাপল্যে ষ্টালিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা বিরক্ত হইলেন। পোল-গভর্নমেণ্টের অস্বীকৃতি ও বৃটিশ মিশনের ব্যর্থতার জন্যই হিটলার অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুযোগ গ্রহণ করিয়া হিটলার তাঁহার পররাষ্ট্র সচিবকে মস্কোএ পাঠাইলেন। রাশিয়ার সহিত জার্ম্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

ক্রিমলিনের মন্ত্রণাকক্ষে একদিকে বিশ্ববিপ্লবী ষ্টালিন, মলোটভ প্রভৃতি, অন্যদিকে প্রতিবিপ্লবী হিটলারের অনুচরবৃন্দ ফন রেবেনট্রবকে লইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন, এই সংবাদে সমগ্র জগৎ চমৎকৃত হইল, রাশিয়া নাৎসী-পক্ষে যোগ দিয়াছে, বুর্জ্জোয়া সংবাদপত্রগুলির এই প্রচারকার্য্যে লোকে কিছুটা বিভ্রান্তও হইল। বৃটিশ রাজনীতিকেরা জার্ম্মানীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। বৃটিশ কূটনীতির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া লর্ড হ্যালিফাক্স প্রকাশ্যভাবে জার্ম্মানীর কাজটাকে বিশ্বাস ঘাতকতা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। কিন্তু ষ্টালিন বৃটেনের মনোবেদনা বুঝিলেন। পাশ্চাত্য সমালোচক এবং সাংবাদিকদের দৃষ্টি দিয়া তিনি জাগতিক ঘটনাবলী

দর্শন করিতে চিরদিনই অনভ্যস্ত। তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিলেন, রুশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা তিনি সাময়িকভাবে যে যুদ্ধ ঠেকাইলেন, তাহা আরম্ভ হইলে ফ্রান্স ও বৃটেন প্রথমে জার্মানীর সহিত অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিত এবং পরে সুযোগমত জার্মানীর পক্ষে ভিড়িয়া পড়িত। বলশেভিজম্-এর সহিত নাৎসী-বাদের মিলন ঘটিল বলিয়া যাহারা বিজ্ঞের মত মন্তব্য করিতে লাগিলেন, ষ্টালিন তাহা নির্ব্বোধের কলরব বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। এই সন্ধিপত্র যাঁহাদের দৃষ্টিতে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইল, সেই সকল সমালোচকেরা তাঁহাদের গভর্নমেণ্টগুলি যে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এমন কি 'লীগ্ অফ্ নেশনস্'কে না জানাইয়া নাৎসী ফাশিস্ত গভর্নমেণ্টের সহিত বারম্বার চুক্তি করিয়াছেন এবং ফাশিস্ত নেতাদের সহিত দহরম-মহরম চালাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। লীগ্ অফ্ নেশনসের সদস্য সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত পরামর্শের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা বৃটেন পালন না করায়, এই একদেশদর্শী সমালোচকেরা কোন কথাই বলিলেন না। এইরূপ মনোভাবের মধ্যে সোভিয়েটভূমির নিরাপত্তার দিক হইতে ষ্টালিন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিবেকের নিকট অনুতপ্ত হইবার কোনই কারণ নাই।

সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত আলোচনায় বৃটিশ কর্ণধারগণের কুণ্ঠা ও কুৎসিত অভিসন্ধি দেখিয়া দূরদর্শী সমালোচক লয়েড্ জর্জ্জ, ১৯৩৯-এর ২৩শে জুলাই 'সানডে এক্সপ্রেসে' লিখিয়াছেন :—

"চেম্বারলেন, জার্মানীর বিশাল বাহিনীর আক্রমণ হইতে পোলাণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীসকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহা দেখিতে চমৎকার। কিন্তু যে সকল লোকের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারা জানেন, ইহা যুদ্ধ করা নহে। আমিই প্রথম এই সুস্পষ্ট ঘটনার প্রতি পার্লামেণ্টে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। আমি এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলাম যে, রাশিয়ার সামরিক সাহায্য ব্যতীত এই ধরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া নিছক পাগলামী মাত্র। বিপুল যন্ত্রসজ্জিত জার্মানবাহিনীর আক্রমণ হইতে পোল সৈন্যদলকে ধ্বংসের হাত হইতে সময়মত উপস্থিত হইয়া একমাত্র রাশিয়ান সৈন্যরাই রক্ষা করিতে পারে।

"* * লর্ড হ্যালিফাক্স হিটলার এবং গেয়েরিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। চেম্বারলেন তিন তিনবার বিমানযোগে উড়িয়া গিয়া হিটলারের সহিত কোলাকুলী করিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে রোমে গিয়া মুসোলিনীকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, সরকারীভাবে আবিসিনিয়া বিজয় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং কার্য্যতঃ বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্পেন অভিযান লইয়া আমরা মাথা ঘামাইব না।

"আমাদের সাহায্য করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব বহুগুণে ক্ষমতাশালী দেশে (রাশিয়া) আমরা কেবল মাত্র পররাষ্ট্র-বিভাগের আমলাদের পাঠাইলাম কেন?

"ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, মিঃ নেভিল চেম্বারলেন, লর্ড হ্যালিফাক্স এবং স্তর জন সাইমন রাশিয়ার সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে চাহেন না।

"যদি তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রায়ই হয়, তাহা হইলে, রাশিয়ার সহিত এইরূপ আলোচনা ছলে কালহরণের খেলা করা উচিত ছিল না। সর্ব্বোপরি হিটলার ও মুসোলিনীর নিকট নিজেরা গিয়া অথচ রাশিয়ায় ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীদেব পাঠাইয়া তাহাকে অপমান করা উচিত ছিল না। ডিক্টেটরদের অভিরুচি অনুযায়ী আমরা রাশিয়াকে শত্রু করিয়া তুলিতে পারি, কিন্তু তাহা ফ্রান্স ও বৃটেনের সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক হইবে।"

হিটলার ইয়োরোপগ্রাসী দুরাশা লইয়া যুদ্ধায়োজন করিতেছেন, ইহা নিশ্চিত-রূপে বুঝিয়াও বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েটের সহিত একযোগে শান্তিরক্ষার এবং প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিলেন না। সোভিয়েট বিদ্বেষী বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্সের ভ্রান্ত নীতির পরিপূর্ণ সুযোগ হিটলার গ্রহণ করিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক সাহায্য পোলাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল গভর্নমেণ্ট যখন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল—তখন হিটলার পোলাণ্ড অভিমুখে সৈন্যচালনা করিলেন। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার বাহিনী পোলাণ্ডে প্রবেশ করিল। বৃটেন ও ফ্রান্স ৩রা সেপ্টেম্বর জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নাৎসী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পোল সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। পোলাণ্ডের অর্দ্ধ-ফাশিষ্ট শাসকশ্রেণীর জমিদার বাবুরা ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিলেন। পূর্ব্ব পোলাণ্ডকে হত্যা ও ধ্বংসের বিভীষিকা

হইতে রক্ষা করিবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের আদেশে লাল পল্টন অগ্রসর হইল। পোলাণ্ডের রাজধানীর দ্বারদেশে উভয় বাহিনী মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। ৫৫ ডিভিসন নাৎসী বাহিনী ১০২ ডিভিসন লালপল্টনের সম্মুখীন—অতএব শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হইয়া গেল। আরও কারণ এই যে, ১৯২০-এ বলপূর্ব্বক পোলাণ্ড, ইউক্রেন ও বাইলো রাশিয়ার অংশ বিশেষ অধিকার করিলেও, অধিবাসীরা পোল-গভর্নমেণ্টের বরাবর বিরোধী ছিল, তাহারা স্বেচ্ছায় সোভিয়েটের অন্তর্ভূক্ত হইল। সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সোভিয়েট সীমান্ত প্রসারিত করার প্রয়োজন ছিল। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি "লাল-সাম্রাজ্যবাদের" ধুয়া তুলিয়া কোলাহল সুরু করিল। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল বলিলেন, ১৯১৯ সালে নির্দ্দিষ্ট (পোলাণ্ড সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে) "কার্জ্জন লাইন" পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার বৈধ অধিকার সোভিয়েটের আছে।

জার্ম্মানীর সাম্রাজ্যবিস্তারে ভীত লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়ার অধিবাসীরা ১৯৪০-এর নূতন নির্ব্বাচনে সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিবার অনুকূলে শতকরা ৯৫টি ভোট দিল। পূর্ব্বতন গভর্নমেণ্টের ফাশিষ্ট জার্ম্মানবংশীয় জমিদারগণ জার্ম্মানীতে পালাইয়া গেলেন। জার্ম্মান গভর্নমেণ্টের মধ্যস্থতায় সোভিয়েট জার্ম্মান অধিবাসীদের স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি দিলেন। লাল নৌ-বহর রীগা, তাল্লিনের ঘাঁটি সুরক্ষিত করিল।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্রে ফিনল্যাণ্ডের সীমান্ত লেনিনগ্রাদ হইতে মাত্র ২১ মাইল দূরে বিখ্যাত "ম্যানারহাইম লাইন" নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্ভেদ্য দুর্গমালা হইতে ভারী কামানের গোলা বর্ষিত হইলে লেনিনগ্রাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বহুগুণে অধিক ভূমি ফিনল্যাণ্ডকে দিয়া মাত্র সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেরোলিন যোজক হইতে কিছু ভূমি চাহিলেন। কিন্তু ফিন-গভর্নমেণ্ট এই সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখান করিল। ফিন-নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া নির্ব্বোধের মত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। তিন মাসের মধ্যেই বিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গ ম্যানারহাইম লাইন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বাহির হইতে সাহায্য না পাইয়া ফিন-গভর্নমেণ্ট ১৯৪০-এর ১৬ই মার্চ্চ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল। কিন্তু সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক হাত জমিও লইলেন না। ভাইবর্গ সহ একখণ্ড ভূমি, যাহা লেনিনগ্রাদ রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক, তাহাই মাত্র লইলেন, এবং বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া সামরিক নৌ-ঘাঁটি হ্যাঙ্গো ইজারা লইলেন।

১৯৪০-এর জুলাই মাসে সোভিয়েট রুমানিয়ার নিকট বেসারাবিয়া দাবী করিল। ১৯১৯ সালে এই প্রদেশটি ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও রুমানিয়ান গভর্নমেণ্ট তাহা পালন করেন নাই। সোভিয়েট সীমান্ত সুদৃঢ় করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। রুমানিয়া বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা ছাড়িয়া দিল। জার্ম্মান সমরনায়কগণ তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে নাৎসী "ব্লীৎসক্রীগ্" ঠেকাইতে ইহার সামরিক গুরুত্ব বোঝা গিয়াছিল।

বাহিরের জগৎ যখন ধনতন্ত্রীদের দালাল সংবাদপত্রগুলির প্রচার কার্য্যে বিভ্রান্ত হইয়া ভাবিতেছিল, জার্ম্মানীর সহিত মিলিয়া সোভিয়েটও যুদ্ধের সুযোগে রাজ্য জয় করিতেছে, তখন সোভিয়েট নেতারা জানিতেন যে, জার্ম্মানীর আসল লক্ষ্য সমাজতন্ত্রবাদের দুর্গ সোভিয়েটকে ধ্বংস করা এবং সে জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইবার জন্যই সীমান্ত সুদৃঢ় করার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। আক্রমণ করিব না, আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষা করিব ইহাই ছিল সোভিয়েটের নীতি।

ফ্রান্স পর্য্যুদস্ত পদানত—নরওয়ে হইতে ক্রীট হিটলারের করতলগত। হিটলার সামরিক সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে। নাৎসী বাহিনী এইবার মিশর ও ইংলণ্ডে অভিযান করিবে—সমগ্র জগৎ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষমান। এমন সময় সহসা ১৯৪১-এর ২২শে জুন প্রায়ান্ধকার প্রভাতে বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন হিটলার, কোন ঘোষণা না করিয়া সোভিয়েটভূমি আক্রমণ করিল। জার্ম্মান সমরনায়ক "পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব বিশাল শক্তিশালী বাহিনীর" সম্মুখীন না হইবার জন্য হিটলারকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু হিটলার সম্মোহিত জার্ম্মান জাতিকে শুনাইলেন, দশ সপ্তাহের মধ্যে লালপল্টন ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ইউক্রেনের উর্ব্বর ভূমির মালিক হইবে জার্ম্মানরা।

সমগ্র জগতে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। পররাষ্ট্রসচিব মলোটভ মধ্যাহ্নে বেতারযোগে ঘোষণা করিলেন,—সোভিয়েট ভূমির অধিবাসীবৃন্দ, আমাদের মহান নেতা কমরেড ষ্টালিন আমাকে নিম্নোক্ত ঘোষণা করিবার অনুমতি দিয়াছেন :—

"অদ্য প্রভাতে ৪ টার সময়, সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট কোন দাবী না করিয়া এবং যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া জার্ম্মান সৈন্য আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব আক্রমণের তুলনা সমগ্র সভ্যজাতিগুলির ইতিহাসে নাই। জার্ম্মানীর সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার অনাক্রমণের চুক্তি রহিয়াছে এবং সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বিশ্বস্তভাবে সেই চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত চুক্তির সর্ত্ত সম্পর্কে জার্ম্মান গভর্নমেণ্ট একটিও অভিযোগ উত্থাপন করে নাই। কৃতঘ্ন দস্যুর মত সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর এই আক্রমণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব জার্ম্মানীর ফাশিষ্ট শাসকগণের।

"প্রভাত সাড়ে পাঁচটায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জার্ম্মান রাষ্ট্রদূত আমাকে জানাইলেন যে, জার্ম্মানীর পূর্ব্ব সীমান্তে সোভিয়েট সৈন্য সমাবেশ করায় জার্ম্মান গভর্নমেণ্ট আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উত্তরে আমি বলিলাম, জার্ম্মান গভর্নমেণ্ট শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন দাবী উপস্থিত করেন নাই। সোভিয়েট শান্তির ঐকান্তিক আগ্রহে কৃতসঙ্কল্প ছিল, অতএব ফাশিষ্ট জার্ম্মানীই আক্রমণকারী।"

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সোভিয়েটের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ষ্টালিনকে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিলেন।

৩রা জুলাই বেতারযোগে সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণকে লক্ষ্য করিয়া ষ্টালিন মহাযুদ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় উত্তেজনা ও উন্মাদনা নাই,—আছে ধীর স্থির বীরের অকুতোভয় সাহস ও শৌর্য্য ; আছে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও লালপল্টনের শক্তি ও ঐক্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস। যখন নাৎসী ঝটিকাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতিতে সমগ্র জগৎ চমৎকৃত, যখন সোভিয়েট রণনীতির কৌশল সম্পর্কে বাহিরের লোকের কোন ধারণাই

নাই, তখন ষ্টালিন বলিলেন,—"আমাদের কীর্ত্তিমান লাল পল্টন আমাদের কতিপয় সহর ও জিলা ফাশিষ্ট শত্রুসৈন্যের হাতে সমর্পণ করিল ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইল? মিথ্যাবাদী ফাশিষ্ট প্রচারকেরা অবিরত ভেরীনিনাদে ঘোষণা করিতেছে যে, জার্ম্মান ফাশিষ্টবাহিনী অজেয় ও দুর্ভেদ্য, ইহা কি সত্য?

"নিশ্চয়ই নহে। ইতিহাস বলে জগতে কখনও কোন অজেয় বাহিনী নাই, কখনও ছিলও না। নেপোলিয়নের বাহিনী লোকে অজেয় বলিয়া বিশ্বাস করিত; কিন্তু রাশিয়া ইংলণ্ড ও জার্ম্মান বাহিনীর নিকট তাহা পরাজিত হয়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কাইজারের জার্ম্মান সৈন্য লোকে অজেয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, কিন্তু উহা রাশিয়া ও ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর নিকট বারম্বার পরাজিত হয় এবং পরিণামে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অদ্যকার হিটলারের বাহিনীরও সেই দশাই হইবে। এই বাহিনী ইয়োরোপে কোন প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নাই। সবে মাত্র আমাদের ভূমিতেই উহা তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যেই লালপল্টনের সম্মুখে হিটলারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহিনীর কয়েকবার পরাজয় ঘটিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ইহাকেও ধ্বংস করা যাইতে পারে এবং তাহাই করা হইবে।"

সোভিয়েট জনগণ এবং জগতের প্রগতিশীল স্বাধীনতাকামী অগণিত নরনারী, উৎকর্ণ হইয়া ষ্টালিনের অকম্পিত কণ্ঠ হইতে শুনিল,—"ফাশিস্ত জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নহে। ইহা কেবল দুইটি সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ নহে। ইহা ফাশিস্ত জার্ম্মান বাহিনীর সহিত সমগ্র সোভিয়েট জনগণের সংগ্রাম। আমাদের স্বদেশ রক্ষার জন্য এই জাতীয় যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকেই মুক্ত করা নহে; জার্ম্মান ফাশিস্ত প্রভুত্বে নিপীড়িত জনগণকে মুক্ত হইতেও আমরা সাহায্য করিব। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা একক নহি। হিটলারের কুশাসনে ক্রীতদাসে পরিণত জার্ম্মান জনগণসহ ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনগণ আমাদের মিত্র। আমাদের এই যুদ্ধ সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হইবে।"

ষ্টালিন প্রথমে প্রধান মন্ত্রী পরে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া মানব ইতিহাসের সর্ব্ববৃহৎ যুদ্ধ আশ্চর্য্য সাফল্য ও কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিতেছেন। ১৯৪২-এর নভেম্বর বিপ্লবের স্মৃতি দিবসের অনুষ্ঠানে বিজয়ী লাল পল্টনকে অভিনন্দিত করিয়া ষ্টালিন বলিয়াছিলেন, "সমগ্র জগৎ আজ দুইটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত। অক্ষশক্তির কার্য্যক্রম হইল জাতিগত বিদ্বেষ, বিধাতা মনোনীত জাতিদের আধিপত্য এবং সমস্ত সম্প্রদায় ও উপজাতির দাসত্ব, সমস্ত জাতির অর্থনৈতিক দাসত্ব ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ। আমাদের কার্য্যক্রম হইল, পৃথিবীর সমস্ত জাতি উপজাতির সমান অধিকার এবং সমস্ত পরাধীন জাতির মুক্তি, জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিলোপ, অনগ্রসর জাতিগুলিকে অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক সাহায্য দিবার অধিকার এবং পারস্পরিক মঙ্গলের জন্য সহযোগিতা এবং হিটলারী ফাশিষ্ট ব্যবস্থা ধ্বংস।"

জার্ম্মান বাহিনীর বিজয়োদ্ধত আক্রমণের পৈশাচিক বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে লাল পল্টন অটলোন্নত শিরে মানবমুক্তির সংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। উত্তর হিমমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রণাঙ্গনে, অন্ধকারের সহিত আলোকের, শৃঙ্খলের সহিত মুক্তির, বর্ব্বরতার সহিত মানবতার মহাযুদ্ধে, সমগ্র জগতের নরনারী বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, সোভিয়েট রাশিয়ায় ষ্টালিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের রণনৈপুণ্য। লালপল্টনের আঘাত ও প্রতিঘাত করিবার প্রচণ্ড শক্তি মহাসমরের রক্তাক্ত বহ্নিশিখায় দীপ্যমান হইয়া উঠিল। আজ ক্ষণিক সাফল্যের মরু-মরীচিকায় প্রতারিত হিটলার-বাহিনী ধ্বংসের মহাশ্মশানে সমাধি রচনা করিতেছে। রাশিয়ার শৌর্য্যবীর্য্য, রণনৈপুণ্য এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার আভিজাত্যগর্ব্বী সাম্রাজ্যবাদীরা বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে রাশিয়াকেই নেতৃত্বপদে বরণ করিয়াছেন। স্বদেশকে শত্রুকবল হইতে মুক্ত করিবার মৃত্যুপণ সঙ্কল্প আজ সফল হইতে চলিয়াছে। দুর্য্যোগময়ী রজনীর অন্ধকার পট বিদীর্ণ করিয়া উদয়াচলের অরুণচ্ছটায় পূর্ব্বদিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে বিলম্ব নাই। কার্ল মার্কসের সহকর্ম্মী কমিউনিজম্-এর অন্যতম প্রবর্ত্তক এঙ্গেলস্ ১৮৪৫ সালে যে ভবিষ্যদ্বাণী

করিয়াছিলেন, এক শতাব্দীর ব্যবধানে হিটলার তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন,—"যুদ্ধের সময় কমিউনিষ্ট সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃত পিতৃভূমি, প্রকৃত স্বদেশ রক্ষা করিবার ভার পাইবে; অতএব সে এমন বীরত্ব, ধৈর্য্য, উৎসাহ ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিবে, যাহার সম্মুখে যে কোন আধুনিক যন্ত্রবৎ পরিচালিত সৈন্যদল তুলারাশির মত উড়িয়া যাইবে।" আমরাও দেখিতেছি, দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হিংস্র পশুর মত কাতারে কাতারে যে সৈন্যদল নাৎসী নরমেধ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতেছে, তাহারা জানেনা যে, এই যুদ্ধের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি? পক্ষান্তরে রাশিয়ার সেনাপতি ও সৈনিক হইতে কৃষক, মজুর, বুদ্ধিজীবী সকলেই জানে যে, তাহাদের এই যুদ্ধ কেবল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ নহে, পৃথিবীর নিপীড়িত মানবের মুক্তির যুদ্ধ, তাহারা আরও জানে যে দেশে দেশে লক্ষ কোটি নরনারী, তাহাদের বিজয়ের মধ্যেই মানবধর্ম্মের বিজয় প্রত্যাশা করিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্ব বৃহৎ যুদ্ধের পরিচালক ষ্টালিন আজ কেবল সোভিয়েট রাশিয়ার নেতা নহেন, স্বাধীনতার যুদ্ধে রত সমগ্র জগতের নেতা।*

---

* এই অধ্যায়ের শেষ দুইটি অনুচ্ছেদ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৯৪৩ সালের শীতকালে লেখা। তখনও জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে ইহার আমি কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না, বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট তাহার কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন নাই—গ্রন্থকার।

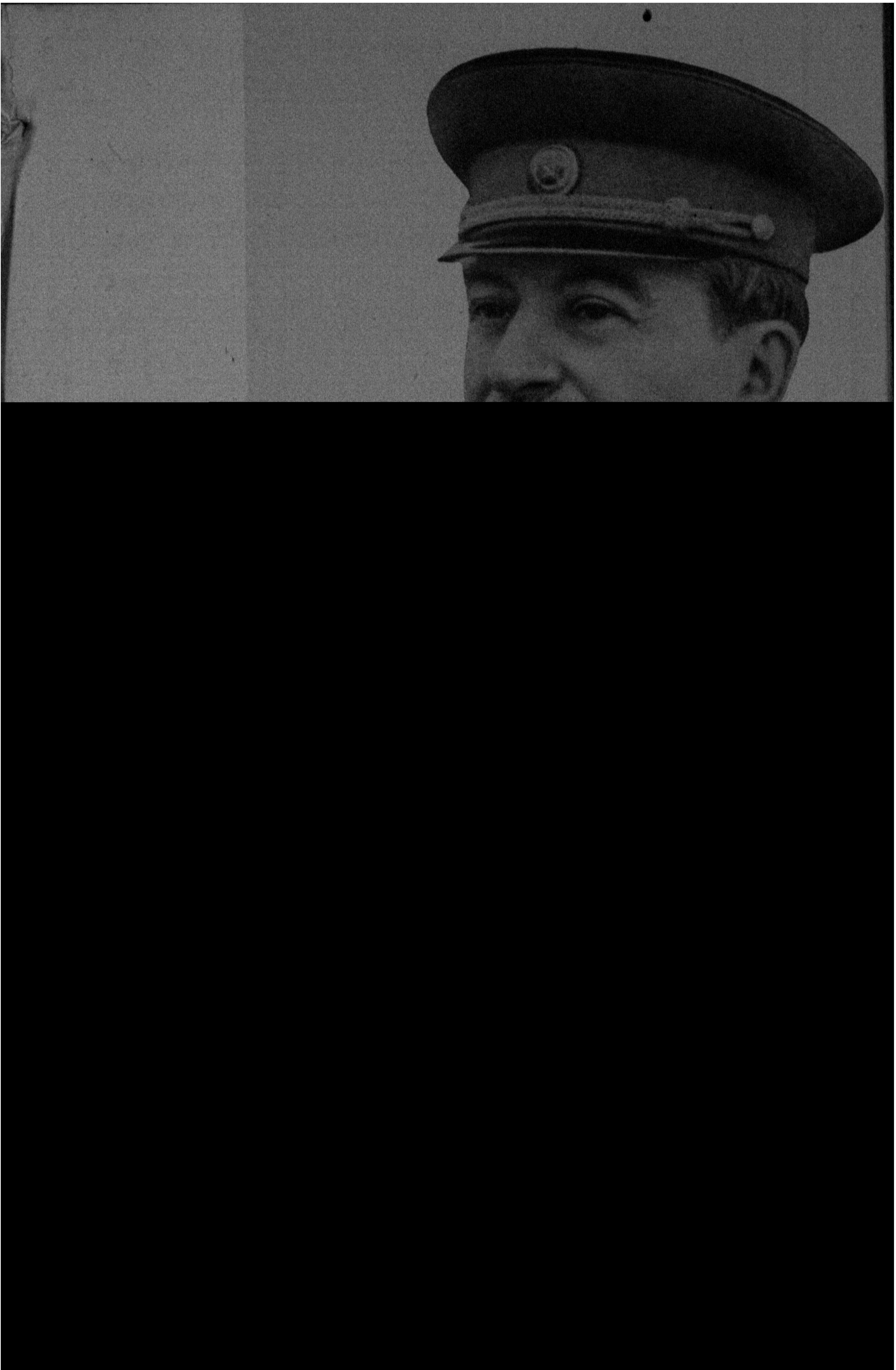

অষ্টাদশ অধ্যায়

ষ্টালিন ও মহাযুদ্ধ

যন্ত্রসজ্জিত বিশাল নাৎসীবাহিনী প্রভঞ্জনের প্রমত্ত গতিবেগে সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অগ্রসর। নাৎসী বিমান বহরের বোমাবর্ষণে নগর জনপদ বিদ্ধস্ত। হত্যা ও ধ্বংসের করাল বিভীষিকার এত বড় প্রলয়-তাণ্ডব পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই। দিক অন্ধকার করিয়া শত বজ্রের হুহুংকারে যেমন উন্মাদ ঝঞ্ঝা ভাঙ্গিয়া পড়ে, তেমনি ভাবে আচম্বিতে নাৎসীবাহিনী সোভিয়েট রাশিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহা কেবল দুইটি বাহিনীর সংঘাত নহে, দুইটি বিপরীত সমাজব্যবস্থার সংঘর্ষ। সোভিয়েট বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক, আত্মপ্রত্যয়ে অবিচলিত ষ্টালিন এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। স্বল্পভাষী ষ্টালিন বলিলেন, "হিটলার সামগ্রিক উৎসাদন ও ধ্বংসের যুদ্ধ চাহিযাছেন, আমরা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।"

ইয়োরোপের ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগুলির সামরিক বল বিচূর্ণ করিয়া বিজয়োদ্ধত নাৎসী-বাহিনী, পৃথিবী জয়ের দুরাশায়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। একমাত্র বৃটেন তাহার বৃহৎ সাম্রাজ্য লইয়া সমুদ্রবক্ষে নৌযুদ্ধ করিতে লাগিল, স্থলে ও শূন্যে যুদ্ধ করিবার মত তাহার কোন আয়োজন ও উপকরণ ছিল না। বৃটেন যে কতখানি অপ্রস্তুত ছিল, তাহা পরবর্ত্তীকালে বুঝা গেল। ইয়োরোপের মূল ভূমিতে অভিযান করিতে তাহার তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যখন মোটেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সেই সময় ইয়োরোপ জয় করিয়া হিটলারের পূর্ব্বদিকে অভিযান, সম্ভবতঃ পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এক প্রধান মারাত্মক ভ্রান্তিরূপে উল্লেখ থাকিবে। ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে 'কমিউনিজম-রূপ বর্ব্বরতার প্লাবন' হইতে রক্ষা করিবার মহৎ ব্রত ঘোষণা করিয়া, পশ্চিম ইয়োরোপের বিশেষতঃ

ইঙ্গ-মার্কিন গণমানসে জার্ম্মানীর অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির দুরাশা হিটলারের ছিল। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের ভীতি দেখাইয়াই তিনি ফ্রান্সের প্রতি-বিপ্লবী শাসকশ্রেণী ও সমরনায়কগণকে পদানত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এই সাফল্যের গর্ব্বেই তিনি সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ১৯৪১এর ১০ই মে, তাঁহার ডেপুটি ফুয়েরার রুডলফ হেসকে বৃটেনে প্রেরণ করেন। এই রহস্যময় দূতের, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী ও বৃটেনের মিলিত হইবার প্রস্তাব আপাততঃ ব্যর্থ হইলেও, হিটলার হয়তো আশা করিয়াছিলেন, সোভিয়েটের পরাজয় আসন্ন ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিলে বৃটেন জার্ম্মানীর নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিবে।

সে যাহা হউক, হিটলার নিঃশঙ্ক। সমগ্র ইয়োরোপের শিল্প ও পণ্য সম্পদ তাঁহার করায়ত্ত। তাঁহার চতুরঙ্গ বাহিনীর পরিপূর্ণ শক্তি সমগ্রভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর প্রয়োগ করিতে তাঁহার কোন বাধা নাই। জার্ম্মানী এবং তাহার মিত্র রুমানিয়া ইতালী হাঙ্গারী স্পেন এবং ফিনল্যাণ্ডের দুইশত বাষট্টি ডিভিসন সৈন্য রণক্ষেত্রে যাত্রা করিল। যুদ্ধের ইতিহাসে একটি দেশের উপর এত প্রচণ্ড আঘাত হানিবার মত শক্তিশালী বাহিনী আর কখনও প্রয়োগ করা হয় নাই। ১৯১৪-১৮র মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী ও তাহার মিত্রপক্ষ পূর্ব্বরণাঙ্গনে ১২৭ ডিভিসনের অধিক সৈন্য নিয়োগ করে নাই। আরও ভাবিতে হইবে প্রথম মহাযুদ্ধে ১০০ ডিভিসন সৈন্যের আঘাত করিবার যে শক্তি ছিল, উন্নততর কলের কামানে সজ্জিত বর্ত্তমানের পাঁচ ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্যের শক্তি তাহা অপেক্ষাও অধিক।

নাৎসী-বাহিনীর ঝটিকাযুদ্ধের অগ্রগতি দেখিয়া হিটলার হিসাব করিলেন, এবং হিসাব করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, আগামী তিন মাসের মধ্যে সমগ্র পূর্ব্ব রাশিয়া, লেনিনগ্রাদ মস্কৌ প্রভৃতি বন্দর ও সহর ইউক্রাইনের উর্ব্বরা ভূমি, ভোলগার তট হইতে ককেসাস পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁহার করতলগত হইবে। এই সময় একমাত্র হিটলারের চিন্তা ও ধারণাই বিপথগামী ছিল না। বৃটেন ও আমেরিকার "সমর বিশেষজ্ঞ" এবং প্রবীন ও নবীন বিজ্ঞ রাজনীতিকেরা পর্য্যন্ত

ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। হিটলারের সহিত তাঁহারাও বিশ্বাস করিতেন, সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি দুর্ব্বল এবং রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। সোভিয়েট বিমানবহর সম্পর্কে জার্ম্মান স্পাই লিণ্ডবার্গের কাহিনী তাঁহারা শুনিয়াছেন এবং ফিন-সোভিয়েট যুদ্ধের আজগুবী সংবাদগুলি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছেন। যে যাহাই বলুক, সোভিয়েট ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র-সচিব ট্রট্স্কী পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, "ষ্টালিন মহাযুদ্ধের ভয়ে ভীত" "ক্রিমলিন স্বদেশে এবং বিদেশে জনসাধারণের আস্থা হারাইয়াছে।" সকল দেশের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা, যাঁহারা নিজেদের চতুর বলিয়া মনে করেন তাঁহারা যদিও যুদ্ধকালীন প্রচারকার্য্যের সব কথা বিশ্বাস করিতেন না, তথাপি সোভিয়েট সম্বন্ধে তাঁহারা গভীরভাবেই অজ্ঞ ছিলেন। এমন কি স্বয়ং চার্চ্চিল পর্য্যন্ত, ২২শে জুলাই রাত্রে তাঁহার স্মরণীয় বেতার বক্তৃতায়, লালপল্টনের সুসংহত শক্তির কথা উল্লেখ না করিয়া "সাহসী রাশিয়ান কৃষকদের" পুরুষানুক্রমিক ভূমির প্রতি দরদ বশতঃ তাহারা শেষ পর্য্যন্ত লড়িবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য সকল দেশেই মুষ্টিমেয় লোক সোভিয়েট রাশিয়ার দুর্ভেদ্য সামরিক বল ও শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন, এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়া আমাদের দেশেও আমরা "আশাবাদী" বলিয়া উপহসিত হইয়াছি। স্বর্গের আশীর্ব্বাদে মর্ত্ত্যের ঈশ্বর হিটলারের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য!

নাৎসী-বাহিনী সোভিয়েটভূমিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই "রাশিয়া কতদিন টিকিয়া থাকিবে?" এই প্রশ্নই দেশে দেশে মুখ্য হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশেষতঃ ১৯৩৮-৩৯ হইতে সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারকার্য্য সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটা বড় অংশকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখকগণ এবং বিশেষজ্ঞ সমর সংবাদদাতারা নানা ছাঁদে ঐ শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিয়া মুখ্য প্রশ্নটির উত্তর দিতে লাগিলেন। এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তির কিছু মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"পোলরা ১৮ দিন যুদ্ধ করিয়াছিল। ষ্টালিন অবশ্য ইহার চেয়ে কিছু ভাল যুদ্ধ করিবেন।" (সমর সংবাদদাতা, ইভিনিং ষ্টাণ্ডার্ড, ২৩।৬।৪১)

"আগামী কয়েক মাস, সম্ভবতঃ কয়েক সপ্তাহ, নাৎসীদের শক্তি ও রণোত্তম পূর্ব্বরণাঙ্গনে আবদ্ধ থাকিবে। ইহাতে আমাদের নিঃসন্দেহে লাভ হইবে। অবশ্য যদি এই অবকাশের পূর্ণ সুযোগ আমরা লইতে পারি।" (সমর সংবাদদাতা ইভিনিং নিউজ, ২৩।৬।৪১)

"ফুয়েরার অন্ততঃ পক্ষে বিশ্বাস করেন, গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি তিনি লাল পল্টন ও বিমানবাহিনী চূর্ণ করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইবেন। তারপর খাদ্যশস্য তৈল ও অন্যান্য উপকরণ হস্তগত করিয়া তিনি অতি দ্রুত মুখ ফিরাইয়া তাঁহার স্থলসৈন্য, বিমানবহর ও নৌশক্তির সমগ্র বল এই দেশের উপর (বৃটেন) প্রয়োগ করিবেন।" (ওয়ার্ড প্রাইস, ডেইলী মেইল, ২৩।৬।৪১)

"তৈল ও শস্যের ভয়াবহ অভাবের ফলেই জার্ম্মানরা মরিয়া হইয়া (রাশিয়া) আক্রমণ করিয়াছে। যদি চারমাস কাল অথবা তাহার চেয়েও কিছু কম সময়ের মধ্যে উহারা তাহা না পায়, তাহা হইলে প্যানজার-বাহিনী বন্দরে আটক থাকিবে, লাফ্‌ৎওয়েফ্‌ তৈলের অভাবে মাটিতেই পড়িয়া থাকিবে এবং জার্ম্মানবাহিনী তুষারের মধ্যে অবরুদ্ধ হইবে। ফলে হিটলার তাঁহার সর্ব্বশেষ চূড়ান্ত বাজী হারিবেন। জার্ম্মানী পরাজিত হইবে।" (নিউজ ক্রনিকল, ২৩।৬।৪১)

"হিটলারবাহিনী সাময়িকভাবে পূর্ব্বদিকে গিয়াছে বলিয়া এদেশে কেহ যেন সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিবার জন্য প্রলুব্ধ না হইয়া উঠেন।" (সম্পাদকীয় মন্তব্য, টাইমস, ২৩।৬।৪১)

"লালপল্টন যুদ্ধ করিতে পরে কি পারে না, তাহা প্রমাণ করিতে পারুক আর নাই পারুক, উহা যে আশঙ্কার স্থল, আমাদের নিকট এইটুকুই মূল্যবান।

"যদি হিটলার এই আশঙ্কা নিঃশেষে দূর করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, গত শরৎকাল অপেক্ষা অধিকতর উগ্র আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে। অতএব আমাদের এখনই অধিকতর তৎপরতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।" (সম্পাদকীয় মন্তব্য, ডেইলী এক্সপ্রেস, ২৩।৬।৪১)

"যে পুরস্কারলাভের প্রলোভন আছে, তাহাতে হিটলারের এতবড় ঝুঁকি

লইবার যৌক্তিকতাও রহিয়াছে। রাশিয়ান নৌ-বহর হাতে পাইলে তিনি উহা বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। রাশিয়ার বিমানবহরের উপরও তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি আছে, উহা দখল করিতে পারিলে, আমরা আমেরিকা হইতে যে সরবরাহ পাই, তাহা ছাড়াইয়া যাইবে। অন্ততঃপক্ষে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় গম ও তৈল হিটলার পাইবেন, রাশিয়ার খণিজ-সম্পদও বর্ত্তমানে তাঁহার পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নহে।" (সমরনীতির ছাত্র, ডেইলী টেলীগ্রাফ, ২৩৷৬৷৪১)

"রাশিয়ার সামরিক শক্তি রহস্যময়, ফিনল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে ইহার কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। ঐ যুদ্ধে রাশিয়ার কার্য্যকলাপ কোনই রেখাপাত করিতে পারে নাই।" (সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ডেইলী হেরাল্ড, ২৩৷৬৷৪১)

বৃটেনের কয়েকখানি প্রধান সংবাদপত্রের মত আমরা উল্লেখ করিলাম। এই তালিকা অধিক বাড়াইয়া লাভ নাই। সামাজিক ও রাজনৈতিক বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কার লইয়া যাঁহারা কোনদিনই "কমিউনিজম্" কিছু ভাল করিতে পারে ইহা ভাবিতে পারেন নাই, (অনেকে এখনও পারেন না) তাঁহারা নিজেদের ভ্রান্তধারণা দ্বারা নিজেরাই প্রতারিত হইয়াছেন।

ঘটনার "আকস্মিক ও অভাবনীয়" পরিবর্ত্তনে ষ্টালিন বিস্মিত বা বিচলিত হন নাই। ফাশিবাদের অভ্যুত্থান এবং হিটলার ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই তিনি বাহিরের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি কেবল জানিতেন না, কখন কিভাবে কোনদিক হইতে আঘাত আসিবে। ১৯৪১-এর মার্চ্চ মাসে স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ মস্কৌএ এক সাংবাদিক বৈঠকে, এই আক্রমণের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সপ্তাহকাল মধ্যেই ইহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। বন্ধুগণের সাবধানবাণী এবং কূটনৈতিক মহল হইতে অনেক সংবাদ ষ্টালিন পাইয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মান সমরনায়কগণের রাশিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধ মত অগ্রাহ্য করিয়া হিটলার এত শীঘ্র অভিযান করিবেন হয়তো তিনি তাহা ভাবিতে পারেন নাই।

২২শে জুন প্রভাতে ষ্টালিন ক্রিমলিনের মন্ত্রণাগারে সহকর্ম্মীদের আহ্বান

করিলেন। সরকারী বিভাগীয় সচিবরা আসিলেন, লালপল্টনের অধিনায়ক-মণ্ডলী আসিলেন। আলোচনামুখে দেখা গেল, অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিহ্বলতা কাহারও মধ্যে নাই। সোভিয়েটভূমি আক্রান্ত হইলে, প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা ছিল। কালিনিন, মলোটভ, ভোরোশিলভ, ক্যাগানোভিচ, জ্দানফ্ প্রভৃতি, যাঁহারা বিপ্লব সম্ভব এবং প্রতিবিপ্লব প্রতিরোধ করিয়া খ্যাতি ও যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাঁহাদের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের সৃষ্টি, আজ তাঁহারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্ণধার। এই সকল সুপরিচিত সহকর্ম্মী এবং স্বদেশরক্ষার সঙ্কল্পে জীবনপণে প্রস্তুত সুগঠিত লালপল্টন লইয়া সঙ্কটের সম্মুখীন হইবার জন্য ষ্টালিন প্রস্তুত হইলেন।

বহিরাক্রমণ হইতে নবীন সোভিয়েটকে রক্ষা করিবার যুদ্ধে সমরনায়করূপে ষ্টালিন যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে কোনদিনই আত্মতৃপ্তির মোহ আনে নাই। তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই যে, লেনিনের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া তিনি শপথ করিয়াছিলেন, লালপল্টনকে চক্ষের মনির মত রক্ষা করিব। লালপল্টনকে আধুনিক ভাবে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তিনি মাইকেল ফ্রান্‌জকে নেতৃপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। শিশু লালপল্টনকে গঠন করিতে গিয়া তিনি স্বীয় যোগ্যতা এবং সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। গৃহযুদ্ধ মিটিবার পর তিনি মহাযুদ্ধ ও বিপ্লবের আলোকে সমরবিজ্ঞান লইয়া গবেষণা করিতে লাগিলেন। সমর-কৌশলে যে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আসিতেছে, তাহার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের গতি ও স্বরূপ ফ্রান্‌জ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভাবী যুদ্ধ স্থিতিশীল না হইয়া দ্রুত গতিশীল হইবে এবং বিমানবহরের আঘাত করিবার ব্যাপক ক্ষমতার সহিত যুক্ত হইয়া ভাবী যুদ্ধ সর্ব্বগ্রাসী হইবে, ১৯২২ সালের এক বক্তৃতায় তিনি তাহা বলিয়াছিলেন :—

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্থিতিশীল রণাঙ্গন পরবর্ত্তী যুদ্ধে আর থাকিবে না ··· শক্তিশালী বিমানের উন্নতি, রাসায়নিক ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের ফলে অভঙ্গুর স্থিতিশীল রণাঙ্গন বেশীদিন টিকিতে পারে না······এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের

প্রয়োজন হইবে। ইহা হইবে মৃত্যুপণ যুদ্ধ। শান্তির সময়, আমাদের সামরিক প্রতিষ্ঠান এমন হওয়া উচিত, সৈন্য পরিচালনার সময়, আক্রমণের সময়, যাহাতে যুদ্ধের চাহিদা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ সৈন্য রণাঙ্গনে আসিতে পারে—আমাদের অর্থনীতি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এই সমরপ্রস্তুতির দিক হইতে পরিচালিত হওয়া উচিত।"

"রেড গার্ড" হইতে লালপল্টন গঠন করিয়া তুলিতে ষ্টালিন ফ্রাঞ্জের পরামর্শ সর্ব্বদাই গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯২৫ সালে ফ্রান্জের মৃত্যু হয়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি, এখনও লালপল্টনের "মিলিটারী একাডমীর" পাঠ্যপুস্তক-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ইনি ছাড়াও, লালপল্টনের অন্যতম নেতা মার্শাল বোরিস মিচ্ছাইলোভিক শাপোসনিকফের সামরিক প্রতিভার সোভিয়েট নেতারা সমাদর করিতেন। মার্শাল বোরিস্ জারীয় সৈন্যদলের কর্ণেল ছিলেন এবং বিপ্লবের সূচনাতেই তিনি লালপল্টনে যোগদান করেন। ১৯১৯-এর প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধে তিনি অন্যতম সমরনায়করূপে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি "অওডার অফ্ দি রেড্ ব্যানার" লাভ করেন এবং ১৯২৯ সালে সমরবিভাগের সর্ব্বাধিনায়কের পদে নিযুক্ত হন। ইনি কেবল সমরনায়ক নহেন একজন বৈজ্ঞানিক এবং অঙ্কশাস্ত্রবিদ্। ১৯৩২ সালে মার্শাল বোরিস সমরবিজ্ঞান সম্পর্কে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, প্রত্যেকটি সভায় ষ্টালিন উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। কেবল তাহাই নহে, আধুনিক যুদ্ধের অভিনব রণকৌশলগুলি তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। সঙ্কটের দিনে সমরনায়কের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ষ্টালিন বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন।

ক্রেমলিনের মন্ত্রণাসভা তর্কসভা নহে। আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সোভিয়েট নেতারা সমস্ত বিভাগে সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিলেন। বিশ্বাসঘাতক নাৎসীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণায় ষ্টালিনের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। নাৎসী-বিরোধী যুদ্ধরত দেশগুলির গভর্নমেণ্ট ও সমাজব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন,

তাহাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা হইল। সোভিয়েটভূমির নরনারী মাত্রেই অপূর্ব্ব দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রতিরোধের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইল। সোভিয়েটের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিবার ভরসা যাঁহারা করিতেছিলেন, তাঁহারা নিরাশ হইলেন। জনসাধারণের নৈতিকবল ও সঙ্ঘশক্তির দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের উপর জননায়কগণের সুগভীর বিশ্বাস ছিল। প্রথমতঃ কালিনিন ও মলোটভ জাতির নিকট প্রতিরোধের আবেদন করিলেন। যন্ত্রশিল্প সচিব ক্যাগানোভিচ লেনিনগ্রাদ, মস্কো, ইউক্রাইন হইতে ডন নদী তীরবর্ত্তী রষ্টভ পর্য্যন্ত প্রত্যেক নগরের কলকারখানা যন্ত্রপাতি এবং শ্রমিকদিগকে উরাল পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে দ্রুত সরাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ভোরোশিলভ নব নব সৈন্যদল গঠন এবং বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনের সামরিক ঘাঁটিগুলি দৃঢ় করিয়া রণক্ষেত্রে সৈন্যদল প্রেরণের ভার লইলেন।

২২শে জুলাই বেলা ১১টায় মলোটভের বেতার ঘোষণায় সমগ্র দেশ নাৎসী-অভিযানের সংবাদ পাইল। বিংশতি কোটি নরনারীর দৃঢ়সঙ্কল্প, প্রজ্জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, অকুতোভয় দুঃসাহস এবং আত্মোৎসর্গের শক্তি দেখিয়া সমগ্র জগৎ বিস্মিত হইল। তাহাদের প্রিয় পরিচিত নেতা জোসেফ ষ্টালিন, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের মূর্ত্ত প্রতীক। নূতন মানব-সমাজের নূতন জাতি নূতন মানুষ তাঁহার সৃষ্টি। বহু জাতি সমন্বিত সোভিয়েটের জনসাধারণকে যাঁহারা সামন্ত তান্ত্রিকসমাজের অজ্ঞতা কুসংস্কার এবং হতদারিদ্র্য হইতে উদ্ধার করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানে আলোকিত বিংশ-শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—সেই ষ্টালিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের তাহারা গভীরভাবে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশ পালন করাকে মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া মনে করে।

নাৎসী-অভিযানের একাদশ দিবস পর্য্যন্ত ষ্টালিন নীরব রহিলেন। শৈলশিখরে উপবিষ্ট শ্যেনপক্ষীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া তিনি উদ্বেলিত রণপয়োধির তরঙ্গাভিঘাত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং অনুদ্বিগ্নচিত্তে রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ ও রণকৌশল নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। দিবসে বিশ্রাম নাই,

রজনীতে নিদ্রা নাই। মহান স্রষ্টা তাঁহার সার্থক সৃষ্টিকে জয়গৌরবের সাফল্যের পথে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের, জাতির সহিত জাতির সংঘাত ও মৈত্রীর রূপ বদলাইয়া গেল, সমর্থন বা সমালোচনায় ভ্রুক্ষেপহীন ষ্টালিন, বাহিরের সাহায্য ও সহযোগিতা অপেক্ষা সোভিয়েট জনসাধারণের শক্তির উপরই অধিক নির্ভর করিলেন। ৩রা জুলাই তাঁহার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর বেতারযন্ত্রে সমগ্র সোভিয়েটভূমিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইল, লক্ষ কোটি নরনারী তাহাদের মহান নেতার সঙ্কল্প ও আহ্বান বাণী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল।

"মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ" এই মামুলী সম্বোধনের পরিবর্ত্তে শ্রেণীহীন সমাজের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পতাকাবাহী ষ্টালিন আরম্ভ করিলেন,—"কমরেড্ নাগরিক, ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, লালপল্টন ও নৌ বহরের বীরগণ! প্রিয় বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছি

"আমাদের পিতৃভূমির উপর হিটলারীয় জার্ম্মানীর কৃতঘ্ন আক্রমণ ২২শে জুন আরম্ভ হইবার পর অদ্যাবধি চলিতেছে। বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধে নিয়োজিত হওয়ার ফলে আমাদের দেশ তাহার সর্ব্বাধিক ঘৃণার্হ এবং চতুর শত্রু জার্ম্মান ফাশিবাদের সহিত জীবনমৃত্যুর সংঘর্ষের সম্মুখীন। ট্যাঙ্ক ও বিমান-বাহিনীসহ আপাদমস্তক অস্ত্র সজ্জিত শত্রুর সহিত আমাদের সৈন্যরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে। অপরিমিত বিঘ্ন বিপদ তুচ্ছ করিয়া লালপল্টন ও লাল নৌ-বাহিনী সোভিয়েটভূমির প্রত্যেক অঙ্গুলী পরিমিত স্থানের জন্য আত্মোৎসর্গময় যুদ্ধ করিতেছে। লালপল্টনের প্রধান শক্তি সহস্র সহস্র ট্যাঙ্ক ও বিমানসহ শীঘ্রই রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে।

"আমাদের দেশকে বিপদ মুক্ত করিবার জন্য এবং শত্রুকে বিচূর্ণ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে?

"সর্ব্বোপরি আমাদের জনগণ—সোভিয়েট জনসাধারণের, আমাদের দেশের বিপদের গভীরতা ও বিশালতা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, আত্মসন্তোষ বা সাময়িক চাঞ্চল্য বর্জ্জন করিতে হইবে। শান্তির সহিত গঠনমূলক কার্য্য

করিবার মনোবৃত্তি—যুদ্ধের পূর্ব্বে উহা স্বাভাবিক হইলেও অত্যকার দিনের পক্ষে মারাত্মক—বর্জ্জন করিতে হইবে। কেননা, এই যুদ্ধের ফলে সমস্ত অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের শত্রু নিষ্ঠুর ও অনমনীয়। আমাদের শ্রমজলসিক্ত ভূমি, আমাদের শ্রমে উৎপন্ন শস্য ও তৈল, লুণ্ঠন করিবার জন্য সে হস্তপ্রসারণ করিয়াছে। তাহারা পুনরায় জমিদার ও জার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্বতন্ত্র সত্তা ধ্বংস করিতে চাহে। রাশিয়া, ইউক্রাইন, বাইলো রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্থোনিয়া, উজবেক, তাতার, মোলডোভিয়া, জর্জ্জিয়া, আর্ম্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং অন্যান্য স্বাধীন জাতি গঠিত রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া এগুলি তাহারা জার্ম্মান ছাঁচে গড়িতে চায় এবং আমাদের জার্ম্মান অভিজাত ও রাজবংশীয়দের দাসে পরিণত করিতে চাহে। অতএব ইহা সোভিয়েট রাষ্ট্রের জীবনমরণ সমস্যা, সোভিয়েটভূমির অধিবাসীদের জীবনমরণ সমস্যা।

"আরও মনে রাখিতে হইবে আমাদের মধ্যে, খেদখিন্ন, কাপুরুষ, আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী এবং বিপদের মুহূর্ত্তে পলায়নপর যেন কেহ না থাকে। আমাদের জনগণ সংগ্রামে নির্ভীক হউক, ফাশিস্ত দস্যুদের বিরুদ্ধে, আমাদের জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধে স্বার্থলেশহীন হইয়া যোগদান করুক। আমাদের রাষ্ট্রের মহান প্রতিষ্ঠাতা লেনিন বলিতেন, সংঘর্ষের সময় সোভিয়েট নরনারীর প্রধান গুণ হওয়া উচিত সাহস, বীর্য্য, অকুতোভয়তা, তাহারা জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দেশের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। বলশেভিকদের এই অতুলনীয় গুণাবলী, সোভিয়েট ইউনিয়নের লালপল্টন, লাল নৌবহর এবং সমগ্র জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ লোকের চরিত্রসম্পদে পরিণত হইবে। আমাদের সমস্ত কাজ অবিলম্বে যুদ্ধের অনুকূল ভাবে পুনর্গঠন করিতে হইবে। আর সমস্ত কাজ পরের কথা, প্রথম কথা রণাঙ্গন এবং শত্রুকে ধ্বংস করিবার আয়োজন।······

"লালপল্টন, লাল নৌবহর এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক ব্যক্তি, সোভিয়েটমির প্রত্যেকটি ধূলিকণা রক্ষার চেষ্টা করিবে, প্রত্যেকটি গ্রাম ও

নগর রক্ষার জন্য শেষ শোণিতবিন্দু দান করিবে, দুঃসাহস, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করা এবং মানসিক সচেতন সতর্কতা, আমাদের জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্টা।

"লালপল্টনকে আমরা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিব, নূতন নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া তাহার বল অটুট রাখিব এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই সরবরাহ করিব। লালপল্টনের পৃষ্ঠদেশ রক্ষার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিব।··সৈন্যদলের পশ্চাতে বিশৃঙ্খলা আনয়নকারী, পলায়িত, আতঙ্ক ও গুজব-সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমরা নির্ম্মম হইব এবং গুপ্তচর, ধ্বংসকার্য্যের দালাল এবং শত্রুর প্যারাস্যুট অবতরণকারীদের ধ্বংস করিব।

"যদি লালপল্টন কোথাও কোথাও পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে রেলওয়ের সমস্ত সরঞ্জাম আমরা অপসারিত করিব। একখানি এঞ্জিন, গাড়ি, বা একমুঠি শস্য বা এক গ্যালন তেলও যাহাতে শত্রুর হাতে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিব।

"শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলে, সাইকেল আরোহী অথবা পদাতিক গেরিলা-বাহিনী গঠন করিতে হইবে। শত্রুর উপকরণাদি ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে হইবে, গেরিলাবাহিনী সর্ব্বত্র যুদ্ধ করিবে, সেতু উড়াইয়া দিবে, রাস্তা নষ্ট করিবে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যোগাযোগ ছিন্ন করিবে, অরণ্য, গুদাম ও লরী প্রভৃতিকে অগ্নিদান করিবে।

"ফাশিস্ত জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধ বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইহা কেবলমাত্র দুইটি সৈন্যদলের যুদ্ধ নহে, ইহা জার্ম্মান-ফাশিস্ত সৈন্যবাহিনীর সহিত সমগ্র সোভিয়েট জনসাধারণের সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ। ফাশিস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আমাদের এই স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতীয় যুদ্ধ কেবল মাত্র স্বদেশকে বিপন্মুক্ত করিবার যুদ্ধ নহে, জার্ম্মান ফাশিস্ত পদতলে দলিত ইয়োরোপের জনসাধারণের দুঃখ লাঘব করাও আমাদের উদ্দেশ্য। এই মুক্তিযুদ্ধে আমরা নিঃসঙ্গ নহি। এই মহাযুদ্ধে হিটলারীয় কুশাসকগণ কর্ত্তৃক দাসে পরিণত জার্ম্মান-জাতিসহ ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ প্রকৃত মিত্ররূপে আমাদের পক্ষে। আমাদের এই মুক্তির যুদ্ধ ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় মুক্তি

ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হইবে। * * এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য করিবার জন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ইতিহাস স্মরণীয় উক্তি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টের ঘোষণায় সোভিয়েট জনগণের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

"কমরেডগণ, আমাদের সৈন্যদল সংখ্যাতীত। আত্ম-অহঙ্কারে প্রমত্ত শত্রুরা ইহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। লালপল্টনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য সহস্র সহস্র সমবায় কৃষিক্ষেত্রের কৃষক, শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবী প্রস্তুত হইতেছে। জনসাধারণের মধ্য হইতে লক্ষ লক্ষ লোক বাহির হইয়া আসিবে। লেনিনগ্রাদ ও মস্কোএর শ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই, লালপল্টনকে সহায়তা করিবার জন্য বিশাল রক্ষীদল গড়িয়া তুলিয়াছে। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে, এরূপ নগরমাত্রেই জনসাধারণকে অনুরূপ রক্ষীদল গড়িতে হইবে। জীবন ও স্বাধীনতা, আত্মমর্য্যাদা ও স্বদেশরক্ষার জন্য জার্ম্মান ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় যুদ্ধে প্রত্যেক শ্রমিককেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

"আমাদের সাহসী লালপল্টন এবং আমাদের কীর্ত্তিমান লাল-নৌবহরকে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়া সাহায্য করিব!

জনগণের সমস্ত শক্তি শত্রু নির্ম্মূল করিতে নিয়োজিত হউক! জয়ের পথে অগ্রসর হও!"

পরবর্ত্তী চারমাস কাল সোভিয়েট নেতা ষ্টালিনের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কট সঙ্কুল অধ্যায়। সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক সমাজের শক্তি এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। লালপল্টনের একটি অংশ মাত্র মহাযুদ্ধের অগ্নিস্নাত হইয়া সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। লালপল্টনের বিশাল অংশ তখনও কৃত্রিম যুদ্ধ ও বাস্তব যুদ্ধের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। যে শত্রু মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করে, ন্যায় নীতিহীন হইয়া হত্যা করে, রোষ ও ঘৃণার সহিত তাহার প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপের সঙ্কল্প তখনও কঠিন হইয়া উঠে নাই। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং লালপল্টন কি বিজয়োন্মত্ত জার্ম্মানবাহিনীর প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিতে পারিবে? অপরাহত শৌর্য্যে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামকে

বিজয় মহিমায় মণ্ডিত করিয়া শত্রুকে অধোবদন ও জগতকে চমকিত করিতে সক্ষম হইবে ?

অতুলনীয় আত্মোৎসর্গময় রণক্ষেত্রে, এই প্রশ্নের উত্তর লালপল্টন শোণিতাক্ষরে রচনা করিতে লাগিল। ধৈর্য্য, কুশলতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অদম্য লালপল্টন, ঝটিকাবাহিনীর দুর্ব্বলতা ও ছিদ্র আবিষ্কার করিল। স্মোলেনস্কের যুদ্ধে নাৎসী-ঝটিকাবাহিনী, রশ্মি আকর্ষিত অশ্বের ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া শুম্ভিত হইল। গোয়েবেলস্, 'স্নায়ুযুদ্ধের' গবেষণা আরম্ভ করিলেন। ১৯৪১ সালের ১২ই জুলাই তিনি ঘোষণা করিলেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক ঘাঁটিতেই "ষ্টালিন লাইন" (ইহা নাৎসীদের স্বকল্পিত, প্রকৃত প্রস্তাবে "ষ্টালিন-লাইন" বলিয়া কোন অবরোধের ব্যবস্থা ছিল না) ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমাদের বাহিনী অতি দ্রুত লেনিনগ্রাদ, মস্কো এবং কিয়েভের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইহা হংসপৃষ্ঠে জলের মত লালপল্টন ও সোভিয়েট জনসাধারণের নৈতিক বলের উপর কোনই রেখাপাত করিল না। প্রতি পদে ভয়াবহ ক্ষতি স্বীকার করিয়া নাৎসীবাহিনী স্মোলেনস্কে আসিয়া দাঁড়াইল। নাৎসীবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হওয়ার পর এই প্রথম নাৎসী-নায়কেরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, ঝটিকা-বাহিনীর দুর্ব্বার গতি অবরুদ্ধ হইয়াছে। ব্লিৎসক্রিগের যাদুমন্ত্রের মোহ, প্রভাত-কুহেলীর মত অপসারিত। ত্রিশদিন পর স্মোলেনস্কের ভস্মমুষ্টি লইয়া খণ্ড যুদ্ধে জয়ী হইলেও, এই প্রথম নাৎসী জয়গর্ব্বের বুকে পরাজয়ের কৃষ্ণচ্ছায়া পড়িল। রণকৌশল হিসাবে 'ব্লিৎসক্রিগের' মহিমা এবং নাৎসীরা অজেয় এই ধারণা লালপল্টন ধূলিসাৎ করিয়া দিল।

দুই পক্ষেরই ক্ষতি হইল প্রচুর; কিন্তু এই যুদ্ধে লালপল্টনের চলমান অতিকায় কামানশ্রেণীর আঘাত করিবার প্রচণ্ড ক্ষমতা ও কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল। শীতকাল আসিবার পূর্ব্বেই যে সকল স্থান অধিকার করিবার জন্য নাৎসীরা সময় নির্দ্দেশ করিয়া পরিকল্পনা করিয়াছিল, তাহার ব্যতিক্রম হইল। স্মোলেনস্কে সৈন্যদল পুনরায় সন্নিবেশ করিতে ছয় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মস্কো অভিমুখে বিরাট ট্যাঙ্কবাহিনী অগ্রসর হইল। হিটলার ঘোষণা করিলেন,

"গত ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার সুনিশ্চিত ফল হইতেই যুদ্ধের স্থিতিকাল জানা যাইবে।" ৮০ ডিভিসন জার্মান সৈন্য মস্কো অধিকারের জন্য অগ্রসর হইল। লালপল্টন এক অভিনব রণকৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা আক্রমণ করিতে করিতে পিছু হঠে, ভারী কামানের গোলায় শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করিয়া রুখিয়া দাঁড়ায়, পিছনে আসিয়া যোগ দেয় নূতন রিজার্ভ সৈন্যদল। প্রত্যাশার অতীত সৈন্যদলের সম্মুখীন হইয়া ক্লান্ত নাৎসী-বাহিনীর গতি মন্দীভূত হয়। তখন নববলদৃপ্ত রিজার্ভ বাহিনী লইয়া প্রতি-আক্রমণ, অনুকূল মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড আঘাত করা, সোভিয়েট সমরনায়কগণের কয়েক মাসের ধৈর্য্যের সহিত বহু পরীক্ষা-লব্ধ অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা।

পঙ্গপালের মত দিক আচ্ছন্ন করিয়া নাৎসী-বাহিনী অগ্রসর, ষ্টালিন সোভিয়েট সমরনায়কদের লইয়া লালপল্টন পরিচালনা করিতেছেন। ১৬ই আগষ্ট মাইকফ, ১৯শে আগষ্ট ক্রাসনোডার অতিক্রম করিয়া ২৫শে আগষ্ট নাৎসী-বাহিনী ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিমে উপস্থিত হইল। ১১ই সেপ্টেম্বর লালপল্টন নভরসিক পরিত্যাগ করিল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে দেখা গেল, ষ্টালিনগ্রাদের সহরতলীতে ভয়াবহ সংগ্রাম এবং দক্ষিণে নাৎসীবাহিনী অগ্রসর হইয়া গ্রোজ্‌নীর তৈলকেন্দ্রের দিকে বাহু বাড়াইয়াছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর হিটলার দম্ভভরে ঘোষণা করিলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার যে সকল অঞ্চল আমরা জয় করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদও দখল করা হইবে। "আমরা ভল্গা অভিমুখে অভিযান চালাইয়াছি, ষ্টালিনগ্রাদ আক্রমণ করিয়াছি। তোমরা নিশ্চিন্ত হও, ষ্টালিনগ্রাদ দখল হইবেই। তোমাদিগকে আরও নিশ্চিতভাবে আশ্বাস দিতেছি, অধিকৃত অঞ্চল হইতে কেহই আমাদের হটাইতে পারিবে না।" হিটলার নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নভেম্বর মাস হইতে নাৎসী আক্রমণ মন্দীভূত হইল। বিশেষভাবে মস্কোএর দ্বারদেশে উপস্থিত নাৎসী সৈন্যদলের আক্রমণ তৎপরতা প্রত্যহই হ্রাস পাইতে লাগিল। পাল্টা-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া ষ্টালিন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রজনীতে তুষারপাত শীতের আগমন ঘোষণা করিল,—৬ই

ডিসেম্বর প্রভাতে ষ্টালিন স্বয়ং প্রতি-আক্রমণের আদেশ দিলেন। শীতকালীন যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত যে বিরাট বাহিনী তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আদেশ পাইবামাত্র তাহা বন্ধনমুক্ত বন্যাবারির মত প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিয়া জার্ম্মানবাহিনীকে মস্কোএর দ্বারদেশ ও অন্যান্য স্থান হইতে হটাইয়া দিল। গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধের উপকরণে সজ্জিত জার্ম্মানবাহিনীর নায়কেরা মনে করিয়াছিলেন, শীতকালে যুদ্ধ বিশেষ হইবে না, কিন্তু আচম্বিতে আক্রান্ত হইয়া শীত-কাতর জার্ম্মানবাহিনী আচ্ছাদনহীন হিমমজ্জিত রাশিয়ার বিশাল প্রান্তরে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন, আধুনিক রণনীতিতে ব্লিৎসক্রিগ বা ঝটিকাযুদ্ধের অব্যর্থতার ধারণা যেমন ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তেমনি ১৯৪১এর ৬ই ডিসেম্বর লালপল্টনের প্রতি-আক্রমণ যুদ্ধের গতির মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিল। বহু চেষ্টা করিয়াও হিটলার আর মস্কো অভিমুখে সৈন্যচালনা করিতে পারেন নাই। বিপুলবাহিনী লইয়া তিনি একদিকে লেনিনগ্রাদ অন্যদিকে ষ্টালিনগ্রাদ লক্ষ্য করিয়া মস্কো অভিমুখে সাঁড়াশী-অভিযান চালাইয়াছেন। অন্ততঃ দুইবার নাৎসীবাহিনী লালপল্টনের লৌহবেষ্টনী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু নাৎসী-বাহিনীর প্রথম শ্রেণীর সৈন্যদল বারম্বার পরাজিত হইয়াছে, তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পিছু হটিয়াছে। জার্ম্মান সমর-নায়করা প্রচুর নূতন সৈন্য রণাঙ্গনে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহারা আর ঝটিকাগতির চমক লাগাইতে পারে নাই। রণকৌশল, উপকরণ এবং সমরসজ্জার দিক্ হইতে ষ্টালিনের আয়োজন, জার্ম্মানী অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠতর, অভিজ্ঞ জার্ম্মান সেনাপতিরা তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

অতি ভয়াবহ দানবীয় যুদ্ধ যখন চরমে উঠিয়াছে, নাৎসীরা যখন মস্কোর দ্বারদেশে উপস্থিত তখন লর্ড বিভারব্রুক এবং মিঃ হ্যারীমানের নেতৃত্বে ইঙ্গ-মার্কিন মিশন মস্কোএ উপস্থিত হইলেন। এই মিশনের সদস্যরা দেখিলেন, ষ্টালিন বিচলিত বা উৎকণ্ঠিত নহেন, মস্কোর পতন হইতে পারে এই আশঙ্কায়

তিনি বিহ্বলও নহেন। পরবর্ত্তীকালে মিঃ হ্যারীম্যান বলিয়াছিলেন,—"বিভারব্রুক এবং আমি প্রধানতঃ ষ্টালিনের সহিতই কাজ করিয়াছি। কোন মানুষকে এত দ্রুত ও গভীর আবেগের সহিত কাজ করিতে দেখি নাই।" লর্ড বিভারব্রুক বলিয়াছেন,—"মনুষ্য জাতি সম্পর্কে আমার যদি কিছু বিচারবুদ্ধি থাকে; আমার সুদীর্ঘ জীবনের যদি কোন অভিজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে এই মানুষটির (ষ্টালিন) নেতৃত্বের উপর আমি সমস্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করিব।"

সোভিয়েট বিপ্লবের ২৪তম স্মৃতিবার্ষিকীর প্রাক্কালে মস্কো সোভিয়েট এবং স্থানীয় পার্টি ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের এক সম্মিলিত সভায় ষ্টালিন যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্য, চিন্তার ঋজুভঙ্গী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং সুগভীর দায়িত্ববোধ, এই অভিভাষণে অনায়াস-নৈপুণ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। "……যুদ্ধের প্রারম্ভে আমি একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই যুদ্ধ আমাদের দেশের উপর ভয়াল দুর্য্যোগের করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে। * ··যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার চার মাস পরে আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে হইতেছে, বিপদের সম্ভাবনা লঘু হওয়া দূরের কথা, বরং অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত্রু বেপরোয়া হইয়া আত্মোৎসর্গ করিতেছে, সে তাহার সৈন্যদের রক্তের জন্য কণামাত্র মমতা অনুভব করে না। হতাহত সৈন্যদলের স্থান পূরণের জন্য তাহারা নূতন নূতন সৈন্যদল রণক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছে, শীতকালের পূর্ব্বেই লেনিনগ্রাদ ও মস্কো দখলের জন্য দমসামর্থ্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, কেননা সে জানে শীতকাল তাহার পক্ষে নিরানন্দকর হইবে।

"এই চার মাসের যুদ্ধে আমাদের ৩,৫০,০০০ হাজার সৈন্য প্রাণ দিয়াছে, ৩,৭৮,০০০ জন নিখোঁজ হইয়াছে এবং আহত হইয়াছে ১০,২০,০০০ জন। এই সময়ের মধ্যে শত্রুপক্ষের হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষেরও অধিক।

"আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়া জার্ম্মান ফাশিস্ত অভিযানকারীরা মনে করিয়াছিল তাহারা দেড মাস কি বড়জোর দুই মাসের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস করিয়া উরাল-অঞ্চলে পৌছিতে সক্ষম হইবে। একথা বলা আবশ্যক

যে জার্ম্মানরা তাহাদের এই "বিদ্যুৎ-গতিতে" জয়লাভের পরিকল্পনা গোপন রাখে নাই।· ····এই উন্মত্ত পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে নিষ্ফল হইয়াছে, এখন ইহা ধরিয়া লওয়া যায়।······দুই মাসের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে উরাল অঞ্চলে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প যখন জার্ম্মান ফাশিস্ত রণ-পণ্ডিতেরা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন তাহারা কিসের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন ?

"প্রথমতঃ, তাঁহারা বিজ্ঞের মত হিসাব করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে একটা কোয়ালিশন গঠন সম্ভবপর। অন্তর্বিপ্লবের ভীতি দেখাইয়া বৃটেন ও আমেরিকার শাসকশ্রেণীকে দলে ভীড়াইলেই ঐ দুই দেশ কোয়ালিশনে যোগ দিবে এবং এই উপায়ে অন্যান্য শক্তি হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইবে। প্রথমতঃ দুর্বৃত্ত হেসকে জার্ম্মান ফাশিস্তরা ইংলণ্ডে পাঠাইল, যাহাতে ইংরাজ রাজনৈতিকদিগকে বুঝাইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'ধর্ম্মযুদ্ধে' যোগদান করানো যায়। কিন্তু জার্ম্মানরা হিসাবে মারাত্মক ভুল করিয়াছিল।······সোভিয়েট কেবল যে বিচ্ছিন্ন হয় নাই তাহা নহে বরং গ্রেটবৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্ম্মান অধিকৃত দেশগুলিকে মিত্ররূপে লাভ করিয়াছে।

"দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মানরা মনে করিয়াছিল, সোভিয়েট ব্যবস্থা দুর্ব্বল এবং সোভিয়েটের রক্ষীবাহিনী সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত নহে।· ····এখানেও জার্ম্মানরা মারাত্মক ভ্রম করিয়াছে।······তাহারা সোভিয়েটের বিভিন্ন জাতিগুলিকে একটি শিবিরে কেন্দ্রসংহত করিয়াছে, ইহারা আত্মত্যাগ করিয়া লালপল্টন ও লাল নৌবহরকে সমর্থন করিতেছে। তৃতীয়তঃ, জার্ম্মান দস্যুরা লালপল্টনের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু এখানেও নিজেদের শক্তিকে বড় করিয়া দেখিয়া এবং আমাদের শক্তি, সৈন্যদল ও নৌবহরের শক্তিকে লঘু করিয়া দেখিয়া জার্ম্মানরা মারাত্মক ভ্রম করিয়াছিল। অবশ্য আমাদের বিভিন্ন বাহিনী এখনও নবীন, তাহারা মাত্র চার মাস কাল যুদ্ধ করিয়াছে, এখনও তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মান বাহিনী সুশিক্ষিত এবং দুই বৎসর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

"লালপল্টনের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রতিকূল ব্যাপার আছে, যাহার জন্য তাহারা সাময়িকভাবে সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না……এই প্রতিকূল ব্যাপারগুলি কি ?

"…লালপল্টনের আশু সফলতা অর্জন না করিবার একটা প্রধান কারণ, জার্ম্মান ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভাব। বর্ত্তমানে ইয়োরোপের মূলভূমিতে জার্ম্মান ফাশিস্ত সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিবার মত গ্রেটবৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সৈন্যদল এখন পর্য্যন্ত নাই। একথা নিঃসন্দেহ যে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইয়োরোপে কোন দ্বিতীয় রণাঙ্গন না থাকায়, জার্ম্মান সৈন্যদের বহুল পরিমাণে সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু একথাও নিঃসন্দেহ যে ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি হওয়ামাত্র—অদূর ভবিষ্যতেই ইহা সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই—আমাদের সৈন্যদল অনেকটা আশা পাইবে এবং জার্ম্মান সৈন্যরা হীনবল হইয়া পড়িবে। আমাদের সৈন্যদলের সাময়িকভাবে অসাফল্যের আর একটা কারণ, আমাদের ট্যাঙ্কের এবং কিয়দংশে বিমানের অভাব রহিয়াছে।

"ট্যাঙ্ক সম্পর্কে জার্ম্মানীর প্রাধান্য নষ্ট করিয়া, আমাদের বাহিনীর অবস্থা উন্নত করিবার একটিমাত্র পথ আছে। এই পথ হইল, আমাদের ট্যাঙ্ক উৎপাদন বহুল পরিমাণে বাড়াইতে হইবে তো বটেই, উপরন্তু ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান, রাইফেল, হাতবোমা প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্যও বাড়াইতে হইবে। ট্যাঙ্কের অগ্রগতি বাধা দিবার জন্য পরিখা প্রস্তুত প্রভৃতি সকল রকম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য।"

* * * *

"হিটলারীয় জার্ম্মানীর সহিত মূল প্রভেদ এই যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং তাহার মিত্ররা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করিতেছেন; এই যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ। ইহার উদ্দেশ্য, হিটলারীয় অত্যাচার হইতে, ক্রীতদাসে পরিণত ইয়োরোপের জনসাধারণ এবং সোভিয়েটভূমিকে মুক্ত করা। এই কারণে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির, মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকরূপে, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেটবৃটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তির সৈন্যদলকে সমর্থন করা উচিত।

"এই যুদ্ধে আমাদের এরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই, থাকিতেও পারে না যে, আমরা ইয়োরোপে পররাষ্ট্রের ভূমি অধিকার করিব অথবা ইরান বা এশিয়ার জনসাধারণ ও রাজ্যখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করিব। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হইল, জার্ম্মান ফাশিস্ত কবল হইতে সোভিয়েটভূমি এবং জনগণকে মুক্ত করা।

"এই যুদ্ধে আমাদের এরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই, থাকিতেও পারে না যে, আমরা আমাদের অভিপ্রায় ও আধিপত্য শ্লাভজাতি বা ইয়োরোপের অন্যান্য পরাধীন জাতিগুলির উপর চাপাইয়া দিব। আমাদের লক্ষ্য হইল, হিটলারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করা এবং পরে তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত, তাহাদের দেশে সমাজব্যবস্থা গড়িবার সহায়তা করা। অন্যান্য জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করা হইবে না। ..."

ষ্টালিনের এই বক্তৃতায় "দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভাবের" ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ইঙ্গ-মার্কিন সমরায়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে, ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য ও রণসম্ভার পাঠাইবার আয়োজন করিয়া একজন বৃটিশ সচিব বলিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা "জার্ম্মানী ও রাশিয়ার মিলিত শক্তির" সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। এই আত্মম্ভরী বৃটিশ-সচিব হয়তো জানিতেন না যে, বৃটেনের সমরপ্রস্তুতি ঐকালে কত শোচনীয় ছিল।

যাহা হউক অল্পদিনের মধ্যেই "ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন" লইয়া আলোচনা উদ্বেগজনক হইয়া উঠিল। বৃটিশ রাজনৈতিক ও সাংবাদিকদের লালপল্টনের শক্তিকে লঘু করিয়া দেখাইবার প্রয়াস, সোভিয়েট রাশিয়া অতীত অভিজ্ঞতা হইতে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছে। সোভিয়েটের পতনের আশা বা আশঙ্কায় বৃটেন প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে, সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলির এরূপ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নহে। জল্পনা কল্পনা পরামর্শ বৈঠক চলিতে লাগিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্ভব হইল না। শীতঋতু অবসানে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব রণাঙ্গনে হিটলার নাৎসী-বাহিনীর

একটা বড় অংশ প্রয়োগ করিলেন। লালপল্টনের প্রতিরোধ-শক্তি বিচুর্ণ করিবার জন্য, জার্ম্মান সেনাপতিদিগকে আদেশ দেওয়া হইল, যে কোন ক্ষতি স্বীকার করিয়া ষ্টালিনগ্রাদ অধিকার করিতে হইবে।

শীতকালীন যুদ্ধে লালপল্টন যে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, ১৯৪২এর ২৬শে এপ্রিল, রাইখষ্টাগে হিটলারের বক্তৃতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। বিপুল ব্যর্থতার বিভীষিকা তাঁহার চিত্তে ছায়াপাত করিয়াছে। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে হিটলার বলিলেন:—

"পূর্ব্ব রণাঙ্গন সম্বন্ধে আমার সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় আমি বলিয়াছি, ঐ অঞ্চলে গত ১৪০ বৎসরের মধ্যে এমন শীত পড়ে নাই। কয়েকদিনের মধ্যে তাপমান যন্ত্রের পারদ শূন্য ডিগ্রীর ৪৭ ডিগ্রীর বেশী নামিয়া গিয়াছিল।

"কয়েকমাস ধরিয়া এশিয়া ও ককেসাস অঞ্চল হইতে নূতন সুশিক্ষিত সৈন্যদল আসিতেছে; আমাদের ঘাঁটিগুলির উপর এই চাপ, বিশেষতঃ রাত্রিকালে ঠেকাইয়া রাখার জন্য প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে।

"সেই সময় আমাদের সমস্যা ছিল সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা। কি জার্ম্মান সৈন্য, কি তাহাদের ট্যাঙ্ক, রেলগাড়ী, লরী প্রভৃতি এমন কঠিন শীতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থার উপরই আমাদের সৈন্যদলের ভাগ্য নির্ভর করিয়াছে।

"অতএব আপনারা বুঝিবেন এবং অনুমোদন কবিবেন, অনেক ঘটনায় আমি নির্ম্মম হইয়া প্রাণপণ দৃঢ়সঙ্কল্পে, ভাগ্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করিয়াছি অন্যথায় ফল ভয়াবহ হইত।

"যখন স্নায়ুর বল ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগত্য শিথিল হইয়া পড়ে, উপস্থিত দায়িত্বের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ থাকে না, তখনই আমি নির্ম্মম সঙ্কল্প করি। আমার বিশ্বাস, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার জার্ম্মানজাতির নিকট হইতে আমি সার্ব্বভৌম অধিকার পাইয়াছি।" হিটলার চঞ্চল। জার্ম্মানবাহিনীর ভাগ্যের মানদণ্ড কম্পমান। এই সময় ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন হইতে আঘাত করিতে পারিলে, ঐ মানদণ্ড নিশ্চয়ই মিত্রপক্ষের

অনুকূলে ঝুঁকিয়া পড়িত। অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থষ্টির দাবী উঠিল। মিথ্যা প্রচারকার্য্যের কুহেলী কাটিয়া গিয়াছে, বৃটিশ জনসাধারণ লালপল্টনের শক্তি ও কৃতিত্ব বুঝিয়াছে। জার্ম্মান বোমারু বিমানের অঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত কলেবর বৃটেনের সংবাদপত্র, সভা সমিতিতে দাবী উঠিল,—"আত্মসম্মান, আত্মস্বার্থ, সুবিধা, নির্ভুল রণকৌশল এবং মালিন্যমুক্ত সাধারণ বুদ্ধি পশ্চিম ইয়োরোপে অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থষ্টির দাবী করিতেছে।"

দ্বিতীয় রণাঙ্গন ও সমরোপকরণ সরববাহ লইয়া যখন সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইল, তখন উভয়পক্ষ বুঝিতে পারিলেন, ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করিবার জন্য পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রয়োজন। বিশ জন ইঙ্গ-মার্কিন উপদেষ্টা ও সমর-বিশারদসহ মিঃ চার্চ্চিল ১৯৪২এর আগষ্ট মাসে মস্কোএ উপস্থিত হইলেন। ক্রিমলিন-প্রাসাদের মন্ত্রণাগৃহে—ষ্টালিন ও চার্চ্চিল। সামাজিক, রাজনৈতিক আদর্শের দুই বিপরীত বিগ্রহ। উভয়েই দীর্ঘকালের প্রতিদ্বন্দ্বী। কমিউনিজম্ ও ষ্টালিনের মস্তকে, রুশবিপ্লবের সূচনা হইতে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ করিয়া চার্চ্চিল ধনতান্ত্রিক জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আপৎকালে বৃটেন চার্চ্চিলকে নেতৃপদে বরণ করিয়াছে এবং মহাযুদ্ধের সঙ্কটের দিনে সে দায়িত্ব তিনি প্রশংসার সহিত পালন করিতেছেন। উভয়েব জীবন-নাট্যের এক চরম পরীক্ষাময় মুহূর্ত্তে এই সম্মেলন—ঔপন্যাসিকের কল্পনার মত চমকপ্রদ। চিন্তা ও চরিত্রের পার্থক্য থাকিলেও উভয়েই বাস্তববাদী, মানবের বিচিত্র ইতিহাসে মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর পটভূমিকায়, এই দুই নেতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভাবনীয়রূপে এক কেন্দ্রে মিলিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত পরিচয়, যুদ্ধায়োজন ও যুদ্ধ পরিচালনার পরামর্শ ছাড়াও, চার্চ্চিলের আগমনের আসল উদ্দেশ্য দ্বিতীয় রণাঙ্গন যে শীঘ্র সম্ভবপর নহে, সে কথা ষ্টালিনকে বুঝাইয়া বলা।

চার্চ্চিল যখন মস্কোএ আসিলেন, তখন ষ্টালিনগ্রাদ দখলের জন্য, জার্ম্মান সমরনায়কেরা বিপুল বাহিনী প্রয়োগ করিতেছেন। এক বৎসর কাল দুই হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে লালপল্টন যুদ্ধ করিতেছে, কেবল তাহাই নহে,

এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে বড় বড কলকারখানা এবং অধিবাসীদিগকে দূরবর্ত্তী অঞ্চলে সরাইতে হইয়াছে। সৈন্য ও সমরোপকরণের চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়াও এরূপ বিরাট কলকারখানা ও বিশাল জনতা অপসারণের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অন্য কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। ষ্টালিন চার্চ্চিলকে এই কথাটাই বারবার বুঝাইয়া বলিলেন যে, কেবলমাত্র লালপল্টনই যুদ্ধের সমস্ত ভার বহন করিতেছে। পক্ষান্তরে চার্চ্চিল বলিতে লাগিলেন (এমন কি ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসেও বলিয়াছেন) যে, ষ্টালিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না যে বিরাট নৌবহর লইয়া ইয়োরোপের মূলভূমি আক্রমণ করা কি সুকঠিন কাজ।

বাস্তব অসুবিধাগুলি সম্পর্কে চার্চ্চিলের কৈফিয়ৎ বাধ্য হইয়া মানিয়া লইলেও, ষ্টালিন চার্চ্চিলের সহিত একমত বা তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কথিত আছে, চার্চ্চিলের নিকট বিশদ বর্ণনা শুনিবার পর ষ্টালিন ধীরভাবে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আমরা চালাইয়া যাইব, পরস্পরের উপর দোষারোপ করিব না।" চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন, "ষ্টালিন এমন একজন মানুষ, যাঁহার মনে কোন মোহময় প্রত্যাশা নাই।" ষ্টালিনের দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবী এবং মিত্রপক্ষের আক্রমণের আয়োজন, এই দুই ব্যাপারে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। যদি বাহির হইতে আসান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নাৎসীবাহিনীর প্রচণ্ড চাপে লালপল্টন অবসন্ন হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় ষ্টালিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন দাবী করেন নাই। তাঁহার দাবীর কারণ ছিল স্বতন্ত্র। তিনি জানিতেন এমন সময় আসিবে, যখন রিজার্ভ লালপল্টন রণক্লান্ত জার্ম্মানসৈন্যের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাইবে। সেই সময় যুগপৎ পশ্চিম হইতে আক্রমণ চালাইলে, জার্ম্মানী পূর্ব্ব রণাঙ্গন হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইবে, তাহার ফলে হিটলার-বাহিনীর দ্রুত ধ্বংস অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভাবে, পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে জার্ম্মানদের প্রতিরোধ-শক্তি দৃঢ় হইবে, ফলে লালপল্টনের পাল্টা আক্রমণ কষ্টসাধ্য এবং বিলম্বিত হইবে। ষ্টালিনের অনুমান সত্য হইয়াছিল, দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভাবে পাল্টা আক্রমণ

সাফল্যমণ্ডিত করিতে দেড় বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ইঙ্গ-মার্কিন রণনীতির তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সোভিয়েটকে সাধ্যমত সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করা এবং পূর্ব্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্য সামলাইবার জন্য সামরিক বল প্রয়োগ করা। কেননা, ইঙ্গ-মার্কিন সমর নায়কেরা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, লালপল্টন জার্ম্মান-বাহিনীকে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে এমন ভাবে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, যাহাতে তাহাদের বৃটেন আক্রমণের আশা সুদূরপরাহত। এই ভাবে মিত্রপক্ষ যে সোভিয়েট ও লালপল্টনের উপর বিপুল আত্মত্যাগ করিবার বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন, ইহা ষ্টালিনেব নিকট খুব দুর্ব্বোধ্য ছিল না। একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লইয়া যুদ্ধে, তুলনায় লালপল্টন বহুগুণে অধিক প্রাণ দিতেছে, এ চিন্তা ষ্টালিনের নিকট নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তথাপি তিনি চার্চ্চিলের উপর কোন দোষারোপ করেন নাই। চার্চ্চিলের নেতৃত্ব ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি—কায়েমী স্বার্থ সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা তাঁহার মূলমন্ত্র। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেবক চার্চ্চিল বৃহত্তর জনস্বার্থের দিক হইতে রণনীতি চালনায় অক্ষম। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য সত্ত্বেও ষ্টালিন বিশ্বাস করিয়াছিলেন, চার্চ্চিল তাঁহার প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। পরস্পরের নিকট প্রত্যাশার সীমা স্পষ্টভাবে জানিয়াই, কমিউনিষ্ট ষ্টালিন রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিলের বন্ধুত্ব-প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঙ্গ-মার্কিন তরফ হইতে রসদ অস্ত্রশস্ত্র পাইলেও, ষ্টালিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেন নাই। সোভিয়েট বিপ্লবের ২৪ তম স্মৃতিবার্ষিকী সভায় তিনি সমস্ত অবস্থা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া জগতের সম্মুখে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের কর্ম্মধারা সরলভাবে ঘোষণা করিলেন :—

"আমাদের গভর্নমেণ্ট ও পার্টি প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুকাল যাবৎ দুইটি কর্ম্মধারা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। রণক্ষেত্রের পশ্চাতে শান্তির সহিত গঠনমূলক কাজ চালাইয়া যাওয়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘশক্তি দৃঢ় করিয়া তোলা, অন্য দিকে লালপল্টনের আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক যুদ্ধের সরবরাহ চালাইয়া যাওয়া।

"এই সময়ের মধ্যে আমাদের শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কার্য্যের পরিচালকমণ্ডলী

আমাদের সামরিক ও বেসামরিক পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতি দূর পূর্ব্বাঞ্চলে সরাইয়া লইয়াছেন, অপসারিত যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকদিগকে পুনরায় স্থাপিত করিয়াছেন, পূর্ব্বাঞ্চলে শীতকালীন শস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ও কৃষিক্ষেত্রের প্রসার সাধন করিয়াছেন। রণক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য কল-কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কলকারখানা এবং সমবায় ও রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়মানুবর্ত্তিতা দৃঢ় করিয়াছেন। * * * ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইতিপূর্ব্বে রণক্ষেত্রের পশ্চাতে আমাদের এত শৃঙ্খলা ও সঙ্ঘশক্তি কখনও ছিল না।

" সামরিক তৎপরতার দিক হইতে আমাদের পরিচালকমণ্ডলী গত বৎসর জার্ম্মান-ফাশিস্তবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত লালপল্টনের আক্রমণ ও প্রতিরোধের আবশ্যক দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছেন। সোভিয়েট-জার্ম্মান রণক্ষেত্রের সামরিক তৎপরতা দুইটি স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

"প্রথম স্তরে, বিশেষভাবে শীতকালে, লালপল্টন, মস্কোর উপর জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া, অগ্রবর্ত্তী হইবার অধিকার করায়ত্ত করে এবং প্রতি-আক্রমণ করিয়া জার্ম্মানবাহিনীকে স্থানে স্থানে ২৫০ মাইল হটাইয়া দেয়।

"দ্বিতীয় স্তর হইল গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট-জার্ম্মান রণক্ষেত্রে দেখা গেল অবস্থা জার্ম্মানদের অনুকূল হইয়াছে, অগ্রবর্ত্তী হইবার অধিকার করায়ত্ত করিয়া, তাহারা আমাদের দক্ষিণপশ্চিম ব্যূহভেদ করিয়া ফেলে এবং ভোরোনেৎস, ষ্টালিনগ্রাদ, নভোরশিক, পিয়াটিগ্রস্ক এবং মোজডক পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়।

"এ বৎসর জর্ম্মানরা যে সমরোদ্যমে এতখানি সাফল্য লাভ করিল, এই ঘটনা আমরা কি ভাবে ব্যাখ্যা করিব? প্রধান কারণ ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্ভব না হওয়ায় তাহারা সমস্ত রিজার্ভ বাহিনী আমাদের রণাঙ্গনে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং তাহার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে তাহারা আমাদের সৈন্যদল অপেক্ষাও শক্তিশালী হইয়াছে।

"ধরিয়া লওয়া যাউক, প্রথম মহাযুদ্ধের মত ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন

আছে, এবং মনে করুন সেখানে ৬০ ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্য এবং ২০ ডিভিসন তাহাদের মিত্রসৈন্য আছে। তাহা হইলে আমাদের রণক্ষেত্রে জার্ম্মান সৈন্যদের কি অবস্থা হইত ? . . .

"ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িত। কেবল তাহাই নহে, জার্ম্মান-ফাশিস্তবাহিনীর অন্তিম দশা উপস্থিত হইত, এরূপ ঘটিলে লালপল্টন আজ যেখানে আছে, সেখানে থাকিত না পরন্তু তাহারা স্কোভ, মিনস্ক, ঝিটোমির এবং ওডেসার নিকটবর্ত্তী হইত......ইহা যে ঘটে নাই তাহার কারণ দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভাবে জার্ম্মানরা রক্ষা পাইয়াছে। . . .

"সময় সময় ইয়োরোপে জার্ম্মান অভিযানের সহিত নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের তুলনা করা হয়। কিন্তু এই তুলনা যুক্তিসহ নহে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত ৬ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে নেপোলিয়ন বড় জোর ১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য বোরোডিনো পর্য্যন্ত আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মস্কৌএ তাঁহার ইহার বেশী সৈন্য ছিল না। এখন ৩০ লক্ষ আধুনিক যুদ্ধের মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত বাহিনী লালপল্টনের সম্মুখীন। এ দুইএর মধ্যে কি কোন তুলনা চলে ?

"আমাদের দেশে এবারের জার্ম্মান-অভিযানের সহিত কখনও কখনও প্রথম মহাযুদ্ধের জার্ম্মানীর রুশিয়া অভিযানের সহিত তুলনা করা হয়। কিন্তু এই তুলনাও যুক্তিসহ নহে। প্রথমতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধে ইয়োরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গন জার্ম্মানীর পক্ষে বিপজ্জনক ছিল, কিন্তু এবারের যুদ্ধে ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এবার প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় দ্বিগুণ সৈন্য আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে। অতএব তুলনামূলক বিচার চলে না। আপনারা এখন বুঝিতে পারিতেছেন লালপল্টন কি অনন্যসাধারণ গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে এবং জার্ম্মান-ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে মুক্তির যুদ্ধে তাহারা কি অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে।

"আমার মনে হয়, আর কোন দেশ, আর কোন সৈন্যদল, পশুবৎ-হিংস্র

জার্ম্মান-ফাশিস্ত দস্যুদের এবং তাহাদের মিত্রদের এ হেন আক্রমণে সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত না। কেবলমাত্র সোভিয়েটদেশ এবং আমাদের লাল-পল্টনই এরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হইতে পারে। লালপল্টন ইহার সম্মুখে কেবলমাত্র দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া নাই, ইহাকে পরাভূতও করিতেছে।

"একটা প্রশ্ন বারংবার শুনিতেছি, ইয়োরোপে কি দ্বিতীয় রণাঙ্গন কখনো হইবে? নিশ্চয়ই হইবে। শীঘ্র হউক আর বিলম্বেই হউক, দ্বিতীয় রণাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী। কেবলমাত্র আমাদের প্রয়োজনে ইহা হইবে না, সর্ব্বোপরি আমাদের মিত্রদের প্রয়োজন অল্প নহে।

"আমাদের মিত্ররা একথা নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন যে, ফ্রান্সের পতনের পর হইতে ফাশিস্ত-জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভাব আমাদের মিত্রগণ সহ প্রত্যেক স্বাধীনতা প্রেমিক জাতির পক্ষেই মন্দ হইতে পারে।"—৬ই নভেম্বর ১৯৪২।

ষ্টালিন যখন দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভাবে অসীম উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছিলেন, তখন চার্চ্চিল মনে করিতেছিলেন, উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ, লালপল্টনের উপর চাপ লাঘব করিতেছে। ষ্টালিনের নিকট ইহা সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও, তিনি উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝিয়াছিলেন। এইকালে ষ্টালিনের মনোভাব জানিবার জন্য মাকিন সাংবাদিক মিঃ কাসিডি, তাঁহাকে কতগুলি প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তরে ষ্টালিন লিখিয়াছিলেন :—

১৩ই নভেম্বর, ১৯৪২

প্রিয় মিঃ কাসিডি,

আপনার প্রশ্নগুলি ১২ই নভেম্বর পাইয়াছি। আমার উত্তর এই :—

১ম প্রশ্ন—মিত্রশক্তির আফ্রিকার যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েটের মনোভাব কি?

উত্তর—সোভিয়েট মনে করে এই যুদ্ধের প্রধান গুরুত্ব এই যে, ইহার মধ্যে মিত্রশক্তির সশস্ত্র সৈন্যদলের ক্রমবর্দ্ধিত শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মান-ইতালীর কোয়ালিশন ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এমন সম্ভাবনাও আছে।

২য় প্রশ্ন—এই যুদ্ধ সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর হইতে কতটা চাপ লাঘব করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং আরও কি সাহায্য সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রত্যাশা করে?

উত্তর—এই যুদ্ধ সোভিয়েটের উপর চাপ লাঘব করিতে কতটা কৃতকার্য্য হইবে, এত শীঘ্র সে কথা বলার সময় আসে নাই, কিন্তু একথা অনায়াসে বলা যায় যে ইহার প্রভাব সামান্য হইবে না; এবং অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর চাপ কিছুটা লাঘব হইতে পারে।

কিন্তু ইহাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে। প্রথম বিবেচ্য বিষয় এই, আফ্রিকার যুদ্ধে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ আমাদের মিত্রদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধ ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েট কোয়ালিশনের অনুকূলে ইয়োরোপের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুতর পরিবর্ত্তন আনিবে। ইহাতে অক্ষশক্তির নেতৃস্থানীয় হিটলারীয় জার্ম্মানীর মর্য্যাদায় আঘাত করিবে এবং ইয়োরোপে হিটলারের বন্ধুদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ফ্রান্সের জড়ত্ব কাটিয়া যাইবে, ফ্রান্সের হিটলার-বিরোধী শক্তিগুলি সংহত হইবে এবং হিটলার-বিরোধী ফরাসী বাহিনী গঠনের ভিত্তি রচিত হইবে। ইহাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, ইতালী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং হিটলারীয় জার্ম্মানী হইবে নিঃসঙ্গ। সর্ব্বোপরি, জার্ম্মানীর মূল শিল্পকেন্দ্রগুলির নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির ইহা অনুকূল অবস্থাকে সম্ভব করিবে। হিটলারীয় অত্যাচারের উপর চূড়ান্ত জয়কে সম্ভব করিবার জন্য ইহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

তৃতীয় প্রশ্ন—চূড়ান্ত জয়কে নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে সোভিয়েটের আক্রমণশীল শক্তির পশ্চিমদিকে মিত্রবাহিনীর সহিত যুক্ত হইবার কি সম্ভাবনা রহিয়াছে?

উত্তর—যুদ্ধের প্রথম হইতে লালপল্টন যেভাবে কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিতেছে, সেইভাবে মর্য্যাদার সহিত তাহার কর্ত্তব্যপালন করিবে সন্দেহ নাই।

সবিনয়ে নিবেদক,

জোসেফ্ ষ্টালিন

কি অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি! কি অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়! উচ্ছ্বাসময় বাগ্‌বিস্তারের লেশমাত্র চেষ্টা নাই। সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ-পরিচালনার ত্রুটি সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। কারণ, বাহিরের সাহায্য অপেক্ষা রাশিয়ার জনগণের প্রতিরোধ শক্তির উপর তাঁহার নির্ভরতা অধিক ছিল।

ঐ পত্র লেখার ৪ মাস পর ১৯৪৩এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী লালপল্টনের পঞ্চবিংশতি প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে ষ্টালিন তাঁহার "চক্ষুর মণির মত প্রিয়" লালপল্টনকে জয়শঙ্খধ্বনিতে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন :—

"তিন মাস পূর্ব্বে ষ্টালিনগ্রাদের তোরণদ্বারে লালপল্টন আক্রমণমূলক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল; তাহার পর হইতে সমর পরিচালনায় আমরাই অগ্রবর্ত্তী রহিয়াছি এবং প্রতিআক্রমণে লালপল্টনের আঘাত কবিবার দুর্ব্বার শক্তি কোথাও শিথিল হয় নাই। আজ নির্ম্মম শীতের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও, লালপল্টন ৯৫০ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে অগ্রসর হইতেছে এবং সর্ব্বত্রই সাফল্যলাভ করিতেছে। উত্তরে লেনিনগ্রাদের নিকটে, কেন্দ্রীয় রণক্ষেত্রে খারকোভের সন্নিধানে, ডোনেৎস বেসিনে, রষ্টোভে, আজব ও কৃষ্ণসমুদ্রের তীরে, লালপল্টন হিটলারীয় সৈন্যদলকে আঘাতের পব আঘাতে জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছে। এই তিন মাসে, ১৯৪২-৪৩এর শীতকালের মধ্যেই জার্ম্মানরা ৭,০০০ ট্যাঙ্ক, ৪,০০০বিমান, ১৭,০০০ কামান এবং বহুল পরিমাণে অন্যান্য অস্ত্র হারাইয়াছে।

প্রতিরোধ ও আক্রমণমূলক যুদ্ধে প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত লালপল্টন ৯০ লক্ষ জার্ম্মান-ফাশিস্ত সামরিক কর্ম্মচারী ও সৈনিককে অকর্ম্মণ্য করিয়াছে, ইহার মধ্যে ৪০ লক্ষ রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে।

জার্ম্মান দস্যুরা মরিয়া হইয়া বাধা দিতেছে, প্রতিআক্রমণ করিতেছে, তাহাদের বূ্যহ রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে এবং হয়তো নূতন অভিযানও কবিতে পারে। এই কারণে আমাদেব বাহিনীর মধ্যে আত্মসন্তোষ, অসাবধানতা অথবা অহঙ্কার যেন না দেখা দেয়।

আজ লালপল্টনের জয়লাভে সোভিয়েট জনগণ আনন্দিত। কিন্তু লালপল্টনের সৈনিক, সেনাপতি, রাজনৈতিক কর্ম্মী সকলেই আমাদের মহান শিক্ষক লেনিনের

বাণী মনে রাখিও। "প্রথম কথা জয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইও না, অহঙ্কৃত হইও না, দ্বিতীয় কথা জয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, তৃতীয় কথা, শত্রুকে সমূলে ধ্বংস কর।····· "

মহাযুদ্ধের চাকা ঘুরিল। হিংসা, হত্যা, অগ্নিদাহ ও মড়কের বিভীষিকা বিস্তার করিয়া যে পথে নাৎসী-দস্যুরা বীরদর্পে সোভিয়েটভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথে হতভাগ্য জার্ম্মান, ইটালীয়ান যুবকদের সমাধি রচনা করিতে করিতে তাহারা বিমর্ষমুখে মন্থর চরণে ফিরিতে লাগিল। দস্যু কবল হইতে স্বদেশ উদ্ধারের মহান সঙ্কল্প লইয়া লালপল্টন যখন নাৎসীবাহিনীকে এক স্থান হইতে অন্যত্র বিতাড়িত করিতেছে সেই সময় ষ্টালিন, ত্রি-শক্তি বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য তেহারাণ যাত্রা করিলেন। চার্চ্চিলের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ এবং জীবনে এই প্রথম তিনি রুজভেল্টের সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তেহারাণ সম্মেলন। ইহা কেবল তিনজন রাষ্ট্রনেতার বৈঠক নহে। তিনটি দেশের প্রধান প্রধান রণ-পণ্ডিত সেনাপতি, কূটনীতিজ্ঞ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের এরূপ সমাবেশ ইতিহাসে অভিনব। যুদ্ধ-পরিচালনা এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলি আলোচনা হইল। ফাশিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের মিলিত পরিকল্পনা গৃহীত হইল। এই বৈঠকের সাফল্যে জগতে রণকুশলী নেতারূপে ষ্টালিনের মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। তেহারাণ সম্মেলনের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ষ্টালিনের সম্মতি ও নির্দ্দেশে গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভা, ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রখর দীপ্তিতে মুগ্ধ হইয়া, বিদায়-অভিনন্দনে চার্চ্চিল তাঁহাকে মহান ষ্টালিন (Stalin the Great) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ইতিহাস-খ্যাত অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের মত এই উপাধি যে তাঁহার ন্যায্যপ্রাপ্য ইহা কে অস্বীকার করিবে।

তেহারাণ সম্মেলনে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়া ষ্টালিন মস্কৌএ ফিরিয়া আসিলেন। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী এতদিন পরে লালপল্টনের অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের কিছুটা অংশ লাঘব করিবে, এই আশ্বাস পাইয়া তিনি হৃষ্ট হইলেন। চরম জয় সম্পর্কে অতি দুর্দ্দিনেও তাঁহার মনে কোন সংশয় ছিল না,

কিন্তু এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে ইয়োরোপকে রক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র লালপল্টনই লোকক্ষয় করিতেছে, ইহাতে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। অপরিমিত লোকক্ষয় নিবারণের জন্য, যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তির জন্যই তিনি দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্ন বারম্বার উত্থাপন করিয়াছেন। নাৎসী সমর নায়করাও স্বীকার করিয়াছেন, ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন থাকিলে ১৯৪২-৪৩এর শীত-ঋতুতেই জার্ম্মানী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইত।

কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলেও, ষ্টালিনগ্রাদের ইতিহাস-স্মরণীয় যুদ্ধে সাত মাস অবরোধের পর, ৬০ ডিভিসন জার্ম্মানসৈন্যকে উৎসাদিত করিয়া মার্শাল জুকফ্ ষ্টালিনগ্রাদ পুনরাধিকার করেন। চারিদিক হইতে বেষ্টিত হইয়া ২৪ জন সেনাপতি সহ ফিল্ড মার্শাল ফন পাউলাস আত্মসমর্পণ করিলেন। ৩লক্ষ ২০ হাজার জার্ম্মান সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইল। ১৯৪৩-এর ৫ই ফেব্রুয়ারী বিদ্ধস্ত মহানগরী ষ্টালিনগ্রাদেই নাৎসী বিজয়াভিযানের সমাধি রচিত হইল।

ইহার পর হইতেই ঘর্ঘরিত বিজয়রথচক্রে দিক মুখরিত করিয়া লালপল্টন অগ্রসর হইল। সোভিয়েট কেশরীর গর্জ্জনে ভীত আর্ত্ত ফেরুপালের মত নাৎসীবাহিনী পলায়নপর, অবলীলাক্রমে ইউক্রাইন উদ্ধার করিয়া লালপল্টন সোভিয়েটভূমির পশ্চিম সীমান্তে উপস্থিত হইল। ১৯৪১-এর অন্ধকারময় দুর্দ্দিন, ১৯৪২-এর ক্ষুধিত শীতকাতর সোভিয়েটবাসীর দুশ্চিন্তার অবসান হইল। ১৯৪৩-এ দেখা গেল, লালপল্টনের সামরিক জয়ের সহিত পাল্লা দিয়া সোভিয়েটের দুর্দ্দমনীয় বীর্য্যবান শ্রমজীবী সমাজ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সমরসম্ভার উৎপাদন করিতেছে। ১৯৪৪ সালে ইতালী, বুলগারিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গারী নাৎসী কবল মুক্ত হইল। লেনিনগ্রাদ অবরোধমুক্ত করিয়া, ওডেসা শিবাস্তপোল অধিকার করিয়া পোলাণ্ড ও পূর্ব্বপ্রুশিয়ার মধ্য দিয়া লালপল্টন খোদ জার্ম্মানভূমিতে প্রবেশ করিল। অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনী নর্ম্মাণ্ডীর উপকূলে অবতরণ করিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিল। 'দীপ্তিহীন কীর্ত্তিহীন পরাভবের' মধ্যে হিটলার চিহ্নহীন সমাধিতে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ১৯৪৫এর ২৩শে এপ্রিল মার্শাল জুকফের নেতৃত্বে বিজয়ী লালপল্টন জার্ম্মানীর রাইখ-ভবন

শিখরে লাল পতাকা উড্ডীন করিল। ৭ই মে জার্ম্মান বাহিনী বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিল। প্রবল প্রতাপ নাৎসী জার্ম্মানী হতগর্ব্ব নতশির—কি বিষাদময় পরিণাম!

ষ্টালিন স্তব্ধ গম্ভীর—ইয়োরোপের মহাশ্মশানের দিকে চাহিয়া তাঁহার কণ্ঠে জয়োল্লাসের বাণী ফুটিল না। লক্ষ লক্ষ পতিহীনা পুত্রহীনা নারী, অনাথ বালক বালিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিল। লেনিনের শিষ্য অহঙ্কৃত হইলেন না। মানব সমাজের শত্রু নাৎসী ফাশিস্ত বর্ব্বরতা মহাসমরের চিতাচুল্লীতে ভস্মীভূত করিয়া তিনি অনুদ্বিগ্ন চিত্তে অস্ত্রত্যাগ করিয়া পুনরায় সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক নির্ম্মাণশালায় নবসৃষ্টির সাধনায় সমাহিত হইলেন।

উনবিংশ অধ্যায়

মহান ষ্টালিন

বাস্তববাদী ষ্টালিনের চরিত্র ও জীবন নবীন রাশিয়ার আধুনিক ইতিহাসের গতিপথে গড়িয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাকে অতিক্রম করিয়া যে-জীবন বহু সাফল্যে মণ্ডিত, তাহার সমগ্র রূপ আজ জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত, ইহার মধ্যে রহস্যময় বা গোপন কিছুই নাই। বেশ-ভূষা, অঙ্গ-ভঙ্গী, লোক-ব্যবহারে তিনি কখনও নাটকীয়ভাবে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার ঘনকৃষ্ণ কেশ ও গুম্ফে শুভ্রতার ছাপ পড়িয়াছে, তাঁহার সুগঠিত মুখমণ্ডলে আজ বয়স ও দুশ্চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁহার গমনভঙ্গীর দৃঢ় পদক্ষেপ এখনও মন্থর হয় নাই। তাঁহার গাঢ় ধূসরবর্ণের নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি সবল, তীক্ষ্ণ ও কৌতুক হাস্যময়। এখনও তিনি যুবার মত উৎসাহী নিরলস কর্ম্মী—তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি এখনো অম্লান। একজন রুশ তরুণ সাম্যবাদী লিখিয়াছেন, "প্রবীন বলশেভিকদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করিয়া থাকি তাহার কারণ তাঁহারা বয়সে প্রবীন বলিয়া নহে, বয়স তাহাদিগকে বৃদ্ধ করিতে পারে নাই বলিয়াই তাঁহারা শ্রদ্ধাভাজন।"

১৯১৭ সাল হইতে প্রত্যেক বৎসরে ষ্টালিন যে সকল কাজ স্বীয় অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি বলে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন সমসাময়িক জগতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল; অথচ তিনি সাফল্যের গর্ব্বে কখনও আত্মহারা হন না। কেহ তাঁহার সম্মুখে ঐ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "আমরা যাহা করিতে যাইতেছি তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে।" রুশীয় ভাষায় ষ্টালিন শব্দের অর্থ 'ইস্পাত'। তাঁহার চরিত্র ইস্পাতের মতই কঠিন এবং সহজ-নমনীয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহার চিন্তাপ্রণালীর আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা এবং

অগ্রগতির অদম্য স্পৃহা তাঁহাকে কখনও অলস থাকিতে দেয় না। দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার এবং ততোধিক ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি তাঁহাকে নেতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। মানুষ চিনিতে তাঁহার কখনও ভুল হয় না। বিশাল কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার সুপরিচিত; সহকর্ম্মী ও দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য রাখেন না। দূরে সরিয়া থাকিয়া এক রহস্যময় জীবনের মোহজাল দ্বারা জনমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করিবার মত ডিক্টেটরী মনোবৃত্তি তাঁহার কোন কালে ছিল না। রাশিয়ার আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই তিনি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন।

যে উদ্দেশ্য লইয়া ষ্টালিন তরুণ বয়সে লেনিনের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাহার সাফল্য পরবর্ত্তী ঘটনারাজীতে প্রমাণিত হইয়াছে। নির্য্যাতীত শোষিত শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন তাঁহারা বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। লেনিন বিপ্লব পরিচালনা করিয়া যে ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন, ষ্টালিন তাহার উপর রূপান্তরিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি আজ সুনিশ্চিত সাফল্যের উপর স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী এবং জগতের ইতিহাসে বৃহত্তম চতুরঙ্গ-বাহিনীর প্রধান সর্ব্বাধিনায়ক। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত বিশাল রাষ্ট্রের তিনি নিয়ন্তা। সামরিক শক্তিতে আজ সোভিয়েট রাশিয়া সকলের পুরোভাগে, যন্ত্রশিল্পে আজ জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই তাহার দ্বিতীয় স্থান, কাল সে আমেরিকাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবে। অদ্যকার জগতে ষ্টালিন ছাড়া এমন কোন জননায়ক নাই যিনি অতীতের পথের দিকে স্নিগ্ধ-সন্তোষে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন,—আবার আত্মপ্রত্যয়ের সুগভীর বিশ্বাস লইয়া ভবিষ্যতের দিকেও প্রশান্ত সরল দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। ষ্টালিন তাঁহার মার্কসীয় দর্শন ও তাহার প্রয়োগনীতি বারম্বার অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন নবীন রাশিয়ার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার দর্শন, নীতি

ও স্বপ্নের অপব্যাখ্যা করিয়াছে, করিতেছে এবং সম্ভবতঃ আরও কিছুকাল করিবে। কিন্তু বিজ্ঞজনের সমালোচনা, ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি, সোভিয়েট রাষ্ট্র অক্ষুণ্ণ, এই বহুজাতির সম্মিলিত রাষ্ট্রে সকল জাতিই স্বাধীন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে। ইহার শ্রমজীবী সম্প্রদায়, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে এবং ইহাকে রক্ষার জন্য জয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে যুদ্ধ করিয়াছে। এখানে শোষণ করিবার মত পরবিত্তজীবী ধনিক শ্রেণী নাই, জাতি ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়গত কোন বিদ্বেষবিষাক্ত মনোমালিন্য নাই। এখানে নর ও নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকারের কোন তারতম্য নাই। ষ্টালিনের নেতৃত্বেই সোভিয়েটভূমির অধিবাসীরা প্রকৃত লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ষ্টালিনের কৃতিত্বের ইহাই শেষ কথা নহে। অতি স্বল্পতম অশন, বসন ও আবাসের জন্য, স্মরণাতীত কাল ধরিয়া মানুষের জীবনসংগ্রাম কি নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। ধনতন্ত্রী সমাজতাত্ত্বিক ইহার নাম দিয়াছেন জীবনসংগ্রাম, এই সংগ্রামে যোগ্যেরই বাঁচিবার অধিকার আছে, অযোগ্য মরুক। এই আসুরিক ব্যবস্থার দার্শনিক ব্যাখ্যা, নিয়তি, কর্ম্মফল প্রভৃতির মধ্যে মানুষ সান্ত্বনা পায় নাই, বংশের পর বংশ ধরিয়া নিছক জীবিকার্জ্জনের জন্য মানুষের জীবনশক্তির অপচয় হইয়াছে, হইতেছে। সোভিয়েটভূমিতে এই অপচয় ষ্টালিন রোধ করিয়াছেন। জীবিকার জন্য জীবনযুদ্ধের আদিম প্রবৃত্তির তিনি মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছেন। এই শক্তি আজ বিজ্ঞানের অস্ত্র দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারকে বিনাশ করিতেছে, সমাজকল্যাণ বিরোধী দুর্নীতিগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। দেশাত্মবোধ, যাহা এককালে ধনী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তির লোক ভুলাইবার যাদুমন্ত্র ছিল, তাহা সমাজতন্ত্রানুরাগী সমাজের গভীর স্বদেশপ্রেম রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে জাতীয়তাবাদ অনুদার, আত্মপরায়ণ, পরবিদ্বেষে উগ্র ও হিংস্র ছিল, তাহা আজ বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগরূপে নবজন্ম লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন বৃত্তি আজ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি ও

প্রতিষ্ঠার দ্যোতক নহে, উহা সমাজের সাধারণ কাজে সেবা, যোগ্যতা ও দায়িত্বের প্রতীক। বিজ্ঞান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার স্বার্থে প্রযুক্ত না হইয়া, সমগ্র দেশের কৃষি-শিল্পকে সমৃদ্ধ করিয়া অর্থনৈতিক জীবনকে উন্নত করিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া সোভিয়েটের নরনারী শিশুদের সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশে তাহার তুলনা নাই।

লেনিন ও ষ্টালিন এই দুইটি নাম রাশিয়ার বিপ্লব ও পুনর্গঠনের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য। এই দুই ইতিহাস-স্মরণীয় চরিত্রের তুলনামূলক বিচার আমরা করিব না। কিন্তু ইতিহাস পথে আমরা দেখিয়াছি এই দুই চরিত্রে পার্থক্য থাকিলেও সাদৃশ্যও প্রচুর, মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং বাস্তববাদীর দৃষ্টিভঙ্গী ও অদম্য দৃঢ়তায় উভয়েই সমান, পার্থক্য এই যে, লেনিন জননায়ক, ষ্টালিন ঘটনাবলীর নিয়ামক ; লেনিন মহান, ষ্টালিন শক্তিমান। বলিলে আরও বলা যায় যে, লেনিনের জীবন মতবাদ প্রচারেই অতিবাহিত হইয়াছে, নূতন বিধি ব্যবস্থাকে পরিচালন করিবার অবসর তিনি পান নাই। তাঁহার পর ষ্টালিন কমিউনিষ্ট পার্টিকে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বৈপ্লবিক ও গঠনমূলক কার্য্য যুগপৎ পরিচালনা করিয়াছেন। ক্রমে ষ্টালিনের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আমরা দেখিয়াছি। সঙ্কটের মুহূর্ত্তে তিনি ধৈর্য্যের সহিত সময়ের অপেক্ষা করিয়াছেন, প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে দ্রুতপদবিক্ষেপকে সংযত করিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহার ধৈর্য্যে উৎসাহী সদস্যদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে কিন্তু পরে তাঁহারা ষ্টালিনের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছেন, শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যম ও প্রচেষ্টায় প্রতি পদক্ষেপে ষ্টালিন গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন, সকল দিক তুলমূল করিয়া বিচার করিয়াছেন। সহজ বিশ্বাসীর লঘু উৎসাহ লইয়া তিনি কখনও মাতিয়া উঠিতেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার পক্ষে কিছু পরিমাণে যুক্তিসঙ্গত অবিশ্বাস মনে থাকা ভাল!" সিংহ যেমন সকল দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে অব্যর্থ সন্ধানে শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে,

ষ্টালিনের চরিত্রে আমরা সেইরূপ সাবধানতার সহিত সমগ্র বল প্রয়োগ করিবার কৌশল দেখিতে পাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ষ্টালিন অতি সাধারণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন। আলাপ আলোচনায় তিনি সদালাপী, পরিহাস-রসিক। কোন বিষয় আলোচনা কালে তিনি যখন মাতিয়া উঠেন অথবা কোন ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করেন তখন তাঁহার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে প্রত্যেকটি কথা শানিত তরবারির মত ঝলসিয়া উঠে। তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।

ভূতপূর্ব্ব রুশ সম্রাটগণের বিরাট প্রাসাদ ক্রিমলিনের খ্যাতি জগৎবিশ্রুত। কত সুসজ্জিত হর্ম্ম্য, কত মনোহর গির্জ্জায় এই রাজপ্রাসাদ সুশোভিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী রুশ সম্রাটগণের ঐশ্বর্য্য এই প্রাসাদকে সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রাসাদে জারের ভৃত্যগণের জন্য নির্ম্মিত ভবনে একটি সামান্য অংশে সমগ্র রাশিয়ার রাষ্ট্রগুরু ষ্টালিন বাস করেন। দোতলায় তিনটি ঘর, জানালায় অতি সাধারণ শাদা পর্দ্দা, আসবাবপত্রের কোন বাহুল্য নাই। ইহারই একটি ঘরে ডিম্বাকৃতি একটি ছোট টেবিলে ষ্টালিন আহার করেন। একজন পরিচারিকা নিকটস্থ একটি সাধারণ হোটেল হইতে তাঁহার খাদ্য আনিয়া দেয়। ক্রিমলিনে যাঁহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন তাঁহারা কখনও সিঁড়িতে বা ঘরে তিন চারি জনের বেশী লোক দেখিতে পান নাই। তাঁহার এই সরল জীবনের মধ্যে ফাশিষ্ট-সুলভ কোন অভিনেতার ভাব নাই। জার্ম্মানীর ডিক্টেটর হিটলারের নিরামিষ আহার এবং তিনি ধূমপান ও মদ্যপান করেন না বলিয়া ঢক্কানিনাদে যে প্রচার কার্য্য করা হয়, ষ্টালিনের অনুরক্তগণ কখনও সেরূপ প্রচারকার্য্য করেন না। তাঁহার লয়েড জর্জ্জের মত ৩২ জন সেক্রেটারী নাই। কমরেড প্রোস্ক্রো বিশেফ্ একাই তাঁহার সেক্রেটারীর কাজ করেন। ষ্টালিন কখনও অপরের লেখায় স্বাক্ষর করেন না। অপরের সংগৃহীত উপাদান লইয়া নিজেই স্বহস্তে সমস্তই রচনা করেন। সকল পত্র এবং সরকারী কাগজ তিনি নিজে পড়েন এবং স্বহস্তে উত্তর দেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি কিয়ৎকাল ধূমপান, সংবাদপত্র পাঠ এবং অভ্যাগতদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার ভোজনকক্ষ রাত্রে পুত্র-

কন্যার শয়নকক্ষে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশের অতি সাধারণ কর্ম্মচারীও ষ্টালিন অপেক্ষা অধিকতর আরাম আয়াসে থাকে। ষ্টালিনের বিবিধ প্রকার ফটোগ্রাফে যে পোষাক দেখা যায় তিনি সব সময়েই ঐ পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন। উহা দেখিতে সামরিক পরিচ্ছদের মত হইলেও আসলে উহা রাশিয়ার শ্রমিকদের সাধারণ পোষাক। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে এবং এই বয়সেও তিনি বালকের ন্যায় উচ্চহাস্য করেন।

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক গোর্কীর জুবিলী উৎসবে মস্কোর প্রাচীন গ্রাণ্ড অপেরা হাউস জনপূর্ণ; নৃত্য, গীত, অভিনয় চলিতেছে। বিরতির সময় ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পরিবারের নির্দ্দিষ্ট আসনের সন্নিকটস্থ একটি কক্ষে রাশিয়ার বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা একত্র হইয়াছেন। তুমুল কোলাহল ও বিপুল হাস্যধ্বনিতে কক্ষ পরিপূর্ণ। অন্যান্য অনেকের সহিত সেখানে আছেন ষ্টালিন, অরজোনেকিজ, বয়কফ, লুডনফ, মলোটভ, ভোরোশিলভ, কেগানোভিচ এবং পিয়াটিন্স্কি। ইহারা গৃহযুদ্ধের স্মৃতিকথা ও ছোট ছোট কাহিনী লইয়া কৌতুকে প্রমত্ত ছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলে সে কথা মনে আছে?'...'তুমি সেই নোংরা পশুটার কথা বলিতেছ? ওটা যে আমাকে কেন ফেলিয়া দিয়াছিল এখন পর্য্যন্ত আমি জানি না'...ইত্যাদি বলিতে বলিতে ষ্টালিনের উচ্চহাস্য যৌবনের আবেগে উছলিত হইয়া উঠিল। আনন্দহীন কঠোর কর্ম্মজীবনের মধ্যে ক্ষণিক অবসরে বন্ধু সমাগমে ষ্টালিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত। একদিন যাহা ছিল ভয়ঙ্কর জীবন-মরণ সমস্যা আজ সেই অতীত লইয়া তিনি অনায়াসে হাস্য পরিহাস করিলেন। লেনিনও এমনি উচ্চহাস্য করিতে পারিতেন। গোর্কী লিখিয়াছেন, "ভ্লাডিমির ঈলিচ্ (লেনিন) হাস্যকে সংক্রামক করিয়া তুলিতে পারে, এমন লোক আমি আর দেখি নাই। ইহা আশ্চর্য্য, কেননা যে অতি কঠোর বাস্তববাদী, যে মানুষ বৃহৎ সামাজিক বিয়োগান্ত দুর্ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াছে এবং গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছে, ধনতান্ত্রিক জগতের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় যে মানুষের চিত্ত ভরপুর, সেই মানুষ এমন করিয়া হাসিতে পারে, হাসিতে হাসিতে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে ইহা সত্যই অদ্ভুত।" এবং

গোর্কী উপসংহারে বলিয়াছেন, "পরিপূর্ণ ও সবল মানসিক স্বাস্থ্য না থাকিলে এমন করিয়া মানুষ হাসিতে পারে না।"

যে শিশুর মত হাসিতে পারে, সে শিশুবৎসল ও সন্তানবৎসল না হইয়া পারে না। ষ্টালিন তিনটি সন্তানের জনক। তাঁহার পত্নী নাদেজা এল্লিলুইভার মৃত্যুর পর (১৯৩২) তিনি স্বয়ং সন্তানদিগকে লালনপালন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ১৯২১ সালে এক দুর্ঘটনায় মৃত জনৈক শ্রমিকের পুত্র আর্টিয়াম শেরগুয়েফ তাঁহার গৃহে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইতেছে। ইহা ছাড়া বাকুতে বৃটিশ সৈন্যের গুলিতে নিহত জনৈক শ্রমিকের দুই কন্যাকেও তিনি পিতৃস্নেহ দিয়া লালনপালন করিতেছেন। আরও বহু বালক বালিকা তাঁহার স্নেহ ও আদর-যত্ন পাইয়া থাকে, বালকদের প্রতি তাঁহার অনুরাগের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। আর্নল্ড ক্যাপ্‌লিন ও বোরিস গোল্ডষ্টিন নামক দুইটি বালক যথাক্রমে পিয়ানো ও বেহালা বাজনায় খ্যাতিমান হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন ষ্টালিন তাহাদের বাদননৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং প্রত্যেককে তিন হাজার রুবল মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিয়া বলেন, "এখন তোমরা ক্যাপিটালিষ্ট হইয়া পড়িলে, আমাকে কি রাস্তায় দেখিয়া চিনিতে পারিবে?" এইরূপ রসিকতার একটি গল্প ডামিয়াম বিড্‌ন বলিয়াছেন; "১৯১৭ সালের জুলাই মাসে আমি ও ষ্টালিন প্রাভ্‌দা সংবাদপত্র সম্পাদন কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ক্রোন্‌সডাট নাবিকেরা ষ্টালিনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজিকার মিছিলে কি আমরা রাইফেল হাতে করিয়া যাইব?' আমি উত্তর শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইলাম। ষ্টালিন বলিলেন, 'রাইফেল? তোমরা যাহা ভাল বোঝ তাহাই করিবে! আমরা লেখক, আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই পেন্সিল থাকে।' মিছিলে দেখিলাম যে নাবিকেরা সকলেই পকেটে পেন্সিল লইয়া আসিয়াছে।"

সে যাহা হউক, প্রয়োজনমত তিনি ধীর ও শান্ত হইয়াও পড়েন। যখন বিখ্যাত লেখক এমিল্ লুডউইক তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি যে কত সঙ্গত কথা বলিলেন, সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নাই।" ষ্টালিন

সহজ স্বরে বলিলেন, "কে জানে! সম্ভবতঃ আমার মন্তব্য সঙ্গত নহে।" আবার যখন উক্ত লেখক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, আপনাকে পিটার দি গ্রেটের সহিত তুলনা করা যায়?" তখন ষ্টালিন অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচার সব সময়ই বিপজ্জনক কিন্তু আপনার তুলনাটি একেবারেই ভিত্তিহীন।" এখানে দেখা গেল উচ্চহাস্য করিবার সুযোগ পাইয়াও ষ্টালিন গম্ভীর। তাঁহার চরিত্রের এক বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, তিনি কখনও নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন না এবং সর্ব্বদাই সংযত হইয়া সাধারণভাবে থাকিবার চেষ্টা করেন।

ষ্টালিন বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক মার্কসীয় সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, অথচ তাঁহার রচনাভঙ্গী অন্যান্য রাশিয়ান বিপ্লবীদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা হইতে পৃথক। অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের রচনা হইতেই বুঝা যায়। মার্কস্ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সমাজতন্ত্রীর উদ্ধৃত বচনে তাঁহাদের রচনা কণ্টকিত। ফরাসী বিপ্লব হইতে শ্রমিক বিপ্লব পর্য্যন্ত বহু বিপ্লবের ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁহাদের রচনার প্রধান উপাদান। কিন্তু ষ্টালিনের রচনার মধ্যে ঐ শ্রেণীর উদ্ধৃত বাক্য নাই বলিলেই হয়। যদি স্বীয় মত সমর্থনকল্পে কোন লেখকের মত তিনি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন তবে লেনিন ব্যতীত আর কাহারও মত নহে এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া বহুবার তিনি উত্তর দিয়াছেন, "আমি লেনিনের একজন শিষ্য মাত্র এবং আমার জীবনের একমাত্র দুরাশা যে আমি তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্য থাকিব।"

শিষ্য শব্দটি আমাদের দেশে যে অর্থে প্রযুক্ত হয় ষ্টালিন অবশ্যই সে অর্থে শিষ্য শব্দ ব্যবহার করেন নাই। বুদ্ধি বিবেচনা বিবেক সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া অন্ধভাবে অনুগমন করিবার মত লঘুচিত্ত ব্যক্তি ষ্টালিন নহেন। একই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত দুইটি মানুষের জীবন একই কর্ম্মধারার

অনুসরণ করিয়াছে। বিশ্বাস জ্ঞানের উপর, বিশ্বাস চরম সামাজিক সুবিচারের উপর, বিশ্বাস সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর, বিশ্বাস জনসাধারণের সৃজনীশক্তির উপর—যে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া একদিন লেনিন বলিয়াছিলেন, "আমরা আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির উপর নির্ভর করিব।" ইহার মধ্যে আমরা দেখিতেছি, কর্ম্মের প্রেরণা, মানুষের মর্য্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা ও ধ্রুব বিশ্বাস। ঠিক অনুরূপ বিশ্বাসের সহিতই ষ্টালিন বলিয়াছেন, "শুধু মাত্র ইচ্ছা করিলেই কমিউনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না, কেননা প্রত্যেকেই পরিশ্রম এবং তাহার সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না।"

জনসাধারণের উপর ষ্টালিনের বিশ্বাসই জনসাধারণকে অনুরূপ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রাশিয়ার নূতন কলকারখানার মধ্য দিয়া এই বিশ্বাসের উৎসাহ ও আনন্দ নবসৃষ্টিকে প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তুলিতেছে। রাশিয়ার বিপ্লবকে এবং সাম্যবাদী সমাজকে ষ্টালিন অতীতে যেভাবে রক্ষা করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও তিনি তাহাই করিবেন, কেননা তিনি বিশ্বাস করেন, "মহামানবরা যখন ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন সে যুগ চিরদিনের জন্য শেষ হইয়াছে।"

ষ্টালিনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই আলোচনা করিয়াছি। যিনি যৌবনে বিপ্লবী হইয়া কারাগারে নির্ব্বাসনে এবং গুপ্তভাবে থাকিয়া অশ্রান্ত অশান্ত জীবন যাপন করিয়াছেন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। নরনারীর প্রেম সম্পর্কিত ব্যাপারে অতি কৌতূহলী ইয়োরোপীয় লেখকগণ বহু রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর দ্বারা ষ্টালিনের জীবনের ফাঁকগুলি ভরিয়া দিয়াছেন। যৌবনে ষ্টালিন প্রথম বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু সে বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই। যখন ষ্টালিন উত্তর মেরু সাগরের তীরে নির্ব্বাসনে দিন কাটাইতেছিলেন, যখন রুশ বিপ্লবের আলোড়ন মাত্র সুরু হইয়াছে ঠিক সেই সময় ১৯১৭ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। এই দুর্ভাগা নারী বিবাহিত জীবনের কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই পান নাই। তাঁহার স্বামী পুলিশ ও গোয়েন্দার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইবার জন্য কখনও অধিক দিন একস্থানে থাকিতেন না। কখনও বা দলের নির্দ্দেশে তাঁহাকে

দীর্ঘকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইত। নির্ব্বাসনে ষ্টালিন তাঁহার পত্নীর কোন সংবাদ পান নাই। অবশেষে একদিন জার গভর্নমেণ্টের অনুগ্রহে ষ্টালিন তারযোগে এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে বিপ্লবী ষ্টালিনের চিত্তে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তিনি কখনও খুলিয়া বলেন নাই। চারিবৎসর নিঃসঙ্গ একক নির্ব্বাসিত জীবন যাপনের পর এরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ মানুষের চিত্তে কি বিমর্ষ ভাবাবেগ উদ্বেলিত করে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি মাত্র।

১৯১৭-র বসন্তকালে বিপ্লব আরম্ভ হইবামাত্র ষ্টালিন নির্ব্বাসন হইতে পলায়ন করিয়া সেণ্টপিটার্সবার্গে উপস্থিত হইলেন এবং সাম্যবাদী দলের বিশ্বস্ত সদস্য কারখানার মিস্ত্রি এলিউলেভের গৃহে আশ্রয় লইলেন। তিনি প্রভাতে বাহির হইয়া যাইতেন এবং গভীর রাত্রে ফিরিতেন। ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া সাফল্য লাভ করিল। অক্টোবর মাসে বিজয়ী সাম্যবাদী দল রাষ্ট্রের শক্তি করায়ত্ত করিল। তখনও ষ্টালিন দরিদ্র শ্রমজীবীর কুটীরেই রহিয়া গেলেন। অথচ তখন তিনি বিপ্লবী গভর্নমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্য। ষ্টালিনের বয়স তখন ৩৮ বৎসর। এই সময়ে একদিন দেখা গেল যে শ্রমজীবী এলিউলেভের অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা নাদিজা এলিলুভলার সহিত ষ্টালিন বিবাহ-রেজিষ্ট্রারের অফিসে উপস্থিত হইলেন এবং সোভিয়েট আইনানুসারে উভয়ের বিবাহ বিধিবদ্ধ করিলেন। বিবাহের পর ষ্টালিনপত্নীকে আর বাহিরের কাজ-কর্ম্মে দেখা গেল না। কোন ভোজ বা উৎসবে ষ্টালিনের পার্শ্বে মাঝে মাঝে তাঁহার পরমা সুন্দরী পত্নীকে দেখা যাইত। অনেকে ষ্টালিনের বিবাহের বিষয় জানিতই না।

ষ্টালিনের বিবাহিত জীবন সুখী হইয়াছিল। বিবাহের পর তৃতীয় বর্ষে তাঁহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পাঁচ বৎসর পরে ষ্টালিন একটি কন্যা লাভ করেন। ইহার পর ষ্টালিনপত্নী সাধারণে আত্মপ্রকাশ করিলেন। গুজব রটিল যে যেভাবে মলোটভ পত্নী রুশিয়ার প্রধানতম গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানার প্রধানা পরিচালিকা হইয়াছেন, ষ্টালিনপত্নীও সেইরূপ কোন

গুরুত্বপূর্ণ পদ শীঘ্রই গ্রহণ করিবেন। ১৯২৯ সালে মিসেস্ ষ্টালিন এক রসায়নাগারে ছাত্রীরূপে যোগ দিলেন এবং কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে জানিত যে তিনিই ষ্টালিন-পত্নী। তিন বৎসর তিনি নিয়মিতরূপে ক্লাসে যোগ দিয়া বক্তৃতা শুনিয়াছেন। কি অধ্যাপকগণ, কি মিসেস্ ষ্টালিন উভয় পক্ষই কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া বা নেওয়ার বিরোধী ছিলেন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সহিত তাঁহার কোন পার্থক্য ছিল না। একই প্রকার ধূসর বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া তিনি অন্যান্যের সহিত মিলিত হইয়া কলে শ্রমিকের কাজ করিতেন এবং একই বেঞ্চে বসিয়া ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতেন।

১৯৩২ সালের ৮ই নভেম্বর সংবাদ প্রচারিত হইল যে মিসেস্ ষ্টালিন মৃত। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর হইয়াছিল এবং ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কোন রোগের সংবাদ প্রচারিত হয় নাই। রাশিয়ার বাহিরে ইয়োরোপের সোভিয়েট বিদ্বেষীরা এই সংবাদ লইয়া মাতিয়া উঠিল এবং আজগুবি কাহিনী প্রচার করিয়া এই মৃত্যুকে হত্যা বা আত্মহত্যার সামিল করিয়া তুলিল। বিবাহিত জীবনে ষ্টালিনপত্নী সুখী ছিলেন না, বহুবর্ষ ধরিয়া তিনি অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন এবং অবশেষে গভীর নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কুৎসা রটনাকারী যুক্তি বা প্রমাণের কোন ধার ধারে না। কার্য্যতঃ ষ্টালিনপত্নী বিবাহিত জীবনের প্রথম ১০ বৎসর গৃহকর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র কন্যারা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বাহিরের কোন কাজে যোগ দিতেন না। ষ্টালিনের সহকর্ম্মীরা জানেন যে ষ্টালিন সময় পাইলেই তাঁহাদের সহরতলীর ক্ষুদ্র বাড়ীতে গিয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইতেন। ষ্টালিনপত্নী মৃদু স্বভাবা এবং নিরভিমানী ছিলেন। স্বামী ও সন্তানসন্ততিগণের সেবাই ছিল তাঁহার আনন্দ। তিনি কখনও নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বলিয়া স্বামীকে বিব্রত করিতেন না। কথিত আছে যে তিনি জটিল স্ত্রীরোগে ভুগিতেছিলেন এবং সেকথা দীর্ঘকাল স্বামীর নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন এবং অবশেষে রোগ যখন ধরা পড়িল তখন চিকিৎসকেরা

আসিয়া দেখিলেন, চিকিৎসার সময় অতীত হইয়াছে। পত্নীর মৃত্যুর পর বোঝা গেল যে ষ্টালিন তাঁহার জীবনসঙ্গিনীকে কত গভীরভাবে ভালবাসিতেন। আধুনিক রাশিয়ায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোন আড়ম্বর হয় না। সাধারণতঃ আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ শ্মশানে চিতা-চুল্লীতে ভস্ম করা হয়। কেবল প্রাচীনপন্থীরাই খৃষ্টানী মতে শোভাযাত্রা করিয়া শব সমাধিস্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু ষ্টালিন তাঁহার স্ত্রীর মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করিবার জন্য পাঠাইলেন না। এক প্রাচীন মঠে তিনি পত্নীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলেন। অতি সাধারণ সমাধির উপর পুষ্পস্তবক ছাড়া দর্শকগণ আর কিছুই দেখিতে পান না।

ষ্টালিন বাস্তববাদী। তিনি যখন রাষ্ট্রীয় কোন গুরুতর ব্যাপারে কোন বক্তৃতা বা বিবৃতি দান করেন তখন ফেনায়িত ভাষা ব্যবহার করেন না, অত্যুক্তি বর্জ্জিত সত্য কথাই কহেন। নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী প্রথম নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে মস্কৌর এক বৃহৎ নাট্যশালায় ষ্টালিন বক্তৃতা করেন। তিনি স্বয়ং নির্ব্বাচনপ্রার্থী ছিলেন। বিশাল জনতার মধ্যে ষ্টালিন যখন বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন তখন মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। ষ্টালিন জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে কোন গণতন্ত্রী দেশে এমন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ভোটদাতাদের ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তের তুলনা নাই। ভোটদাতারা গোপনে ভোট দিবেন, নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিবেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অবাধে স্বীয় মনোমত ব্যক্তিকে ভোট দিবেন ইহাই বড কথা নহে, আসল কথা হইল যে এই সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার অনুরোধ উপরোধ বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা দ্বারা খর্ব্ব হইবে না। গণতন্ত্রের এরূপ চরম অধিকার এ পর্য্যন্ত কোন দেশই দিতে পারে নাই।" ষ্টালিনের বলিবার ভঙ্গী এইরূপ সরল ও স্পষ্ট। তিনি নিজের জন্য কোন আবেদন না করিয়া সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের প্রশংসা করিলেন। তিনি জানেন কিভাবে জনসাধারণকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিতে হয় কিন্তু শুধুমাত্র ভাবাবেগের উপর তাঁহার কোন আস্থা নাই। তিনি মানুষকে

উত্তেজিত করিবার পরিবর্ত্তে যুক্তির দ্বারা তাহার শুভবুদ্ধি উদ্বোধন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

অতীত ও ভবিষ্যৎ জগতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা-শালী পুরুষ একটা নূতন জাতি ও নূতন সমাজব্যবস্থা তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ নূতন কিছু সৃষ্টি নহে, গতিশীল মনুষ্য সমাজের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনকে আবিষ্কার। যাঁহারা এইটি বুঝেন না তাঁহারা ফাশিষ্ট আদর্শের সহিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পার্থক্য কোনকালেই বুঝিবেন না এবং এই কারণেই ষ্টালিন ও নবীন রাশিয়া তাঁহাদের নিকট বিস্ময় ও বিদ্বেষের বস্তু।

ষ্টালিনকে ক্ষুদ্র ও খর্ব্ব করিয়া দেখাইবার এবং দেখিবার বহু চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অনেক সমালোচনা ও গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি। নিরপেক্ষ লেখক সাজিবার ভান করিয়া যাঁহারা মহত্ব অসহিষ্ণু মন লইয়া পরিবাদ রটনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও ভ্রমও ভাঙ্গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিঃ চার্চ্চিলের কথা বলা যায়। ষ্টালিনের চিরশত্রু চার্চ্চিল মস্কো হইতে ফিরিয়া ১৯৪২এর ৭ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ পার্লামেণ্টে বলিলেন —

"প্রধান মন্ত্রী ষ্টালিনের সহিত সাক্ষাৎ আমার নিকট এক বহু আকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা। রাশিয়ার এই দুর্দ্দিনে সে যে এমন মহান দৃঢ়চেতা নেতাকে পাইয়াছে, ইহা তাহার পরম সৌভাগ্য। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ, তাঁহার জীবন দুর্দ্দিন ও ঝড়ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইবার ছাঁচে ঢালা। তাঁহার সাহস অফুরন্ত, ইচ্ছাশক্তি অদম্য। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী সরল, স্পষ্টকথা বলিতে তাঁহার কুণ্ঠা নাই। সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রচুর রসবোধ আছে, ইহা প্রত্যেক জাতি এবং মানুষের অমূল্য সম্পদ। প্রধান মন্ত্রী ষ্টালিনের গভীর প্রশান্ত জ্ঞান এবং সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত মন, আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।"

মিঃ উয়িণ্ডেল উইলকী, তাঁহার "ওয়ান ওয়ার্লড্" পুস্তকে ষ্টালিনের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

"তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পর বিদায়ের প্রাক্কালে আমি, তিনি যে এতখানি সময় দিয়া আমার সহিত আগ্রহের সহিত আলাপ করিলেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তিনি একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, "মিঃ উইলকী আপনি জানেন, আমি জর্জিয়ার কৃষক সন্তান। বিনয়নম্র কথাবার্ত্তা বলিতে শিক্ষালাভ করি নাই, আমি কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে, আপনাকে আমার ভাল লাগিয়াছে।"

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রদূত মিঃ জোসেফ্ ডেভিস্ মস্কোএ ষ্টালিনের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ দিয়া স্বীয় কন্যার নিকট লিখিয়াছিলেন :—

"তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় তাঁহার মন বীর্য্যবান, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সুসংহত। তাঁহার ধূসর চক্ষুর দৃষ্টি দয়ার্দ্র এবং প্রশান্ত। যে কোন শিশু তাঁহার ক্রোড়ে বসিতে ব্যগ্র হইবে, যে কোন কুকুর তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে···তাঁহার রসবোধ তীক্ষ্ণ। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁহার মানসিক ক্রিয়া তীক্ষ্ণ, চতুর এবং সর্ব্বোপরি জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল—অন্ততঃ আমার নিকট তিনি এইরূপই প্রতিভাত হইয়াছেন। সর্ব্বাধিক ষ্টালিন-বিরোধী কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তির কল্পিত চিত্রের বিপরীত ব্যক্তিত্ব যদি তুমি মানসপটে গড়িতে পার, তাহা হইলেই এই মনুষ্যটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে।"

রাজনৈতিক মত ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে যাঁহারা ষ্টালিনের বিপরীত মত পোষণ করেন, এবং যাঁহারা সোভিয়েট আদর্শের বিরোধী তাঁহাদের ষ্টালিন সম্পর্কে ধারণার তিনটি কথা আমি উল্লেখ করিলাম মাত্র। আজ অবশ্য প্রদীপ জ্বালিয়া মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকে দেখাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। নিন্দা ও স্তুতির স্তর অতিক্রম করিয়া আজ তিনি লক্ষ কোটি নরনারীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট।

অতি সাধারণ পরিবার হইতে যে কৃষক যুবক একদিন সর্ব্বমানবের মুক্তি কামনায় অধীর হইয়া গৃহ পরিজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি আজ এক বিশাল দেশের বিজয়ী জনসমষ্টির নেতা ও পথ প্রদর্শক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন জননায়ক এমন বিপুল

সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। মহাযুদ্ধের অবসানে অন্যান্য দেশের নেতারা কেহ মৃত, কেহ পরিত্যক্ত কিন্তু ষ্টালিনের শির সমধিক গৌরবে উন্নত; তাঁহার নেতৃত্ব অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ সমগ্র ইয়োরোপে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মুখীন হইবার স্পর্দ্ধা রাখে। প্রাচ্যখণ্ডে সেভিয়েটবিরোধী জাপসাম্রাজ্যবাদের পতনের পর, পূর্ব্ব সীমান্তও বিপন্মুক্ত ও নিরাপদ। সোভিয়েট রাশিয়া ক্রমবর্দ্ধিত শক্তি ও প্রতিষ্ঠায় ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীরা ভীতিবিহ্বল; তাহাদের দালালেরা লাল-সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা দেখাইয়া বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের সোভিয়েটবিরোধী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সংবাদপত্রের অপপ্রচারে কিছুকালের জন্য কিছু লোককে অবশ্যই বিভ্রান্ত করা যায়। 'লাল-সাম্রাজ্যবাদের' আতঙ্কগ্রস্ত আমাদের স্বদেশবাসী অনেক বিজ্ঞব্যক্তি বলেন, ষ্টালিন আজ আর বিশ্ববিপ্লবের পতাকাবাহী নহেন, তিনি আজ নূতন রুশ জাতীয়তাবাদের প্রবর্ত্তক রাষ্ট্রনেতা মাত্র। নভেম্বর বিপ্লবকে তিনি আর বিশ্ববিপ্লবের ভূমিকারূপে চিন্তা করেন না।

সদ্যনিদ্রোত্থিত ষ্টালিনের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া যদি কেহ ঐ সকল অভিযোগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ষ্টালিন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন,—না, নিশ্চয়ই নহে। রুশ বিপ্লব হইতেই বিশ্ববিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্ববিপ্লব এখনও চলিতেছে এবং সোভিয়েট তাহার নেতা ও পরিচালক। কোন দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে সেই দেশের রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য পরিচালনা করা আর বিশ্ববিপ্লব এক বস্তু নহে। এ ভাবের জাতীয় দায়িত্ব, আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্ব নহে। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ সময় মত স্ব স্ব বিশিষ্ট উপায়ে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের চেষ্টা করিবে। আমার মতে, আমরা ১৯১৭র নভেম্বরে যে পথ লইয়াছিলাম অন্যান্য দেশকেও সেই পথই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের দিক হইতে ইহাতে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই। ইহা সত্য যে এক সময় লেনিনের সহিত আমিও চিন্তা করিতাম যে এক কেন্দ্রসংহত আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টি (কমিউনিষ্ট ইন্‌টার ন্যাশন্যাল) দ্বারা বিশ্ববিপ্লবের সমগ্র ধারা নিয়ন্ত্রিত করা দরকার।

যাহা হউক, অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহা সম্ভব নয়। এই কারণেই আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কমিউনিষ্ট পার্টি স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করিয়া লইবে এবং কমিনটার্নের অভিজ্ঞতা ও মার্কস্ ও লেনিনের শিক্ষা হইতে প্রেরণা লইবে।

অবশ্য ইহার অর্থ এ নহে যে, বিশ্ববিপ্লবের অনুকূলে সোভিয়েট রাশিয়া কিছুই করিবে না বা করিতেছে না। এমন কি ইচ্ছা করিলেও এমন একটা নেতিবাচক মনোভাব অবলম্বন করা যায় না। সমগ্র জগৎ হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা শূন্যতার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া বাস করিতে পারে না। আজ ইহা পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান সামরিক শক্তি, অধিকন্তু ইহা সমাজতান্ত্রিক শক্তিও বটে। আজ ইহার বিজয়বার্ত্তা দিগ্বিদিকে বিঘোষিত এবং দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে ইহার পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার শক্তির প্রভাবও আজ অপ্রমেয়।

যদিও জগৎ এখনও ধনতান্ত্রিক, তথাপি সোভিয়েট রাশিয়া বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে? সোভিয়েট রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নহে যে সে রাজ্যজয়ের জন্য উন্মুখ। অতএব আমাদের নীতি হইল বন্ধুত্ব ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকলের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা। ইহাদ্বারা সোভিয়েটের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে পুনরায় বসতি স্থাপন করার সুবিধা হইবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলির দ্রুত উন্নতি হইবে।

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা কি আমরা অন্য কোন দেশের উপর বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দিব? না; সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি শান্তির মনোভাবাপন্ন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যে কোন গভর্নমেণ্টকে আমরা মানিয়া লইব। যদি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সমাজতান্ত্রিক হয় তাহা হইলে স্বভাবতঃই আমারা পরস্পরকে অধিকতর সাহায্য করিতে পারিব, বিশেষভাবে তাহাদের সহিতই আমাদের

সম্পর্ক ঘনিষ্ট হইবে, যাহারা ভৌগোলিক দিক হইতে আমাদের নিকটবর্ত্তী। আমরা স্পেন গণতন্ত্রকে সাহায্য করিয়াছিলাম, তাহা তখনও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই। চীন এখনও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নহে, তথাপি জাপ সাম্রাজ্যবাদের সহিত তাহার সংঘর্ষে আমরা সাহায্য করিয়াছি। যেখানেই গণতান্ত্রিক অগ্রগতি শ্রমিকশ্রেণীকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার জন্য অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিবে সেইখানেই আমরা সাহায্য প্রদান করিব।

যুদ্ধোত্তর জগতে শ্রান্ত ক্লান্ত জনমণ্ডলী এখন নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর চাহে। নাৎসী ফাশিস্তদের দ্বারা বিধ্বস্ত গণতান্ত্রিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মস্থ না হইলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভবপর নহে। বৈপ্লবিক নেতৃত্ব সৃজন করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্যও সময় আবশ্যক।

বিশ্ববিপ্লব আমাদের সৃষ্টি নহে। মানব সমাজের বৃহত্তম অংশের স্বার্থে বিপ্লবকে কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় আমরা কেবল সেই পথ দেখাইয়াছি। আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইব।

এই কর্ম্মবহুল মহৎ জীবন আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম, ইতিহাসে কেবল ঘটনাই ঘটে না, অঘটন ঘটে এবং সেই অঘটন আবার এক রূপান্তরিত নবীন ঘটনাপুঞ্জের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। ইতিহাসের সেই পরম রহস্যময় গতিকে যাঁহারা বুঝিতে পারেন এবং তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, ষ্টালিন তাঁহাদেরই অন্যতম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্রের বিকৃত প্রয়োগে পীড়িত পৃথিবীকে বন্ধন ও দাসত্ব মোচনের পথপ্রদর্শক রূপে লেনিনের শিষ্য নরকেশরী ষ্টালিন মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন